আল্লামা মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (রাহিমাহুল্লাহ)

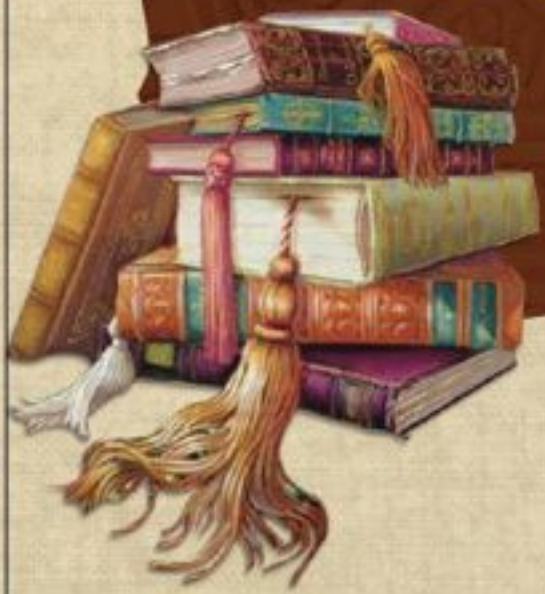
অনুবাদক

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার

হাদীসভিত্তিক ফিক্‌হ

১ম খণ্ড



ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার

(১ম খণ্ড)

আল্লামা মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদক

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদনা ও হাদীস তাখরীজ

শাইখ ইমদাদুল হক

As-sunnah Publications
Mobile: 01730747001, 01788999968
dr.khandakerabdullahJahangir sunnahtrust
www.assunnahtrust.org

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (১ম খণ্ড)

মূল : আল্লামা মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান (রাহিমাহুল্লাহ)

অনুবাদক : ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)

সম্পাদনা ও হাদীস তাখরীজ
শাইখ ইমদাদুল হক

গ্রন্থস্বত্ব: আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর-আস সুন্নাহ ট্রাস্ট
প্রকাশক: উসামা খোন্দকার

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, পৌর বাস টার্মিনাল, ঝিনাইদহ-৭৩০০

বিক্রয়কেন্দ্র
আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ৪৮ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, মোবাইল: ০১৭৩০৭৪৭০০১, ০১৭৮৮৯৯৯৯৬৮, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৫, ০১৭১৬৪৮৯৯৭৫
আস-সুন্নাহ টাওয়ার, ঝিনাইদহ মোবাইল: ০১৭১৬৪৮৫৯৬৬, ০১৭৯১৬৬৬৬৬৩ ০১৭৯১৬৬৬৬৬৪
ফুরফুরা দরবার, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা, মোবাইল: ০১৮৭৩৯৩৫২৪৫, ০২-৯০০৯৭৩৮

প্রকাশকাল: মার্চ ২০১৯ ঈসায়ি, জুমাদাল উখরা ১৪৪০ হিজরি
পুনর্মুদ্রণ: যুলহাজ্জ ১৪৪৩ হিজরি, শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, জুলাই ২০২২ ঈসায়ী

প্রচ্ছদ: আবুল ফাতাহ মুন্না

ISBN: 978-984-93633-3-0
Reference No : As/Ap/2022/07/03

হাদিয়া: ৩৬০ (তিনশত ষাট) টাকা মাত্র।

FIQHUS SUNANI WAL ASAR (Volume-1) (Compilation of Hadith Sharif) by Allama Mufti Sayyid Muhammad Amimul Ihsan (Rahimahullah) in Arabic, Translated by Professor Dr. Kh. Abdullah Jahangir (Rahimahullah), Published by As-Sunnah Publications, As-Sunnah Trust Building, Bus Terminal, Jhenidah-7300 in March-2019. Latest Edition: July 2022. Price Tk 360 only.

AS-SUNNAH TRUST

কৈফিয়ত

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীন আলাহর জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর মহান রাসূলের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ, সঙ্গীগণ ও অনুসারীগণের উপর।

মুফতি সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতি (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন বাইতুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সর্বপ্রথম খতীব (১৯৬৪-১৯৭৪) ও বিশিষ্ট ইসলামি ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন একাধারে মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস, ফকীহ ও মুফতি এবং বহু উচ্চ মানসম্পন্ন ইসলামি গ্রন্থাবলির রচয়িতা ও সংকলক।

মাত্র দশ বছর বয়সে তিনি হযরত সাইয়িদ বারাকাত আলী শাহ-এর নিকট কুরআন মাজীদের অনুবাদ, সূফিমতবাদ সম্পর্কিত পুস্তক-পুস্তিকা, ইলমে সরফ, তাফসীর, হিসনে হাসীন ও ফারসি সাহিত্যের উচ্চতর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করেন। ১৯২৬ সালে পনেরো বছর বয়সে তিনি কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আলিম, ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দে ফাযিল ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন এবং 'মুমতাযুল মুহাদ্দিসীন' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি তার উস্তায মাওলানা মুফতি মুশতাক আহমাদ কানপুরি ﵀-এর প্রাপ্ত হন এবং পরে 'দারুল ইফতা'র প্রধান মুফতি হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৩৫ সালে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল তাকে একটি বিশেষ সীলমোহর প্রদান করে, যাতে লেখা ছিল 'গ্র্যান্ড মুফতি অফ কলকাতা' (Grand Mufti of Calcutta); তখন থেকে তিনি 'মুফতি-এ-আ'যম' উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে বৃটিশ সরকার হযরত মুফতি সাহেবকে মধ্য কলকাতার কাযি পদে নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি 'আঞ্জুমানে কুররায়ে বাংলা' (বাংলার কারি সমিতি) এর সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৪৩ সালে মুফতি সাহেব কলকাতা আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল (ভারত বিভাগ) পর্যন্ত তিনি কামিল ক্লাসে হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এবং ফাযিল শ্রেণিতে উর্দু-ফারসি পাঠদান করতেন। ১৯৪৭ সালে আলিয়া মাদরাসা ঢাকা শহরে স্থানান্তরিত হলে তিনিও কলকাতা থেকে বাংলাদেশে চলে আসেন এবং নতুনভাবে ঢাকা আলিয়া মাদরাসায় অধ্যাপনার কাজে জড়িত হন। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন সরকার তাঁকে ধর্মীয় উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ১৯৫৫ সালে আলিয়া মাদরাসার হেডমাওলানা পদে উন্নতি লাভ করেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত মুফতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। আলিয়া মাদরাসায় কর্মরত অবস্থায় মুফতি সাহেব ব্যাখ্যাসহ 'সহীহ বুখারি' পড়াতেন।

তার লিখনি থেকে জানা যায়, তিনি কমপক্ষে পঁচিশবার 'সহীহ বুখারি' কিতাবটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠদান করেছেন। ১৯৬৪ সালে জাতীয় মসজিদ বাইতুল মুকাররম প্রতিষ্ঠার পর মসজিদ কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে তিনি সেই মসজিদের খতীব হিসাবে নিযুক্ত হন ও মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সেই খেদমতে বহাল থাকেন। অনেক আরবিভাষাভাষী উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ ও রাষ্ট্রনায়কগণ তাঁর খুতবার প্রশংসা করেছেন।

সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান বারাকাতি ২০০ এর অধিক গ্রন্থ রচনা করেন। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল- তাফসীরু সহীহিল বুখারি, আত তানবীর ফী উসূলিত তাফসীর, আত তাবশীর ফী শারহিত তানবীর ফী উসূলিত তাফসীর, ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার, মানাহিজুস সুআদা, আল আরবাঈন ফিস্ সালাত, ফিহিরস্ত কানযুল উম্মাল, মীযানুল আখবার, মি'য়ারুল আসার, তা'লীকাতুল বারাকাতি, তালখীসুল মারাসিল, মিন্নাতুল বারি, আত তানবীহ লিল ফকীহ, লুববুল উসূল, মালাবুদ্দা লিল ফকীহ, আত তা'রীফাতুল ফিকহিয়্যাহ, উসূলুল কারখি, কাওয়ায়িদুল ফিকহ, আদাবুল মুফতি, তুহফাতুল বারকাতি বি-শারহি আদাবুল মুফতি, ইলমে তাসাওউফ, তারীখে ইসলাম, তারিখু ইলমিল হাদীস, তারীখু ইলমিল ফিক্হ, মুকাদ্দমাতুন নাহু। মুফতি সাহেবের অনেক গ্রন্থ মাদরাসার পাঠ্য তালিকাভুক্ত। ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার, সীরাতে হাবীবে ইলাহ, তারীখু ইলমিল ফিক্হ, তারীখে ইসলাম, তারীখু ইলমিল হাদীস, আদাবুল মুফতি, কাওয়ায়িদুল ফিক্হ, মীযানুল আখবার, মি'য়ারুল আসার নামক তার প্রধান কিতাবসমূহ মিসরের জামিউল আজহার, ভারতের দারুল উলূম দেওবন্দসহ, পাকিস্তান, সিরিয়া, মিসর ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের

বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের সকল কওমি ও আলিয়া মাদরাসাগুলোতে পাঠ্যবই হিসাবে পড়ানো হয়। তিনি ১৯৭৪ সালের ২৭ অক্টোবর (হিজরি: ১০ শাওয়াল ১৩৯৫) মৃত্যুবরণ করেন।

ইসলামের সেবায় ও দাওয়াতি কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৪ সালে তাকে মরণোত্তর স্বর্ণপদক ও সনদ দান করেন। মুফতি সাহেব তার অধিকাংশ কিতাব আরবি ও উর্দু ভাষায় রচনা করেন।

"ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার" তাঁর রচিত একটি গুরুত্বপূর্ণ হাদীস সংকলন। হাদীসভিত্তিক ফিক্‌হি এই গ্রন্থে তিনি মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনযাপনে প্রয়োজনীয় কাজকর্মের ইসলামি বিধানসমূহ সংকলন ও উপস্থাপন করেছেন সহীহ হাদীসের দলীলসহ। ফলে ফিক্‌হি মাসআলা সংক্রান্ত হাদীস খুঁজতে এ গ্রন্থটি খুবই সহায়ক। **ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ)** গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেন। যিনি ছিলেন একাধারে ইসলামি চিন্তাবিদ, টিভিআলোচক, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক, আলিম, দায়ি', গবেষক ও লেখক। তিনি পিস টিভি, ইসলামিক টিভি, এটিএন ও এনটিভিসহ বিভিন্ন টিভিতে ইসলামের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। ফরেন টেলিভিশন চ্যানেল আইটিভিইউএস এর উপদেষ্টা ছিলেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সিম্পোজিয়াম, সেমিনার, মসজিদের খুতবায় ও টিভি আলোচনায় জনসচেতনতা তৈরি করেন।

এই বরেণ্য ব্যক্তিত্বের জন্ম হয় ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। ঝিনাইদহের ধোপাঘাটা-গোবিন্দপুর গ্রামে তার পিতা খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান ও মা বেগম লুৎফুন্নাহার এর বসত বাড়ি বিদ্যমান। তিনি ১৯৭৩ সালে দাখিল, ১৯৭৫ সালে আলিম, ১৯৭৭ সালে ফাযিল ও ১৯৭৯ সালে হাদীস বিভাগে কামিল পাস করার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্যে সৌদি আরব গমন করেন। রিয়াদে অবস্থিত ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৮৬ সালে অনার্স, ১৯৯২ সালে মাস্টার্স ও ১৯৯৮ সালে পি-এইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। রিয়াদের মুহাম্মাদ বিন সাউদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি বর্তমান সৌদি বাদশা ও তৎকালীন রিয়াদের গভর্নর সালমান বিন আব্দুল আযীযের

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাত থেকে পরপর দু'বার সেরা ছাত্রের পুরস্কার গ্রহণ করেন। এ সময় তিনি শাইখ আব্দুল্লাহ বিন বায, বিন উসাইমীন, আল জিবরীন ও আল ফাওযানের মতো বিশ্ববরেণ্য স্কলারদের সান্নিধ্য লাভ করেন। লেখাপড়ার পাশাপাশি ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনি উত্তর রিয়াদ ইসলামি সেন্টারে দায়ি' ও অনুবাদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

লেখাপড়া শেষ করে ১৯৯৮ সালে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আল হাদীস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের লেকচারার হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯৯ সালে তিনি ইন্দোনেশিয়া থেকে ইসলামি উন্নয়ন ও আরবিভাষা বিষয়ে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। ২০০৯ সালে তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একই বিভাগে প্রফেসর পদে উন্নীত হন। কর্মজীবনে তিনি ঢাকার দারুস সালাম মাদরাসায় খণ্ডকালীন শাইখুল হাদীস হিসেবেও পাঠদান করতেন।

বাংলা ইংরেজি ও আরবিভাষায় সমাজসংস্কার, গবেষণা ও শিক্ষামূলক প্রায় অর্ধশতগ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে A Woman From Desert (1995), Guidance For Fasting Muslims 1997), A Summary of Three Fundamentals of Islam (1997), ইসলামী আকীদা, এহইয়াউস সুনান, রাহে বেলায়াত, হাদীসের নামে জালিয়াতি, আল-মাউযূআত, পোশাক পর্দা ও দেহসজ্জা, খুতবাতুল ইসলাম, উশর বা ফসলের যাকাত, ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ, আল-ফিকহুল আকবার বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা, সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর, সহীহ মাসনূন ওযীফা, আল্লাহর পথে দাওয়াত, শবেবরাত: ফযীলত ও আমল, সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান, মুনাজাত ও নামায, পবিত্র বাইবেল: পরিচিতি ও পর্যালোচনা, কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ, জামাআত ও ঐক্য প্রভৃতি। এ ছাড়া তিনি মুসনাদে আহমাদ ও ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসারসহ বেশ কয়েকটি জরুরি গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করেছেন। বর্তমানে আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট তাঁর বিভিন্ন আলোচনা থেকে সংকলন করে 'জিজ্ঞাসা ও জবাব' বইটি সিরিজ আকারে প্রকাশ করা শুরু করেছে।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ব্যক্তি জীবনে অত্যন্ত সদালাপী, বিনয়ী ও যুগসচেতন আলিম। মুসলিম উম্মাহর জন্য অভাবনীয় দরদ পোষণ করতেন তিনি এবং উম্মাহর ঐক্য নিয়ে তাঁর ভাবনা ছিল

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সীমাহীন। তিনি ছিলেন ফুরফুরার পীর আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকী ﵀-এর সেজো জামাতা। ঝিনাইদহ শহরের কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের পাশে প্রতিষ্ঠা করেন 'আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট'। প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেছেন ঝিনাইদহের এডুকেশন ও চ্যারিটি ফাউন্ডেশনে, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইনস্টিটিউটের।

'আস সুন্নাহ ট্রাস্ট' এর প্রকাশনা বিভাগ কর্তৃক নতুনভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির প্রকাশকে আল্লাহ পাক কবুল ও বরকতময় করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দৈনন্দিন জীবনের কার্যক্রম পরিচালনা করার ব্যাপারে এই গ্রন্থে উল্লিখিত হাদীসমূহ পড়তে, বুঝতে ও আমল করতে তাওফীক দিন। আমীন।

২

এই গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন বাংলাদেশের একমাত্র আলিমে দীন যার গ্রন্থ সারা বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট ও লাইব্রেরিতে স্থান পেয়েছে। তিনি উসূলে কারখির যে অনন্য উদাহরণ দিয়ে সেটাকে ছাত্র-শিক্ষকদের জন্য উপহার হিসেবে দিতে পেরেছেন তার তুলনা বিরল। মাযহাবি দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি হানাফি মাযহাবের লোক ছিলেন এবং সে দিকেই নিজেকে সম্পৃক্ত করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। তিনি এ গ্রন্থটি লেখার মাধ্যমে ইলমের এক বিরাট খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। তুলনামূলক ফিকহ শাস্ত্রে এটি একটি সংযোজন হিসেবে ধর্তব্য হয়েছে।

বস্তুত ইসলামী শরী'আহর জ্ঞানে সমৃদ্ধ যিনি, তিনিই ফকীহ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। পূর্বকালে বলা হত, "যে কেউ আলিমগণের মধ্যকার মতপার্থক্যের জ্ঞান রাখবে না সে ফিকহের গন্ধও শুঁকতে পারবে না।" ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ থাকবে না এটা কল্পনা করা যায় না। তাদের মতভেদ আমাদের দীনে প্রশস্ততা নিয়ে এসেছে। তাঁদের মধ্যকার মতভেদ এ দীনের প্রাণবন্ততা ও যুগ-যুগান্তরে, অবস্থা ও পরিবেশের ভিন্নতায় তার প্রয়োগ সম্ভব হওয়ার প্রমাণ বহন করে। এটিকে বলা হয় ইলমুল খিলাফ। এ খিলাফ বা মতপার্থক্য কখনও উম্মাতের সালাফ তথা পূর্বতন লোকদের মাঝে হানাহানির পর্যায়ে ছিল না। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে বহু ফিকহী মাসআলায় মতভেদ ছিল। কিন্তু কখনও শোনা যায়নি যে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তারা একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন কিংবা এর উপর ভিত্তি করে একে অপরকে ঘায়েল করার জন্য অপমানকর কোনো শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাবিয়িগণের মধ্যে বহু ফিকহী মাসআলায় মতপার্থক্য ছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে তা নিয়ে কাঁদা ছোড়াছুড়ির নমুনা দেখতে পাই না। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তারা বহু ফিকহী মাসআলায় মতভেদ করেছেন, কিন্তু তাদের মধ্যে ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহকে দেখা গেছে আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে মন্তব্য করতে যে, "এ হচ্ছে আবু হানীফা, যদি তিনি এ স্তম্ভটিকে স্বর্ণ বলেন তবে সেটা তার যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দেখাতে পারবেন"। আবার শাফিয়ি রাহিমাহুল্লাহকে দেখা গেছে আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ সম্পর্কে "কেউ যদি ফিকহে গভীর জ্ঞানী হতে চায় তবে তাকে আবু হানীফার পরিবারভুক্ত হতে হবে"। আবার দেখতে পাই শাফিয়িকে, তিনি মুহাম্মাদ ইবনুল হাসানের কাছে পড়েছেন এবং পরবর্তীতে তার উস্তাদ থেকে উটের বোঝার মত ইলম নিয়েছেন বলে গর্ব করতেন। এ শাফিয়িকেই দেখা যায় ইমাম মালিকের ছাত্র হতে। আর ইমাম আহমাদকে দেখা যায় শাফিয়ির ছাত্র হতে। অপর দিকে মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান বলেন, যদি হাদীস বিশারদগণ কোনোদিন কোনো কথা বলে তবে তারা শাফিয়ির মুখ দিয়েই বলতে হবে। আহমাদ ইবন হাম্বাল বলেন, আল্লাহ তা'আলা শাফিয়ির মধ্যে সকল কল্যাণের সমাহার করেছেন। ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন বলেন, আমি আহমাদ ইবন হাম্বালকে দেখেছি শাফিয়ির খচ্ছরের পিছনে পিছনে হাঁটতে। ইয়াহইয়া ইবন মায়ীন পরবর্তীতে শাফিয়িকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তুমি যদি অপর পার্শ্ব দিয়ে তার পিছনে চলতে তবে তা তোমার জন্য উপকারী হত। রবী' ইবন সুলাইমান আল-মুরাদী বলেন, শাফিয়ি বলেন, যদি কেউ আহমাদ ইবন হাম্বালের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে তবে তা তাকে কাফির বানিয়ে ছাড়বে। শাফিয়ি আরও বলেন, আমি বাগদাদ থেকে বের হবার সময় সেখানে আহমাদ ইবন হাম্বালের চেয়ে পরহেযগার, তাকওয়াবান, ফকীহ এবং জ্ঞানী আর কাউকে রেখে আসিনি। ইমাম তাবারানি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ ইবন হাম্বালকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, শাফিয়ি বলেছেন, হে আবু আব্দুল্লাহ, যখন

তোমাদের কাছে কোনো হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিশুদ্ধভাবে আসবে তখন আমাদেরকে তা জানাবে, যাতে করে আমরা সেটার দিকে প্রত্যাবর্তন করতে পারি।

এভাবেই আমরা দেখতে পাই, বড় বড় আলিমগণ ফিকহী মাসআলায় মতভেদ সত্ত্বেও পরস্পরকে ভালোবাসতেন এবং তাদের মধ্যকার সম্মানিত সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাদের মাঝে আকীদাগত কোনো বিরোধ ছিল না। তারা আকীদাগতভাবে একই পরিবারভুক্ত ছিলেন।

ফিকহী মাসআলাগত এ মতভেদের কারণে প্রত্যেক গবেষক আলিমই তাদের গ্রন্থসমূহে তার মাসলাক বা মাযহাবের মতকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। সাথে সাথে তারা অপর মতকেও সম্মানের সাথে উল্লেখ করে তাদের মত খণ্ডনের চেষ্টা করেছেন। এসবই করেছেন তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে এবং আদবের সাথে।

পরবর্তীতে এ ধারার পরিবর্তন সাধিত হয়। আলিমগণের মাঝে মাযহাবি ফিকহের সাহায্য করার প্রবণতা প্রবলভাবে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখি, ইমাম তাহাবি রাহিমাহুল্লাহ হানাফি মাযহাবের পক্ষে প্রাধান্য দিয়ে তাঁর কিতাব শারহু মা'আনিল আসার সংকলন করেছেন। ইমাম বাইহাকি রাহিমাহুল্লাহ তাঁর মা'রিফতুস সুনানি ওয়াল আসার রচনা করেছেন।

আমাদের এ গ্রন্থটি তেমনি একটি গ্রন্থ; যেখানে শাইখ মুফতি আমীমুল ইহসান রাহিমাহুল্লাহ হানাফি মাযহাবের দলীল জমা করতে চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য মাযহাবের দলীল নিয়ে এসে হানাফী উসূলের ওপর ভিত্তি করে সেটার উপর নিজের মাযহাবকে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এসব আলোচনার সময় অনেক সময় নিজের দলীলকে সঠিকভাবে পেশ করলেও সর্বত্র অপরপক্ষের সকল দলীল নিয়ে আসা হয়নি। বিষয়টি গবেষক পাঠক মাত্রই বুঝতে সমর্থ হবেন। তার এ গ্রন্থটি অনেক দিক থেকে নীমাবি রাহিমাহুল্লাহর 'আসারুস সুনান' ও শাইখ যাফার আহমাদ উসমানি রাহিমাহুল্লাহর 'ই'লাউস সুনান' গ্রন্থেরই অনুরূপ।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এ জাতীয় গ্রন্থ যত বেশি রচিত হবে ততই মানুষ দলীলভিত্তিক ফিকহের দিকে ধাবিত হবে। এর মাধ্যমে ইলমে ফিকহের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হবে। গ্রন্থকার বা অনুবাদকের অনেক মতের সাথে গবেষকগণ একমত না হলেও আমরা এ বিষয়টিকে গবেষণার বিষয় হিসেবেই নিবো; যেখানে "সকল গবেষণা বিশুদ্ধ হওয়া জরুরি নয়, তবে সকল গবেষকের নসীবেই কিছু সাওয়াব জমা হয়।"

আমরা গ্রন্থখানির প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের মাঝে দলীলভিত্তিক ফিকহের ভিত রচিত হবে বলে বিশ্বাস করি।

দু'আ করি, মহান আল্লাহ দয়া করে এই বইটি কবুল করেন। এর লেখক অনুবাদকসহ যারা এই বইটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ সবার প্রচেষ্টাকে কবুল করেন। সকল প্রশংসা আল্লাহরই। সালাত ও সালাম রাসূল ﷺ, তাঁর পরিবারপরিজন, সাহাবিগণ ও অনুসারিগণের জন্য।

আব্দুর রহমান
জেনারেল সেক্রেটারী
আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট, ঝিনাইদহ।

AS-SUNNAH TRUST

সম্পাদকের কথা

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর নিমিত্ত, যিনি মানুষের হেদায়াতের জন্য নাযিল করেছেন কুরআন এবং তার মাধ্যমে ওহির পূর্ণতা ও সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন, এবং নিজেই গ্রহণ করেছেন তা সংরক্ষণের দায়িত্ব। সালাত ও সালাম তাঁর সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর, যাকে তিনি করেছেন তাঁর এই সর্বশেষ ওহির বাহক, ব্যাখ্যাকার ও মানব জাতির জন্য তা বাস্তবায়নের একমাত্র ও উত্তম নমুনা; এবং তাঁর পরিবার-পরিজন, সহচর ও কল্যাণ কামনায় প্রলয়দিবস পর্যন্ত তাঁদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের উপর।

সৃষ্টির শুরু থেকেই আল্লাহর অনুগ্রহ, করুণা ও ভালোবাসা সর্বদিক থেকে মানুষকে ঘিরে রেখেছে। সৃষ্টি করেই তিনি মানুষকে রেখেছেন এবং স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনকে যাপন ও উপভোগ করতে দিয়েছেন অতিমূল্যবান আবাস জান্নাতে এবং তাঁর নিকটতম সৃষ্টি ফিরিশতাদের মাধ্যমে সিজদা করিয়ে দান করেছেন সর্বোচ্চ সম্মান। কিন্তু মানুষ তার চিরশত্রু অহংকারী, পরশ্রীকাতর, চতুর ইবলিসের প্রতারণায় সৃষ্টিসূত্রে পাওয়া সেই ভিটেমাটি ও ইজ্জত-সম্মান হারিয়ে ফেলে।

কোনো আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি যখন কারো মাধ্যমে প্রতারিত হয়ে সম্মান ও সম্পদ খুইয়ে বসেন তখন তার সামনে একমাত্র চ্যালেঞ্জ থাকে কীভাবে প্রতারককে পরাজিত করে হৃত গৌরবধনকে পুনরুদ্ধার করা যায়! কিন্তু সুচতুর ধূর্ত শত্রুকে পরাজিত করতে প্রয়োজন হয় বিজ্ঞ-অভিজ্ঞ কারো হেদায়াত ও রাহনুমায়ির। এবিষয়ে মহান আল্লাহ হৃতসর্বস্ব সরল মানুষকে আশ্বস্ত করেন এবং তাঁর অপার করুণাধারা নিয়ে হাযির হন। তিনি বলেন, '*আমি বললাম, তোমরা সকলে সেখানে নেমে যাও। আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট হেদায়াত যাবে, যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়াতের অনুসরণ করবে তাদের ভয় পাওয়ার বা দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না*'।[১] তিনি দেশেদেশে কালেকালে হেদায়াতের কিতাব ও নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। এধারার সর্বশেষ হেদায়াত আল কুরআন।

আল কুরআনের বর্ণনা মতে মানুষকে যেমন দুর্বল করে সৃষ্টি করা

[১]. সূরা: (২) বাকারাহ, আয়াত: ৩৮।

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হয়েছে তেমনি তাকে দেওয়া হয়েছে অল্প জ্ঞান। এই স্বল্পজ্ঞানী, হাজারো সীমায় আবদ্ধ মানুষের জন্য সর্বজ্ঞানী অসীম আল্লাহর সকল বক্তব্য ভাষ্য ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়। আল্লাহ বলেন, '*এইসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য উপস্থাপন করেছি, অথচ জ্ঞানীগণ ছাড়া তা অনুধাবন করতে পারে না*'।[২]

যেহেতু আল কুরআন মানব জাতির বিজয়, মুক্তি ও সফলতার সর্বশেষ আসমানি হেদায়াত সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত তা অবিকৃত সংরক্ষিত হওয়া অতীব জরুরি। কুরআন যখন নাযিল হত নবীজি ﷺ খুবই মনোযোগ সহকারে শুনতেন এবং বারবার জিহ্বা সঞ্চালন করে তা আওড়াতেন, যেন যথাযথভাবে আত্মস্থ হয়ে যায়। তখন আল্লাহ বলেন, '*আপনি একে দ্রুত মুখস্থ করার জন্য আপনার জিহ্বা সঞ্চালন করবেন না। নিশ্চয় (আপনার হৃদয়ে) এর সংরক্ষণ ও (আপনার মুখে) পাঠ করাবার দায়িত্ব আমার। সুতরাং আমি যখন (জিবরীলের মাধ্যমে) তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন। তারপর এর বিশদ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য আমারই দায়িত্ব*'।[৩]

শেষ আয়াতটিতে মহান আল্লাহ জানিয়েছেন আল কুরআনের ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তার কথা এবং আরো বলেছেন, সে ব্যাখ্যা তিনি নিজ দায়িত্বে তাঁর রাসূলকে শিক্ষা দিয়েছেন। আর নবী ﷺ-কে আদেশ করেছেন মানব জাতিকে সে ব্যাখ্যা শিক্ষা দিতে। তিনি বলেন, '*আমি আপনার নিকট স্মারকগ্রন্থ নাযিল করেছি, যাতে আপনি মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করেন যা তাদের জন্য নাযিল করা হয়েছে*'।[৪] নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনব্যাপী তাঁর কথা, কর্ম ও অনুমোদনের মাধ্যমে কুরআনের সে ব্যাখ্যা মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন। সে জন্য আয়িশা رضي الله عنها বলেন, 'তাঁর আখলাক হল আল কুরআন'।[৫]

মহান আল্লাহ আল কুরআনে তাঁর আনুগত্যের পাশাপাশি বারংবার তাঁর রাসূলের আনুগত্যের আদেশ করেছেন। এবং মানব জাতির কাছ থেকে রাসূলের আনুগত্যের পরীক্ষাও নিয়েছেন। তিনি বলেন, '*আপনি যে কিবলার উপর ছিলেন আমি তা নির্ধারণ করেছিলাম একথা জেনে নিতে*

[২]. সূরা: (২৯) আনকাবুত, আয়াত: ৪৩।
[৩]. সূরা: (৭৫) কিয়ামাহ, আয়াত: ১৬-১৯।
[৪]. সূরা: (১৬) নাহল, আয়াত: ৪৪।
[৫]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-২৪৬০১।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যে, কে রাসূলের আনুগত্য করে আর কে পিছু টান দেয়'।[৬] হিজরতের পর থেকে সূরা বাকারাহর ১৪৪ নং আয়াত নাযিল হবার আগ পর্যন্ত সতেরো মাস নবীজি ﷺ মুসলিমদেরকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে সালাত আদায় করতেন। বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা বানানোর নির্দেশ সম্বলিত কোনো আয়াত আল কুরআনে নেই। অথচ মহান আল্লাহ উল্লিখিত ১৪৩ নং আয়াতে বললেন, 'এই বাইতুল মুকাদ্দাসকে আমিই কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করেছিলাম'। এর মাধ্যমে স্পষ্টই বোঝা যায়, কুরআনের বাইরেও মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলের নিকট শরীআতের বিধান সম্বলিত ওহি প্রেরণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন হিসাবে দাবি না করেই মানুষকে সে বিধানের আনুগত্য করবার আদেশ করেছেন। আর মহান আল্লাহ এভাবে মানুষের পরীক্ষা নিয়েছেন যে, তারা তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে কি না। (রাসূল ﷺ-এর উপর কুরআন বহির্ভূত এধরনের দ্বিতীয় প্রকার ওহি নাযিলের প্রমাণ আল কুরআনের আরো অনেক আয়াতে রয়েছে। যেমন, সূরা বাকারাহ: ১৮৭; সূরা আল ইমরান: ১২৩-১২৫; সূরা আনফাল: ৭; সূরা আহযাব: ৩৭; সূরা ফাত্হ: ১৫; সূরা হাশর: ৫ ও সূরা তাহরীম: ৩ ইত্যাদি)। এধরনের ওহির মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসূলকে আদেশ-নিষেধ ও হালাল-হারামের বিধান দানের অধিকার দিয়েছেন। তিনি বলেন, '*তিনি (আল্লাহর রাসূল) তাদেরকে সৎকাজের আদেশ করেন, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দেন আর নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ নিষিদ্ধ করে দেন*'।[৭] নবীজি ﷺ বলেছেন, '*জেনে রাখো, নিশ্চয় আমাকে দান করা হয়েছে কুরআন ও তার সাথে তার অনুরূপ*'।[৮] তিনি আরো বলেন, '*তোমাদের কেউ কি আপন আসনে হেলান দিয়ে ধারণা করে যে, এই কুরআনে যা আছে তাছাড়া আর কিছুই আল্লাহ নিষিদ্ধ করেন নি? শুনে রাখো, আল্লাহর কসম, আমিও তোমাদেরকে উপদেশ দিয়েছি, অনেক কিছুর আদেশ করেছি এবং নিষিদ্ধ করেছি- তা কুরআনের অনুরূপ অথবা তার অধিক*'।[৯]

আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক। বিধান দেবার

[৬]. সূরা: (২) বাকারাহ, আয়াত: ১৪৩।
[৭]. সূরা: (৭) আ'রাফ, আয়াত: ১৫৭।
[৮]. মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং-১৭১৭৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৪৬০৪।
[৯]. সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং-৩০৫০।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

অধিকার একমাত্র তাঁরই এবং তাঁরই হাতে সকলের হেদায়াত। উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি আমাদের জন্য ওহির মাধ্যমে তাঁর যে শরীআত ও হেদায়াত নাযিল করেছেন তার একাংশ আল কুরআন। দ্বিতীয়ত, কুরআনের ব্যাখ্যা ও কুরআনের অতিরিক্ত বিধিবিধান হিসাবেও তিনি তাঁর রাসূল ﷺ-এর নিকট ওহি নাযিল করেছেন; আমাদের কাছে তা হাদীস ও সুন্নাহ নামে সংকলিত। এই দ্বিতীয় প্রকার ওহি নাযিলের পদ্ধতি সম্পর্কেও মহান আল্লাহ আল কুরআনে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, '*কোনো মানুষের জন্য এটা হবার নয় যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন ওহির মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে; তিনি সমুন্নত প্রজ্ঞাবান*'।[১০] এ আয়াতে আল্লাহ ওহি নাযিলের তিনটি পদ্ধতির কথা বলেছেন। এর তৃতীয় পদ্ধতিতেই শুধু কুরআন নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ 'দূত' প্রেরণের মাধ্যমে। কুরআনের অন্যত্র যে দূতকে 'জিবরীল' ও 'রুহুল আমীন' বলা হয়েছে। আর প্রথম ও দ্বিতীয় পদ্ধতিতে এই দ্বিতীয় প্রকারের ওহি নাযিল হয়েছে।[১১]

উপরের আলোচনা থেকে প্রতিভাত হয় যে, দ্বিতীয় প্রকারের ওহি হাদীস বা সুন্নাহকে অস্বীকার করার অর্থ হল, আল কুরআনের অগণিত আয়াতকে অস্বীকার করা এবং ওহির এক বিরাট অংশকে বাতিল সাব্যস্ত করা। এবং হাদীস অস্বীকার করার পর কুরআন বোঝা ও মানার দাবিও অর্থহীন হয়ে পড়ে। এজন্য যুগেযুগে হাদীস অস্বীকারকারী বিভ্রান্ত আহলে কুরআন সম্প্রদায়ও তাদের দাবিতে অটল থাকতে পারেনি। তারা হাদীস অস্বীকারের নামে কুরআনের বাহক ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাখ্যাকারের ব্যাখ্যা তো পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু নিজের পক্ষ থেকে নানান আজগুবি ও গাঁজাখোরি ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে থাকে। এমন তো নয় যে, তারা ব্যাখ্যাহীনভাবে কুরআনের আয়াতটুকুই শুধু মানুষের সামনে উপস্থাপন করে। এমনকি '*কুরআনের ব্যাখ্যায় হাদীস মানার প্রয়োজন ও অনুমোদন নেই*'- তাদের এই প্রধান দাবি প্রমাণের জন্যও দুয়েকটি আয়াতের ভুল অনুবাদের সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে শতশত বাক্যের ফালতু প্রলাপ উপস্থাপন করে থাকে।

[১০]. সূরা: (৪২) শুরা, আয়াত: ৫১।

[১১]. তাফসীর ইবন কাসীর ৭/১৯৯; তাকি উসমানি, হাদীসের প্রমাণ্যতা, পৃ. ৫৩-৫৪।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মানুষের মুক্তি ও উন্নতির জন্য যেহেতু আল্লাহর হেদায়াত ও শরীআতের কোনো বিকল্প নেই সেহেতু কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর এই সর্বশেষ ওহি সংরক্ষিত হওয়া অতিশয় জরুরি। আমাদের দয়াময় প্রতিপালক নিজেই সে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এ মর্মে মুসলিম উম্মাহও তাদের সর্বসাধ্য ব্যয় করেছে এবং শতভাগ সফলতা অর্জন করেছে। এক্ষেত্রে মুসলিম জাতি বিশ্বের অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় এক অনন্য ও বেনজির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তারা গ্রন্থরূপে কুরআনকে সংকলনের পর ওহির এই দ্বিতীয় প্রকারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে সংকলন করেছে এবং চুলচেরা বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে তার শুদ্ধাশুদ্ধি নিরূপণ করে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছে। ইসলামি পাঠাগারগুলো এধনের শতশত গ্রন্থ বুকে ধারণ করে সমৃদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বাস্তব জীবনে আল্লাহর বিধান প্রতিপালনের জন্য ওহির দ্বিতীয় প্রকার, অর্থাৎ হাদীস ও সুন্নাহর গুরুত্ব অপরিসীম। বস্তুত ইসলামি শরীআতের খুঁটিনাটি বিধান জানার ক্ষেত্রে কুরআনের চেয়ে হাদীস বা সুন্নাহর উপরেই আমাদের নির্ভরতা বেশি। কুরআনে 'সাধারণত' মূলনীতি বা মূল নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বিশদ বিবরণ ও বিস্তারিত বিধানাবলি জানার জন্য হাদীসের উপর নির্ভর করা ছাড়া কোনো গতি নেই। এই গুরুত্ব বিবেচনায় মুসলিম মনীষীগণ বিভিন্ন বিন্যাসে হাদীস ও সুন্নাহর বিভিন্ন সংকলন প্রস্তুত করেছেন। আল্লামা সাইয়িদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান ﵀ সেসব মূল কিতাব থেকে হাদীস চয়ন করে দীনের মূলনীতি, শাখাগত বিধিবিধান, উৎসাহপ্রদান ও সতর্কীকরণ, তাযকিয়া-ইহসান এবং দুআ ও যিকির ইত্যাদি বিষয়ে **ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার** নামে একটি সুবিন্যাস্ত মূল্যবান সংকলন তৈরি করেছেন। বাঙালি পাঠকদের কথা বিবেচনা করে তার বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করেছেন ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ﵀।

কিতাবটিতে রয়েছে ৪৬টি অধ্যায়। বিষয়ের পরিধি ও প্রয়োজনবোধে অনেকগুলো অধ্যায়ে রয়েছে একাধিক পরিচ্ছেদ এবং পরিচ্ছেদগুলোর অধীনে রয়েছে একাধিক অনুচ্ছেদ। গ্রন্থকার প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদে প্রথমত একটি হাদীস বা হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। তারপর প্রয়োজনবোধে বা বিশেষ ফায়দা বিবেচনায় হাদীসটির শাহিদ বা তাবি'

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হিসাবে এক বা একাধিক হাদীস বা হাদীসের অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন। বিশেষ বিবেচনায় অল্প কিছু টীকায় ছাড়া গ্রন্থকার মূল গ্রন্থে কোনো হাদীসের পূর্ণ সনদ উল্লেখ করেননি। সনদের শেষ থেকে শুধু সাহাবি অথবা তাবিয়ির নাম এবং সংকলকের নাম উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি সংকলকের প্রসিদ্ধ কিতাবের হলে তিনি টীকায় তার সংগ্রহে থাকা নুসখা থেকে শুধু পৃষ্ঠা ও খণ্ড নাম্বার উল্লেখ করেছেন, অন্যথায় কিতাবের নামও উল্লেখ করেছেন। তবে অনুবাদক সাধারণত শুধু সংকলকের নাম উল্লেখ করেছেন, কিতাবের পৃষ্ঠা ও খণ্ড নাম্বার উল্লেখ করেননি।

হাদীসটি সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমের অথবা এর কোনো একটার হলে গ্রন্থকার সাধারণত অন্যকোনো সংকলকের নাম উল্লেখ করেননি। অন্যথায় অবগতি অনুযায়ী এক বা একাধিক সংকলকের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটি গ্রন্থকারের উল্লেখের বাইরেও কুতুবে সিত্তাহর অন্যকোনো সংকলনে থাকলে আমরা তা উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি এবং কোনোকোনো ক্ষেত্রে তার বাইরেরও দুয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছি এবং সাধারণত 'মাকতাবা শামিলা' থেকে হাদীস নাম্বার সংযোজন করেছি। যে গ্রন্থটি মাকতাবা শামিলাতে নেই তার উদ্ধৃতিতে পৃষ্ঠা, খণ্ড ও হাদীস নাম্বার আমাদের সংগ্রহে থাকা কপি থেকে দিয়েছি। তবে ইমাম মুহাম্মাদের 'কিতাবুল আসারে'র উদ্ধৃতি সালাত অধ্যায় পর্যন্ত শামিলা থেকে এবং তার পর থেকে দারুস সালাম প্রকাশিত ড. আহমাদ ঈসা মাআসারাবির তাহকীককৃত নুসখা থেকে দিয়েছি।

যেসব হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার একাধিক সংকলকের নাম উল্লেখ করেছেন, এমন নয় যে, তাদের সবার সংকলনে হাদীসটি উদ্ধৃত শব্দে হুবহু রয়েছে। বরং কারো কারো সংকলনে হাদীসটি অংশবিশেষ বা মর্মগতভাবে থাকতে পারে। তবে গ্রন্থকার যেহেতু সকল হাদীস সংকলকের মূল গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করতে পারেননি, বরং কোনো কোনো হাদীস তাখরীজ, যাওয়ায়িদ, শুরুহাত ইত্যাকার গ্রন্থের বরাতে উল্লেখ করেছেন, একারণে দুয়েকটা হাদীসের উদ্ধৃত শব্দে মূল গ্রন্থের শব্দের সাথে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। সেসব ক্ষেত্রে আমরা 'বরাত' গ্রন্থের নাম উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি- গ্রন্থকার যেটা টীকায় উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থকার যেসব সংকলকের বর্ণনা গ্রহণ করেছেন তারা হলেন:

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আব্দ ইবন হুমাইদ, আবু ইউসুফ, আবু উওয়ানা, আবু উবাইদ, আবু ইয়া'লা, আবু দাউদ, আবু নুআইম, আবু বাকর আসবাহানি (ইস্পাহানি), আবু বাকর রাযি, আবু বিশর দাওলাবি, আবু মুসা আসবাহানি, আবু মুহাম্মাদ সারাকুসতি, আবু হাতিম, আবু হানীফা, আব্দুর রাযযাক, আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ, আব্দুল হক, আবুশ শাইখ, আযদি, আলী ইবন মা'বাদ, আসরাম, আহমাদ, আহমাদ ইবন মানী', ইবন আদি, ইবন আসাকির, ইবন আবিদ দুনইয়া, ইবন আবী শাইবা, ইবন আবী হাতিম, ইবন আব্দুল বার্‌র, ইবন ওয়াহ্‌ব, ইবন কানি',ভ ইবন খুযাইমা, ইবন জারীর, ইবন নাজিয়া, ইবন মাজাহ, ইবন মারদাওয়াইহি, ইবন যানজাওয়াইহি, ইবন রাহওয়াইহি, ইবন সা'দ, ইবনুল আনবারি, ইবনুল কাত্তান, ইবনুল জারূদ, ইবনুল মুকরি, ইবনুস সাকান, ইবনুস সুন্নি, ইবন হাজার, ইবন হাযম, ইবন হিব্বান, ইবন হিশাম, ইবরাহীম হারবি, ইসমাঈল কাযি, ইসমাঈলি, ঈসা ইবন আবান, উকাইলি, ওয়াকিদি, কারখি, কাসিম ইবন আসবাগ, খতীব বাগদাদি, খাসসাফ, জাযারি, জুযকি, তাবারানি, তাবারি, তায়ালিসি, তালহা ইবন মুহাম্মাদ, তাহাবি, তিরমিযি, দাইলামি, দারাকুতনি, দামীরি, দারিমি, নাসায়ি, নুআইম ইবন হাম্মাদ, ফিরইয়াবি, বাইহাকি, বাগাবি, বাযযার, বুখারি, মালিক, মুসলিম, মুহাম্মাদ, যাইদ ইবন আলী, যিয়া মাকদিসি, শাফিয়ি, সাওরি, সাররাজ, সায়ীদ ইবন মানসুর, সাহনুন, সুবকি, সুয়ুতি, হাকিম, হাকীম তিরমিযি, হারিস ইবন উসামা, হারিসি ইত্যাদি।

সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিম ছাড়া অন্য গ্রন্থের হাদীসের ক্ষেত্রে গ্রন্থকার সাধারণত হাদীসটির সনদের মান উল্লেখ করেছেন। সনদ ত্রুটিযুক্ত হলে সাধারণত হাদীস শাস্ত্রের ইমামদের মতামত তাদের নামসহ উল্লেখ করেছেন। কোথাও কোথাও নিজের তাহকীকের সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন। অনুবাদকের সংযোজিত টীকার ক্ষেত্রে টীকার শেষে সাধারণত 'অনুবাদক' শব্দ লিখিত হয়েছে। এবং আমাদের সংযোজিত টীকার শেষে 'সম্পাদক' শব্দ লেখা হয়েছে, যেন আমাদের জ্ঞান স্বল্পতার ত্রুটি বিজ্ঞ গ্রন্থকার বা অনুবাদকের দিকে সম্পৃক্ত হয়ে না যায়।

আমরা আশা করি, বাংলাভাষায় হাদীস চর্চা, হাদীসভিত্তিক তুলনামূলক ফিকহ, বিশেষ করে এ অঞ্চলে প্রচলিত হানাফি ফিকহের

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দালীলিক চর্চায় গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখবে এবং বাঙালি পাঠকদের কাছে বিশেষ মর্যাদায় বরিত ও সমাদৃত হবে।

গ্রন্থটি সম্পাদনায় আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে স্নেহাস্পদ **আল মাসুদ আব্দুল্লাহ**। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি যে, তাঁর প্রিয় হাবীবের হাদীস চর্চার এ মুবারক কর্মে অংশগ্রহণের তাওফীক তিনি এ অধমকে দান করেছেন। আর তাঁর কাছে সকাতর প্রার্থনা, তিনি যেন ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে গ্রন্থটি কবুল করে নেন। একে গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক, সম্পাদনা সহযোগী, ব্যবস্থাপক, প্রকাশক, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পাঠক- সকলের নাজাতের ওয়াসীলা বানিয়ে দেন। আমীন!! সালাত ও সালাম আল্লাহর খলীল ও হাবীব মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিজন ও সহচরগণের উপর।

ইমদাদুল হক

মাদরাসাতুত তাকওয়া

আনন্দধাম, আলমডাঙ্গা, চুয়াডাঙ্গা।

AS-SUNNAH TRUST

সূচিপত্র

সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ/৩৩

(১) নিয়্যাত/৩৩
(২) ঈমান, ইসলাম ও ইখলাস/৩৩
(৩) কুরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা/৩৫
(৪) খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত/৩৬
(৫) ইজমা' বা ঐকমত্য/৩৭
(৬) সাহাবি ও সালফে সালিহীনের অনুসরণ/৩৭
(৭) ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রামাণ্যতা/৩৯
(৮) ইসলামের মূল উৎসসমূহের ক্রম ও পরম্পরা/৪১
(৯) কুরআন শিক্ষাকারীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য/৪৩
(১০) মনগড়া তাফসীরের অবৈধতা/৪৩
(১১) হাদীস প্রচারের গুরুত্ব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার অবৈধতা/৪৩
(১২) ইলম অর্জনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য/৪৪
(১৩) ইখলাস ও কর্মের উৎসাহ/৪৫
(১৪) যে ব্যক্তির অপরাধ লেখা হয় না/৪৫
(১৫) ভুল এবং বিস্মৃতি/৪৬
(১৬) বিদআত বিষয়ক আলোচনা/৪৬
(১৭) অন্যায়ের পরিবর্তন/৪৮
(১৮) ফিতনা থেকে পলায়ন/৪৮
(১৯) সৃষ্টির শুরু/৪৯
(২০) জাহান্নামের কথা/৪৯
(২১) জান্নাতের কথা/৫০
(২২) শাফাআত/৫০
(২৩) সত্যস্বপ্ন/৫০
(২৪) মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা/৫১
(২৫) নবী ﷺ-এর আদর্শ/৫২
(২৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসার আবশ্যকতা/৫৩
(২৭) সাহাবিগণের মর্যাদা/৫৪
(২৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়-পরিজনগণের মর্যাদা/৫৫

AS-SUNNAH TRUST
বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২৯) আল্লাহর বন্ধুগণের (ওলিগণের) মর্যাদা/৫৭
(৩০) আলিমগণের (জ্ঞানীগণের) মর্যাদা/৫৭
(৩১) ফকীহগণের (**Jurists** : শাস্ত্রবিদ) মর্যাদা/৫৮
(৩২) সাহাবিগণের পরবর্তী যুগের মুসলিমগণের মর্যাদা/৫৯
(৩৩) ইসলাম গ্রহণকারীর মর্যাদা/৫৯
(৩৪) বয়স্কদের মর্যাদা/৫৯
(৩৫) দয়াশীলগণকে দয়াময় দয়া করেন/৬০

পবিত্রতা/৬১

(১) পবিত্রতার মর্যাদা/৬১
(২) পবিত্রতা ছাড়া সালাত নেই/৬১
(৩) ওযু পালনে উৎসাহ প্রদান/৬২
(৪) অপূর্ণ ওযুর ভয়াবহতা/৬২
(৫) ওযুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা/৬২
(৬) প্রত্যেক ওযু ও সালাতের সময় মিসওয়াক করা/৬৩
(৭) ওযুর পূর্ণ বিবরণ/৬৪
(৮) ওযুতে একবার, দুইবার বা তিনবার করে ধোয়া/৬৫
(৯) পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া/৬৬
(১০) ওযুর সময় দাড়ি খিলাল করা/৬৭
(১১) পরিপূর্ণ ওযু করা, আঙুল খিলাল করা ও নাকে পানি দেওয়ায় অধিক সচেষ্ট হওয়া/৬৭
(১২) মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ির উপর মাসাহ করা/৬৭
(১৩) মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া/৬৮
(১৪) একবার মাথা মাসাহ করা/৬৮
(১৫) মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি/৬৮
(১৬) কান মাসাহ করার বিবরণ/৬৯
(১৭) ঘাড় মাসাহ করা/৭০
(১৮) ওযু ও গোসলের জন্য কী পরিমাণ পানি যথেষ্ট/৭০
(১৯) ডানদিক থেকে শুরু করা, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা রক্ষা করা মুসতাহাব/৭১
(২০) ডান দিক থেকে শুরু করা, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়/৭২
(২১) ওযুর পরে যা বলতে হবে/৭৫

AS-SUNNAH TRUST

(২২) অপবিত্র হলে ওযু না করা পর্যন্ত সালাত হবে না/৭৬
(২৩) মল-মূত্র ত্যাগ ও ঘুম ওযু বিনষ্ট করে/৭৬
(২৪) নাকের রক্ত, বমি, উত্তেজনা-জনিত রস, মহিলাদের অসুস্থতা-জনিত রক্তস্রাব ওযু বিনষ্ট করে/৭৭
(২৫) সালাতের মধ্যে সশব্দে হাসি ওযু নষ্ট করে/৭৯
(২৬) জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করলে ওযুর বিধান/৮০
(২৭) আগুন যা স্পর্শ করেছে তার জন্য ওযুর বিধান/৮২
(২৮) নারীদেহ স্পর্শ করলে ওযুর বিধান/৮৩
(২৯) পবিত্র ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না/৮৪
(৩০) গোসলের বিবরণ/৮৫
(৩১) মহিলার চুলের বেণি খোলা/৮৬
(৩২) মহিলা ও পুরুষের একই পাত্রে একত্রে গোসল করা এবং একজনের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অন্যের গোসল করা/৮৭
(৩৩) গোসলের ক্ষেত্রে পূর্ণ শরীর ধোয়া, কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা/৮৮
(৩৪) মাযি বা যৌনরস এবং বীর্যের পরিচয়/৮৯
(৩৫) পানির জন্যই পানি/৮৯
(৩৬) স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গদ্বয় একত্রিত হলেই গোসল করতে হবে/৯০
(৩৭) মহিলাদের স্বপ্নস্খলন/৯০
(৩৮) গোসলের পরে ওযু/৯১
(৩৯) দুইবার দৈহিক মিলনের মাঝে ওযু করা মুসতাহাব/৯১
(৪০) দুইবার দৈহিক মিলনের মাঝে গোসল করা মুসতাহাব/৯২
(৪১) নাপাক ব্যক্তি পানাহার বা ঘুমানোর জন্য কী করবে/৯২
(৪২) মুমিনের সত্ত্বা অপবিত্র হয় না/৯৪
(৪৩) গোসল ফরয থাকা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে না/৯৪
(৪৪) গোসল ফরয অবস্থায় ও ঋতুস্রাবের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষেধ/৯৪
(৪৫) ফরয, সুন্নাত ও মুসতাহাব গোসল সমূহ/৯৫
(৪৬) সমুদ্রের পানি পবিত্র ও তার মৃত হালাল/৯৮
(৪৭) পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বিষয়ে/৯৮
(৪৮) 'বুদাআহ' কূপ/৯৯
(৪৯) দুই 'কোলা' পানির হাদীস/১০০
(৫০) অপ্রবহমান স্থির পানিতে পেশাব করতে ও গোসল করতে নিষেধাজ্ঞা/১০১
(৫১) কুকুরের ঝুটা/১০২

AS-SUNNAH TRUST
বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৫২) বিড়ালের ঝুটা/১০৩
(৫৩) খচ্চর, গাধা, ঘোড়া, ছোট জাতের ঘোড়া ও ছাগল-ভেড়ার ঝুটা/১০৪
(৫৪) মুশরিকের পাত্রের পানি দিয়ে ওযু করা/১০৪
(৫৫) নাবীয বা ফলের রস দিয়ে ওযু করা/১০৫
(৫৬) কূপের মধ্যে মানুষের মৃত্যু হলে/১০৫
(৫৭) কূপের মধ্যে ইঁদুর, পাখি বা বিড়াল পতিত হলে/১০৬
(৫৮) পানি বা পানীয়ের মধ্যে মাছি পতিত হলে/১০৭
(৫৯) পাকা করলে (**tanning**) চামড়া পবিত্র হয় এবং মৃত পশুর চামড়া, পশম ও হাড় ব্যবহারে অসুবিধা নেই/১০৭
(৬০) মৃতপশুর দাবাগতই জবাই/১০৯
(৬১) ভূপৃষ্ঠ মুমিনের জন্য পবিত্রকারী/১১০
(৬২) ভূপৃষ্ঠ মুমিনের ওযুর উপকরণ যদিও তা দশবছর হয়/১১১
(৬৩) ফরয গোসলের জন্য তায়াম্মুম/১১১
(৬৪) শীতের মধ্যে স্বপ্নস্খলনের জন্য তায়াম্মুম/১১২
(৬৫) তায়াম্মুমের পদ্ধতি/১১২
(৬৬) তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পেলে/১১৫
(৬৭) পানি থেকে কত দূরে থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে/১১৬
(৬৮) পানি না-থাকা অবস্থায় দাম্পত্য মিলন/১১৬
(৬৯) জানাযার সালাত না-পাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম করা/১১৭
(৭০) অসুস্থ ব্যক্তি ক্ষতির ভয় থাকলে তায়াম্মুম করবে/১১৭
(৭১) পট্টি বা ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ করা/১১৮
(৭২) যিকিরের জন্য তায়াম্মুম করা/১১৮
(৭৩) মোজার উপর মাসাহ করার পদ্ধতি/১২০
(৭৪) মোজার উপর মাসাহ করার সময়/১২১
(৭৫) ওযুর জন্য মোজার উপর মাসাহ করা যায়, গোসলের জন্য নয়/১২১
(৭৬) সুতি বা পশমি মোজা ও জুতার উপর মাসাহ করা/১২২
(৭৭) ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সিয়াম বর্জন করবেন। সিয়াম কাযা করবেন, সালাত কাযা করবেন না/১২৩
(৭৮) মাসিক ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক সময়কাল/১২৩
(৭৯) অসুস্থতাজনিত স্রাবে আক্রান্ত মহিলা গোসল করবেন ও সালাত আদায় করবেন/১২৪
(৮০) সন্তান-প্রসবোত্তর রক্তস্রাবের সর্বোচ্চ সময় ও এ সময়ে পরিত্যক্ত সালাত কাযা না করার বিধান/১২৪

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৮১) ঋতুবতী স্ত্রীর সাহচর্য/১২৫
(৮২) ঋতুবতী মহিলা ও যৌনতাপ্রসূত নাপাক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে না/১২৬
(৮৩) ঋতুবতী মহিলা ও যৌনতাপ্রসূত নাপাক ব্যক্তি সালাত আদায় করবে না/১২৬
(৮৪) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে তার কাফফারার বিধান/১২৭
(৮৫) অসুস্থতা-জনিত বা নিয়মিত সময়ের অধিক রক্তস্রাবের বিধানাবলি/১২৭
(৮৬) অপারগ মা'যূর ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে/১২৯
(৮৭) ঋতুস্রাবের রক্ত কাপড়ে লাগলে/১৩১
(৮৮) বীর্যের বিধান/১৩১
(৮৯) কী পরিমাণ রক্ত বা মূত্র ক্ষমার যোগ্য/১৩৩
(৯০) মোজা কীভাবে পবিত্র হবে/১৩৪
(৯১) ভূপৃষ্ঠ কীভাবে পবিত্র করা হবে/১৩৪
(৯২) পেশাবের বিষয়ে কড়াকড়ি করা ও হালাল জীবজন্তুর পেশাবের বিধান/১৩৬
(৯৩) দুগ্ধপোষ্য পুত্র বা কন্যা শিশুর পেশাব/১৩৮
(৯৪) হালাল জীব-জানোয়ারের লালা পবিত্র/১৪০
(৯৫) মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা কিবলাকে পেছনে রাখার বিধান ও যে সকল দ্রব্য দিয়ে ইসতিনজা করা বৈধ নয়/১৪০
(৯৬) মলমূত্র ত্যাগের আদব/১৪২
(৯৭) শৌচাগারে প্রবেশের দুআ/১৪৩
(৯৮) বসে অথবা দাঁড়িয়ে পেশাব করা/১৪৩
(৯৯) গোবর-ঘুঁটের অপবিত্রতা, পানি দ্বারা পবিত্র হওয়া মুসতাহাব এবং পানি ও পাথর উভয়ের ব্যবহার মুসতাহাব/১৪৪
(১০০) তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা মুসতাহাব এবং ইসতিনজার সময়ে পর্দা করা ওয়াজিব/১৪৬
(১০১) রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা/১৪৭
(১০২) মলমূত্র ত্যাগের সময় আল্লাহর নামাঙ্কিত আংটি খুলে নেওয়া/১৪৭
(১০৩) পেশাবের পরে পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দেওয়া/১৪৮
(১০৪) মলমূত্র ত্যাগের পরে কী বলতে হবে/১৪৮

সালাত/১৫০

(১) সালাত ইসলামের স্তম্ভ/১৫০
(২) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের অত্যাবশ্যকীয়তা/১৫০

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩) সালাতে উৎসাহ প্রদান/১৫১
(৪) পূর্ণরূপে সালাত পালনের মর্যাদা ও অবহেলার ভয়াবহ পরিণতি/১৫১
(৫) শিশুর সালাত/১৫৩
(৬) সালাতের ওয়াক্তসমূহের বিবরণ/১৫৫
(৭) গ্রীষ্মকালের যুহর ও জুমুআর সালাত বিলম্বে আদায় করা মুসতাহাব/১৫৭
(৮) 'আস সালাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী সালাত নির্ধারণ এবং আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার ভয়ঙ্কর পাপ/১৫৮
(৯) আসরের সালাত দেরি করা মুসতাহাব/১৫৯
(১০) মেঘলা দিনে মুসতাহাব সময়/১৬০
(১১) মাগরিবের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় মুসতাহাব/১৬০
(১২) ইশার সালাত পিছিয়ে আদায় করা মুসতাহাব/১৬১
(১৩) ইশার আগে ঘুমানো ও পরে গল্প করা মাকরূহ/১৬১
(১৪) প্রভাতের অন্ধকারের মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করা/১৬২
(১৫) আলোকিত করে ফজরের সালাত আদায় করা মুসতাহাব/১৬৩
(১৬) বিতরের সময়/১৬৫
(১৭) ওয়াক্তের শুরুতেই সালাত আদায় করা/১৬৬
(১৮) সালাত পালনে অবহেলা/১৬৬
(১৯) দুই সালাত একত্র করা ও তার ব্যাখ্যা/১৬৭
(২০) 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেল সে ফজর পেল' হাদীসটির আলোচনা/১৬৮
(২১) যে সকল সময়ে সালাত আদায় নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয়/১৭১
(২২) মক্কায় মাকরূহ ওয়াক্তে সালাত আদায় মাকরূহ/১৭২
(২৩) আযান ও মুআযযিনগণের মর্যাদা/১৭৪
(২৪) মুআযযিনের বিবরণ/১৭৪
(২৫) আযানের বিবরণ/১৭৫
(২৬) ফজরের আযানের বিশেষ আহ্বান/১৭৯
(২৭) আযানের মধ্যে ডানে-বামে ঘাড় ঘোরানো ও কানে আঙুল দেওয়া/১৮০
(২৮) আযান ও ইকামতের উত্তর প্রদান/১৮১
(২৯) ওসীলাহর দুআ/১৮২
(৩০) আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ/১৮৩
(৩১) সময়ের পূর্বে আযান বিষয়ক আলোচনা/১৮৩
(৩২) মাগরিব ছাড়া প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে সালাত/১৮৫

AS-SUNNAH TRUST
ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩৩) পবিত্রতা সহকারে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া/১৮৬
(৩৪) প্রলম্বিত করে আযান দেওয়া ও দ্রুত ইকামত দেওয়া/১৮৭
(৩৫) আযানের পরে কিছু বিলম্ব করে ইকামত দেওয়া/১৮৭
(৩৬) আযান প্রদানকারীর ইকামত দেওয়া মুসতাহাব/১৮৮
(৩৭) মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই/১৮৮
(৩৮) কাযা সালাতের জন্য আযান ও ইকামত/১৮৮
(৩৯) সফরে আযান ও ইকামত/১৮৯
(৪০) মহল্লার আযানই যথেষ্ট/১৯০
(৪১) মিনারে আযান ও মসজিদের মধ্যে ইকামত/১৯১
(৪২) ইকামতের মধ্যে সালাতের জন্য উঠার সময়/১৯১
(৪৩) গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা অত্যাবশ্যক/১৯৩
(৪৪) পুরুষের আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ/১৯৩
(৪৫) স্বাধীন নারীগণ ও ক্রীতদাসীগণের আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ/১৯৪
(৪৬) একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় ও সালাতের জন্য সাজগোজ বিষয়ে/১৯৫
(৪৭) উলঙ্গ ব্যক্তিদের সালাত ও জলযানে আরোহীদের সালাত /১৯৮
(৪৮) সালাতের নিয়্যাত/১৯৯
(৪৯) কিবলামুখি হওয়া/১৯৯
(৫০) কিবলা অনুসন্ধান করা/২০০
(৫১) যানবাহনের উপর সালাত আদায়কারীর কিবলা/২০০
(৫২) দাঁড়ানো, তাকবীর, কিরাআত, রুকু, দুই সাজাদা, শেষ বৈঠক/২০২
(৫৩) সালাতের চাবি, তাহরীমা ও সমাপ্তি/২০৩
(৫৪) তাকবীরে তাহরীমার সময় দুইহাত উঠানো এবং তার পদ্ধতি/২০৪
(৫৫) ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ও তার স্থান/২০৬
(৫৬) সালাত শুরুর দুআ/২০৮
(৫৭) আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ চুপে চুপে বলা/২০৯
(৫৮) কুরআন পাঠ ছাড়া সালাত নেই, সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া সালাত অসম্পূর্ণ, সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা না পাঠ করলে সালাত হবে না/২১১
(৫৯) ইমাম সশব্দে বা চুপেচুপে কুরআন পাঠ করলে মুক্তাদি নীরবে শুনবেন এবং ইমামের সাথে কোনো প্রকার কিরাআত নেই/২১২
(৬০) কারো ইমাম থাকলে ইমামের পাঠই তার পাঠ হবে এবং ইমামের পিছে কুরআন পাঠ করবে না/২১৪
(৬১) ইমাম ও মুক্তাদিগণের 'আমীন' বলা/২১৫

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৬২) চুপে চুপে আমীন বলা/২১৬
(৬৩) সশব্দে আমীন বলার ব্যাখ্যা/২১৭
(৬৪) প্রত্যেক উঠানামার সময় তাকবীর বলা, রুকু থেকে উঠতে 'সামিআল্লাহু...' বলা এবং ইমামের জন্য সেগুলো সশব্দে বলার বিধান/২১৮
(৬৫) দুইহাত উঠানো শুরুতে, রুকুতে, সাজদায়, প্রত্যেক উঠা, নামা, বসা, ও দুই সাজদার মাঝে/২২০
(৬৬) শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া দুইহাত না উঠানো/২২৪
(৬৭) সালাতের মধ্যে দৃষ্টির স্থান/২২৭
(৬৮) রুকুর পদ্ধতি/২২৭
(৬৯) রুকুতে, সাজদায় এবং রুকু ও সাজদা থেকে উঠার পরে পূর্ণ স্থিরতা/২২৯
(৭০) কীভাবে সাজদার জন্য নিচু হবে/২৩০
(৭১) সাজদার পদ্ধতি/২৩১
(৭২) মেয়েদের সাজদার পদ্ধতি/২৩২
(৭৩) রুকু ও সাজদায় কী বলতে হবে/২৩৪
(৭৪) কাপড়ের প্রান্ত, টুপি বা পাগড়ির উপর সাজদা করা/২৩৪
(৭৫) দুই সাজদার মধ্যে বসার পদ্ধতি ও নিতম্বের উপর বসা মাকরূহ/২৩৫
(৭৬) দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলার দুআ/২৩৭
(৭৭) প্রথম ও তৃতীয় রাকআত থেকে পায়ের আঙ্গুলের উপর উঠে দাঁড়ানো/২৩৭
(৭৮) দ্বিতীয় রাকআতে 'আলহামদু...' বলে কুরআন পাঠ শুরু করা/২৪০
(৭৯) উঠার সময় হাতের উপর নির্ভর না করা/২৪০
(৮০) তাশাহহুদের সময় বসার পদ্ধতি/২৪১
(৮১) তাশাহহুদ/২৪২
(৮২) তাশাহহুদ সালাতের মাঝে হলে উঠে পড়বে, না হলে দরূদ, দুআ ও সালাম বলবে/২৪৩
(৮৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত (দরূদ)/২৪৪
(৮৪) তাশাহহুদের পরে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা/২৪৫
(৮৫) শাহাদত আঙুল দিয়ে ইশারা করা/২৪৬
(৮৬) ডানে ও বামে দুই সালাম/২৪৮
(৮৭) সালাতের পরে যিকির আযকার/২৪৮
(৮৮) সালাম শেষে ডানে এবং বামে ঘুরে বসা ও মুক্তাদিদের দিকে মুখ করা/২৫১
(৮৯) সালাম ও ঘুরে বসার মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ/২৫২
(৯০) ফরয সালাত ছাড়া বাকি সকল প্রকার সালাত বাড়িতে আদায় উত্তম/২৫২

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৯১) ফরয সালাতের পরে নফল আদায়ের জন্য স্থান পরিবর্তন করা/২৫২
(৯২) ফরয সালাতের পরে দুআ, তাতে দুইহাত উঠানো এবং সালাতের পরে যে সকল দুআ বর্ণিত হয়েছে/২৫৩
(৯৩) আল্লাহর বাণী 'সালাতে তোমার স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণও কোরো না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো'/২৬১
(৯৪) যুহর, আসর, মাগরিবের শেষ রাকআত ও ইশার শেষ দুই রাকআতে চুপেচুপে কুরআন পাঠ ও মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে ও ফজরে সশব্দে কুরআন পাঠ/২৬১
(৯৫) জুমুআ ও দুই ঈদের সালাতে সশব্দে পাঠ/২৬২
(৯৬) সশব্দে পাঠের সালাত সশব্দে পাঠ করে কাযা করা/২৬৪
(৯৭) ফরয সালাত সমূহে কুরআন পাঠের সামগ্রিক বিবরণ/২৬৫
(৯৮) যুহর ও আসরের সালাতে কুরআন পাঠ/২৬৬
(৯৯) মাগরিব ও ইশার সালাতে কুরআন পাঠ/২৬৭
(১০০) ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ/২৭০
(১০১) সফরের সালাতে কুরআন পাঠ/২৭১
(১০২) ফজরের দুই রাকআত ও মাগরিবের দুই রাকআত (সুন্নাত) সালাতের কিরাআত/২৭১
(১০৩) বিতরের সালাতে কুরআন পাঠ/২৭২
(১০৪) রুকু ও সাজদার মধ্যে কুরআন পাঠ নেই/২৭৩
(১০৫) এক রাকআতে একাধিক সূরা একত্র করা/২৭৩
(১০৬) সালাতের মধ্যে একই সূরা বারবার পাঠ করা/২৭৪
(১০৭) কুরআনের সূরা ও আয়াতের পরম্পরা উল্টে পাঠ করা/২৭৫
(১০৮) তারতীল ও তাজবীদ এবং কীভাবে কুরআন পাঠ করতে হবে/২৭৭
(১০৯) কুরআন পাঠে পারঙ্গমের মর্যাদা এবং কুরআন পাঠ ও শ্রবণের মর্যাদা/২৭৮
(১১০) সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ ও কুরআন পাঠের নিষিদ্ধ পদ্ধতি/২৭৯
(১১১) জামাআতের উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান এবং জামাআত বর্জন থেকে ভীতি প্রদর্শন/২৮২
(১১২) অন্ধের জন্য জামাআতে উপস্থিতি/২৮৩
(১১৩) যে সকল ওযরের কারণে জামাআত পরিত্যাগ বৈধ/২৮৫
(১১৪) কাতার প্রতিষ্ঠিত করা, সোজা করা এবং সোজা করার পদ্ধতি/২৮৬
(১১৫) সারিসমূহের পরম্পরা/২৮৮
(১১৬) মেয়েদের জামাআত ও মেয়েদের বাড়িতে সালাত আদায়ের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ফযীলত/২৮৯
(১১৭) একজন ইমামের ডানে দাঁড়াবে এবং দুইজন পেছনে দাঁড়াবে/২৯০
(১১৮) জামাআতের পুনরাবৃত্তি/২৯২
(১১৯) কাতারের পিছে একা সালাত আদায় করা/২৯৩
(১২০) রাকআত পাওয়া/২৯৪
(১২১) একাকী সালাত আদায়ের পরে জামাআত পাওয়া/২৯৫
(১২২) পুরুষ ও মহিলার পাশাপশি দাঁড়ানো/২৯৬
(১২৩) দুই বা ততোধিক ব্যক্তিতে জামাআত হবে/২৯৬
(১২৪) ইমামতির অগ্রাধিকার/২৯৭
(১২৫) পাপী, বিদআতি, মহিলা, বেদুঈন, জারয ও অন্ধের পেছনে সালাত/২৯৯
(১২৬) তায়াম্মুমকারীর পেছনে সালাত আদায়/৩০১
(১২৭) বেড়ার আড়াল থেকে ইকতিদা করা/৩০১
(১২৮) বসে সালাত আদায়কারীর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা/৩০২
(১২৯) নফল সালাত আদায়কারীর পেছনে সালাত আদায় করা/৩০২
(১৩০) মেয়েদের ইমামতি/৩০৪
(১৩১) কিশোরের ইমামতি/৩০৪
(১৩২) যে ইমামকে মুকতাদিগণ অপছন্দ করেন/৩০৬
(১৩৩) ইমামের সালাত নষ্ট হলে মুকতাদিদের সালাতও নষ্ট হবে/৩০৬
(১৩৪) মুকতাদির ইমামের আগে চলা/৩০৭
(১৩৫) সালাত হালকা করার বিষয়ে ইমামের প্রতি নির্দেশ/৩০৭
(১৩৬) ইমাম যামিনদার/৩০৮
(১৩৭) মসজিদের দিকে ধীরে ও প্রশান্তির সাথে যেতে হবে। সালাতের যে অংশ মাসবুক ইমামের সাথে পান নি সেটুকু তিনি কাযা করবেন/৩০৮
(১৩৮) সালাতের মধ্যে ওযু বিনষ্ট হলে/৩০৯
(১৩৯) তাশাহহুদের পরে ওযু বিনষ্ট হলে/৩১০
(১৪০) কথাবার্তা ও তদর্থক 'বেশি কর্ম' সালাত নষ্ট করে/৩১১
(১৪১) সালাতে কোনো অসুবিধা হলে তাসবীহ বলা অথবা হাততালি দেওয়া/৩১৪
(১৪২) সালাতের মধ্যে ইশারা করা এবং দৃষ্টি বা মুখ ঘুরিয়ে আশেপাশে তাকানো/৩১৪
(১৪৩) সালাতের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন/৩১৫
(১৪৪) সালাতের মধ্যে ফুঁক দেওয়া, কাতরানো ও গলাখাঁকারি দেওয়া/৩১৬

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৪৫) ইমামের লোকমা দেওয়া/৩১৭
(১৪৬) মুসল্লির সামনে দিয়ে গমনকারীর পাপ/৩১৮
(১৪৭) মুসল্লির সামনে দিয়ে চলাচল করলে সালাত ভঙ্গ হবে কি না/৩১৯
(১৪৮) বল্লম সামনে রেখে সালাত আদায় করা/৩২০
(১৪৯) সুতরা বা আড়াল সামনে রেখে সালাত আদায় করা এবং তার পদ্ধতি/৩২১
(১৫০) আড়ালের মধ্য দিয়ে কেউ গমন করলে তাকে বাঁধা দেওয়া/৩২৩
(১৫১) ফাঁকা প্রান্তরে সালাত আদায়ের সময় সুতরা বর্জনের অনুমতি/৩২৪
(১৫২) অন্তরের কর্ম ও অল্প কর্ম সালাত নষ্ট করে না/৩২৪
(১৫৩) সালাতের মধ্যে কাঁকর সমান করা, কপাল মোছা ও অকারণ নড়াচড়া মাকরূহ/৩২৫
(১৫৪) সালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফোটানো/৩২৬
(১৫৫) সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো/৩২৭
(১৫৬) সালাতের মধ্যে দৃষ্টি বা মুখ ঘোরানো, আশেপাশে তাকানো এবং ঘাড় ঘোরানো/৩২৭
(১৫৭) সালাতের মধ্যে উপরের দিকে তাকানো/৩২৮
(১৫৮) সালাতের মধ্যে মাথায় চুলের খোপা করা/৩২৮
(১৫৯) সালাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা/৩২৮
(১৬০) উচু স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করা/৩২৯
(১৬১) সালাতের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা/৩২৯
(১৬২) সালাতের মধ্যে হাই তোলা/৩২৯
(১৬৩) সালাতের মধ্যে হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করানো/৩৩০
(১৬৪) সর্বদা একই স্থানে সালাত আদায়ের জন্য স্থান নির্ধারিত করে নেওয়া/৩৩০
(১৬৫) যে সকল স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়/৩৩১
(১৬৬) সালাতের মধ্যে দেহ বা হাত-পা প্রলম্বিত করা/৩৩২
(১৬৭) সালাতের মধ্যে আয়াত গণনা করা/৩৩৩
(১৬৮) সালাতের মধ্যে পায়ের গোড়ালির উপরে বা নিতম্বের উপরে বসা/৩৩৩
(১৬৯) সালাতের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রশান্ত ও স্থির রাখা/৩৩৪
(১৭০) সালাতের মধ্যে মুখ ঢাকা/৩৩৫
(১৭১) সালাতের মধ্যে দাড়ি নাড়াচাড়া করা/৩৩৬
(১৭২) সালাতের মধ্যে পদযুগল সারিবদ্ধ করার বিধান ও পা বদল করে আরাম

AS-SUNNAH TRUST
বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করা মুসতাহাব/৩৩৬
(১৭৩) কারো পিঠকে সামনে সুতরা হিসাবে রেখে সালাত আদায়/৩৩৭
(১৭৪) তাসবীহ ব্যবহার ও মাটি, চাটাই ও চাদরের উপর সালাত আদায়/৩৩৮
(১৭৫) সালাতের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু ও উকুন মারা/৩৩৮
(১৭৬) মসজিদ তৈরি করার ফযীলত/৩৪০
(১৭৭) মসজিদের ফযীলত/৩৪০
(১৭৮) হৃদয়কে মসজিদের সাথে আটকে রাখার ফযীলত/৩৪০
(১৭৯) আবাসিক এলাকায় মসজিদ তৈরি, পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সুগন্ধময় রাখা/৩৪১
(১৮০) মসজিদ নিয়ে গৌরব-অহংকার করা ও সেগুলোতে কারুকার্য করা/৩৪১
(১৮১) মসজিদের মধ্যে শিশু ও পাগলদের প্রবেশ করানো, বিবাদ-বিসম্বাদ করা, উচ্চস্বরে কথা বলা এবং অপরাধীদের শরীআত নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা মাকরূহ। মসজিদগুলোতে ওযুখানা রাখা এবং আগর-সুগন্ধি জ্বালিয়ে সুগন্ধময় করা উচিত/৩৪২
(১৮২) মসজিদের মধ্যে ক্রয়বিক্রয়, হারানো বিজ্ঞপ্তি, কবিতা পাঠ ও জুমুআর দিনে সালাতের আগে বৃত্তাকারে বসা মাকরূহ/৩৪৩
(১৮৩) রসুন বা অনুরূপ কিছু খেয়ে মসজিদে গমনের বিধান/৩৪৫
(১৮৪) মসজিদের মধ্যে বা সালাতরত অবস্থায় থুথু ফেলা মাকরূহ/৩৪৫
(১৮৫) খালি পায়ে ও স্যান্ডেল-জুতা পায়ে সালাত আদায়/৩৪৬
(১৮৬) মসজিদে উকুন ফেলা/৩৪৭
(১৮৭) ওযু-বিহীন ব্যক্তি, গোসল-বিহীন ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার মসজিদে প্রবেশ/৩৪৭
(১৮৮) মসজিদ আল্লাহর যিকর, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির জন্য; জাগতিক কথাবার্তা ও কাজকর্মের জন্য সেখানে বসা উচিত নয়/৩৪৮
(১৮৯) তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না/৩৫১
(১৯০) কা'বার মধ্যে সালাত/৩৫২
(১৯১) আযানের পরে মসজিদ থেকে বের হওয়া/৩৫৩
(১৯২) মসজিদের প্রবেশের সময় ও মসজিদ থেকে বের হওয়া সময় পাঠের দুআ/৩৫৪
(১৯৩) তাহিয়্যাতুল মসজিদ/৩৫৫
(১৯৪) বিতর আবশ্যকীয় দায়িত্ব/৩৫৫
(১৯৫) তিন রাকআত বিতর, তিন রাকআত শেষ করার আগে সালাম দিবে না/৩৫৭

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৯৬) এক রাকআত বিতর/৩৬০
(১৯৭) তিন রাকআত বিতরের নিষেধাজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা/৩৬১
(১৯৮) বিতরের কুনুত, সারা বছর চলবে, রুকুর পূর্বে, তাকবীর বলে এবং হাত তুলে/৩৬২
(১৯৯) কুনুতের দুআ/৩৬৪
(২০০) সালাতুল ফজরের কুনুত/৩৬৬
(২০১) একাধিকবার বিতর আদায়/৩৬৭
(২০২) বিতরের পরের দুই রাকআত/৩৬৮
(২০৩) পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমুআ সংশ্লিষ্ট নিয়মিত সুন্নাত সালাতসমূহ/৩৬৯
(২০৪) সালাতের ইকামত হলে ফরয সালাত ছাড়া অন্য সালাত থাকবে না/৩৭৩
(২০৫) ফজরের সুন্নাত ফজরের ইকামতের সময় আদায়/৩৭৩
(২০৬) সালাতুদ দুহা বা চাশতের সুন্নাত/৩৭৬
(২০৭) ওযুর সুন্নাত বা তাহিয়্যাতুল ওযু/৩৭৭
(২০৮) সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের সালাত/৩৭৭
(২০৯) সালাতুল ইসতিখারাহ বা সঠিক সিদ্ধান্ত ও কর্মের তাওফীক প্রার্থনার সালাত/৩৭৯
(২১০) সালাতুত তাসবীহ/৩৮১
(২১১) রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ/৩৮৪
(২১২) রমাযান মাসের রাতের সালাত বা তারাবীহ/৩৮৭
(২১৩) বিশ রাকআত তারাবীহ/৩৮৯
(২১৪) দুই ঈদের রাত ইবাদতে কাটানো/৩৯১
(২১৫) নফল ইবাদতের মর্যাদা ও ফযীলত/৩৯১
(২১৬) সালাত ভুলে গেলে কীভাবে আদায় করবে/৩৯৩
(২১৭) সন্দেহ হলে সালাত পুনরায় আদায় করা/৩৯৫
(২১৮) সালাতের পুনরাবৃত্তি/৩৯৫
(২১৯) সন্দেহ হলে নিশ্চিত বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হবে/৩৯৬
(২২০) সন্দেহ হলে সঠিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করতে হবে/৩৯৬
(২২১) সাহ্উ বা ভুলের সাজদার পদ্ধতি/৩৯৭
(২২২) সাহ্উ বা ভুলের সাজদার পরে তাশাহহুদ পাঠ/৩৯৮
(২২৩) বেশি বা কম করলে সাজদা করতে হবে/৩৯৮
(২২৪) ইমাম বা মুকতাদি ভুল করলে/৩৯৮

AS SUNNAH TRUST
বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২২৫) যদি কেউ না বসে উঠে দাঁড়ায়/৩৯৯
(২২৬) পাঠক ও শ্রোতা উভয়েই সাজদার আয়াতের স্থানে সাজদা করবেন/৩৯৯
(২২৭) সাজদার জন্য পবিত্রতা ও তাকবীর/৪০০
(২২৮) সাজদার সূরা সমূহ/৪০১
(২২৯) সূরা হাজ্জ ও সূরা হামীমের সাজদা/৪০১
(২৩০) সূরা সাদ এর সাজদা/৪০২
(২৩১) মুফাসসাল সূরাগুলোর সাজদা: নাজম, ইনশাক্কাত ও ইকরা/৪০২
(২৩২) রুকুর মাধ্যমে সাজদা আদায়/৪০৪
(২৩৩) তিলাওয়াতের সাজদায় কী বলতে হবে/৪০৪
(২৩৪) কৃতজ্ঞতার সাজদা/৪০৫
(২৩৫) কীভাবে কসর আদায় করতে হবে এবং কসরের আবশ্যকতা/৪০৬
(২৩৬) কসরের দূরত্ব/৪১০
(২৩৭) কখন কসর করতে হবে/৪১০
(২৩৮) মুসাফির কখন সালাত পূর্ণ করবে/৪১২
(২৩৯) মুকীমের পেছনে মুসাফির এবং মুসাফিরের পেছনে মুকীম/৪১৩
(২৪০) মুসাফির ইমাম মুকতাদিদেরকে জানাবেন যে, তিনি মুসাফির/৪১৩
(২৪১) সফরে সুন্নাত-নফল সালাত আদায় করা/৪১৪

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الْجَامِعِ

সামগ্রিক মূলনীতিসমূহ

(১) নিয়্যাত

(١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى.

(১) উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কর্মসমূহ নিয়্যাত বা উদ্দেশ্যের দ্বারাই (উদ্দেশ্যের ভিত্তিতেই কর্মের পুরস্কার নির্ধারিত হয়)। একজন মানুষ তাই লাভ করবে যা সে উদ্দেশ্য করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস নং-০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-১৯০৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২২০১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৬৪৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪২২৭]*

(২) ঈমান, ইসলাম ও ইখলাস

(٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ. قَالَ: مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوْبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوْضَةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ قَالَ: مَا الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ... وَفِيْهِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِيْنَهُمْ.

(২) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একদিন নবীজি ﷺ মানুষদের জন্য বাইরে উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি এসে বলেন, ঈমান (বিশ্বাস) কী? তিনি বলেন, ঈমান এই যে, তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে আল্লাহর উপরে, তাঁর মালাকগণের (ফিরিশতাগণের) উপরে, তাঁর গ্রন্থসমূহের উপরে, তাঁর সাথে সাক্ষাতের উপরে, তাঁর রাসূলগণের উপরে এবং বিশ্বাস স্থাপন করবে পুনরুত্থানের

AS-SUNNAH TRUST

উপরে। লোকটি বলেন, ইসলাম কী? তিনি বলেন, ইসলাম এই যে, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো শিরক করবে না, সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে, রমাদান মাসে সিয়াম পালন করবে। লোকটি বলেন, ইহসান (সৌন্দর্য বা পূর্ণতা) কী? তিনি বলেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেন তুমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ; কারণ তুমি তাঁকে দেখতে না পেলেও তিনি তোমাকে দেখছেন।

এই হাদীসের শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই ব্যক্তি জিবরাঈল ﷺ, তিনি মানুষদেরকে দ্বীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৯৯১]*

(٣) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ فِي الْأَيْمَانِ: وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَزَادَ فِي الْإِسْلَامِ: وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلًا. وَفِيْهِ: اَلْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৩) উমার ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় ঈমানের পরিচয়ে আরো বলেছেন, 'এবং তুমি বিশ্বাস স্থাপন করবে তাকদীরের উপর- তা ভালো হোক বা মন্দ হোক। এই বর্ণনায় ইসলামের পরিচয়ে অতিরিক্ত বলেছেন, 'এবং তুমি কাবাগৃহের হজ্জ পালন করবে, যদি তুমি তথায় গমন করতে সক্ষম হও'। এই বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'ইসলাম এই যে, তুমি সাক্ষ্য প্রদান করবে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ (উপাস্য) নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল'। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬৯৫]*

(٤) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ.

(৪) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ বিশ্বাস স্থাপন করবে না (বিশ্বাসী বা ঈমানদার বলে গণ্য হবে না) যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি বা পছন্দ ও অপছন্দ আমি যা নিয়ে এসেছি তার অনুগত ও অনুগামী হবে। (হাদীসটি আবু বাকর ইবন আসিম

আল ইসপাহানি তার 'আস সুন্নাহ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ইমাম নববি এই হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)।[১২] *[ইসপাহানি, আল হুজ্জাহ, হাদীস-১০৩; ইবন আবু আসিম, আস সুন্নাহ, হাদীস-১৫; নববি, আল আরবাউন, হাদীস-৪১]*

(৩) কুরআন ও সুন্নাহ দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা

(٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ خُطْبَتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ: إِنِّيْ قَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوْا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ.

(৫) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজ্জের খুতবায় বলেছেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের মধ্যে যা রেখে যাচ্ছি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকলে তোমরা কখনো বিভ্রান্ত হবে না; (তা হচ্ছে) আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর নবীর সুন্নাত। (হাদীসটি হাকিম নাইসাপুরি সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৩১৮]*

মালিক মুআত্তা গ্রন্থে অনুরূপ একটি হাদীস সনদ উল্লেখ ব্যতিরেকে 'আমরা শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন...' এভাবে সংকলন করেছেন। ইমাম যারকানি অন্যান্য সূত্র থেকে এই বর্ণনার সনদ বিচার করে তাকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

[১২]. গ্রন্থকার এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ইমাম নববির মত উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী নুআইম ইবন হাম্মাদ। তিনি ছাড়া আর কেউ হাদীসটি বর্ণনা করেননি। নুআইম ইবন হাম্মাদ অত্যন্ত কঠোর ও উগ্র 'সুন্নাত-পন্থী বা সুন্নি' ছিলেন। তিনি কঠোরভাবে মু'তাযিলা, কাদারিয়া, মুরজিয়া, আহলু রাই ও হানাফি মাযহাবের বিরোধিতা করতেন এবং সরাসরি হাদীসের প্রকাশ্য অর্থের অনুসরণের প্রবক্তা ছিলেন। এজন্য সাধারণ মুহাদ্দিসগণ তাকে শ্রদ্ধা করতেন। ইমাম বুখারি তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তার বর্ণিত হাদীসসমূহ তুলনামূলক নিরীক্ষা করলে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, তিনি হাদীস বর্ণনায় খুবই ভুল করতেন। আলী ইবনুল মাদীনি, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, নাসায়ি প্রমুখ মুহাদ্দিস নুআইম ইবন হাম্মাদকে দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। অনেকেই তাকে ইচ্ছাপূর্বক বানোয়াট হাদীস বলার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। ইমাম আবু হানীফা ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে বানোয়াট ও কল্পিত কথা ছড়াতেন বলেও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও সনদে আরো দুর্বলতা আছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আল্লামা ইবন রাজাব, আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানি প্রমুখ মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে সহীহ হিসাবে গণ্য করা কঠিন বলে মনে করেছেন। দেখুন: ইবন রাজাব, জামিউল উলুম ওয়াল হিকাম, পৃ. ৩৮৭-৩৮৮, নাসিরুদ্দীন আলবানি, আস-সুন্নাহ লি-ইবনি আবী আসিম, পৃ. ১২। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

(৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছু থেকে নিষেধ করব, তখন তোমরা তা বর্জন করবে। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কিছুর আদেশ প্রদান করব, তখন তোমরা আদিষ্ট কর্ম যতটুকু সাধ্য পালন করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৩৭]*

(৪) খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত

(٧) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَعَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

(৭) ইরবাদ ইবন সারিয়াহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার সুন্নাত এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করবে। সুদৃঢ়ভাবে তা ধারণ করবে এবং দাঁত দিয়ে তা কামড়ে ধরে থাকবে। (আবু দাউদ। ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৭৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭১৪৫]*

(٨) عَنِ ابْنِ جُمْهَانَ عَنْ سَفِيْنَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْخِلَافَةُ فِيْ أُمَّتِيْ ثَلَاثُوْنَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ جُمْهَانَ: ثُمَّ قَالَ لِيْ سَفِيْنَةُ أَمْسِكْ خِلَافَةَ أَبِيْ بَكْرٍ ثُمَّ قَالَ وَخِلَافَةَ عُمَرَ وَخِلَافَةَ عُثْمَانَ ثُمَّ قَالَ لِيْ أَمْسِكْ خِلَافَةَ عَلِيٍّ قَالَ ابْنُ جُمْهَانَ: فَوَجَدْنَاهَا ثَلَاثِيْنَ سَنَةً.

(৮) ইবন জুমহান নামক তাবিয়ি সাহাবি সাফীনাহ ﵁ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে খিলাফত ৩০ বছর স্থায়ী হবে। এরপর রাজত্ব। ইবন জুমহান বলেন, এরপর সাফীনাহ ﵁ আমাকে বলেন, তুমি আবু বাকর ﵁-এর খিলাফত, উমার ﵁-এর খিলাফত, উসমান ﵁-এর খিলাফত ধরো (হিসাব করো); এরপর বলেন, তুমি আলী ﵁-এর খিলাফত ধরো (হিসাব করো)। ইবন জুমহান বলেন, আমরা হিসাব করে দেখলাম, তাদের খিলাফত কাল ৩০

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বছর। (তিরমিযি। তিনি হাদীটিকে হাসান বলেছেন। ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস নং-২২২৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১৯২৮]*

(৫) ইজমা' বা ঐকমত্য

(٩) عَنْ أَنَسِ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ أُمَّتِيْ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ.

(৯) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আমার উম্মাত বিভ্রান্তির উপর একমত হবে না। অতএব তোমরা যদি মতভেদ দেখতে পাও, তাহলে তোমরা বৃহত্তম গোষ্ঠীর অনুসরণ করবে। (ইবন মাজাহ হাদীসটি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)।[১৩] *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৯৫০]*

(৬) সাহাবি ও সালফে সালিহীনের অনুসরণ

(١٠) عَنِ ابْنِ عَمْرٍو مَرْفُوْعًا: تَفْتَرِقُ أُمَّتِيْ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوْا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِيْ.

---

[১৩]. আল্লামা মুফতি আমীমুল ইহসান এভাবে হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি এ বিষয়ে 'আস সিরাজুল মুনীর শারহুল জামিয়িস সাগীর' নামক গ্রন্থের উদ্ধৃতি প্রদান করেছেন। তবে অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ হাদীটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আহমাদ ইবন আবু বাকর বুসীরি (৮৪০ হি.) 'যাওয়ায়িদ ইবন মাজাহ' গ্রন্থে (পৃ. ৫১০) হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, তার উস্তায আল্লামা ইরাকিও হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ হাদীসটির বর্ণনাকারী আবু খালাফ আল-আ'মা দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী ছিলেন।

আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানি যয়ীফুল জামিয়িস সাগীর গ্রন্থে (পৃ. ২৬১) এবং সিলসিলাতুল আহাদীসিয যয়ীফাহ গ্রন্থে (২৮৯৬) হাদীসটি যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে তিনি এই অর্থে অন্য একটি সহীহ হাদীসের উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِيْ أَوْ قَالَ: أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ.

ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতকে বিভ্রান্তির উপরে একত্র করবেন না। আর আল্লাহর হাত রয়েছে ঐক্যবদ্ধ বৃহৎ সমাজের সাথে।... হাদীসটি তিরমিযি [৪/৪৬৬, নং-২১৬৭] সংকলন করেছেন এবং হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আলবানি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (সহীহুল জামি' ১/৩৭৮)। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১০) ইবন আমর ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাত ৭৩ 'ফিরকা' বা ধর্মীয় উপদল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হবে, তন্মধ্যে একটিমাত্র দল ব্যতীত সকলেই জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সাহাবিগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এই মুক্তিপ্রাপ্ত দলটি কারা? তিনি বলেন, যে কর্ম ও মতের উপর আমি ও আমার সাহাবিগণ রয়েছি (সেই কর্ম ও মতের অনুসারীগণ)। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে 'হাসান' বা গ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৪১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৪৪৪]*

(١١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اِتَّبِعُوْا وَلاَ تَبْتَدِعُوْا فَقَدْ كُفِيْتُمْ.

(১১) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা (সাহাবিগণের) হুবহু অনুসরণ করবে, উদ্ভাবন করবে না। কারণ তোমাদের দায়িত্ব অন্যেরা পালন করে গিয়েছেন। (দ্বীন পালনের জন্য নতুন কোনো পদ্ধতি উদ্ভাবনের কোনো প্রয়োজন তোমাদের নেই; কারণ দ্বীন শিক্ষা দেওয়া ও পালনের সকল দায়িত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ পুরোপুরি আদায় করে গিয়েছেন। তোমাদের দায়িত্ব হল হুবহু তাঁদের অনুকরণ ও অনুসরণ করা)। (হাদীসটি তাবারানি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৮৭৭০; সুনান দারিমি, হাদীস-২১১; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-২০২৪]*

গ্রন্থকার টীকায় বলেন, এখানে ইবন মাসউদ সাহাবিগণের হুবহু অনুকরণ-অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি অন্যত্র বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কাউকে অনুসরণ-অনুকরণ করতে চায় বা কারো রীতিনীতি মেনে চলতে চায়, তাহলে সে যেন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিগণের রীতিনীতির হুবহু অনুকরণ অনুসরণ করে। কারণ তারা এই উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে নেককার ও পবিত্রতম কালবের অধিকারী, সবচেয়ে গভীর আমলকারী, ভণ্ডামি ও ভড়ং থেকে সবচেয়ে দূরে, সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম আদর্শের অধিকারী ছিলেন। মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর নবী ﷺ-এর সাহচর্যের জন্য ও তাঁর দ্বীনের প্রতিষ্ঠার জন্য মনোনীত করেছিলেন। কাজেই তোমরা তাদের মর্যাদা উপলব্ধি করবে এবং তাদের পদক্ষেপ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অনুসরণ করবে। তারা সঠিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

(١٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا أَخَذُوا الْعِلْمَ عَنْ أَكَابِرِهِمْ فَإِذَا أَخَذُوْهُ عَنْ أَصَاغِرِهِمْ وَشِرَارِهِمْ هَلَكُوْا.

(১২) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ আরো বলেছেন, যতদিন পর্যন্ত মানুষেরা বড়দের থেকে ইলম গ্রহণ করবে ততদিন পর্যন্ত তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। যখন তারা ছোটদের থেকে এবং খারাপ মানুষদের থেকে ইলম গ্রহণ করবে তখন তারা ধ্বংসগ্রস্ত হবে। (হাদীসটি ইবন আব্দুল বার্‌র সংকলন করেছেন। তিনি এই অর্থে আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄-এরও একটি বাণী সংকলন করেছেন)। *[জামিউ বায়ানিল ইলমি ও ফাদলিহি, হাদীস-১০৫৭]*

গ্রন্থকার টীকায় বলেন, ইবন আব্দুল বার্‌র উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক এই কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন, ছোট বলতে আহলুল বিদআহ অর্থাৎ সুন্নাতবিরোধী ও বিদআতপন্থিদেরকে বোঝানো হয়েছে। বয়সের কমবেশি বোঝানো হয়নি।

(৭) ইজতিহাদ ও কিয়াসের প্রামাণ্যতা

(١٣) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ (فَاجْتَهَدَ) فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

(১৩) আমর ইবন আস ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, যখন বিচারক বা শাসক বিচার বা বিধান প্রদান করেন এবং সঠিক বিধান প্রদানের জন্য নিজের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাহায্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন (ইজতিহাদ করেন), তখন যদি তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তাহলে তিনি দুইটি পুরস্কার লাভ করবেন। আর যদি তিনি বিচার বা বিধান প্রদান করতে গিয়ে ইজতিহাদ করেন এবং ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হন তাহলে তিনি একটি পুরস্কার লাভ করবেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৩৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭১৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৫৭৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৩১৪]*

(١٤) عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَسَلَّمَ بَعَثَه إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: كَيْفَ تَقْضِيْ؟ فَقَالَ: أَقْضِيْ بِمَا فِيْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِيْ قَالَ: اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ رَسُوْلِ اللَّهِ.

(১৪) মুআয ইবন জাবাল ﷺ বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ইয়ামানে (শাসক হিসাবে) প্রেরণের সময় বলেন, তুমি কীভাবে বিচার করবে? তিনি (মুআয) উত্তরে বলেন, আল্লাহর কিতাবে যা রয়েছে সে অনুসারে বিচার করব। তিনি বলেন, যদি (তোমার বিচার্য বিষয়টির বিধান) আল্লাহর কিতাবে না থাকে? তিনি বলেন, তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত অনুসারে (ফায়সালা প্রদান করব)। তিনি বলেন, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতে (সে বিষয়ে বিধান) না থাকে? তিনি বলেন, তাহলে আমি আমার মতামতের আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের সাধ্যমতো চেষ্টা করব (ইজতিহাদ করব)। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে তাওফীক প্রদান করেছেন। (তিরমিযি, আবু দাউদ, দারিমি, আহমাদ ও বাইহাকি)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৫৯২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৩২৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২০০৭; সুনান দারিমি, হাদীস-১৭০; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৩৬২; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২০৩৩৯]*

গ্রন্থকার টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদের দুর্বলতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ কথা বলেছেন। কারণ হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী হারিস ইবন আমর নামক দ্বিতীয় হিজরি শতকের একজন তাবি'-তাবিয়ি। তিনি হাদীস বর্ণনায় যয়ীফ বা দুর্বল ছিলেন। তিনি বলেন যে, তাকে মুআয ইবন জাবাল ﷺ-এর কোনোকোনো সাথি এই হাদীসটি বলেছেন। এই অজ্ঞাতপরিচয় 'সাথি'র কোনোরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। এই দুইটি কারণে হাদীসটিকে মুহাদ্দিসগণ যয়ীফ বলে গণ্য করেছেন। এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযি বলেন, এই হাদীসটির সনদ আমার মতে মুত্তাসিল নয়। আর একমাত্র এই সনদ ছাড়া অন্যকোনো সূত্রে হাদীসটি জানা যায় না।

গ্রন্থকার এ বিষয়ে বলেন যে, হারিস ইবন আমরকে পূর্ববর্তী সকল মুহাদ্দিস দুর্বল বললেও চতুর্থ হিজরি শতকের মুহাদ্দিস ইবন হিব্বান

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। আর অজ্ঞাতপরিচয় 'সাথি'ও ইবন হিব্বানের সূত্র অনুসারে নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য হওয়া উচিত। আল্লাহই ভালো জানেন।

(١٥) عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ: أَنَّهُمْ اجْتَهَدُوْا... اَلْإِجْتِهَادُ هُوَ الْقِيَاسُ.

(১৫) অনেক সাহাবি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে যে, তারা সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ করেছেন। (বাইহাকি। তিনি বলেন, ইজতিহাদই কিয়াস)। (অর্থাৎ যে বিষয়ে কুরআন বা হাদীসে কোনো বিধান নেই, সে বিষয়ে কুরআন-হাদীসে উল্লিখিত বিধানাবলির আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রক্রিয়াই কিয়াস এবং এই কিয়াস প্রয়োগকেই ইজতিহাদ বলে)। *[যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ৪/৬৪]*

(৮) ইসলামের মূল উৎসসমূহের ক্রম ও পরম্পরা

(١٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَإِذَا سُئِلْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَانْظُرُوْا فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْهُ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَفِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْهُ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ فَمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيْمَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُوْنَ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ.

(১৬) ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদেরকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তোমরা আল্লাহর কিতাবে তা সন্ধান করবে। যদি আল্লাহর কিতাবে তা না পাও তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতে তা সন্ধান করবে। যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাতেও তা না পাও তাহলে মুসলিমগণের ঐকমত্য বা ইজমার উপর নির্ভর করবে। যদি মুসলিমগণের ইজমা বা ঐকমত্যের মধ্যেও তা না থাকে তাহলে তুমি তোমার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের যথাসাধ্য চেষ্টা বা ইজতিহাদ করবে। (বাইহাকি ও দারিমি হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[সুনান দারিমি, হাদীস-১৭১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২০৩৪৩]*

(١٧) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ يَزِيْدَ: إِذَا سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الشَّيْءِ فَإِنْ كَانَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَكَانَ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ وَكَانَ عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ أَوْ عُمَرَ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ.

(১৭) উবাইদুল্লাহ ইবন আবু ইয়াযীদ থেকে বর্ণিত, ইবন আব্বাস ﵄ যখন কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হতেন তা আল্লাহর কিতাবে থাকলে তিনি সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। আল্লাহর কিতাবে না পেলে, আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতে থাকলে সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। সেখানে না পেলে, যদি আবু বাকর ﵁ অথবা উমার ﵁ থেকে পেতেন সে অনুযায়ী ফায়সালা দিতেন। অন্যথায় ইজতিহাদ করতেন। (বাইহাকি সহীহ সনদে)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২০৩৪৬; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ৪/৬৪]*

(١٨) عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ جَاءَكَ شَيْءٌ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنَّةَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْضِ بِهَا فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِ سُنَّةٌ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَخُذْ بِهِ فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيْ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَاخْتَرْ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ برأْيكَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَتَأَخَّرَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ.

(১৮) বিচারপতি শুরাইহ থেকে বর্ণিত, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ তার নিকট প্রেরিত চিঠিতে লেখেন, তোমার কাছে যদি এমন বিষয় আসে যা আল্লাহর কিতাবে বিদ্যমান তবে সে অনুযায়ী ফায়সালা করবে; লোকেরা যেন তোমাকে তা থেকে ফিরিয়ে না রাখে। যদি এমন বিষয় তোমার নিকট আসে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তাহলে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর সুন্নাতের দিকে দৃষ্টি দেবে, অতঃপর সে অনুযায়ী ফায়সালা করবে। আর যদি তুমি এমন বিষয়ের সম্মুখীন হও যা আল্লাহর কিতাবে নেই এবং সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কোনো সুন্নাতও বিদ্যমান নেই, তাহলে লক্ষ্য করো মানুষেরা কিসের উপর ঐকমত্যে পৌঁছেছে, অতঃপর তা গ্রহণ করো। আর যদি তুমি এমন বিষয়ের সম্মুখীন হও যা আল্লাহর কিতাবে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নেই, সে বিষয়ে আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর কোনো সুন্নাতও বিদ্যমান নেই এবং ইতিপূর্বে কেউ সে বিষয়ে কথা বলেনি, তবে তুমি দুটি বিষয়ের একটি গ্রহণ করতে পার; হয়ত তুমি নিজে ইজতিহাদ করে সামনে অগ্রসর হবে, অথবা অপেক্ষা করবে বা বিরত থাকবে। আমি মনে করি, তোমার জন্য অপেক্ষা করা বা বিরত থাকাই কল্যাণকর।[১৪] (দারিমি। সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[সুনান দারিমি, হাদীস-১৬৯; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২০৩৪২; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২২৯৯০]*

(৯) কুরআন শিক্ষাকারীর মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

(١٩) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ.

(১৯) উসমান ইবন আফফান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে এবং শিক্ষা দেয়। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০২৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৫২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯০৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২১১]*

(১০) মনগড়া তাফসীরের অবৈধতা

(٢٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(২০) ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের মধ্যে নিজ মত অনুযায়ী কথা বলবে, জাহান্নাম তার আবাসস্থল হবে। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯৫১; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-১১৮]*

(১১) হাদীস প্রচারের গুরুত্ব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে মিথ্যা বলার অবৈধতা

(٢١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا

[১৪]. [১৭ ও ১৮ নং হাদীসের মূল আরবি পাঠ ও অনুবাদ গ্রন্থকারের ইঙ্গিত ও টীকার আলোকে সংযোজিত। -সম্পাদক]

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

(২১) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা প্রচার করো। তোমরা বনী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করতে পার, এতে অসুবিধা নেই। যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে তার আবাসস্থল হবে জাহান্নাম। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৪৬১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৬৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৪৮৬; সুনান দারিমি, হাদীস-৫৫৯]*

(٢٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ.

(২২) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ উজ্জ্বল করুন সেই ব্যক্তির মুখ যে আমাদের কোনো কিছু শ্রবণ করে এবং অবিকল যেভাবে শুনেছে সেভাবেই তা প্রচার করে। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৫৭]*

(٢٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ.

(২৩) যাইদ ইবন সাবিত ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ উজ্জ্বল করুন সেই ব্যক্তির মুখ, যে আমাদের কোনো হাদীস শ্রবণ করে, মুখস্থ করে এবং তারপর অন্যের কাছে তা প্রচার করে। (তিরমিযি। তিনি এই হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৫৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৬৬০]*

(১২) ইলম অর্জনের মর্যাদা ও মাহাত্ম্য

(٢٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

(২৪) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম বা জ্ঞানের সন্ধানে পথে চলবে আল্লাহ এর বিনিময়ে তার জন্য জান্নাতের রাস্তা সহজ করে দিবেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৯৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৪৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২২৫]*

(১৩) ইখলাস ও কর্মের উৎসাহ

(٢٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

(২৫) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আকৃতি ও সম্পদের দিকে তাকান না। বরং তিনি তাকান তোমাদের অন্তর ও কর্মের দিকে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৬৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪১৪৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৮২৭]*

(১৪) যে ব্যক্তির অপরাধ লেখা হয় না

(٢٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّغِيْرِ حَتَّى يَكْبَرَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيْقَ.

(২৬) আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে (তাদের অপরাধ লেখা হয় না): ১. ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুম থেকে জাগ্রত না হয়, ২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যতক্ষণ সে বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক না হয় এবং ৩. পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে জ্ঞান বা চেতনা ফিরে না পায়। (নাসায়ি, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, ইবনুল জারূদ, দারিমি ও তাহাবি। হাকিম নাইসাপুরি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩৪৩২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৩৯৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২০৪১; সুনান দারিমি, হাদীস-২৩৪২; ইবনুল জারূদ, আল মুনতাকা, হাদীস-১৪৮; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৩২৭৫; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৩৫০]*

(٢٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

(২৭) আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তুমি কি জান না যে, তিনব্যক্তি থেকে কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে: ১. পাগল ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত সে চেতনা ফিরে না পায়, ২. অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু যতক্ষণ সে বালিগ বা প্রাপ্তবয়স্ক না হয় এবং ৩. ঘুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ ঘুম থেকে জাগ্রত না

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হয়। (বুখারি, তাহাবি ও ইবন মাজাহ মাওকূফ হিসাবে)।[১৫] *[সহীহ বুখারি ৭/৪৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২০৪২; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৩২৭৪]*

(১৫) ভুল এবং বিস্মৃতি

(٢٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ (وَضَعَ) عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

(২৮) ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ আমার উম্মাতের ভুল, বিস্মৃতি এবং জোরপূর্বক তাদেরকে যে কাজ করতে বাধ্য করা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। (ইবন মাজাহ। নববি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২০৪৫; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৪৬৪৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৮০১; নববি, আল আরবাউন, হাদীস-৩৯]*

(১৬) বিদআত বিষয়ক আলোচনা

(٢٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيْهِ (مِنْهُ) فَهُوَ رَدٌّ.

(২৯) আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের কর্মের (দ্বীনের) মধ্যে এমন কিছু উদ্ভাবন করবে যা এর অন্তর্গত নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৬৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭১৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬০৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৪]*

AS-SUNNAH TRUST

(٣٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

(৩০) আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো কর্ম করবে যা আমাদের কর্ম নয় তা প্রত্যাখ্যাত হবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭১৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৫৪৭২]*

গ্রন্থকার বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, শরীআত বহির্ভূত ও

[১৫]. [হাদীসটি গ্রন্থকারের ইঙ্গিতের আলোকে সংযোজিত। ইমাম বুখারি তা'লীকরূপে মাওকূফ হিসাবে এবং তাহাবি ও ইবন মাজাহ মারফূ' বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হিসাবে সংকলন করেছেন। -সম্পাদক]

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

শরীআত-বিরোধী কোনো কিছু উদ্ভাবন করলে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। নিম্নের হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ একথাই বলেছেন।

(٣١) عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ.

(৩১) ইরবাদ ইবন সারিয়া ﷺ বলেন. রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খবরদার! তোমরা নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলি থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলি বিভ্রান্তি। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৭৬]*

গ্রন্থকার বলেন, যদি উদ্ভাবিত কোনো বিষয় শরীআত বহির্ভূত না হয় এবং শরীআতের মধ্যে এর মূল নির্দেশ থেকে থাকে তাহলে তা নিষিদ্ধ হবে না। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٣٢) عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.

(৩২) জারীর ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন,[১৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো ভালো সুন্নাত চালু করে, অতঃপর অন্য মানুষেরা এই ভালো সুন্নাত অনুযায়ী কর্ম করে তাহলে ওই প্রবর্তক ব্যক্তি পরবর্তী সকল কর্মকারীর কর্মের সমান সাওয়াব ও পুরস্কার পাবে, তবে এতে পরবর্তী কর্মকারীদের সাওয়াব কমবে না। অনুরূপভাবে যদি কেউ ইসলামের মধ্যে কোনো খারাপ সুন্নাত চালু করে এবং পরে অন্য মানুষেরা এই খারাপ সুন্নাতমতো কর্ম করে তাহলে পরবর্তী সকল কর্মকারীর কর্মের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ লাভ করবে প্রথম প্রবর্তক ব্যক্তি। কিন্তু এতে পরবর্তী কর্মকারীদের গোনাহ কমবে না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০১৭, সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৫৫৪]*

[১৬]. রাসূলুল্লাহ ﷺ সমবেত সাহাবিগণকে দান করতে উদ্বুদ্ধ করেন। প্রথমেই একজন সাহাবি অনেক দান করেন। এরপর অন্যান্য সাহাবি দান করেন। তখন প্রথম দানকারী সাহাবিকে উৎসাহ প্রদান করে তিনি এই কথা বলেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا رَأَى الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ.

(৩৩) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, মুসলিমগণ[১৭] যা ভালো মনে করবেন তা আল্লাহর নিকটেও ভালো। আর তারা যাকে খারাপ মনে করবেন তা আল্লাহর নিকেটেও খারাপ। (হাদীসটি তাবারানি, আহমাদ ও বাযযার সংকলন করেছেন এবং হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৩৬০০; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-১৮১৬; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৩৬০২; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৪৪৬৫]*

(১৭) অন্যায়ের পরিবর্তন

(٣٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.

(৩৪) আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায় দেখতে পেলে সে যেন তা তার হাত দিয়ে পরিবর্তন করে। যদি সে তা না পারে তাহলে তার জিহ্বা দিয়ে। তাও সম্ভব না হলে তার অন্তর দিয়ে। আর এই হল দুর্বলতম ঈমান। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১৪০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০০৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২৭৫]*

(১৮) ফিতনা থেকে পলায়ন

(٣٥) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

(৩৫) আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অদূর ভবিষ্যতে এমন অবস্থা হবে যে, মুসলিমের জন্য সর্বোত্তম সম্পদ বলে গণ্য হবে একটি মেষপাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় ও বৃষ্টিপাতের

[১৭]. মূল হাদীসে 'মুসলিমগণ' বলতে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ সাহাবিগণের কথা উল্লেখ করেছেন। দ্র. আহমাদ, আল মুসনাদ ১/৩৭৯; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত ৪/৫৮; হাকিম, আল মুস্তাদরাক ৩/৮৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/১৭৭। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এলাকায় ঘুরে বেড়াবে। এভাবে সে তার দ্বীনকে রক্ষা করবার জন্য ফিতনা থেকে পালিয়ে বেড়াবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২৬৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০৩৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৯৮০]*

(٣٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُوْنَ كَذَّابُوْنَ يَأْتُوْنَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيْثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوْا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ لَا يُضِلُّوْنَكُمْ وَلَا يَفْتِنُوْنَكُمْ.

(৩৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ যুগে অনেক মিথ্যাবাদী ধোঁকাবাজের আবির্ভাব ঘটবে, যারা তোমাদের কাছে এমন সব হাদীস নিয়ে আসবে, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতা-পিতামহগণ কখনো শুনেন নি (তারা মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বা নব-উদ্ভাবিত মতামত ও কর্মকাণ্ড প্রচার করবে, যেগুলো প্রথম যুগের মুসলিমগণের মধ্যে ছিল না)। খবরদার! তোমরা এদের থেকে দূরে থাকবে এবং আত্মরক্ষা করবে। তারা যেন কোনোভাবে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং ফিতনার মধ্যে ফেলতে না পারে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৭৬৬]*

(১৯) সৃষ্টির শুরু

(٣٧) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ.

(৩৭) ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আদিতে শুধুমাত্র আল্লাহই বিরাজমান ছিলেন। তাঁর মহান সত্তা ছাড়া আর কিছুরই কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপরে। তিনি যিকিরের মধ্যে (লাওহে মাহফুযে) সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করেন এবং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩১৯১; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার-৫৬৩০]*

(২০) জাহান্নামের কথা

(٣٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: نَارُكُمْ هَذِهِ جُزْءٌ مِنْ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

سَبْعِيْنَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ (نَارِ) جَهَنَّمَ.

(৩৮) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের একভাগ (মুসলিম)।[১৮] *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৪৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৫৯০]*

(২১) জান্নাতের কথা

(٣٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا قَالَ اللهُ: أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.

(৩৯) আবু হুরাইরা ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাগণের জন্য যা প্রস্তুত করে রেখেছি তা কখনো কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কর্ণ শোনে নি এবং কোনো মানবহৃদয় তা কখনো কল্পনা করতে পারেনি। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩২৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮২৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩১৯৭]*

(২২) শাফাআত

(٤٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ يُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّيْنَ.

(৪০) ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, একদল মানুষ মুহাম্মাদ ﷺ-এর শাফাআতে জাহান্নাম থেকে বের হবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। এদেরকে 'জাহান্নামি' বলে আখ্যায়িত করা হবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৫৬৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪৩১৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৭৪০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬০০]*

(২৩) সত্যস্বপ্ন

[১৮]. গ্রন্থকার হাদীসটি শুধুমাত্র সহীহ মুসলিমে সংকলিত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ বুখারিতেও সংকলিত। দেখুন: কিতাবু বাদয়িল খালক, বাবু সিফাতিন নার, সহীহুল বুখারি ৩/১১৯১। [হাদীস নং-৩২৬৫]। (অনুবাদক)

(٤١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَمْ يَبْقَ مِنَ النُّبُوَّةِ إِلَّا الْمُبَشِّرَاتُ ... اَلرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ.

(৪১) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নবুয়্যাতের আর কিছুই বাকি নেই, শুধুমাত্র সুসংবাদসমূহ ছাড়া, সেগুলো হল নেকস্বপ্ন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৯৯০]*

(২৪) মহানবী ﷺ-এর মর্যাদা

(٤٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُوْنِ بَنِيْ آدَمَ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِيْ كُنْتُ فِيْهِ.

(৪২) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানব জাতির সকল যুগের শ্রেষ্ঠ যুগে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। যুগের পর যুগ অতিক্রান্ত হওয়ার পর আমি এই যুগে এসেছি। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৫৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯৩৯২; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-১৩২৯]*

(٤٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مَثَلِيْ وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِيْ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوْفُوْنَ بِهِ وَيَعْجَبُوْنَ لَهُ وَيَقُوْلُوْنَ هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّيْنَ.

(৪৩) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার ও আমার পূর্বের অন্য সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম) এর উদাহরণ হল এক ব্যক্তির ন্যায় যিনি একটি বাড়ি বানিয়েছেন। তিনি তাকে পূর্ণতা দিয়েছেন এবং সৌন্দর্যময় করেছেন। শুধুমাত্র এককোণে একটি মাত্র ইটের স্থান খালি রেখেছেন। মানুষেরা সেই বাড়িটির চারিদিকে ঘুরতে থাকেন এবং বাড়িটির সৌন্দর্যে তাদের বিস্ময় প্রকাশ করতে থাকেন। তারা বলতে থাকেন, এই ইটটি স্থাপন করা হচ্ছে না কেন?! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আমিই এই সর্বশেষ ইট এবং আমিই সকল নবীর শেষ নবী। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৮৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯১৬৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৪০৫]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٤٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ.

(৪৪) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন আমিই মানব জাতির নেতা ও প্রধান। সর্বপ্রথম আমাকেই কবর খুলে পুনরুত্থিত করা হবে। আমিই সর্বপ্রথম শাফাআতকারী এবং আমার শাফাআতই সর্বপ্রথম গ্রহণ করা হবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৭৮; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-১৪০৬]*

(٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: أَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ وَلَا فَخْرَ.

(৪৫) ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল মানুষের মধ্যে আমিই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত। এতে কোনো অহংকার নেই। (অহংকার প্রকাশের জন্য নয় শুধুমাত্র সত্য প্রকাশ ও আল্লাহর নিআমত প্রকাশের জন্য তিনি একথা বলেছেন)। (তিরমিযি)।[১৯] *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬১৬; সুনান দারিমি, হাদীস-৪৮]*

(২৫) নবী ﷺ-এর আদর্শ

(٤٦) عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا.

(৪৬) বারা' ইবন আযিব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা মোবারক ছিল সকল মানুষের চেয়ে বেশি সুন্দর এবং তিনি ছিলেন সর্বোত্তম ব্যবহার ও আচরণের অধিকারী। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৪৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৩৭]*

(٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ.

(৪৭) ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে বেশি

[১৯]. [হাদীসটির সনদে যামআ ইবন সালিহ রয়েছেন, তিনি দুর্বল। তিরমিযি হাদীসটি সংকলন করে গরীব বলে উল্লেখ করেছেন। দেখুন: ইবনুল আসীর, জামিউল উসুল ৮/৫২৫। -সম্পাদক]

AS SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দানশীল ছিলেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২০৯৫]*

(٤٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ.

(৪৮) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সকল মানুষের চেয়ে বেশি সুন্দর, সবচেয়ে বেশি দানশীল এবং তিনি সবচেয়ে বেশি সাহসীও ছিলেন। (মুসলিম)।[২০] *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩০৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৭৭২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৪৯৪]*

(٤٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: وَاللهِ إِنِّيْ لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّيْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ.

(৪৯) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন,[২১] রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর কসম, আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি এবং আমিই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মুত্তাকি; অথচ আমি কখনো (নফল) সিয়াম পালন করি আবার কখনো সিয়াম পালন পরিত্যাগ করি, আমি রাত্রে কিছু সময় (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করি এবং কিছু সময় শয়ন করি এবং আমি বিবাহ-সংসার করি। যে ব্যক্তি আমার আদর্শ বা রীতি (সুন্নাত) অপছন্দ করল আমার সাথে তার কোনো সম্পর্ক নেই। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪০১]*

(২৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভালোবাসার আবশ্যকতা

(٥٠) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[২০]. গ্রন্থকার হাদীসটি শুধুমাত্র সহীহ মুসলিমে সংকলিত বলে উল্লেখ করেছেন। তবে হাদীসটি সহীহ বুখারিতেও সংকলিত হয়েছে। দেখুন: কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সাইর, বাবুশ শাজাআত, বাবুল হামাইল, বাবু ইযা ফাযিউ ফিল্লাইল, বাবু হুসনিল খুলুক; সহীহ বুখারি ৩/১০৩৮, ১০৬৫, ১১০৬, ২২৪৪। [হাদীস নং-২৮২০, ২৯০৮, ৩০৪০ ও ৬০৩৩]। (অনুবাদক)

[২১]. তিনজন সাহাবি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইবাদত বন্দেগির বিবরণ জেনে তাঁর চেয়েও বেশি ইবাদত করতে সঙ্কল্প করেন। তারা সারারাত জেগে তাহাজ্জুদ, প্রতিদিন নফল সিয়াম পালনের ও সংসারত্যাগের সঙ্কল্প করেন। তখন তিনি তাদেরকে এ কথা বলেন। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ.

(৫০) আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিনে পরিণত হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে আমাকে তার পিতা, সন্তান ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি ভালোবাসবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০১৩ ও ৫০১৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৭]*

(২৭) সাহাবিগণের মর্যাদা

(٥١) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِيْ قَرْنِيْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

(৫১) ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের মধ্যে সর্বোত্তম উম্মাত আমার যুগের মানুষেরা (সাহাবিগণ)। এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষগণ (তাবিয়িগণ) এবং এরপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষগণ (তাবি'-তাবিয়িগণ)। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৩৫]*

(٥٢) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَكْرِمُوْا أَصْحَابِيْ فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يُلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَظْهَرُ الْكَذِبُ.

(৫২) উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবিগণকে সম্মান করবে; (কারণ তারাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ[২২])। তাঁদের পরে তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা এবং এরপর তাঁদের পরবর্তী যুগের মানুষেরা। এরপর মিথ্যা প্রকাশিত হবে। (নাসায়ি তার 'সুনান কুবরা'য় সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯১৭৮; মুল্লা আলী, মিরকাতুল মাফাতীহ, হাদীস-৬০১২]*

[২২]. 'কারণ তাঁরাই তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' এই কথাগুলো নাসায়ির 'আস সুনানুল কুবরা'র বর্ণনায় নেই। দেখুন: নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা-৯১৭৮; আল-মাকদিসি, আল-আহাদীসুল মুখতারাহ-৯৮ ও ১৫৭; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার-৬২৩০। তবে জামি' মা'মার ইবন রাশিদে ও মুসনাদ আবদ ইবন হুমাইদে এই হাদীসটির বর্ণনায় এই কথাগুলো রয়েছে। দেখুন: জামি' মা'মার ইবন রাশিদ-২০৭১০; মুসনাদ আবদ ইবন হুমাইদ, হাদীস-২৩। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٥٣) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تَسُبُّوْا أَصْحَابِيْ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيْفَهُ.

(৫৩) আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আমার সাহাবিগণকে গালি দেবে না; কারণ তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ আল্লাহর পথে ব্যয় করে তাহলেও সে একজন সাহাবির এক মুদ্দ (প্রায় ৮২৫ গ্রাম বা ৫৪৪ গ্রাম) বা অর্ধ মুদ্দ দানের সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫৪১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬৫৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮৬১]*

(২৮) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আত্মীয়-পরিজনগণের মর্যাদা

(٥٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَأُجِيْبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللهِ فِيْهِ الْهُدَى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ... ثُمَّ قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِيْ أُذَكِّرُكُمُ اللهَ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ... ثَلَاثًا. فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. (قَالَ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيْلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ).

(৫৪) যাইদ ইবন আরকাম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী 'খুম' নামক স্থানে আমাদের মাঝে বক্তৃতা করলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন। এরপর তিনি ওয়ায করলেন ও উপদেশ প্রদান করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে মানুষেরা, তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। আমি একজন মানুষ মাত্র। হয়ত শীঘ্রই আমার প্রভুর দূত এসে পড়বেন এবং আমি তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাব। আমি তোমাদের মধ্যে দুইটি মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় রেখে যাচ্ছি। প্রথমত আল্লাহর কিতাব, যার মধ্যে রয়েছে পথের দিশা ও আলো।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তোমরা আল্লাহর কিতাবকে গ্রহণ করবে এবং দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। এরপর তিনি বললেন, এবং আমার বাড়ির মানুষ বা পরিবার-পরিজন। আমি আমার পরিবার পরিজনের বিষয়ে তোমাদেরকে আল্লাহর কথা মনে রাখতে উপদেশ প্রদান করছি। এই কথা তিনি তিনবার বলেন।

হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবি যাইদ ইবন আরকামের ছাত্র তাবিয়ি হুসাইন ইবন সাবুরাহ তাকে প্রশ্ন করেন, হে যাইদ, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ির মানুষ বা পরিজন কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর বাড়ির মানুষ বা পরিজন নন? উত্তরে যাইদ বলেন, তাঁর স্ত্রীগণও তাঁর বাড়ির মানুষ বা তাঁর পরিবার-পরিজন। তবে প্রকৃত অর্থে তাঁর পরিবার-পরিজন তারাই যাদের জন্য সাদাকা বা যাকাত গ্রহণ হারাম করা হয়েছে (তারা আলী, আকীল, জা'ফর ও আব্বাস ﷺ-এর পরিবার-বংশধর)। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪০৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯২৬৫]*

(٥٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: أَحِبُّوا اللهَ (لِمَا يَغْذُوْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ) وَأَحِبُّوْنِيْ (بِحُبِّ اللهِ) وَأَحِبُّوْا أَهْلَ بَيْتِيْ (بِحُبِّيْ).

(৫৫) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসবে, আমাকে ভালোবাসবে এবং আমার বাড়ির মানুষদের (পরিবার, বংশধর ও আত্মীয়দের) ভালোবাসবে। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৭৮৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৪৭১৬]*

(٥٦) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَقَالَ: أَللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِيْ.

(৫৬) সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন ﷺ-কে ডেকে একত্র করে বলেন, হে আল্লাহ, এরা আমার বাড়ির মানুষ (পরিবার ও আত্মীয়)। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)।[২৩] *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯৯৯]*

[২৩]. হাদীসটি একই শব্দে ও একই সনদে সহীহ মুসলিমেও সংকলিত। দেখুন: সহীহ মুসলিম, ৪/১৮৭১। [হাদীস নং-২৪০৪]। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٥٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا نَحْوَهُ وَفِيْهِ: ثُمَّ قَالَ ﴿إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا﴾.

(৫৭) আয়িশা ﵂ থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যে হাদীসে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, "অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'হে নবী পরিবার, নিশ্চয় আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে, তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূরীভুত করবেন এবং তোমাদেরকে পবিত্রতায় পূর্ণতা দান করবেন'।"[২৪] (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪২৪]*

(২৯) আল্লাহর বন্ধুগণের (ওলিগণের) মর্যাদা

(٥٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

(৫৮) আবু হুরাইরা ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলির (বন্ধুর) সাথে শত্রুতা করবে আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার নৈকট্য অর্জন ও ওলি হওয়ার জন্য বান্দা যত কাজ করে তন্মধ্যে সবচেয়ে আমি ভালোবাসি যে কাজ আমি ফরয করেছি। (ফরয কাজ পালন করাই আমার ওলি হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ)। এরপর বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য ও বেলায়াতের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালোবাসি'। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৫২০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৩৪৭]*

(৩০) আলিমগণের (জ্ঞানীগণের) মর্যাদা

(٥٩) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ... وَرِثُوا الْعِلْمَ.

(৫৯) আবু দারদা ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় আলিমগণই (জ্ঞানীগণ) নবীগণের উত্তরাধিকারী। তারা ইলমের উত্তরাধিকার লাভ করেছেন।

[২৪]. সূরা: (৩৩) আহযাব, আয়াত: ৩৩।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীসটি আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবন হিব্বান ও হাকিম সংকলন করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। হামযা আল কিনানি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস হাদীসটিকে দুর্বল বা যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ এর বর্ণনায় প্রক্ষিপ্ততা ও বৈপরীত্য (ইদতিরাব) রয়েছে। তবে এই অর্থে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ফলে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইমাম বুখারি তার সহীহ গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনামে 'সনদবিহীন বাক্য' (তা'লীক ১/২৪) হিসাবে এই বাক্যটি উল্লেখ করেছেন। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৬৪১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৮২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৮৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২২৩]*

(٦٠) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْعُلَمَاءُ خُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ.

(৬০) আবু দারদা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আলিমগণ (জ্ঞানীগণ) নবীগণের স্থলাভিষিক্ত। (বাযযার। এই বর্ণনার সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৪১৪৫]*

(৩১) ফকীহগণের (Jurists : শাস্ত্রবিদ) মর্যাদা

(٦١) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللهُ يُعْطِيْ وَلَنْ تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ.

(৬১) মুআবিয়া ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের বিষয়ে ফিক্‌হ বা প্রজ্ঞা প্রদান করেন। আর আমি তো শুধুমাত্র বণ্টনকারী এবং আল্লাহই প্রদান করেন। এই উম্মাত আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেই আল্লাহর নির্দেশ (কিয়ামত) আগমন পর্যন্ত। এদের বিরোধিতাকারীগণ এদের ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৩৭]*

(٦٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا فِيْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ:

خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوْا.

(৬২) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আরবদের বিষয়ে বলেছেন, যারা জাহিলিয়াতের সময় ভালো ছিল তারা যদি ফিক্‌হ (ইসলামের বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা) অর্জন করতে পারে তাহলে ইসলামেও তারাই ভালো বলে গণ্য হবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৩৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৭৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯৫৬৮]*

(৩২) সাহাবিগণের পরবর্তী যুগের মুসলিমগণের মর্যাদা

(٦٣) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوْبَى لِمَنْ رَآنِيْ وَآمَنَ بِيْ وَطُوْبَى لِمَنْ آمَنَ بِيْ وَلَمْ يَرَنِيْ سَبْعَ مِرَارٍ.

(৬৩) আবু উমামা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে আমাকে দেখেছে এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন তার জন্য মহান সুসংবাদ। আর যে আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে অথচ আমাকে দেখে নি তার জন্য সাতবার মহান সুসংবাদ। (হাদীসটি আহমাদ ও তাবারানি বিভিন্ন সনদে সংকলন করেছেন, যে সনদগুলোর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২১৩৮; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৮০১০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৭২৩৩]*

(৩৩) ইসলাম গ্রহণকারীর মর্যাদা

(٦٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ.

(৬৪) আমর ইবনুল আস ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, নিশ্চয় ইসলাম পূর্বের সবকিছু (সকল পাপ ও অপরাধ) ধ্বংস করে দেয়। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-১২১; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-২৫১৫]*

(৩৪) বয়স্কদের মর্যাদা

(٦٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوْعًا: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَلَم يَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا.

(৬৫) আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের মর্যাদা অবগত নয়, সে ব্যক্তি আমাদের অর্ন্তভুক্ত নয়। (হাদীসটি তিরমিযি সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৯২০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৪৩]*

(৩৫) দয়াশীলগণকে দয়াময় দয়া করেন

(٦٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوْا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ.

(৬৬) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দয়াশীলগণকে দয়াময় দয়া করেন। পৃথিবীতে যারা রয়েছে তাদেরকে তোমরা দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদেরকে দয়া করবেন। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৯২৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৪১]*

গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসটি 'পরম্পরায় প্রথম বর্ণিত' হাদীস হিসাবে প্রসিদ্ধ। আমিও এই হাদীসটি প্রকৃতরূপেই 'পরম্পরায় সর্বপ্রথম' হিসাবে বর্ণনা করছি। (অর্থাৎ এই হাদীসটি আমি আমার উস্তায থেকে সর্বপ্রথম শিক্ষা করেছি এবং এভাবে হাদীসের সকল বর্ণনাকারী তার উস্তায থেকে সর্বপ্রথম এই হাদীসটি শিক্ষা করেছেন)।

AS-SUNNAH TRUST

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা

(১) পবিত্রতার মর্যাদা

(٦٧) عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ.

(৬৭) আবু মালিক আশআরি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধাংশ। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৩]*

(২) পবিত্রতা ছাড়া সালাত নেই

(٦٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

(৬৮) ইবন উমার ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, পবিত্রতা ছাড়া কোনো সালাত কবুল করা হয় না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১]*

(٦٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(৬৯) আবু হুরাইরা ﷺ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন তোমাদের কেউ বায়ু ইত্যাদির মাধ্যমে ওযু নষ্ট করে ফেলে তখন পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৩৫ ও ৬৯৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৭৬]*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ওযু বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৩) ওযু পালনে উৎসাহ প্রদান

(٧٠) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

(৭০) উসমান ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ ওযু করে এবং সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপে ওযু করে তাহলে তার পাপসমূহ তার দেহ থেকে বের হয়ে যায়, এমনকি তার নখের নিচ থেকেও বের হয়ে যায়। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৪৭৬]*

(৪) অপূর্ণ ওযুর ভয়াবহতা

(٧١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَيْهِ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ.

(৭১) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একব্যক্তিকে দেখেন যে, (ওযুর সময়) সে তার পায়ের গোড়ালি দুইটি ধৌত করেনি। তখন তিনি বলেন, গোড়ালিগুলোর জন্য জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪২; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩২৩]*

(৫) ওযুতে 'বিসমিল্লাহ' বলা

(٧٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ فَإِنَّ حَفَظَتَكَ لَاتَسْتَرِيْحُ تَكْتُبُ لَكَ الْحَسَنَاتِ حَتَّى تُحْدِثَ مِنْ ذَلِكَ الْوُضُوْءِ.

(৭২) আবু হুরাইরা ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তুমি যখন ওযু করবে তখন বলবে 'বিসমিল্লাহ ওয়াল হামদু লিল্লাহ' (আল্লাহর নামে ও প্রশংসা আল্লাহর নিমিত্ত); তাহলে তোমার সংরক্ষণকারী ফিরিশতাগণ উক্ত ওযু নষ্ট না হওয়া পর্যন্ত অবিরত তোমার জন্য সাওয়াব লিখতে থাকবেন। (হাদীসটি তাবারানি হাসান সনদে সংকলন করেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুস সাগীর, হাদীস-১৯৬; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ,*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস-১১১২]

(৬) প্রত্যেক ওযু ও সালাতের সময় মিসওয়াক করা

(٧٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ.

(৭৩) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক ওযুর সাথে মিসওয়াক করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতাম।

হাদীসটি বাইহাকি মালিকের সূত্রে সংকলন করেছেন। আহমাদ ও তাহাবিও হাদীসটি সংকলন করেছেন। বুখারি হাদীটিকে তা'লীক বা সনদ বিহীনরূপে উল্লেখ করেছেন। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন কুদামা বলেন, হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী সুপ্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য ইমাম। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯৯২৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৪৬; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৩৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৪০]*

(٧٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ بِسِوَاكٍ.

(৭৪) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করতে এবং প্রত্যেক ওযুর সাথে মিসওয়াক করতে নির্দেশ প্রদান করতাম। (আহমাদ। এই বর্ণনার সনদ হাসান)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৫১৩]*

(٧٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ (الْمُؤْمِنِيْنَ) لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ (عِنْدَ) كُلِّ صَلَاةٍ.

(৭৫) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি আমি আমার উম্মাতের জন্য বা লোকদের (অথবা মুমিনদের) জন্য

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কষ্টসাধ্য হবে বলে মনে না করতাম, প্রত্যেক সালাতের সাথে মিসওয়াক করার জন্য নির্দেশ প্রদান করতাম। (বুখারি, মুসলিম ও চার সুনান গ্রন্থ)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৫২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৮৭]*

(৭) ওযুর পূর্ণ বিবরণ

(٧٦) عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَا بِإِنَاءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوْئِيْ هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৭৬) উসমান ইবন আফফান ﷺ-এর খাদেম হুমরান নামক তাবিয়ি বলেন, আমি দেখলাম উসমান ﷺ একপাত্র পানি চেয়ে নিলেন। এরপর তিনি তার দুই হাতের তালুর উপরে তিনবার পানি ঢেলে ধৌত করলেন। এরপর তার ডানহাত পাত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে পানি নিয়ে কুলি করলেন এবং নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। এরপর তিনবার তিনি তার মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত দুইহাত ধৌত করলেন। এরপর তার মাথা মাসাহ করলেন। এরপর গোড়ালির উপরের উঁচু হাড় (গোড়ালির গাঁট, গুলফ বা টাখনু) পর্যন্ত তার দুইপা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার ওযুর অনুরূপ ওযু করবে এবং এরপর পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে দুই রাকআত সালাত আদায় করবে, যে সালাতে নিজের মনের সাথে কোনো কথা বলবে না (সালাতের বাইরের কোনো বিষয় মনের মধ্যে চিন্তা করবে না) তার পূর্ববর্তী সকল গোনাহ ক্ষমা করা হবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫৯ ও ১৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৫ ও ১১৬]*

(٧٧) عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةَ بِهِ نَحْوَهُ وَفِيْهِ: فَتَمَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَفِيْهِ: فَأَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ.

(৭৭) তাবিয়ি ইবন আবী মুলাইকা উসমান ﷺ থেকে এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় ইবন আবী মুলাইকা অতিরিক্ত বলেছেন, 'তিনি তিনবার কুলি করেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করেন।... তিনি হাতে পানি নিয়ে তার মাথা ও দুইকান মাসাহ করেন'। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৮]*

(٧٨) عَنْ أَبِيْ عَلْقَمَةَ بِهِ نَحْوَهُ وَفِيْهِ: فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوْعَيْنِ.

(৭৮) তাবিয়ি আবু আলকামাও এই হাদীসটি উসমান ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় আবু আলকামা বলেন, তিনি ওযু করতে শুরু করে ডানহাত দিয়ে বাম হাতের উপর পানি ঢাললেন এবং দুইহাত কব্জি পর্যন্ত ধৌত করলেন। (আবু দাউদ হাসান সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৯]*

(٧٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا.

(৭৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে উঠবে, তখন সে যেন তার হাত তিনবার ধোয়ার আগে তা পানির পাত্রে চুবিয়ে না দেয়। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৭৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৪]*

(৮) ওযুতে একবার, দুইবার বা তিনবার করে ধোয়া

(٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً مَرَّةً.

(৮০) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ওযুর অঙ্গগুলোতে) একবার একবার করে (পানি ব্যবহার করে) ওযু করেছেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮০]*

(٨١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

(৮১) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (ওযুর অঙ্গগুলোতে) দুইবার দুইবার করে (পানি ব্যবহার করে) ওযু করেছেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫৮]*

(৯) পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া

(٨٢) عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ وعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَوَضَّآ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَأَفْرَدَا الْمَضْمَضَةَ مِنَ الْاِسْتِنْشَاقِ ثُمَّ قَالَا: هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ.

(৮২) শাকীক ইবন সালামাহ নামক তাবিয়ি বলেন, আমি আলী ইবন আবী তালিব ও উসমান ইবন আফফান ﵄-কে দেখেছি, তারা তিনবার তিনবার করে (ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করে) ওযু করেছেন এবং পৃথকভাবে কুলি করেছেন ও নাক পরিষ্কার করেছেন। (অর্থাৎ প্রথমে তিনবার কুলি করেছেন এরপর পৃথকভাবে তিনবার নাক পরিষ্কার করেছেন।) এরপর বলেছেন, আমরা এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ওযু করতে দেখেছি। (ইবনুস সাকান তার 'সহীহ' গ্রন্থে হাদীসটি সংকলন করেছেন।[২৫] হাফিয ইবন হাজার আসকালানির বক্তব্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসটি সহীহ)। *[মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস-৩৪৭; ইবন জা'দ, আল মুসনাদ, হাদীস-৩৪০৬ ও ৩৪০৭; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ ১/৪৩৬-৪৩৭; ইবন হাজার, আত তালখীসুল হাবীর ১/২৬২]*

গ্রন্থকার বলেন, উপরে উল্লিখিত ইবন আবী মুলাইকার হাদীসও পৃথকভাবে কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার কথাই প্রমাণ করে।

(٨٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا بِلَفْظِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ.

(৮৩) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একই হাতের পানি দিয়ে কুলি করেছেন এবং নাক পরিষ্কার করেছেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪০৫]*

[২৫]. আল্লামা মাকদিসি 'আল আহাদীস আল মুখতারাহ' গ্রন্থেও হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিল এভাবে একবার হাতে পানি নিয়ে কিছু পানি দিয়ে কুলি করা ও বাকি পানি দিয়ে নাক ধোয়া জায়িয তা শেখানো। অথবা এ হাদীসের অর্থ হল, কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করার জন্য তিনি একহাতে পানি নিতেন। মুখ ধোয়ার সময় যেমন দুইহাতে পানি নিতেন কুলি করা ও নাক ধোয়ার সময় সেভাবে পানি নিতেন না। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১০) ওযুর সময় দাড়ি খিলাল করা

(٨٤) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخَلِّلُ لِحْيَتَهُ.

(৮৪) উসমান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দাড়ি খিলাল করতেন (দাড়ির মধ্যে আঙুল দিয়ে নাড়াতেন, যেন ভেতরে পানি প্রবেশ করে)। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবন খুযাইমাও হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং তার বর্ণনায় 'ওযুর সময়' কথাটি রয়েছে)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩১; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৫১]*

(১১) পরিপূর্ণ ওযু করা, আঙুল খিলাল করা ও নাকে পানি দেওয়ায় অধিক সচেষ্ট হওয়া

(٨٥) عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

(৮৫) লাকীত ইবন সাবিরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে, আঙুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে খিলাল করবে এবং যদি তুমি সিয়াম পালনরত অবস্থায় না থাক তাহলে নাকের মধ্যে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করার বিষয়ে বাড়াবাড়ি করবে। (যথাসাধ্য বেশি করে নাকের মধ্যে পানি প্রবেশ করিয়ে নাক পরিষ্কারের চেষ্টা করবে)। (হাদীসটি আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি ও ইবন খুযাইমা সংকলন করেছেন। তিরমিযি ও ইবন খুযাইমা হাদীটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৭৮৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৫০]*

(১২) মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ির উপর মাসাহ করা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٨٦) عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ.

(৮৬) মুগীরাহ ইবন শু'বা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযু করেন। তখন তিনি মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ির উপরে এবং পায়ে পরিহিত চামড়ার মোজা দুইটির উপরে মাসাহ করেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৫০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১০০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৭, ১০৮]*

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান শাইবানি তার 'মুআত্তা' গ্রন্থে বলেন, আমরা শুনেছি যে, ইসলামের প্রথম যুগে পাগড়ির উপর মাসাহ করার প্রচলন ছিল, যা পরে পরিত্যক্ত হয় বা রহিত হয়ে যায়।

(১৩) মাথা মাসাহ করার জন্য নতুন পানি নেওয়া

(٨٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ.

(৮৭) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵁ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেন যে, তিনি হাতে লেগে থাকা অতিরিক্ত পানি পরিবর্তন করে (নতুন করে হাত ভিজিয়ে) মাথা মাসাহ করেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫]*

(১৪) একবার মাথা মাসাহ করা

(٨٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوْئِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً.

(৮৮) আলী ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযুর বিবরণ দিয়ে বলেন, "এবং তিনি একবার মাত্র মাথা মাসাহ করেন"। (হাদীসটি আবু দাউদ, নাসায়ি ও তিরমিযি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯২]*

(১৫) মাথা মাসাহ করার পদ্ধতি

(٨٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوْئِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ بِهِمَا.

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৮৯) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযুর বিবরণের মধ্যে বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর মাথা মাসাহ করলেন। তখন তিনি তাঁর দুইহাত সামনে নিয়ে আসলেন এবং পিছনে নিয়ে গেলেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৫]*

(٩٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوْئِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ.

(৯০) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযুর অন্য বিবরণে বলেন, তিনি মাথার সম্মুখভাগ থেকে মাসাহ শুরু করে হাত দুইটি তাঁর মাথার পিছনভাগ পর্যন্ত নিয়ে যান। এরপর আবার যেখান থেকে শুরু করেছিলেন সেখানেই তিনি হাত দুইটি ফিরিয়ে আনেন। এরপর তাঁর দুইপা ধৌত করেন। (মুসলিম)।[২৬] *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪৩৪]*

(১৬) কান মাসাহ করার বিবরণ

(٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوْئِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ وَخَالَفَ بِإِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

(৯১) ইবন আব্বাস ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযুর বিবরণ দিয়ে বলেন, এরপর তিনি হাতের তালুতে পানি নেন এবং তাঁর মাথা ও দুইকান মাসাহ করেন। তিনি তাঁর দুই শাহাদত আঙ্গুলি দ্বারা কানের ভেতরে এবং দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি কানের বাহির থেকে ঘুরিয়ে আনেন। এভাবে তিনি কানের ভেতর ও বাহির মাসাহ করেন। (হাদীসটি ইবন হিব্বান সংকলন করেছেন এবং ইবন খুযাইমাহ ও ইবন মানদাহ একে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১০৮৬; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-২৪৮৬]*

(٩٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

[২৬]. ইমাম বুখারিও এই শব্দে হাদীসটি সংকলন করেছেন। [হাদীস নং-১৮৫]। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৯২) ইবন আব্বাস ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, দুইকান মাথার অন্তর্গত। (হাদীসটি দারাকুতনি সংকলন করেছেন। ইবন কাত্তান একে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৩৩১, ৩৩৩, ৩৪৮]*

(٩٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ.

(৯৩) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুইকান মাথার অন্তর্গত। (হাদীসটি ইবন মাজাহ সংকলন করেছেন। মুনযিরি ও ইবন দাকীক হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বলে মনে করেছেন। এই হাদীসটি উপরের হাদীসের প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি করে)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪৪৩]*

(১৭) ঘাড় মাসাহ করা

(٩٤) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوْئِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا وَظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ثَلَاثًا وَظَاهِرِ رَقَبَتِهِ.

(৯৪) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযুর বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'অতঃপর তিনি তাঁর মাথা তিনবার মাসাহ করেন এবং তাঁর কানের বহির্ভাগ তিনবার মাসাহ করেন এবং ঘাড়ের বহির্ভাগ'। (হাদীসটি বাযযার ও তাবারানি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ একেবারে অগ্রহণযোগ্য নয়)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৪৪৮৮; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১১৮; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১১৭৮]*

(১৮) ওযু ও গোসলের জন্য কী পরিমাণ পানি যথেষ্ট

(٩٥) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ.

(৯৫) আনাস ইবন মালিক ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযু করতেন এক মুদ্দ (প্রায় ১ লিটার) পানি দিয়ে এবং গোসল করতেন এক সা' (প্রায় ৪ লিটার) থেকে পাঁচ মুদ্দ (প্রায় ৫ লিটার) পানি দিয়ে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩২৫]*

AS-SUNNAH TRUST

(٩٦) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَسَعُ رَطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.

(৯৬) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযু করতেন এমন পাত্রে যে পাত্রে দুই রতল (প্রায় ১ লিটার) পানি ধরত এবং গোসল করতেন এক সা' (প্রায় ৪ লিটার) পানি দিয়ে। (আবু দাউদ)।[২৭] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৫]*

(٩٧) عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: أُتِيَ مُجَاهِدٌ بِقَدَحٍ حَزَرْتُهُ ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ فَقَالَ: حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هَذَا.

(৯৭) তাবি'-তাবিয়ি মুসা আল জুহানি থেকে বর্ণিত, তাবিয়ি মুজাহিদের নিকট একটি পাত্র আনয়ন করা হয়। আমি আন্দায করে দেখলাম তাতে ৮ রতল (প্রায় ৪ লিটার) পানি ধরে। মুজাহিদ আমাকে বলেন, আয়িশা ﷺ আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই প্রকার পাত্রে (পানি রেখে) গোসল করতেন। (নাসায়ি সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-২২৬]*

(১৯) ডানদিক থেকে শুরু করা, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা রক্ষা করা মুসতাহাব

(٩٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِيْ تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطُهُوْرِهِ وَفِيْ شَأْنِهِ كُلِّهِ.

(৯৮) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুতা পরিধান, চুল আঁচড়ানো, পবিত্রতা অর্জন এবং তাঁর সকল কর্মে ডানদিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৮]*

(٩٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوْا بِمَيَامِنِكُمْ.

(৯৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা

[২৭]. আলবানি , শুআইব আরনাউত আবু দাউদের সনদ দুর্বল বলেছেন। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যখন ওযু করবে তখন ডানদিক থেকে শুরু করবে। (ইবন মাজাহ। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪১৪১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪০২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৭৮]*

(২০) ডান দিক থেকে শুরু করা, ধারাবাহিকতা ও পরম্পরা রক্ষা করা ওয়াজিব নয়

(١٠٠) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ الْحَجِّ مَرْفُوْعًا: فَابْدَؤُوْا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

(১০০) জাবির ﷺ হজ্জের বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈর সময় কোন পাহাড় থেকে শুরু করতে হবে সে বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে) বলেন, আল্লাহ যে পাহাড়ের নাম আগে বলেছেন সেই পাহাড় (সাফা) থেকে তোমরা সাঈ শুরু করো। (হাদীসটি দারাকুতনি সংকলন করেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-২৫৭৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৯৬২]*

(١٠١) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ الْحَجِّ مَرْفُوْعًا: أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ.

(১০১) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈর সময়) বলেন, আল্লাহ যে পাহাড়ের নাম আগে বলেছেন সেই পাহাড় থেকে আমি সাঈ শুরু করছি। (মুসলিম। এ বর্ণনায় হাদীসটি নির্দেশমূলক নয়, সংবাদ ও বর্ণনামূলক) [২৮]। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-১২১৮]*

(١٠٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا أُبَالِيْ إِذَا أَتْمَمْتُ وُضُوْئِيْ بِأَيِّ أَعْضَائِيْ بَدَأْتُ.

(১০২) আলী ﷺ বলেন, আমি যদি পূর্ণরূপে ওযু করি, তাহলে আমি আমার কোন অঙ্গ দিয়ে ওযু শুরু করলাম তা নিয়ে কোনো পরোয়া করি না। (দারাকুতনি। হাদীসটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য,

[২৮]. [১০০ ও ১০১ নং হাদীস দুটি মূলত একই হাদীস। হাদীসটি তিনটি শব্দে বর্ণিত হয়েছে: أَبْدَأُ 'আমি শুরু করছি', نَبْدَأُ 'আমরা শুরু করছি' ও اِبْدَءُوْا 'তোমরা শুরু করো'। শায়খ আলবানি বলেন, اِبْدَءُوْا 'তোমরা শুরু করো' এই নির্দেশমূলক শব্দের বর্ণনাটি শায। দেখুন: ইবন দাকীকুল ঈদ, আল ইলমাম ১/৭৩; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল ৪/৩১৬-৩১৯। -সম্পাদক]

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তবে এর সনদ বিচ্ছিন্ন; কারণ আলী ﵁ থেকে যে ব্যক্তি হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তিনি কখনো আলীর নিকট থেকে কোনো হাদীস শুনেন নি)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-২৯৩; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪০৬]*

(١٠٣) عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ فِيْ وُضُوْءِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَرِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ هَكَذَا.

(১০৩) বুসর ইবন সায়ীদ উসমান ইবন আফফান ﵁-এর ওযুর বিবরণে বলেন, অতঃপর তিনি তার মুখমণ্ডল তিনবার, দুইহাত তিনবার তিনবার ও দুইপা তিনবার তিনবার করে ধৌত করেন। অতঃপর তিনি মাথা মাসাহ করেন। এরপর বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে ওযু করতে দেখেছি। (দারাকুতনি। এই হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-২৮৪]*

(١٠٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قِصَّةِ إِسْلَامِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَتْ لَهُ أُخْتُهُ لَمَّا طَالَبَ مِنْهَا الْقُرْآنَ لِيَقْرَأَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ: إِنَّكَ رِجْسٌ فَقُمْ فَاغْتَسِلْ أَوْ تَوَضَّأْ.

(১০৪) আনাস ইবন মালিক ﵁ উমার ﵁-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা বর্ণনায় বলেন, যখন উমার ﵁ তার বোন ফাতিমা ﵂-এর কাছে পাঠের উদ্দেশ্যে কুরআন চাইলেন তখন তিনি বলেন, আপনি অপবিত্র। কাজেই আপনি উঠে যান এবং গোসল করুন বা ওযু করুন। (দারাকুতনি গ্রহণযোগ্য সনদে)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৪১]*

(١٠٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا فِي الَّذِيْ يُخْطِئُ بِضْعَ جَسَدِهِ الْمَاءَ فِي الغُسْلِ: يَغْسِلُ ذلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يُصَلِّيْ.

(১০৫) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বর্ণনা করেছেন, গোসলের সময়ে ভুলক্রমে যদি কারো কোনো অঙ্গ শুষ্ক বা অধৌত থাকে তাহলে তার বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সে উক্ত না-ধোয়া স্থানটুকু ধৌত করবে এবং এরপর সালাত আদায় করবে। (হাদীসটি তাবারানি সংকলন করেছেন এবং এর সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১০৫৬১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৮৭৩]

(١٠٦) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيْ وَفِيْ ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَأَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ.

(১০৬) একজন সাহাবি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন যে, একব্যক্তি সালাত আদায় করছে, কিন্তু তার পায়ের পিঠে এক দিরহাম পরিমাণ স্থান অধৌত শুষ্ক রয়েছে, যেখানে পানি পৌঁছেনি। তখন তিনি তাকে পুনরায় ওযু করার নির্দেশ প্রদান করেন। (আবু দাউদ)।[২৯] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৭৫]*

সম্ভবত এর অর্থ হল, এ ক্ষেত্রে পুনরায় পূর্ণ ওযু করা মুসতাহাব। অর্থাৎ যদি কেউ এক্ষেত্রে শুধুমাত্র অধৌত স্থান ধৌত করেন তাহলেই তার ওযু পূর্ণতা পাবে, তবে পুনরায় পূর্ণ ওযু করা মুসতাহাব। আবু দাউদের অন্য বর্ণনা থেকে এ কথাই বোঝা যায়, যে বর্ণনায় সুন্দররূপে ওযু করার কথা বলা হয়েছে।

(١٠٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

(১০৭) আনাস ﷺ বলেন, একব্যক্তি ওযু করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে। তার পায়ে নখ-পরিমাণ স্থান অধৌত ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং সুন্দররূপে ওযু করো। (আবু দাউদ)।[৩০] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৭৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৪৮৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৬৫]*

(١٠٨) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا مِثْلَهُ: اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

[২৯]. ইবনুল আসীর, আলবানি, শুআইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক
[৩০]. ইবনুল আসীর, আলবানি, শুআইব আরনাউত, তামীমি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১০৮) উমার[৩১] ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি একজনকে দেখতে পান যে, তার পায়ে নখ-পরিমাণ স্থান অধৌত রয়েছে তখন তিনি তাকে বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং সুন্দররূপে ওযু করো। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৩]*

(২১) ওযুর পরে যা বলতে হবে

(١٠٩) عَنْ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ أَوْ فَيُسْبِغُ الْوَضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ: **أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ** إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ (يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ).

(১০৯) উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ পরিপূর্ণরূপে ওযু করে এবং এরপর বলে, 'আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর দাস ও প্রেরিত দূত', তাহলে তার জন্য জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেওয়া হবে। (সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করবে)। (হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৬৯]*

(١١٠) عَنْ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا وَزَادَ فِيْهِ: **اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.**

(১১০) উমার ﷺ-এর অন্য বর্ণনায় ওযুর পরের দুআর শেষে নিম্নের বাক্যটি অতিরিক্ত রয়েছে: 'হে আল্লাহ, আমাকে তাওবাকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিন এবং আমাকে পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জনকারীগণের অন্তর্ভুক্ত করে দিন'।[৩২] (তিরমিযি)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৫]*

---

[৩১]. হাদীসটি ইমাম মুসলিমসহ আহমাদ (মুসনাদ-১৩৪, ১৫৩); আবু দাউদ (সুনান-১৭৩); ইবন মাজাহ (সুনান-৬৬৬); বাযযার (মুসনাদ-২৩২); আবু আওয়ানা (মুস্তাখরাজ-৬৯১, ৬৯৩) ও বাইহাকি (কুবরা-৩২৭, ৩৯৪) প্রমুখ মুহাদ্দিস উমার ﷺ-এর সূত্রে মারফূ'রূপে বা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হিসাবে এবং আব্দুর রাযযাক (মুসান্নাফ-১১৮) ও আবু ইয়া'লা (মুসনাদ-২৩১২) উমার ﷺ থেকে মাওকুফরূপে সংকলন করেছেন। -সম্পাদক

[৩২]. ইমাম তিরমিযি হাদীসটি উল্লেখ করে এর সনদ দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। মুসলিমের বর্ণনার অতিরিক্ত এই বাক্যগুলোর সনদ দুর্বল। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ওযু বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের বিবরণ

(২২) অপবিত্র হলে ওযু না করা পর্যন্ত সালাত হবে না

(١١١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ. قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ.

(১১১) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি অপবিত্র হয়ে যাবে (ওযু বিনষ্ট হবে) সে পুনরায় ওযু না করা পর্যন্ত তার সালাত কবুল করা হবে না। হাদরামাউতের একব্যক্তি প্রশ্ন করেন, হে আবু হুরাইরা, ওযু বিনষ্টকারী অপবিত্রতা কী? তিনি উত্তরে বলেন, বায়ু ত্যাগ করা। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২২৫]*

(١١٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِيْ بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

(১১২) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি পেটের মধ্যে কোনো কিছু অনুভব করে, কিন্তু বায়ু নির্গত হয়েছে কিনা তা বুঝতে না পারে তাহলে সে যেন গন্ধ অনুভব করা বা শব্দ শোনা ছাড়া মসজিদ থেকে বের না হয়। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৬২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-২৪]*

(২৩) মল-মূত্র ত্যাগ ও ঘুম ওযু বিনষ্ট করে

(١١٣) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا فِيْ حَدِيْثِ الْمَسْحِ: وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

(১১৩) সাফওয়ান ইবন আসসাল ﵁ ওযুর সময় মোজার উপর মাসাহ করার বিষয়ে বলেন, পায়খানা, পেশাব ও ঘুমের মাধ্যমে ওযু ভঙ্গ হলে মোজা না খুলেই ওযু করে মোজার উপর মাসাহ করার নির্দেশ আমাদেরকে দিতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। (হাদীসটি তিরমিযি সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৯৬; সুনান নাসায়ি,*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস-১২৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪৭৮]

(١١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِدًا وُضُوْءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ.

(১১৪) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সাজদারত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়বে তাকে ওযু করতে হবে না, যতক্ষণ না সে শয়ন করবে। কারণ শয়ন করলে দেহের পেশিসমূহে ঢিল পড়ে (ফলে বায়ু নির্গত হতে পারে)। (হাদীসটি আহমাদ ও আবু ইয়া'লা সংকলন করেছেন এবং এর সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩১৫; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-২৪৮৭]*

(١١٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا نَحْوَهُ وَزَادَ فِيْهِ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبِي النَّائِمِ وَلَا عَلَى الْقَائِمِ النَّائِمِ... فَإِذَا اضْطَجَعَ تَوَضَّأَ.

(১১৫) আবু হুরাইরা ﷺ থেকে তার নিজের মত (মাওকুফ হাদীস) হিসাবে অনুরূপ কথা বর্ণিত হয়েছে, যে হাদীসে তিনি আরো বলেন, গুটিয়ে বসে যে ব্যক্তি ঘুমায় এবং দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি ঘুমায় তাকেও ওযু করতে হবে না...; যদি সে শয়ন করে তাহলে তাকে ওযু করতে হবে। (বাইহাকি গ্রহণযোগ্য সনদে)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৬০৩]*

(২৪) নাকের রক্ত, বমি, উত্তেজনা-জনিত রস, মহিলাদের অসুস্থতা-জনিত রক্তস্রাব ওযু বিনষ্ট করে

(١١٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ.

(১১৬) ইবন উমার ﷺ বলেন, যদি সালাতের মধ্যে কারো নাকের রক্ত নির্গত হয় বা বমি বের হয়ে যায় অথবা সে উত্তেজনা-জনিত যৌনরস অনুভব করে, তাহলে সে সালাত ত্যাগ করে গিয়ে ওযু করবে। এরপর ফিরে এসে বাকি সালাত পূর্ণ করবে। সে যদি কারো সাথে কোনো কথা না বলে থাকে তাহলে ওযু ভঙ্গের পূর্বে যতটুকু সালাত আদায় করেছিল

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তার উপর নির্ভর করে বাকি সালাত পূর্ণ করবে। (ইবন উমারের এই বক্তব্য আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৩৬০৯]*

(١١٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: مَنْ أَصَابَهُ قَيْءٌ أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلَسٌ أَوْ مَذْيٌ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَهُوَ فِيْ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ.

(১১৭) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ বমি, নাকের রক্ত বা যৌনরস দ্বারা আক্রান্ত হয় তাহলে সে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওযু করবে এবং পূর্বের আদায়কৃত সালাতের উপর নির্ভর করে বাকি সালাত পূর্ণ করবে। এ সময়ে সে কথা বলবে না। (ইবন মাজাহ। এই হাদীটিকে যাইলায়ি গ্রহণযোগ্য বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু নীমাবি একে দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২২১; নীমাবি, আসারুস সুনান, পৃ. ৪৭]*

(١١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: تَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(১১৮) আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী ফাতিমা বিনতু আবু হুবাইশকে বলেন, তুমি তোমার নিয়মিত ঋতুস্রাবের দিনগুলো ছাড়া অন্য দিনগুলোতে প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে। (হাদীসটি ইবন হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৩৫৪]*

(١١٩) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَذْيِ مَرْفُوْعًا: فِيْهِ الْوُضُوْءُ.

(১১৯) আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'মযি' বা যৌন-উত্তেজনার কারণে নির্গত যৌনরসের বিষয়ে বলেন, তাতে ওযু আবশ্যক হবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৩২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৫২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫০৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২০৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১১৪]*

গ্রন্থকার বলেন, নাকের রক্ত নির্গত হলে ওযু করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে ইবন উমার ও ইবন আব্বাস ﵄-এর মতামত বিষয়ক মাউকুফ

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস মালিক তার মুআত্তা গ্রন্থে সংকলন করেছেন। ইবন উমারের আসারটি নিম্নরূপ:

(١٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا رَعَفَ انْصَرَفَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ فَبَنَى وَلَمْ يَتَكَلَّمْ.

(১২০) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, নাকের রক্ত নির্গত হলে তিনি সালাত ছেড়ে দিয়ে ওযু করতেন এবং পূর্বের আদায়কৃত সালাতের উপর নির্ভর করে বাকি সালাত পূর্ণ করতেন। এ সময়ে তিনি কথা বলতেন না। (মালিক।[৩৩] তিনি সনদ ছাড়া অনুরূপ আমল ইবন আব্বাস ﷺ থেকেও বর্ণনা করেছেন)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৯৫, ৯৬]*

(١٢١) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ)فَأَفْطَرَ(فَتَوَضَّأَ.

(১২১) আবু দারদা ও সাওবান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বমি করেন অতঃপর ওযু করেন। (হাদীসটি তিরমিযি সংকলন করেছেন এবং বলেছেন, এই বিষয়ে এই হাদীসটিই সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ বা সহীহ)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮৭ ও ৭২০]*

(২৫) সালাতের মধ্যে সশব্দে হাসি ওযু নষ্ট করে

(١٢٢) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ أَنَّ أَعْمَى تَرَدَّى فِيْ بِئْرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِأَصْحَابِهِ فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ضَحِكَ مِنْهُمْ أَنْ يُعِيْدَ الْوُضُوْءَ وَيُعِيْدَ الصَّلَاةَ.

(১২২) আবুল আলিয়া রিয়াহি রুফাই ইবন মিহরান (৯০ হি.) নামক তাবিয়ি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবিগণকে নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় এক অন্ধব্যক্তি একটি কুপের মধ্যে পড়ে যায়। এতে নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায়রত কয়েকজন সশব্দে হেসে ওঠেন। তখন নবী ﷺ যারা হেসেছিল তাদেরকে পুনরায় ওযু করে পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন।

[৩৩]. ইবনুল আসীর বলেন, আসারটির সনদ সহীহ। দেখুন: জামিউল উসুল ৫/৪৪২। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীসটি আব্দুর রাযযাক সংকলন করেছেন। আবুল আলিয়া পর্যন্ত হাদীসটির সনদ অত্যন্ত শক্তিশালী। তবে হাদীসটি মুরসাল। আবুল আলিয়া তার উস্তাযের নাম উল্লেখ করেননি। মুরসাল হাদীস সাধারণভাবে মুহাদ্দিসগণের নিকট 'যয়ীফ' বা দুর্বল বলে গণ্য। তবে তাবারানি হাদীসটি তাবিয়ি আবুল আলিয়ার সূত্রে সাহাবি আবু মুসা আশআরি ﵁ থেকে মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন এবং এই সনদের সকল বর্ণনাকারী গ্রহণযোগ্য। আল্লামা নুরুদ্দীন হাইসামি মাজমাউয যাওয়ায়িদে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এই হাদীসের সনদে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালিক দাকীকি নামক একজন অজ্ঞাতপরিচয় রাবী রয়েছেন, যার কোনো জীবনী আমি কোথাও পাইনি। বাকি সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থকার বলেন, এই দাকীকি বর্ণিত হাদীস ইমাম দারাকুতনি সহীহ বলে গণ্য করেছেন। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৩৭৬১; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১২৭৮; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/৫০]*

(١٢٣) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِيْ صَلَاتِهِ فَعَلَيْهِ الْوَضُوْءُ وَالصَّلَاةُ وَإِذَا تَبَسَّمَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

(১২৩) জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ সালাতের মধ্যে সশব্দে হাসে তাহলে তাকে ওযু করতে হবে ও পুনরায় সালাত আদায় করতে হবে। আর যদি সে মুচকি হাসে তাহলে কোনো কিছুই করতে হবে না। (হাদীসটি ইবন হিব্বান 'কিতাবুদ দুআফা' নামক গ্রন্থে 'যয়ীফ' হাদীস হিসাবে সংকলন করেছেন। মুফতি আমীমুল ইহসান বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান)।[৩৪] *[ইবন হিব্বান, মাজরূহীন ২/২৫৪; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/৫৪]*

এই অর্থে আরো মুরসাল ও মুসনাদ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

(২৬) জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করলে ওযুর বিধান

(١٢٤) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ

[৩৪]. এই হাদীসটির সনদের সকল রাবী গ্রহণযোগ্য। শুধুমাত্র মুহাম্মাদ ইবন আব্দুর রাহমান ইবন আবী লাইলা (১৪৮ হি.)। তিনি ইমাম আবু হানীফার সমসাময়িক একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ ও কুফার কাযি ছিলেন। হাদীস মুখস্থ রাখা ও বিশুদ্ধ বর্ণনার ক্ষেত্রে তার দুর্বলতা ছিল। তবে চার সুনানগ্রন্থে তার হাদীস সংকলিত করা হয়েছে। এ জন্য গ্রন্থকার হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করেছেন। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَسِسْتُ ذَكَرِيْ أَوِ الرَّجُلُ يَمَسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ الْوُضُوْءُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ بِضْعَةٌ مِنْكَ.

(১২৪) তাল্‌ক ইবন আলী ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম, এমতাবস্থায় একব্যক্তি তাঁকে প্রশ্ন করে বলে, সালাতের মধ্যে আমি আমার লিঙ্গ স্পর্শ করলে বা কোনো ব্যক্তি তার লিঙ্গ স্পর্শ করলে তাকে কি ওযু করতে হবে? তিনি বলেন, না, তা তো তোমার শরীরেরই একটি অংশ। (হাদীসটি আহমাদ, তিরমিযি, নাসায়ি, আবু দাউদ ও ইবনুল জারূদ সংকলন করেছেন। ইবন হিব্বান ও ইবন হাযম হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আলী ইবনুল মাদীনি বলেন, এই হাদীসটি বুসরাহ ﵂-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসের চেয়ে উত্তম।

জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করলে ওযু নষ্ট হবে না এই অর্থে ইবন আব্বাস ﵄-এর মতামত মাউকুফ হাদীস হিসাবে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন তাহাবি। অনুরূপ মতামত ইবন মাসউদ, হুযাইফা, সা'দ ও আবু দারদা থেকে মাউকুফ হাদীস হিসাবে সংকলন করেছেন ইমাম মুহাম্মাদ। এ সকল হাদীসের সনদ হাসান। হাসান বসরি এই মত পাঁচজন সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন- আলী, আব্দুল্লাহ, হুযাইফা, ইমরান এবং অন্য একজন সাহাবি, যার নাম তিনি বলেননি। হাসান বসরির এই বর্ণনাটি তাহাবি সংকলন করেছেন যার সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৬২৯২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৮২; মুনতাকা ইবন জারূদ, হাদীস-২০ ও ২১; মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদীস ১৩-২৮; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস ৪৫৫-৪৯৩]*

(١٢٥) عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.

(১২৫) বুসরাহ বিনতু সাফওয়ান ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি তার জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করবে সে পুনরায় ওযু না করে সালাত আদায় করবে না। (হাদীসটি আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, নাসায়ি ও ইবন মাজাহ সংকলন করেছেন। তিরমিযি ও ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। বুখারি বলেছেন, এই অধ্যায়ে এই হাদীসটিই সবচেয়ে বেশি সহীহ। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৭২৯৫; সুনান আবু দাউদ,*

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস-১৮১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৪৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৪৭৯]

গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসের ব্যাখ্যা হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এখানে জননেন্দ্রিয় স্পর্শ করা বলতে পেশাব করার ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা এখানে মুসতাহাব হিসাবে পুনরায় ওযু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২৭) আগুন যা স্পর্শ করেছে তার জন্য ওযুর বিধান

(١٢٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

(১২৬) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাগলের কাঁধের গোশত ভক্ষণ করেন এবং এরপরেই ওযু না করে সালাত আদায় করেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৫৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৮৭]*

আগুনে রান্না করা কোনো খাদ্য গ্রহণ করলে ওযু নষ্ট হবে না বা পুনরায় ওযু করতে হবে না এই মত ইমাম মালিক তিন খলীফা- উমার, উসমান ও আলী ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। আহমাদ অনুরূপ মত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আয়িশা ﷺ থেকে সংকলন করেছেন এবং তার সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। বুখারি ও মুসলিম এই অর্থে দুইটি হাদীস উম্মুল মুমিনীন মাইমুনা ও সাহাবি আমর ইবন উমাইয়া দামরি ﷺ থেকে সংকলন করেছেন।

(١٢٧) عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: تَوَضَّئُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ.

(১২৭) আয়িশা ও আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আগুন যা স্পর্শ করেছে তা থেকে ওযু করবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৫২ ও ৩৫৩]*

গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত এই নির্দেশটি রহিত হয়ে গিয়েছে। নাসায়ি সহীহ সনদে জাবির ﷺ থেকে এ বিষয়ে যে হাদীস সংকলন করেছেন তা থেকে রহিত হওয়ার বিষয়টি বোঝা যায়। অথবা রান্না করা কোনো দ্রব্য

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ভক্ষণ করলে ওযু করা মুসতাহাব অর্থে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৮৫]*

(২৮) নারীদেহ স্পর্শ করলে ওযুর বিধান

(١٢٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلَايَ فِيْ قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: وَالْبُيُوْتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيْهَا مَصَابِيْحُ.

(১২৮) আয়িশা ﵂ বলেন, (রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন তখন) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শুয়ে থাকতাম। আমার দুই পা তাঁর কিবলায় (সামনে) থাকত। তিনি যখন সাজদা করতেন তখন আমাকে খোঁচা দিতেন। তখন আমি আমার দুই পা গুটিয়ে নিতাম। তিনি সাজদা থেকে উঠে গেলে আমি আবার আমার দুই পা লম্বা করে দিতাম। তিনি বলেন, সে সময়ে বাড়িতে কোনো বাতি বা আলোর ব্যবস্থা ছিল না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫১২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭১২]*

(١٢٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(১২৯) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু দিতেন এবং এরপর তিনি ওযু না করেই সালাত আদায় করতেন। (হাদীসটি বাযযার সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৪৬৮৬; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৯১; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১২৮১; ইবন হাজার, আদ দিরায়াহ ১/৪৫]*

(١٣٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: مِنْ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ الْوُضُوْءُ.

(১৩০) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলতেন, কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে চুমু খেলে তাকে ওযু করতে হবে। (মালিক সনদহীনভাবে এই কথাটি উল্লেখ করেছেন)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-১৩৫]*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(١٣١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوْءُ.

(১৩১) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ বলতেন, যদি কেউ তার স্ত্রীকে চুমু খায় বা তাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করে তাকে ওযু করতে হবে। (মালিক)।[৩৫] *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-১৩৪]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সম্ভবত সাহাবিগণের এ সকল কথার অর্থ হল, এ ক্ষেত্রে ওযু করা মুসতাহাব। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২৯) পবিত্র ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না

(١٣٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

(১৩২) ইবন উমার ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, পবিত্র মানুষ ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। (তাবারানি সহীহ সনদে এই হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১৩২১৭; আল মু'জামুস সাগীর, হাদীস-১১৬২; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৫১২]*

(١٣٣) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِيْ كَتَبَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ.

(১৩৩) আবু বাকর ইবন মুহাম্মাদ ইবন আমর ইবন হাযম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমর ইবন হাযমকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির মধ্যে লেখা ছিল, পবিত্র ছাড়া কেউ কুরআন স্পর্শ করবে না। (হাদীসটি হাকিম ও নাসায়ি সংকলন করেছেন।[৩৬] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১৪৪৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৮৫৩-৪৮৫৯; ইরওয়াউল গালীল ১/১৫৮-১৬১]*

---

[৩৫]. ইবনুল আসীর, ইসলাম মানসুর বলেছেন, আসারটির সনদ সহীহ। দেখুন: জামিউল উসুল৭/২০৫; ইসলাম মানসুর, তাহকীক সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ১/২৮৪। -সম্পাদক

[৩৬]. ইমাম মালিকও মুআত্তায় হাদীসটি অত্যন্ত সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। তাহকীক: মাহমুদ খলীল। হাদীস নং-২৩৪। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

গোসল বিষয়ে এবং কী কারণে গোসল প্রয়োজনীয় হয়

(৩০) গোসলের বিবরণ

(١٣٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِيْ أُصُوْلِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

(১৩৪) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জানাবাত (যৌনতা উদ্ভূত অপবিত্রতা অবস্থা) থেকে গোসল করতেন তখন তিনি প্রথমে তাঁর দুইহাত ধৌত করতেন। এরপর ডানহাতে বাম হাতের উপর পানি ঢেলে নিজের যৌনাঙ্গ ধৌত করতেন। এরপর সালাতের ওযুর ন্যায় ওযু করতেন। এরপর পানি নিয়ে তাঁর আঙ্গুলগুলো তাঁর চুলের গোড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতেন। যখন তিনি বুঝতেন যে, চুলের গোড়ায় আদ্রতা পৌঁছে গিয়েছে তখন তিনি দুইহাতে আঁজলা ভরে মাথায় তিনবার পানি নিতেন। এরপর তাঁর সমস্ত দেহের উপর পানি ঢেলে দিতেন। এরপর তিনি তাঁর দুই পা ধৌত করতেন। (বুখারি ও মুসলিম; শব্দ মুসলিমের)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩১৬]*

(١٣٥) عَنْ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ...ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ أَوْ بِالْحَائِطِ. وَفِيْ آخِرِهِ: فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَلَمْ يُرِدْهَا.

(১৩৫) মাইমুনা বিনতু হারিস ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোসলের বিবরণের মধ্যে বলেন, ...এরপর তিনি ডানহাত দিয়ে বামহাতে পানি ঢালেন এবং তাঁর যৌনাঙ্গ ধৌত করেন। এরপর তাঁর হাত মাটিতে বা দেওয়ালে ডলে ধৌত করেন।... হাদীসের শেষে তিনি বলেন, অতঃপর

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আমি তাঁকে (শরীর মোছার জন্য[৩৭] রুমাল বা গামছা জাতীয়) এক টুকরো কাপড় প্রদান করি। তখন তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে জানান যে, তিনি তা চান না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩১৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪১৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১০৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৪৫]*

(١٣٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوْءِ.

(১৩৬) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি কাপড়ের টুকরা বা রুমাল ছিল, যা দিয়ে তিনি ওযুর পরে (আদ্র অঙ্গগুলোর) পানি মুছতেন। (হাদীসটি হাকিম সংকলন করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৫০]*

গ্রন্থকার ﵀ টীকায় বলেন, হাকিম হাদীসটির সনদ শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন।[৩৮]

(৩১) মহিলার চুলের বেণি খোলা

(١٣٧) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهُ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ شَعْرَ رَأْسِيْ أَفَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: لِلْحَيْضَةِ فَقَالَ: لَا، إِنَّمَا يَكْفِيْكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ (ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِيْنَ).

(১৩৭) উম্মু সালামা ﵂ বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি তো একজন মহিলা, আমি আমার চুল বেঁধে রাখি। আমি কি নাপাকির (অন্য বর্ণনায়: হায়িযের) গোসল করতে চুল খুলব? তিনি বলেন, না। তোমার জন্য যথেষ্ট যে, তুমি তোমার মাথায় তিন আঁজলা পানি

[৩৭]. ইবনুল জারূদের মুনতাকা গ্রন্থের বর্ণনা:

فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً لِيَتَنَشَّفَ بِهَا أَوْلِيَمْسَحَ بِهَا فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا يَنْفُضُهَا

অতঃপর আমি তাঁকে একটি কাপড়ের টুকরা প্রদান করি, তিনি যেন তা দিয়ে পানি মুছতে বা শুকাতে পারেন। তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান এবং হাত দিয়ে এভাবে ঝেড়ে ফেলেন। মুনতাকা ১/৩৬। [হাদীস নং-১০০] (অনুবাদক)

[৩৮]. ইমাম যাহাবিও হাদীসটিকে শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে হাদীসটি ইমাম তিরমিযিও সংকলিত (সুনান ১/৭৪) করেছেন এবং যয়ীফ ও অনির্ভরযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, এই হাদীসটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোনো বিষয়ই সহীহভাবে জানা যায় না। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ঢালবে (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৩০]*

(١٣٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: اُنْقُضِيْ رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيْ.

(১৩৮) আয়িশা ﵂ বলেন, তিনি বিদায় হজ্জের সময় হায়িয থেকে পবিত্র হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বলেন, তুমি তোমার চুল খুলবে এবং আঁচড়াবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১২১১]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই হাদীসে চুল খোলার ও আঁচড়ানোর নির্দেশ সম্ভবত মুসতাহাব হিসাবে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৩২) মহিলা ও পুরুষের একই পাত্রে একত্রে গোসল করা এবং একজনের গোসলের অবশিষ্ট পানি দিয়ে অন্যের গোসল করা

(١٣٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا فِيْهِ.

(১৩৯) আয়িশা ﵂ বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ উভয়ে একত্রে একই পাত্রের পানি দিয়ে গোসল করতাম। আমাদের উভয়ের হাত আগে পরে বারবার পানিতে প্রবেশ করত। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩২১]*

গ্রন্থকার বলেন, কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহিলার পবিত্রতা অর্জনের (ওযু বা গোসলের) পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে পুরুষ পবিত্রতা অর্জন করবে না এবং পুরুষের পবিত্রতা অর্জনের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে মহিলা পবিত্রতা অর্জন করবে না। এসকল হাদীসের অর্থ, এরূপ অবশিষ্ট পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করতে হয়ত অনেকের অসুবিধা লাগতে পারে তাই এরূপ না করা ভালো। তবে তা নিষিদ্ধ নয়।

(١٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ فَاغْتَسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا.

(১৪০) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একজন স্ত্রী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাপাকির গোসল করেন এবং গোসলের পরে অবশিষ্ট পানি দিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযু করেন বা গোসল করেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(হাকিম। যাহাবি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।[৩৯] *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৭১ মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৬৪]*

(৩৩) গোসলের ক্ষেত্রে পূর্ণ শরীর ধোয়া, কুলি করা ও নাক পরিষ্কার করা

(١٤١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِيْ ثَلَاثًا وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ.

(১৪১) আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি নাপাকির গোসলে শরীরের একটি পশম পরিমাণ স্থানও না ধুয়ে ছেড়ে দেবে জাহান্নামের আগুনে তাকে বিভিন্নভাবে শাস্তি দেওয়া হবে। আলী ﵁ বলেন, এজন্যই আমি আমার মাথার সাথে শত্রুতা করেছি। তিনি তিনবার একথা বলেন। তিনি তার মাথার চুল ফেলে দিতেন। (আবু দাউদ সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৪৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৯৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭২৭]*

(١٤٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ وَلَمْ يَسْتَنْشِقْ فَلْيُعِدِ الْوَضُوْءَ وَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ فِي الْوَضُوْءِ لَمْ يُعِدْ.

(১৪২) ইবন আব্বাস ﵄ বলেছেন, যদি কেউ নাপাকির গোসল করে কিন্তু কুলি ও নাক পরিষ্কার না করে তাহলে সে পুনরায় ওযু করবে। আর যদি সে ওযুর মধ্যে কুলি ও নাক পরিষ্কার ত্যাগ করে তাহলে পুনরায় ওযু করবে না। (ইমাম আবু ইউসুফ কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে ইবন আব্বাসের এই মতটি সংকলন করেছেন)। *[আবু ইউসুফ, কিতাবুল আসার, হাদীস-৫৯]*

গ্রন্থকার টীকায় বলেন, এই হাদীসটি ইমাম আবু ইউসুফ আবু হানীফা থেকে, তিনি উসমান ইবন রাশিদ থেকে, তিনি আয়িশা বিনতু আজরাদ থেকে, তিনি ইবন আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন। দারাতুকনি,

[৩৯]. ইমাম আহমাদও তার মুসনাদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ সহীহ। হাকিম ও যাহাবি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [হাদীস নং-২১০১] (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বাইহাকি প্রমুখ মুহাদ্দিস এই হাদীসটিকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। তাদের মতে উসমান ইবন রাশিদ ও আয়িশা বিনতু আজরাদ অজ্ঞাতপরিচয় রাবী। কাজেই হাদীসটি দুর্বল। তিনি বলেন, তাদের এই মত সঠিক নয়। উসমান ইবন রাশিদ থেকে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম সুফিয়ান সাওরি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইবন হিব্বান তাকে 'নির্ভরযোগ্য' বলে উল্লেখ করেছেন। আয়িশা বিনতু আজরাদ থেকে উসমান ইবন রাশিদ ও হাজ্জাজ ইবন আরতাআ হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবন মাঈন তার পরিচয় দিয়েছেন এবং তাকে সাহাবি বলে উল্লেখ করেছেন। কাজেই এই দুইজনকে অজ্ঞাতপরিচয় বা অনির্ভরযোগ্য বলার কোনো অবকাশ নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৩৪) মাযি বা যৌনরস এবং বীর্যের পরিচয়

(١٤٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ.

(১৪৩) আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার খুব 'মাযি' (যৌনরস) নির্গত হত। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, যদি 'মাযি' দেখ তাহলে ওযু করবে এবং তোমার লিঙ্গ ধৌত করবে। আর যদি বেগের সাথে ছিটকে পানি বের হতে দেখ তাহলে গোসল করবে। (আহমাদ। হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১০২৮]*

এই মর্মে আরো হাদীস আবু দাউদ, ইবন মাজাহ ও তিরমিযি সংকলন করেছেন। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

(৩৫) পানির জন্যই পানি

(١٤٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ مَرْفُوْعًا : إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

(১৪৪) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানি তো শুধুমাত্র পানির জন্যই (গোসল শুধুমাত্র বীর্যপাতের জন্যই)। (হাদীসটি ইমাম মুসলিম সংকলন করেছেন। বুখারিতেও এর মূল অর্থ সংকলিত হয়েছে)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৪৩; সহীহ বুখারি, হাদীস-১৭৯,*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

১৮০ ও ২৯৩]

এই হাদীসের অর্থ স্বপ্নস্খলন হতে পারে। এক্ষেত্রে বীর্যপাত নিশ্চিত না হলে গোসল ফরয হয় না। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ হাদীসটিকে রহিত বা মানসূখ বলে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ ইসলামের প্রথম দিনগুলোতে বিধান ছিল যে, দাম্পত্য মিলনে বীর্যপাত না হলে গোসল করা ফরয হবে না। পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ প্রদান করেন যে, মিলনই গোসল ফরয করবে, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদ থেকে জানা যাবে। উবাই ইবন কা'ব ﷺ বর্ণিত একটি হাদীস থেকে এই পরিবর্তন ও রহিতকরণ প্রক্রিয়া জানা যায়। উবাইয়ের হাদীসটি আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন এবং ইমাম তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

(৩৬) স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গদ্বয় একত্রিত হলেই গোসল করতে হবে

(١٤٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ... وَزَادَ مُسْلِمٌ: وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ.

(১৪৫) আবু হুরাইরা ﷺ নবীয়ে আকরাম ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, যদি স্বামী স্ত্রীর চার শাখার মাঝে বসে এবং তাকে শ্রান্ত করে তাহলেই গোসল করা ফরয হয়ে যাবে। (মুসলিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে: 'স্খলন না হলেও')। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৪৮]*

(١٤٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَفَعَتْهُ بِلَفْظِ: إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

(১৪৬) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন স্বামী এভাবে বসবে এবং উভয়ের যৌনাঙ্গ পরস্পরকে স্পর্শ করবে তখনই গোসল ফরয হয়ে যাবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৪৯]*

(৩৭) মহিলাদের স্বপ্নস্খলন

(١٤٧) عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِيْ مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى تُنْزِلَ كَمَا أَنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَى يُنْزِلَ.

(১৪৭) খাওলা বিনতু হাকীম ﵂ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করেন, পুরুষ স্বপ্নে যা দর্শন করে যদি নারী তা দর্শন করে, তাহলে তার বিধান কী? তিনি বলেন, স্খলন না হলে তাকে গোসল করতে হবে না, যেমন পুরুষের জন্যও এ ক্ষেত্রে স্খলন না হলে গোসল ফরয করে না।

হাদীসটি ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। এই হাদীসের মূল অর্থ বুখারি ও মুসলিম সংকলিত উম্মু সালামা থেকে বর্ণিত একটি হাদীস থেকে জানা যায়। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬০২; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৮৮০]*

(৩৮) গোসলের পরে ওযু

(١٤٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ.

(১৪৮) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ গোসলের পরে ওযু করতেন না। (হাদীসটি নাসায়ি, তিরমিযি ও ইবন মাজাহ সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ সহীহ)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১০৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৫২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫৭৯]*

(৩৯) দুইবার দৈহিক মিলনের মাঝে ওযু করা মুসতাহাব

(١٤٩) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا... فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ.

(১৪৯) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার পরে পুনরায় মিলনের ইচ্ছা করে, তাহলে সে যেন মাঝে ওযু করে। (হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন। হাকিমের বর্ণনায় অতিরিক্ত একটি বাক্য রয়েছে। এই বর্ণনায় তিনি বলেছেন, 'এভাবে ওযু করা পুনরাবৃত্তির জন্য অধিক উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী')। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০৮; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৪২]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(١٥٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَامِعُ ثُمَّ يَعُوْدُ وَلَا يَتَوَضَّأُ.

(১৫০) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর সাথে মিলিত হতেন। এরপর তিনি পুনরাবৃত্তি করতেন কিন্তু ওযু করতেন না। (তাহাবি)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৭৭৪ ও ৭৮৯]*

(৪০) দুইবার দৈহিক মিলনের মাঝে গোসল করা মুসতাহাব

(١٥١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوْفُ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ.

(১৫১) আনাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের সাথে মিলিত হয়ে একবার মাত্র গোসল করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০৯]*

(١٥٢) عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ.

(১৫২) আবু রাফি' ﵁ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীগণের নিকট গমন করেন। তিনি প্রত্যেকের নিকট গোসল করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, সবগুলো একত্রে একবার গোসল করলে হত না? তিনি বলেন, এভাবে উত্তম, পরিচ্ছন্নতর ও পবিত্রতর। (আবু দাউদ, আহমাদ। সনদ হাসান)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৮৬২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২১৯]*

(৪১) নাপাক ব্যক্তি পানাহার বা ঘুমানোর জন্য কী করবে

(١٥٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ.

(১৫৩) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাক অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে তাঁর যৌনাঙ্গ ধৌত করতেন এবং সালাতের ওযুর মতো ওযু করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০৫]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(١٥٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَجْنَبَ فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ.

(১৫৪) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নাপাক হতেন অতঃপর ঘুমানোর ইচ্ছা করলে ওযু করতেন অথবা তায়াম্মুম করতেন। (বাইহাকি হাসান সনদে)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯৬৮]*

(١٥٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْهِ: ...وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ: غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ.

(১৫৫) আয়িশা ﵂ অন্য বর্ণনায় বলেন, আর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পানাহারের ইচ্ছা করতেন তখন তাঁর দুইহাত ধৌত করতেন এবং তারপর পানাহার করতেন। (নাসায়ি সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৫৬ ও ২৫৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৪৭১৪]*

(١٥٦) عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ.

(১৫৬) আম্মার ইবন ইয়াসির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাপাক ব্যক্তির জন্য অনুমতি দিয়েছেন যে, সে পানাহার বা ঘুমানোর ইচ্ছা করলে সালাতের ওযুর মতো ওযু করবে। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬১৩; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-২৬৭]*

(١٥٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِيْ آخِرَه ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الْأَوَّلِ وَثَبَ.

(১৫৭) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম রাতে ঘুমাতেন এবং শেষ রাতে ইবাদতে জাগ্রত থাকতেন। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীর সান্নিধ্যের প্রয়োজন অনুভব করলে তা পূর্ণ করতেন। অতঃপর কোনোরূপ পানি স্পর্শ না করেই তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন। যখন প্রথম আযান দেওয়া হত তখনই তিনি উঠে পড়তেন। (তাহাবি। সনদ সহীহ)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৭৬৩]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(١٥٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَهْلِهِ حَاجَةٌ قَضَاهَا ثُمَّ يَنَامُ كَهَيْئَتِهِ لَا يَمَسُّ مَاءً.

(১৫৮) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যদি তাঁর স্ত্রীর নিকট কোনো প্রয়োজন থাকত তা মেটাতেন এবং এরপর সেভাবেই ঘুমিয়ে পড়তেন, কোনো প্রকার পানি স্পর্শ করতেন না। (ইবন মাজাহ। সনদ সহীহ)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫৮২]*

(৪২) মুমিনের সত্ত্বা অপবিত্র হয় না

(١٥٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ.

(১৫৯) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিন নাপাক দ্রব্যে পরিণত হয় না।[৪০] (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৭১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৬৯]*

(৪৩) গোসল ফরয থাকা অবস্থায় কুরআন পাঠ করা যাবে না

(١٦٠) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا.

(১৬০) আলী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সর্বাবস্থায়) আমাদের কুরআন পড়াতেন, শুধুমাত্র গোসল ফরয থাকলে তিনি কুরআন পড়াতেন না। (আহমাদ ও চার সুনান গ্রন্থ। তিরমিযি ও ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬২৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৪৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২২৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২২৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫৯৪; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৮০০]*

(৪৪) গোসল ফরয অবস্থায় ও ঋতুস্রাবের অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষেধ

(١٦١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَفَعَتْهُ: إِنِّيْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

[৪০]. অর্থাৎ গোসল ফরয হওয়ার অর্থ এই নয় যে, মুমিনের দেহ নাপাক বস্তুতে পরিণত হয়েছে বা তাকে স্পর্শ করা যাবে না। মুমিনের এই প্রকার নাপাকি 'বিধানগত' অর্থাৎ তিনি গোসল না করা পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু ইবাদত করতে পারবেন না। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৬১) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নাপাক ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার জন্য আমি মসজিদ বৈধ করছি না। (তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ বৈধ নয়)। (আবু দাউদ। ইবন খুযাইমা হাদীসকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৩২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৩২৭]*

(৪৫) ফরয, সুন্নাত ও মুসতাহাব গোসল সমূহ

(١٦٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

(১৬২) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ চারটি কারণে গোসল করতেন: ১. যৌনতা বিষয়ক নাপাকি থেকে, ২. শুক্রবারে, ৩. সিঙ্গার মাধ্যমে রক্ত বের করলে এবং ৪. মৃতকে গোসল করালে। (আবু দাউদ। হাকিম ও ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৪৮; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-২৫৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৮২]*

(١٦٣) عَنْ زَاذَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ فَقَالَ: اِغْتَسِلْ إِذَا شِئْتَ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَسْأَلُكَ عَنِ الْغُسْلِ الَّذِيْ هُوَ الْغُسْلُ قَالَ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى.

(১৬৩) যাযান বলেন, আমি আলী ﵁-কে গোসল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি বলেন, তুমি যখন চাও গোসল করবে। আমি বললাম, আমি তো সেই গোসলের কথা জিজ্ঞাসা করছি, যে গোসলই (মাসনুন) গোসল। তিনি বললেন, জুমুআর দিনে, আরাফার দিনে, ঈদুল ফিতরের দিনে ও ঈদুল আযহার দিনে। (হাদীসটি ইমাম তাহাবি সংকলন করেছেন এবং হাদীসটির সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৭২৪]*

(١٦٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ مَكَّةَ.

(১৬৪) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ বলেন, সুন্নাত হল, (হজ্জ বা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উমরার) ইহরামের ইচ্ছা করলে গোসল করা এবং মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে গোসল করা। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১৬৩৯]*

(١٦٥) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيْدُ الْإِسْلَامَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

(১৬৫) কাইস ইবন আসিম ﵁ বলেন, আমি ইসলাম গ্রহণের মানসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করি। তখন তিনি আমাকে গোসল করার নির্দেশ প্রদান করেন। (আবু দাউদ ও তিরমিযি। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনুস সাকান হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৫৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬০৫]*

গ্রন্থকার বলেন, উপরের বিভিন্ন প্রকার গোসলের মধ্যে নাপাকির গোসল ফরয। বাকি সকল প্রকারের গোসল মুসতাহাব।

(١٦٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

(১৬৬) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জুমুআর দিনে গোসল করা প্রত্যেক সাবালকের জন্য ওয়াজিব বা অত্যাবশ্যক। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৪৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৪১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৭৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৮৯]*

গ্রন্থকার বলেন, এই বিধান ছিল মাদানি জীবনের প্রথম যুগে। সে সময়ে অধিকাংশ সাহাবির কোনো অতিরিক্ত পোশাক ছিল না। তারা পশমি পোশাক পরিধান করতেন। সেই পোশাকে পরিশ্রম জানিত ঘামের কারণে দুর্গন্ধ বের হত। এতে সকলের কষ্ট হত। এজন্য তিনি তাদেরকে শুক্রবারে গোসল করার নির্দেশ প্রদান করেন। একথাগুলো ইবন আব্বাস ﵄ বলেছেন। আবু দাউদ, হাকিম প্রমুখ সহীহ সনদে ইবন আব্বাস থেকে এই ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন। আয়িশাও এই ব্যাখ্যা করেছেন। আবু দাউদ তা সংকলন করেছেন। আলী ﵁ও এই মত পোষণ করতেন।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাইসামি ‘মাজমাউয যাওয়ায়িদে’ তা সংকলন করেছেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূলত জুমুআর দিনের গোসল ফরয বা ওয়াজিব নয়; বরং মুসতাহাব।

(١٦٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ.

(১৬৭) সামুরা ইবন জুনদাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ জুমুআর দিনে ওযু করে তাহলে তাতেই চলবে এবং তা সুন্দর কর্ম বলে বিবেচিত হবে। আর যদি কেউ গোসল করে তাহলে তা উত্তম হবে। (আবু দাউদ ও নাসায়ি। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৫৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৯৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৮০]*

(١٦٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ (فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).

(১৬৮) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ওযু করবে এবং সুন্দর ও পরিপূর্ণরূপে ওযু করবে, অতঃপর জুমুআর সালাতে উপস্থিত হবে[৪১] (এবং মনোযোগ দিয়ে নীরবে খুতবা শুনবে তার এক সপ্তাহের ও অতিরিক্ত তিন দিনের গোনাহ ক্ষমা করা হবে)। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৫৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৫০]*

(١٦٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: كُنَّا نَغْسِلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ.

(১৬৯) ইবন উমার ﷺ বলেন, আমরা মৃতকে গোসল করাতাম। এরপর আমাদের মধ্যে কেউ গোসল করতেন এবং কেউ গোসল করতেন না। (হাদীসটি খাতীব বাগদাদি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[খাতীব বাগদাদি, তারীখ বাগদাদ ৩/৪২৭, নং-৬৮১; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৮২০;*

[৪১]. এ থেকে বোঝা যায় যে, জুমুআর দিনে গোসল আবশ্যকীয় নয়, ওযু করেও জুমুআতে গমন করা যায়। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৪৬৬]

পানি বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৪৬) সমুদ্রের পানি পবিত্র ও তার মৃত হালাল

(١٧٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي التَّوَضِيِّ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ رَفَعَهُ: هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

(১৭০) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সমুদ্রের পানি দিয়ে ওযু করার বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র ও সমুদ্রের মৃত হালাল। (মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ, তিরমিযি, নাসায়ি, আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৫৩; মুসনাদ শাফিয়ি, হাদীস-১/৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৮৩৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৮৬; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১১১]*

(৪৭) পানির পবিত্রতা ও অপবিত্রতা বিষয়ে

(١٧١) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ فِيْ رَكْبٍ فِيْهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى وَرَدُوْا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا.

(১৭১) ইয়াহইয়া ইবন আব্দুর রাহমান ইবন হাতিব বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ কিছু সঙ্গীসহ সফর করছিলেন, যাদের মধ্যে ছিলেন আমর ইবনুল আস ﵁। পথিমধ্যে তারা একটি পানির চৌবাচ্চা বা ছোট জলাশয়ের নিকট আগমন করেন। তখন আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন, হে জলাশয়ের মালিক, আপনার জলাশয়ে কি বন্যপ্রাণিরা আগমন করে? তখন উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, হে জলাশয়ের মালিক, আপনি এ বিষয়ে আমাদের কিছুই বলবেন না। কারণ বন্যপ্রাণিরা যেস্থানে পানি পান করে আমরা সেখানে তাদের পরে গমন করি। আবার বন্যপ্রাণিরাও আমাদের পরে আমাদের ব্যবহৃত জলাশয়ে আগমন করে। (হাদীসটি

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মালিক মুআত্তায় সংকলন করেছেন। হাদীসটি মুরসাল হিসাবে সহীহ)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৫৫; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-২৫০; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৬২]*

গ্রন্থকার বলেন, পানির মধ্যে অপবিত্র দ্রব্য মিশ্রিত হলে তা অপবিত্র হয়ে যায়। বন্যপ্রাণির মুখে বিভিন্ন নাপাকি থাকতে পারে, যা পানিতে মিশ্রিত হলে পানি নাপাক হয়ে যাবে। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্য আমর ইবনুল আস ﵁ প্রশ্ন করেন। আর উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর কথার অর্থ হল, পানির মূল বিধান হল, পানি পবিত্র। কাজেই কোথাও কোনো পানি থাকলে তা অপবিত্র হয়েছে বলে না জানা পর্যন্ত তাকে পবিত্র বলেই গণ্য করতে হবে। আর এ বিষয়ে গবেষণা করা, প্রশ্নোত্তর করা ইত্যাদি নিষ্প্রয়োজন। দ্বীনের বিধিবিধান অত্যন্ত সহজ ও প্রশস্ত। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৪৮) 'বুদাআহ' কূপ

(١٧٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ؟ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيْهَا الْحِيَضُ وَلُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

(১৭২) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়, আমরা কি বুদাআহ[৪২] নামক কূপ, যে কূপের মধ্যে মাসিক রক্তস্রাবে ব্যবহৃত কাপড়ের টুকরা, কুকুরের মাংস ও দুর্গন্ধময় নোংরা আবর্জনা ফেলা হয়, সেই কূপ থেকে ওযু করব? তিনি বলেন, পানি পবিত্রকারী, কোনো কিছুই তাকে অপবিত্র করতে পারে না। (নাসায়ি ও আবু দাউদ। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। আহমাদ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল কাত্তান হাদীসটি যয়ীফ বলে গণ্য

[৪২]. 'বুদাআহ' মদীনার একটি ছোট কূপ বা জলাশয়ের নাম। তৃতীয় হিজরি শতাব্দীতে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস কুতাইবাহ ইবন সায়ীদ (মৃ. ২৪০ হি.) ও আবু দাউদ (২৭৫ হি.) কূপটি প্রত্যক্ষ করেন। তাদের বিবরণ অনুসারে কূপটির গভীরতা প্রায় কোমর পর্যন্ত প্রায় ২ হাত এবং প্রশস্ততা ৬/৭ হাত। দৈর্ঘ্যের কোনো বিবরণ তারা দেননি। জনবসতির মধ্যে এর অবস্থানের কারণে সম্ভবত বৃষ্টি জনিত ঢলে বাড়িঘরের আশপাশের ময়লা আবর্জনা এই কূপের মধ্যে প্রবেশ করত। এজন্য কোনো কোনো সাহাবি এর পানি ব্যবহারে দ্বিধাবোধ করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই হাদীসে এই কূপের পানি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১১১১৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩২৬]*

গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসের ব্যাখ্যা দুই প্রকারে হতে পারে: ১. এখানে 'পানি নাপাক হয় না' কথার অর্থ হল পানির মূল বিধান হল, তা পবিত্র ও পবিত্রকারী। অপবিত্রতা পানির সাময়িক অবস্থা। কোনো কিছুই পানিকে স্থায়ীরূপে নাপাক করতে পারে না। অপবিত্রতা দূর করলেই তার মূল বিধান ফিরে আসবে এবং পবিত্র ও পবিত্রকারী বলে গণ্য হবে। বিভিন্ন হাদীসে এইরূপ ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'মুমিন নাপাক হয় না'। তিনি আরো বলেছেন, 'মাটি নাপাক হয় না'। ২. এই হাদীসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা যা ইমাম তাহাবি উল্লেখ করেছেন। তার ব্যাখ্যা অনুসারে এই 'বুদাআহ' কূপটি ছিল প্রবাহিত পানির আধার। আর প্রবাহিত পানির মধ্যে নাপাকি পড়লে সেই পানি নাপাক হয় না, যতক্ষণ তার রঙ, স্বাদ ও গন্ধ পরিবর্তিত না হবে। এজন্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই কূপের পানি পবিত্র, কোনো কিছুই একে অপবিত্র করতে পারে না। ইমাম তাহাবি ওয়াকিদি থেকে একটি বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যে বর্ণনায় দেখা যায় যে, বুদাআহ কূপ প্রবাহিত ঝর্ণা ছিল। বুখারির একটি বর্ণনা থেকেও একথা বোঝা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(١٧٣) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى رِيْحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ.

(১৭৩) আবু উমামা رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পানিকে কিছুই নাপাক করতে পারে না, যতক্ষণ না তা পানির গন্ধ, স্বাদ এবং বর্ণ পরিবর্তন করে। (ইবন মাজাহ। আবু হাতিম হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। তাহাবি হাদীসটি তাবিয়ি রাশিদ ইবন সা'দ থেকে মুরসালরূপে সংকলন করেছেন। আবু হাতিম হাদীসটির মুরসাল হওয়াকেই সঠিক বলেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫২১; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৩০]*

(৪৯) দুই 'কোলা' পানির হাদীস

(١٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

(১৭৪) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়, যে জলাশয়ে জীব জানোয়ার ও বন্য হিংস্র পশু আগমন করে (পানি পান করে বা পানিতে নামে) সেই পানির বিধান কী? তিনি বলেন, পানি যদি দুই 'কোলা' পরিমাণ[৪৩] হয় তাহলে তা অপবিত্র হয় না। (আহমাদ ও চার সুনান)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৪৬০৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৬৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫১৭]*

ইবন খুযাইমা, ইবন হিব্বান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ইবন আব্দিল বার্‌র, ইসমাঈল কাযি ও ইবন তাইমিয়া হাদীসটিকে যয়ীফ বলে গণ্য করেছেন।

(١٧٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِيْنَ قُلَّةً لَمْ يَنْجُسْ.

(১৭৫) আব্দুল্লাহ ইবন উমার[৪৪] ﷺ বলেন, পানি যদি চল্লিশ কোলা পরিমাণ হয় তাহলে তা নাপাক হবে না। (হাদীসটি দারাকুতনি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৩৯; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১২৪৯; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/১১০]*

(৫০) অপ্রবহমান স্থির পানিতে পেশাব করতে ও গোসল করতে নিষেধাজ্ঞা

(١٧٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِيْ لَا يَجْرِيْ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ.

[৪৩]. 'কোলা'র পরিমাপের বিষয়ে বিভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ বিবরণই অস্পষ্ট। কেউ 'বড় কোলা' বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেছেন, কোলার পরিমাণ নয় সা' (২.১৭৫৯) প্রায় ২০ লিটার পানি। (অনুবাদক)

[৪৪]. গ্রন্থকার টীকায় বলেন, যাইলায়ি নাসবুর রায়াহতে দারাকুতনির বরাতে এভাবেই হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবন উমার থেকে উদ্ধৃত করেছেন। তবে দারাকুতনির সুনানে রয়েছে 'আব্দুল্লাহ ইবন আমর'। আর বাইহাকির সুনানে কুবরায় রয়েছে 'আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস'। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৭৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন কখনোই অপ্রবহমান স্থির পানিতে পেশাব না করে, অতঃপর সে তাতে গোসল করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪০০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৯]*

(١٧٧) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه مَرْفُوْعًا: نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ.

(১৭৭) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপ্রবহমান স্থির পানিতে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৪৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩৫]*

(৫১) কুকুরের ঝুটা

(١٧٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه مَرْفُوْعًا: إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا... أُوْلَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. وَفِيْ لَفْظٍ: وَعَفِّرُوْهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ.

(১৭৮) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো পাত্রে কুকুর মুখ দেয় বা পান করে তাহলে সে যেন সেই পাত্রটিকে সাতবার ধোয়। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত বলা হয়েছে, সাতবারের প্রথম বার মাটি দিয়ে। মুসলিম সংকলিত অন্য হাদীসে[৪৫] বলা হয়েছে, অষ্টম বার তোমরা তাকে মাটি দিয়ে মাজবে)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৭২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৭৯ ও ২৮০]*

গ্রন্থকার বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, সাতবার ধোয়া। প্রথম অথবা অষ্টম বারে মাটি দিয়ে ধোয়া- এগুলো মুসতাহাব। মূল ওয়াজিব হল তিনবার ধোয়া। হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবি আবু হুরাইরা ﵁ থেকে দারাকুতনি সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি তিনবার ধোয়ার

[৪৫]. এই হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল থেকে বর্ণিত। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ফাতওয়া[৪৬] দিয়েছেন। বাইহাকি এই অর্থে একটি মারফূ' হাদীসও উল্লেখ করেছেন।

(৫২) বিড়ালের ঝুটা

(١٧٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: طُهُوْرُ الْإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْهِرُّ أَنْ يَغْسِلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ... غُسِلَ مَرَّةً.

(১৭৯) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো পাত্রে বিড়াল মুখ দেয় বা পান করে তাহলে তার পবিত্রতা হল একবার বা দুইবার তা ধৌত করা।

হাদীসটি তাহাবি সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযিও হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তার বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'একবার ধৌত করা'। দারাকুতনি হাদীসটি আবু হুরাইরার কথা ও মত হিসাবে সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, বিড়াল পাত্রে মুখ দিলে পাত্রের পানি ঢেলে ফেলে দিবে এবং পাত্রটি একবার ধোবে। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৯১; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৫১]*

গ্রন্থকার বলেন, এ সকল হাদীসের নির্দেশ সম্ভবত পরিচ্ছন্নতা ও উত্তম পর্যায়ের এবং স্বভাবজাত ঘৃণা বা বিরক্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য। কারণ বিড়ালের ঝুটা নাপাক নয় বলে অন্য হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

(١٨٠) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ هِرَّةٍ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ أَوِ الطَّوَّافَاتِ.

(১৮০) কাবশাহ বিনতু কা'ব ইবন মালিক ﵁ আবু কাতাদাহ ﵁ থেকে বিড়ালের বিষয়ে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিড়াল অপবিত্র নয়। বিড়ালেরা তোমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে (পারিবারিক

[৪৬]. গ্রন্থকারের ইঙ্গিতকৃত আবু হুরাইরা ﵁-এর ফাতওয়া হল: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاهْرِقْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয় তা ঢেলে দাও এবং পাত্র তিনবার ধৌত করো)। সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৯৬, ১৯৭; বাইহাকি, মা'রিফাতুস সুনান, হাদীস-১৭৪৩, ১৭৪৪। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সদস্যদের মতোই)। (আহমাদ ও চার সুনান। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২৫৮০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৯২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৬৭]*

(৫৩) খচ্চর, গাধা, ঘোড়া, ছোট জাতের ঘোড়া ও ছাগল-ভেড়ার ঝুটা

(١٨١) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: لَا يَتَوَضَّأُ أَحَدٌ بِسُؤْرِ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ وَيَتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِ الْفَرَسِ وَالْبِرْذَوْنِ وَالشَّاةِ وَالْبَعِيْرِ.

(১৮১) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (মৃ. ৯৫ হি.) বলেন, কেউ খচ্চর ও গাধার ঝুটা দিয়ে ওযু করবে না। তবে ঘোড়া, ছোট ঘোড়া, ছাগল-ভেড়া ও উটের ঝুটা দিয়ে ওযু করতে পারে। (ইবরাহীম নাখয়ির এই মতটি মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-৮]*

(৫৪) মুশরিকের পাত্রের পানি দিয়ে ওযু করা

(١٨٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوْا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ.

(১৮২) ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিগণ একজন মুশরিক মহিলার পাত্রের পানি দিয়ে ওযু করেন। (বুখারি ও মুসলিমের একটি দীর্ঘ হাদীস থেকে মর্মটি গৃহীত। বাক্যটি হুবহু দেখুন: আল জামিউস সাহীহ লিস সুনান ওয়াল মাসানীদ ২২/৪৯৫ ও ৪৯৭)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮২]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৫৫) নাবীয বা ফলের রস দিয়ে ওযু করা[৪৭]

(١٨٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْلَةَ الْجِنِّ: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: أَمَعَكَ نَبِيْذٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَتَوَضَّأَ بِهِ.

(১৮৩) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, জিনদের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার কাছে কি পানি আছে? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তোমার কাছে কি নাবীয (পানি মিশ্রিত ফলের রস) আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তখন সেই নাবীয দিয়ে ওযু করলেন।

হাদীসটি আহমাদ ও দারাকুতনি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থকার টীকায় বলেন, হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আলী ইবন যাইদ ইবন জুদআন। অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন। তবে মুসলিম তার হাদীস গ্রহণ করেছেন। তিরমিযি তার বর্ণিত একটি হাদীস সহীহ বলে গণ্য করেছেন। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৪৩৫৩; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-২৪৭]*

(৫৬) কূপের মধ্যে মানুষের মৃত্যু হলে

(١٨٤) عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ حَبَشِيًّا وَقَعَ فِيْ زَمْزَمَ فَمَاتَ فَأَمَرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَنُزِحَ مَاؤُهَا فَجَعَلَ الْمَاءَ لَا يَنْقَطِعُ فَنَظَرَ فَإِذَا عَيْنٌ تَجْرِيْ مِنْ قِبَلِ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: حَسْبُكُمْ.

[৪৭]. 'নাবীয' অর্থ পানি মিশ্রিত ফলের রস। খেজুর, কিসমিস, মধু, গম, যব ইত্যাদি ফল বা খাদ্য শস্য পানিতে ভিজিয়ে যে 'পানীয়' তৈরি করা হয় তাকে আরবিতে নাবীয বলা হয়। এই পানীয় মাদকতাহীন বা মাদক হতে পারে। খেজুরের 'নাবীয' যদি মাদকতামুক্ত হয় এবং ওযুর অঙ্গগুলো ধৌত করার মতো পাতলা হয় তাহলে পানি না পাওয়া গেলে তা দিয়ে মুসাফির ওযু করতে পারবেন বলে ইমাম আবু হানীফা মত প্রকাশ করেছেন। তিনি এই হাদীসটির উপর নির্ভর করেছেন। তাদের মতে পানির অবর্তমানে 'নাবীয' পাওয়া গেলে তা দিয়ে ওযু করতে হবে। 'নাবীয' না পাওয়া গেলে তায়াম্মুম করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ, মালিক, শাফিয়ি, আহমাদ, তাহাবি প্রমুখ ফকীহ 'নাবীয' দ্বারা ওযু করা বৈধ নয় বলে মত প্রকাশ করেছেন। সনদের দুর্বলতার কারণে তারা এই হাদীসগুলো গ্রহণ করেননি। তাদের মতে পানির অবর্তমানে তায়াম্মুম করতে হবে। হানাফি মাযহাবের তৃতীয় ইমাম, ইমাম মুহাম্মাদ তৃতীয় মত পোষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, এক্ষেত্রে মুসাফির নাবীয দ্বারা ওযু করবেন এবং তায়াম্মুমও করবেন। (ইমাম মুহাম্মাদের আল মাবসুত ১/৭৪-৭৫, ১২৮, ইমাম তাহাবির শারহু মাআনিল আসার ১/৯৪-৯৬)। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৮৪) তাবিয়ি আতা বলেন, একজন হাবশি যমযম কূপের মধ্যে পড়ে মারা যায়। তখন আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর কূপের পানি তুলে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু (যতই পানি উঠানো হোক) পানি শেষ হয় না। তখন দেখা গেল যে, হাজরে আসওয়াদের দিক থেকে একটি ঝর্ণা প্রবাহিত হচ্ছে। তখন আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর বললেন, যথেষ্ট, আর পানি তোলার দরকার নেই।

বর্ণনাটি তাহাবি ও ইবন আবী শাইবা সংকলন করেছেন এবং এর সনদ সহীহ। এই অর্থে ইবন আব্বাস ﵄ থেকে অনুরূপ মতামত সহীহ সনদে সংকলন করেছেন দারাকুতনি। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শইবা, হাদীস-১৭২১; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৩১]*

(৫৭) কূপের মধ্যে ইঁদুর, পাখি বা বিড়াল পতিত হলে

(١٨٥) عَنْ مَيْسَرَةَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ بِئْرٍ وَقَعَتْ فِيْهَا فَأْرَةٌ فَمَاتَتْ قَالَ: يُنْزَحُ مَاؤُهَا.

(১৮৫) তাবিয়ি মাইসারাহ বলেন, একটি কূপের মধ্যে ইঁদুর পতিত হয়ে মারা যায়। আলী ﵁ এই কূপের বিষয়ে বলেন, এর পানি তুলে ফেলে দিতে হবে। (হাদীসটি তাহাবি সংকলন করেছেন এবং এর সনদ হাসান)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৩৩]*

(١٨٦) عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الطَّيْرِ وَالسِّنَّوْرِ وَنَحْوِهِمَا يَقَعُ فِي الْبِئْرِ قَالَ: يُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُوْنَ دَلْوًا.

(১৮৬) তাবিয়ি আমির ইবন শারাহীল শা'বি ﵀ (মৃ. ১০৪ হি.) বলেন, পাখি, বিড়াল বা অনুরূপ প্রাণি কূপের মধ্যে পতিত হলে (তা উঠিয়ে ফেলার পর) সেই কূপের ৪০ 'বালতি' পানি তুলে ফেলে দিতে হবে। (তাহাবি। সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৩৭]*

(١٨٧) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِيْ بِئْرٍ: يُنْزَحُ مِنْهَا قَدْرُ أَرْبَعِيْنَ دَلْوًا.

(১৮৭) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (৯৫ হি.) বলেন, কূপের মধ্যে ইঁদুর নিপতিত হলে সেই কূপ থেকে ৪০ বালতি পরিমাণ পানি তুলে

AS-SUNNAH TRUST

ফেলে দিতে হবে। (তাহাবি। সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৪২]*

গ্রন্থকার বলেন, আলী ﷺ-এর হাদীসে কূপের সব পানি তুলে ফেলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা সম্ভবত মৃত ইঁদুর ফুলে বা পচে গেলে প্রযোজ্য। আর স্বাভাবিক ক্ষেত্রে শা'বি ও ইবরাহীম নাখয়ির ফাতওয়া প্রযোজ্য।

(৫৮) পানি বা পানীয়ের মধ্যে মাছি পতিত হলে

(١٨٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه مَرْفُوْعًا: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً.

(১৮৮) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো পানীয়ের মধ্যে যদি মাছি পতিত হয় তাহলে সে যেন মাছিটিকে পুরোপুরি পানীয়ের মধ্যে চুবিয়ে দেয় এরপর তা তুলে ফেলে দেয়। কারণ তার দুই ডানার এক ডানায় রোগ ও অন্য ডানায় প্রতিষেধক থাকে (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৩২০]*

(৫৯) পাকা করলে (tanning) চামড়া পবিত্র হয় এবং মৃত পশুর চামড়া, পশম ও হাড় ব্যবহারে অসুবিধা নেই

(١٨٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

(১৮৯) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, চামড়া যদি পাকা করা হয় তাহলে তা পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৬৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪১২৩]*

(١٩٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلَاةٍ لِمَيْمُوْنَةَ بِشَاةٍ فَمَاتَتْ فَمَرَّ بِهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَلَّا أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا فَدَبَغْتُمُوْهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا.

(১৯০) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, মাইমূনা ﷺ-এর এক খাদেমাকে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

একটি ছাগি দান করা হয়। ছাগিটি মারা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ মৃত ছাগিটির নিকট দিয়ে গমন করেন। তিনি বলেন, তোমরা এই ছাগির চামড়া নিয়ে পাকা করে ব্যবহার করলে না কেন? উপস্থিত মানুষেরা বলেন, এটি তো মৃত। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (জবাই ছাড়া মৃত্যুর ফলে) ভক্ষণ করা হারাম হয়েছে মাত্র, চামড়া ব্যবহার হারাম হয়নি। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৬৩; সহীহ বুখারি, হাদীস-১৪৯২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪১২০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪২৩৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৬১০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৭২৭]*

(١٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوْفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

(১৯১) ইবন আব্বাস رضي الله عنهما থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধুমাত্র মৃত পশুর মাংস হারাম করেছেন। চামড়া, পশম ও চুল ব্যবহারে কোনো আপত্তি নেই। (হাদীসটি দারাকুতনি ও বাইহাকি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ একেবারে আপত্তিকর নয়)।[৪৮] *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১১৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৮২]*

(١٩٢) قَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْ عِظَامِ الْمَوْتَى نَحْوَ الْفِيْلِ وَغَيْرِهِ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ سَلَفِ الْعُلَمَاءِ يَمْتَشِطُوْنَ بِهَا وَيَدَّهِنُوْنَ فِيْهَا لَا يَرَوْنَ بِهِ بَأْسًا.

(১৯২) তাবিয়ি ইবন শিহাব যুহরি (১২৪ হি.) বলেন, হাতি বা অনুরূপ মৃতপশুর হাড় বা অনুরূপ দ্রব্যের বিষয়ে আমি পূর্ববর্তী যুগের অনেক আলিমকে দেখেছি তারা এগুলো দিয়ে চুল আঁচড়াতেন এবং তা দিয়ে তৈরি পাত্রে তেল রেখে ব্যবহার করতেন। এসবের ব্যবহারে কোনো আপত্তি বা অসুবিধা আছে বলে তারা মনে করতেন না। (যুহরির এই বক্তব্য বুখারি সনদবিহীনভাবে তা'লীক হিসাবে উল্লেখ করেছেন)। *[সহীহ বুখারি ১/৫৬]*

(١٩٣) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَإِبْرَاهِيْمَ: لَا بَأْسَ بِتِجَارَةِ الْعَاجِ.

(১৯৩) তাবিয়ি মুহাম্মাদ ইবন সীরীন (১১০ হি.) ও ইবরাহীম

[৪৮]. দারাকুতনি ও বাইহাকি হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নাখয়ি (৯৫ হি.) বলেন, হাতির দাতের (ivory) ব্যবসা করায় কোনো অসুবিধা নেই। (তাদের এই বক্তব্য বুখারি সনদবিহীনভাবে তা'লীক হিসাবে উল্লেখ করেছেন)। *[সহীহ বুখারি ১/৫৬]*

(١٩٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تَنْتَفِعُوْا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ.

(১৯৪) আব্দুল্লাহ ইবন উকাইম আল জুহানি ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তোমরা মৃত পশুর চামড়া এবং স্নায়ু ব্যবহার করবে না বা কাজে লাগাবে না। (আহমাদ ও চার সুনান)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৮৭৮০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪১২৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৭২৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪২৪৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৬১৩]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই হাদীসটির সনদে ও বর্ণনায় বিভিন্ন প্রকারের বৈপরীত্য আছে। এর চেয়ে উপরের ইবন আব্বাস বর্ণিত হাদীস সনদের দিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী। এছাড়া এই হাদীসে মৃত পশুর إِهَاب ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। আরবি ভাষাবিদগণ বলেছেন যে, إِهَاب শুধুমাত্র কাঁচা চামড়াকে বলা হয়। চামড়া পাকানোর পরে তাকে আরবিতে إِهَاب বলা হয় না। বরং ব্যবহার অনুযায়ী قِرْبَة অর্থাৎ ভিস্তি, পাত্র ইত্যাদি বলা হয়। ইবন আব্বাসের হাদীসে মৃতপশুর চামড়া দাবাগত বা পাকা করার পরে ব্যবহার করতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। আর এই হাদীসে মৃত পশুর কাঁচা চামড়া ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছে। কাজেই দুইটি হাদীসের অর্থের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৬০) মৃতপশুর দাবাগতই জবাই

(١٩٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاةُ الْمَيْتَةِ دِبَاغُهَا.

(১৯৫) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মৃতপশুর জন্য দাবাগত করাই জবাই করা বলে গণ্য। (নাসায়ি সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪২৪৬; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১০৬]*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তায়াম্মুম বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৬১) ভূপৃষ্ঠ মুমিনের জন্য পবিত্রকারী

(١٩٦) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِيْ وَفِيْهِ: وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

(১৯৬) জাবির ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কাউকে দেওয়া হয়নি। (এগুলির মধ্যে তিনি বলেছেন), আমার জন্য যমিনকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫২১]*

(١٩٧) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: جُعِلَتْ لِيْ كُلُّ أَرْضٍ طَيِّبَةٍ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

(১৯৭) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার জন্য প্রত্যেক পবিত্র যমিনকে মসজিদ ও পবিত্রকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। (হাদীসটি ইবনুল জারূদ তার 'মুনতাকা' গ্রন্থে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[ইবনুল জারূদ, আল মুনতাকা, হাদীস-১২৪]*

(١٩٨) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُوْرًا إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ.

(১৯৮) হুযাইফা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সকল যমিন আমাদের জন্য মসজিদ বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যমিনের মাটিকে আমাদের জন্য পবিত্রকারী বানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি আমরা পানি না পাই। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫২২]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, হুযাইফার হাদীসের অর্থ সম্ভবত ভূপৃষ্ঠের যে সকল বিষয় দিয়ে তায়াম্মুম করা বৈধ তার প্রধান দ্রব্যের নাম উল্লেখ করা। এই হাদীসের অর্থ এই নয় যে, মাটি ছাড়া অন্য কোনো দ্রব্য দিয়ে তায়াম্মুম

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বৈধ নয়।[৪৯]

(৬২) ভূপৃষ্ঠ মুমিনের ওযুর উপকরণ যদিও তা দশবছর হয়

(١٩٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: اَلصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وَضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ.

(১৯৯) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্র ভূপৃষ্ঠ মুসলিমের ওযুর পানি (পবিত্রতা অর্জনে ওযুর বিকল্প) বলে গণ্য, যদি সে দশবছরও পানি না পায়। তবে যখন সে পানি পাবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে এবং তার দেহে পানি ছোঁয়াবে।

হাদীসটি বাযযার সংকলন করেছেন। ইবনুল কাত্তান হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য করেছেন। এই অর্থে আরেকটি হাদীস ইমাম তিরমিযি আবু যার ﵁ থেকে সংকলন করেছেন এবং হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। হাকিম, ইবন হিব্বান ও দারাকুতনি আবু যার ﵁-এর হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৩৯৭৩ ও ১০০৬৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১২৪]*

(৬৩) ফরয গোসলের জন্য তায়াম্মুম

(٢٠٠) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي الْقَوْمِ فَقَالَ: يَا فُلَانُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ.

(২০০) ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে পান যে, একব্যক্তি সমবেত মানুষদের সাথে সালাত আদায় না করে বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে রয়েছে। তিনি বলেন, হে অমুক, কী অসুবিধার জন্য তুমি সমবেত মানুষদের সাথে সালাত আদায় করলে না? লোকটি বলে, হে আল্লাহর রাসূল, আমি যৌনতা-জানিত নাপাকির মধ্যে নিপতিত হয়েছি, কিন্তু গোসলের কোনো পানি নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমার

[৪৯]. জাবির ও আনাস ﵁ বর্ণিত হাদীস দুইটি থেকে বোঝা যায় যে, ভূপৃষ্ঠের সব কিছুই পবিত্রকারী বা তায়াম্মুম করার উপযোগী। আর হুযাইফা ﵁-এর হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র মাটিই পবিত্রকারী ও তায়াম্মুমের উপযোগী। তিনটি হাদীসের সমন্বিত অর্থ হল ভূপৃষ্ঠের মাটি, বালি, পাথর, চুন ইত্যাদি সবকিছু দিয়েই তায়াম্মুম বৈধ। তবে মাটিই প্রধান। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দায়িত্ব হল ভূপৃষ্ঠ গ্রহণ করা (তায়াম্মুম করা); এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩২১]*

(৬৪) শীতের মধ্যে স্বপ্নস্খলনের জন্য তায়াম্মুম

(٢٠١) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِحْتَلَمْتُ فِيْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَأَشْفَقْتُ إِنِ اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي الصُّبْحَ فَذَكَرُوْا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِيْ مَنَعَنِيْ مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ: إِنِّيْ سَمِعْتُ اللهَ يَقُوْلُ: وَلَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا. فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

(২০১) আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন, 'যাতুস সুলাসিল' যুদ্ধের সময়ে এক শীতার্ত রাতে আমার স্বপ্নস্খলন হয়। আমার ভয় হল যে, গোসল করলে আমি মারা যাব। এজন্য আমি তায়াম্মুম করি, অতঃপর আমার সঙ্গীদের নিয়ে ইমামতি করে ফজরের সালাত আদায় করি। আমার সঙ্গীরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবগত করায়। তখন তিনি আমাকে বলেন, আমর, তুমি নাপাক অবস্থায় তোমার সাথিদের নিয়ে সালাত আদায় করেছ? তখন আমি তাঁকে আমার গোসল না করার কারণ জানালাম এবং বললাম, আমি আল্লাহকে বলতে শুনেছি, 'এবং তোমরা নিজেদেরকে হত্যা কোরো না; আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু'[৫০]। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসলেন এবং আর কিছু বললেন না। (হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। বুখারি হাদীসটি সনদবিহীনভাবে তা'লীক হিসাবে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৩৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬২৯; সহীহ বুখারি ১/৭৭]*

(৬৫) তায়াম্মুমের পদ্ধতি

(٢٠٢) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلتَّيَمُّمُ (ضَرْبَتَانِ) ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلذِّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(২০২) জাবির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তায়াম্মুমের পদ্ধতি হল (দুইবার মাটিতে আঘাত করতে হবে বা হাত রাখতে হবে)।

[৫০]. সূরা: (৪) নিসা, আয়াত: ২৯।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

একবার আঘাত মুখের জন্য এবং আরেকবার আঘাত কনুই পর্যন্ত দুই হাতের জন্য। (দারাকুতনি। হাকিম ও যাহাবি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৬৯১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৩৮]*

(٢٠٣) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَابَنِيْ جَنَابَةٌ وَإِنِّيْ تَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ فَقَالَ: اضْرِبْ هَكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(২০৩) জাবির ﷺ বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলে, আমি জানাবাতে (যৌনতা-জাত নাপাকিতে) আক্রান্ত হই। তখন আমি মাটির মধ্যে গড়াগড়ি করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি (এই অবস্থায়) এভাবে মাটিতে আঘাত করবে, এবং তিনি তাঁর দুইহাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন, অতঃপর তাঁর মুখমণ্ডল মুছেন। এরপর তিনি পুনরায় তাঁর দুইহাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন এবং কনুই পর্যন্ত দুইহাত মুছেন। (হাদীসটি তাহাবি, দারাকুতনি ও হাকিম সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৬৮২; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৬৯২; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৩৭]*

(٢٠٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَيَمَّمَ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً فَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ ضَرْبَةً أُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(২০৪) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি যখন তায়াম্মুম করতেন দুইহাত দ্বারা (মাটিতে) একবার আঘাত করতেন অতঃপর তা দ্বারা তার মুখমণ্ডল মুছতেন। এরপর তিনি পুনরায় তার দুইহাত দিয়ে (মাটিতে) আঘাত করতেন এবং তা দ্বারা কনুই পর্যন্ত দুইহাত মুছতেন।[৫১] (হাদীসটি মালিক, তাহাবি ও দারাকুতনি বিভিন্ন সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস ৬৭৮-৬৮১; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৬৯৪; মুআত্তা মালিক, হাদীস-১৫৩]*

(٢٠٥) عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ فِي الْقَوْمِ حَتَّى نَزَلَتِ

[৫১]. হাদীসটি গ্রন্থকারের ইঙ্গিতের আলোকে সংযোজিত। শব্দ দারাকুতনির। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

الرُّخْصَةُ فِي الْمَسْحِ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ فَأَمَرَنَا فَضَرَبْنَا وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ ثُمَّ ضَرَبْنَا أُخْرَى لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

(২০৫) আম্মার ইবন ইয়াসির ﵁ বলেন, পানি না পেলে মাটিতে মাসাহ করার (তায়াম্মুম করার) অনুমতি যখন নাযিল হল তখন অন্যান্যদের সাথে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নির্দেশ দেন যে, আমরা মুখ মোছার জন্য একবার মাটিতে আঘাত করব এবং আরেকবার আঘাত করব দুইহাত কনুই পর্যন্ত মোছার জন্য। (হাদীসটি বাযযার হাসান সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-১৩৮৪]*

(٢٠٦) عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِيْ قِصَّةِ التَّمَرُّغِ مَرْفُوْعًا: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.

(২০৬) আম্মার ইবন ইয়াসির ﵁ বলেন, এক সফরে আমি নাপাক হই কিন্তু গোসলের কোনো পানি ছিল না। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা জেনে বলেন, তোমার জন্য যথেষ্ট ছিল যে, তুমি এইরূপ করবে, এই কথা বলে তিনি তাঁর দুইহাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করেন। এরপর ফুঁ দিয়ে ধুলা সরিয়ে দেন। অতঃপর দুইহাত দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও কব্জি পর্যন্ত দুইহাত মুছেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৩৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩১২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫৬৯]*

(٢٠٧) عَنْ عَمَّارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْهِ: ...فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُوْلَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ.

(২০৭) আম্মার ﵁ অন্য বর্ণনায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার জন্য এরূপ করাই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি তাঁর দুইহাত দিয়ে মাটিতে একবার আঘাত করেন। অতঃপর ডান হাতের উপর বামহাত মুছেন এবং তাঁর দুই হাতের তালু এবং তাঁর মুখমণ্ডল। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৬৮]*

উপরের বুখারি ও মুসলিমে সংকলিত আম্মার ﵁-এর হাদীস

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

থেকে বোঝা যায় যে, তায়াম্মুম করার জন্য একবার মাত্র দুইহাত দিয়ে মাটিতে আঘাত করে মুখ ও দুইহাত মাসাহ করতে হবে। অপরদিকে উপরে উল্লিখিত জাবির, আম্মার ও অন্যান্য সাহাবির হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, তায়াম্মুমের জন্য দুইবার মাটিতে আঘাত করতে হবে। গ্রন্থকার এ বিষয়ে বলেন যে, বুখারি ও মুসলিমে সংকলিত আম্মারের বর্ণনাটি সম্ভবত সংক্ষিপ্ত। বাযযারের বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আম্মার তায়াম্মুমের আয়াত নাযিলের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তায়াম্মুমের জন্য দুইবার মাটিতে আঘাত করতে হয় তা তিনি জানতেন। তবে ফরয গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুমের বৈধতা তিনি জানতেন না। এজন্য তিনি মাটিতে গড়াগড়ি করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জানান যে, তোমার আগের শেখা পদ্ধতিতে মাটিতে আঘাত করে মুখ ও হাত মুছে তায়াম্মুম করলেই চলত। ওযু ও গোসলের জন্য পৃথক কোনো ব্যবস্থা নেই। এজন্য তিনি সংক্ষেপে তাকে ওযু ও গোসলের তায়াম্মুম যে একই প্রকারের তা শিখিয়ে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৬৬) তায়াম্মুম করে সালাত আদায়ের পরে ওয়াক্তের মধ্যেই পানি পেলে

(٢٠٨) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَأَعَادَ: لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ.

(২০৮) আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ বলেন, দুইব্যক্তি সফররত ছিলেন, এমতাবস্থায় সালাতের সময় উপস্থিত হয়, কিন্তু তাদের কাছে পানি ছিল না। তখন তারা দুইজন পবিত্র মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করেন। এরপর সালাতের ওয়াক্ত থাকা অবস্থায় তারা পানি পেয়ে যান। তখন তাদের একজন ওযু করে পুনরায় সালাত আদায় করেন। অপর ব্যক্তি পুনরায় সালাত আদায় করেন না। তারা দুইজন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানান। যে ব্যক্তি সালাত পুনরায় আদায়

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেনি, তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তুমি সুন্নাত অনুসারে কর্ম করতে পেরেছ এবং তোমার (তায়াম্মুমসহ আদায়কৃত) সালাতে তোমার দায়িত্ব পালিত হয়েছে। আর যে ব্যক্তি ওযু করে দ্বিতীয়বার সালাত আদায় করেছে, তাকে তিনি বলেন, তুমি দুইবার সাওয়াব পেয়েছ। (আবু দাউদ ও নাসায়ি। হাকিম হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৩৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৪৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৩২]*

(৬৭) পানি থেকে কত দূরে থাকলে তায়াম্মুম করা বৈধ হবে

(٢٠٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ بِمَوْضِعٍ يُقَالُ لَهُ مِرْبَدُ النَّعَمِ وَهُوَ يَرَى بُيُوْتَ الْمَدِيْنَةِ.

(২০৯) ইবন উমার ﷺ বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মদীনার উপকণ্ঠে) 'মারবিদুন নাআম' নামক স্থানে তায়াম্মুম করেছেন, যে স্থান থেকে তিনি মদীনার বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছিলেন। (হাদীসটি হাকিম সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৩৯]*

(٢١٠) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَيَمَّمَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَأْسِ مِيْلٍ أَوْ مِيْلَيْنِ مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَقَدِمَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ.

(২১০) নাফি' বলেন, ইবন উমার ﷺ মদীনা থেকে এক বা দুই মাইল[৫২] দূরে থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম করে আসরের সালাত আদায় করেন। এরপর সূর্য ঊর্ধ্বে থাকতেই তিনি মদীনায় প্রবেশ করেন, তবে তিনি পুনরায় আর সালাত আদায় করলেন না । (হাকিম)।[৫৩] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৪০; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৭১৯]*

(৬৮) পানি না-থাকা অবস্থায় দাম্পত্য মিলন

(٢١١) عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أَغِيْبُ الشَّهْرَ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِيْ أَهْلِيْ فَأُصِيْبُ مِنْهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ ... وَإِنْ غِبْتَ ثَلَاثَ سِنِيْنَ.

[৫২]. প্রাচীন আরবীয় হিসাবে এক মাইল ৪০০০ হাত বা ২ হাজার গজ। আল মু'জামুল ওয়াসীত ২/৮৯৪। (অনুবাদক)

[৫৩]. আলবানি ও ইসলাম মানসুর বলেন, আসারটির সনদ সহীহ। দেখুন: সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/২৬৭; তাহকীক সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ১/৪৬২। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২১১) হাকীম ইবন মুআবিয়া নামক তাবিয়ি বলেন, আমার চাচা মিখমার ইবন হাইদার বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমি একমাস যাবৎ পানি থেকে দূরে (মরুভূমির মধ্যে) অবস্থান করি এবং আমার স্ত্রীও আমার সাথে থাকেন। আমি কি স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। (তুমি যদি তিন বছরও পানি থেকে দূরে থাক তাহলেও[৫৪])। (তাবারানি। সনদ হাসান)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৭৯৭; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৪২১]*

(৬৯) জানাযার সালাত না-পাওয়ার ভয়ে তায়াম্মুম করা

(٢١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا خِفْتَ أَنْ تَفُوْتَكَ الْجِنَازَةُ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَتَيَمَّمْ وَصَلِّ.

(২১২) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, যদি তুমি ওযুহীন অবস্থায় থাক এবং ভয় পাও যে, (ওযু করতে গেলে) জানাযার সালাত ধরতে পারবে না, তাহলে তুমি তায়াম্মুম করে জানাযার সালাত আদায় করবে। (ইবন আবী শাইবা। সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য। ইবন আদি এই কথা মারফূ হাদীস হিসাবে বর্ণনা করে বলেন, মারফূ বর্ণনা সহীহ নয়, মাউকূফ বর্ণনায় সহীহ)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১১৪৬৭]*

এই অর্থে ইবন উমারের মত বাইহাকি সংকলন করেছেন এবং যুহরি, হাসান বসরি, আতা, লাইস, হাকাম ও ইবরাহীম নাখয়ির মত তাহাবি সংকলন করেছেন।

(৭০) অসুস্থ ব্যক্তি ক্ষতির ভয় থাকলে তায়াম্মুম করবে

(٢١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قَوْلِهِ: **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْعَلَى سَفَرٍ** قَالَ: إِذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الْجِرَاحَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ أَوِ الْقُرُوْحُ أَوِ الْجُدَرِيُّ فَيُجْنِبُ فَيَخَافُ أَنْ يَمُوْتَ إِنِ اغْتَسَلَ يَتَيَمَّمُ.

(২১৩) ইবন আব্বাস ﷺ কুরআন কারীমে তায়াম্মুমের আয়াতে

[৫৪]. 'তুমি যদি তিন বছরও পানি থেকে দূরে থাক তাহলেও' হাদীসের এই অংশটুকু গ্রন্থকার উদ্ধৃত করেননি। এটা অনুবাদকের সংযোজন। হাইসামি তার মাজমাউয যাওয়ায়িদ গ্রন্থে তাবারানির মু'জামুল কাবীরের বরাতে এভাবেই উল্লেখ করেছেন। তবে তাবারানির মু'জামুল কাবীরে ثَلَاثَ سِنِيْنَ 'তিন বছরে'র পরিবর্তে ثَلَاثِيْنَ سَنَةً 'ত্রিশ বছর' রয়েছে। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

'আর যদি তোমরা পীড়িত হও অথবা সফরে থাক'[৫৫] এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন, যদি কোনো মানুষের দেহে আল্লাহর রাস্তায় আঘাত থাকে, অথবা ঘা বা বসন্ত থাকে এবং এই অবস্থায় সে নাপাক হয়ে যায়, আর ভয় পায় যে, গোসল করলে তার মৃত্যু হতে পারে, তাহলে সে তায়াম্মুম করবে।

দারাকুতনি এভাবে হাদীসটি ইবন আব্বাসের নিজের বক্তব্য বা মাউকুফ হাদীস হিসাবে সংকলন করেছেন। বাযযার, ইবন খুযাইমা ও হাকিম হাদীসটি ইবন আব্বাসের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা বা মারফূ হাদীস হিসাবে সংকলন করেছেন। ইবন খুযাইমা ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৬৭৮; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৫০৫৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-২৭২; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৮৬]*

(৭১) পট্টি বা ব্যান্ডেজের উপর মাসাহ করা

(٢١٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اِنْكَسَرَتْ إِحْدَى زَنْدَيَّ فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ.

(২১৪) আলী ﷺ বলেন, আমার এক হাতের কব্জির হাড় ভেঙ্গে যায়। আমি এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করি। তিনি আমাকে ব্যান্ডেজের উপরে মাসাহ করতে নির্দেশ দেন। (হাদীসটি আব্দুর রাযযাক, ইবনুস সুন্নি ও আবু নুআইম হাসান সনদে[৫৬] সংকলন করেছেন)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৬২৩; আবু নুআইম, আত তিব্বুন নাবাবি, হাদীস-৪১২]*

(৭২) যিকিরের জন্য তায়াম্মুম করা

(٢١٥) عَنْ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ

[৫৫]. ... তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে। সূরা: (৪) নিসা, আয়াত: ৪৩।

[৫৬]. হাদীসটি ইবন মাজাহও (১/২১৫, হাদীস-৬৫৭) সংকলন করেছেন। গ্রন্থকার হাদীসটির সনদ হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ সকলেই হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আমর ইবন খালিদ মিথ্যা হাদীস জালিয়াতি করতেন বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। বুখারি, আহমাদ, ইবন মায়ীন, ওয়াকি', হাকিম, দারাকুতনি, বাইহাকি, যাহাবি, ইবন হাজার, বুসীরি প্রমুখ সকল মুহাদ্দিস বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। (মিসবাহুয যুজাজাহ যাওয়ায়িদ ইবনি মাজাহ ১/৮৪, সুনানুল বাইহাকি আল-কুবরা ১/২২৮, সুনান দারাকুতনি ১/২২৬...)।

AS SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

(২১৫) আবুল জুহাইম ইবনুল হারিস ইবনুস সাম্মাহ আনসারি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জামাল কূপের দিক থেকে আসছিলেন। এমতাবস্থায় একব্যক্তি তাঁকে দেখে সালাম দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামের জবাব না দিয়ে একটি দেওয়ালের কাছে গিয়ে তাঁর মুখমণ্ডল ও দুইহাত মাসাহ করেন (তায়াম্মুম করেন)। অতঃপর তিনি তার সালামের উত্তর প্রদান করেন (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৬৯]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মোজার উপর মাসাহ্ বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৭৩) মোজার উপর মাসাহ করার পদ্ধতি

(٢١٦) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ فَأَهْوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ فَقَالَ: دَعْهُمَا فَإِنِّيْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.

(২১৬) মুগীরাহ ইবন শু'বা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলাম। (ওযুর উদ্দেশ্যে) আমি তাঁর পায়ের মোজা জোড়া খুলতে উদ্যত হই। তিনি বলেন, ওগুলোকে রেখে দাও; কারণ আমি পবিত্র অবস্থায় এগুলো পরিধান করেছি। অতঃপর তিনি সেগুলোর উপরে মাসাহ করেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৭৪]*

(٢١٧) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهَرِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبِسَهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ.

(২১৭) উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মোজার উপরের অংশে মাসাহ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যদি সেগুলো পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা হয়। (ইবন আবী শাইবা। সনদ হাসান)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১৮৭২; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-১৭০]*

(٢١٨) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْمَنِ وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ مَسَحَ أَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً حَتَّى كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَى أَصَابِعِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

(২১৮) মুগীরাহ ইবন শু'বা ﷺ বলেন, আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাব করলেন এবং ফিরে এসে তিনি ওযু করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর দুই মোজার উপর মাসাহ করলেন। তিনি তাঁর ডানহাত ডান মোজার উপরে ও বামহাত বাম মোজার উপরে রাখলেন। এরপর তিনি মোজা দুইটির উপরে একবার মুছে নিলেন। আমার মনে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হচ্ছে আমি যেন মোজা দুইটির উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আঙ্গুলগুলো দেখতে পাচ্ছি। (ইবন আবী শাইবা। সনদ মুরসাল শক্তিশালী)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১৯৫৭]*

(٢١٩) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

(২১৯) আলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মোজাদ্বয়ের উপরিভাগে মাসাহ করতেন। (আবু দাউদ। সনদ হাসান)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৬২]*

(৭৪) মোজার উপর মাসাহ করার সময়

(٢٢٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ.

(২২০) আলী ইবন আবী তালিব ﷺ মোজার উপর মাসাহ করার বিষয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসাফিরের জন্য মাসাহ করার সময় তিনদিন ও তিনরাত্রি নির্ধারণ করেছেন, আর মুকীমের জন্য একদিন ও একরাত্রি। (আলী ﷺ-এর এই হাদীসটি মুসলিম সংকলন করেছেন)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৭৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৪৮]*

অনুরূপ হাদীস আবু বাকরাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন ইবনুল জারূদ। শাফিয়ি, খাত্তাবি ও ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আহমাদ শক্তিশালী সনদে আউফ ইবন মালিক থেকে অনুরূপ অর্থে একটি হাদীস সংকলন করেছেন। তাবারানি ও বাযযারও হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ সহীহ।

(৭৫) ওযুর জন্য মোজার উপর মাসাহ করা যায়, গোসলের জন্য নয়

(٢٢١) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২২১) সাফওয়ান ইবন আসসাল ﵁ বলেন, আমরা সফরে থাকলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, জানাবাত বা গোসল ফরয না হলে যেন আমরা তিনদিন তিনরাত্রি আমাদের মোজা না খুলি। মলমূত্র ত্যাগ বা ঘুমের কারণে মোজা খুলতে হবে না বলে তিনি নির্দেশ দিতেন। (আহমাদ ও নাসায়ি। তিরমিযি ও ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৮০৯১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৯৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৭]*

(৭৬) সুতি বা পশমি মোজা[৫৭] ও জুতার উপর মাসাহ করা

(٢٢٢) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

(২২২) মুগীরাহ ইবন শু'বা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওযু করেন এবং তিনি সুতি মোজা জোড়া ও জুতা জোড়ার উপর মাসাহ করেন। (আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ। তিরমিযি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৫৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫৫৯]*

(٢٢٣) عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ وُضُوْئِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوْقَيْهِ.

(২২৩) বিলাল ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওযুর বিবরণে বলেন, তিনি ওযু করতেন এবং তাঁর পাগড়ি ও মোজা জোড়ার উপর মাসাহ করতেন। (হাকিম হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)।[৫৮] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬০৫]*

[৫৭]. চামড়ার তৈরি মোজাকে আরবিতে খুফ্‌ফ বলা হয়। সুতি, পশমি বা উলের তৈরি মোজাকে আরবিতে 'জাওয়াব' বলা হয়। (অনুবাদক)

[৫৮]. হাদীসটি আবু দাউদও সংকলন করেছেন। [হাদীস নং-১৫৩]। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মাসিক, প্রসবোত্তর ও অসুস্থতাজনিত রক্তস্রাব বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৭৭) ঋতুবতী মহিলা সালাত ও সিয়াম বর্জন করবেন। সিয়াম কাযা করবেন, সালাত কাযা করবেন না

(٢٢٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثٍ لَهُ مَرْفُوْعًا: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ.

(২২৪) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বর্ণিত এক হাদীসে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের বিষয়ে বলেন, একজন নারী ঋতুবতী হলে তিনি সালাত ও সিয়াম আদায় করেন না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৯]*

(٢٢٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ يُصِيْبُنَا ذَلِكَ تَعْنِي الْحَيْضَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

(২২৫) আয়িশা ﵂ বলেন, আমাদের ঋতুস্রাব হলে আমাদের সিয়াম কাযা করার নির্দেশ প্রদান করা হত, কিন্তু সালাত কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হত না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৩৫]*

(৭৮) মাসিক ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন ও সর্বাধিক সময়কাল

(٢٢٦) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَدْنَى الْحَيْضِ ثَلَاثَةٌ وَأَقْصَاهُ عَشَرَةٌ.

(২২৬) আনাস ﵁ বলেন, মাসিক ঋতুস্রাবের সর্বনিম্ন সময় হল তিনদিন এবং সর্বোচ্চ সময় দশদিন। (দারাকুতনি, দারিমি, বাইহাকি)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৮০৮; সুনান দারিমি, হাদীস-৮৬৯, ৮৭১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৫৪৫]*

(٢٢٧) قَالَ وَكِيْعٌ: اَلْحَيْضُ ثَلَاثٌ إِلَى عَشَرٍ فَمَا زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.

(২২৭) তাবি'-তাবিয়ি ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহ (১৯৭ হি.) বলেন, হায়িয বা ঋতুস্রাব হল, তিন থেকে দশদিন। এর বেশি হলে তা অসুস্থতাজনিত রক্তস্রাব বলে গণ্য হবে। (দারাকুতনি, দারিমি, বাইহাকি)।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৮০৮]

সাহাবি আনাস ﵁ ও তাবি'-তাবিয়ি ওয়াকী থেকে বর্ণিত তাদের এই মত দুইটির সনদে দুর্বলতা আছে বলে বাইহাকি উল্লেখ করেছেন। অপরদিকে ইবনুত তুরকমানি বর্ণনা দুইটির সনদ শক্তিশালী বলে মতপ্রকাশ করেছেন।

দারিমি অনুরূপ মত তাবিয়ি হাসান বসরি ও তাবিয়ি সায়ীদ ইবন জুবাইর থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, এই মতটির পক্ষে সাহাবি, তাবিয়ি ও তাবি'-তাবিয়িগণ থেকে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, যা এর গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত করে।

(৭৯) অসুস্থতাজনিত স্রাবে আক্রান্ত মহিলা গোসল করবেন ও সালাত আদায় করবেন

(٢٢٨) عَنِ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْحَائِضُ إِذَا جَاوَزَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيْ.

(২২৮) উসমান ইবন আবুল আস ﵁ বলেন, মাসিক ঋতুবতী মহিলা দশ দিবস অতিক্রম করলে তাকে অসুস্থতাজনিত রক্তস্রাবে আক্রান্ত বলে গণ্য করা হবে। সে গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। (দারাকুতনি ও বাইহাকি। সনদ আপত্তিজনক নয়)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৮১৬]*

উসমান ইবন আবুল আস ﵁-এর মতের অনুরূপ মত আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত হয়েছে। দারিমি তা সংকলন করেছেন।

(৮০) সন্তান-প্রসবোত্তর রক্তস্রাবের সর্বোচ্চ সময় ও এ সময়ে পরিত্যক্ত সালাত কাযা না করার বিধান

(٢٢٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا فَكُنَّا نَطْلِيْ وُجُوْهَنَا بِالْوَرْسِ مِنَ الْكَلَفِ... لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ.

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২২৯) উম্মু সালামাহ ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে সন্তান-প্রসবোত্তর রক্তস্রাবের জন্য একজন মহিলা ৪০ দিন অপেক্ষা করতেন। এসময়ে আমরা মুখের অসুস্থতাজনিত লালচে দাগ কাটানোর জন্য মুখে ওয়ারাস গাছের পাতার রস মাখতাম।

হাদীসটি তিরমিযি, ইবন মাজাহ ও আবু দাউদ সংকলন করেছেন। আবু দাউদের একটি বর্ণনায় উম্মু সালামাহ আরো বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্তান-প্রসবোত্তর রক্তস্রাব চলাকালীন সময়ের সালাত কাযা করতে নির্দেশ দিতেন না। হাকিম আবু দাউদের বর্ণনার এই অতিরিক্ত অংশটুকুসহ হাদীসটিকে সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩১২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৩৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৪৮]*

(৮১) ঋতুবতী স্ত্রীর সাহচর্য

(٢٣٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِيْ فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِيْ وَأَنَا حَائِضٌ.

(২৩০) আয়িশা ﵂ বলেন, আমার ঋতুবতী থাকা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইযার বা খোলা লুঙ্গি পরিধান করতে নির্দেশ দিতেন। এরপর তিনি আমার সাথে সম্মিলিত হতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩০০ ও ৩০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯৩]*

(٢٣١) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

(২৩১) উমার ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করি, স্বামীর জন্য ঋতুবতী স্ত্রীর কী পরিমাণ সাহচর্য বৈধ? তিনি বলেন, ইযার বা নিম্নাঙ্গে পরিহিত খোলা সেলাইবিহীন লুঙ্গির উপরে যা কিছু সবই বৈধ। (হাদীসটি আবু ইয়া'লা মাউসিলি শক্তিশালী সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১৬৮৩৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৫৪৮]*

(٢٣٢) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اِصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২৩২) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন ছাড়া সবকিছুই করবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৩৫৪]*

গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসের অর্থ হল, যৌনমিলন ও এতে নিপতিত করতে পারে এরূপ কর্ম পরিত্যাগ করতে হবে। এই অর্থে এই হাদীসটিও উপরের হাদীসগুলোর সমার্থক। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৮২) ঋতুবতী মহিলা ও যৌনতাপ্রসূত নাপাক ব্যক্তি কুরআন পাঠ করবে না

(٢٣٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ.

(২৩৩) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ঋতুবতী মহিলা ও জানাবাত-গ্রস্ত নাপাক ব্যক্তি কুরআন থেকে কিছুই পাঠ করবে না। (হাদীসটি তিরমিযি ও ইবন মাজাহ সংকলন করেছেন। আবু হাতিম বলেছেন, হাদীসটি মূলত ইবন উমার ﷺ-এর কথা।[৫৯] *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৩১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫৯৫]*

আহমাদ, বাইহাকি ও দারাকুতনি আলী ﷺ থেকে অনুরূপ মতামত সংকলন করেছেন। দারাকুতনি আলী ﷺ-এর এই মতামতের সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনি এই অর্থে একটি হাদীস ইবন আব্বাস থেকে আব্দুল্লাহ ইবন রাওয়াহা থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। এই হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

(৮৩) ঋতুবতী মহিলা ও যৌনতাপ্রসূত নাপাক ব্যক্তি সালাত আদায় করবে না

(٢٣٤) عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ بِالدِّرَجَةِ فِيْهَا الْكُرْسُفُ فِيْهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يَسْأَلْنَهَا

[৫৯]. পরবর্তী যুগের রাবী ইসমাঈল ইবন আইয়াশ (মৃ. ১৮২ হি.) স্মৃতিশক্তির দুর্বলতার কারণে হাদীস ঠিকমত মনে রাখতে পারতেন না। তিনি ভুলবশত উমারের কথাকে উমার থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/১৯৫। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

عَنِ الصَّلَاةِ فَتَقُوْلُ لَهُنَّ لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ تُرِيْدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الْحَيْضَةِ.

(২৩৪) আলকামা ইবন আবী আলকামা বলেন, আমার আম্মা আয়িশা ﵂-এর খাদেমা ছিলেন। তিনি বলেছেন, মেয়েরা উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ﵂-এর নিকট তাদের ব্যবহৃত প্যাড বা কাপড়ের টুকরা তুলা-সহ পাঠিয়ে দিতেন, যে তুলায় তাদের রক্তের হলদেটে নমুনা থাকত। তারা জানতে চাইতেন যে, এই অবস্থায় সালাত আদায় শুরু করব কিনা। তিনি বলতেন, তোমরা ব্যস্ত হবে না বা তাড়াহুড়ো করবে না। একেবারে চুনের মতো সাদা না দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ যখন ব্যবহৃত তুলায় রক্তের কোনো প্রকার ছাপ থাকবে না, বরং একেবারে সাদা দেখা যাবে তখনই ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হয়েছ বলে বুঝবে। (মালিক ও আব্দুর রাযযাক। বুখারি তা'লীক হিসাবে)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-১৮৯; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১১৫৯; সহীহ বুখারি ১/৭১]*

(৮৪) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে তার কাফফারার বিধান

(٢٣٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِيْ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ أَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ.

(২৩৫) ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে সে এক দীনার (৪.২৫ গ্রাম বা ৫ গ্রাম ওযনের স্বর্ণমুদ্রা) বা অর্ধদীনার দান করবে। (আহমাদ ও চার সুনান। হাকিম ও ইবনুল কাত্তান হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি ইবন আব্বাসের বক্তব্য হিসাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য। কারণ অধিকাংশ রাবী একে ইবন আব্বাসের মত হিসাবে বর্ণনা করেছেন। আর কেউ কেউ ইবন আব্বাসের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে বর্ণনা করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০৩২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৬৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৩৬ ও ১৩৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩৭০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৪০]*

(৮৫) অসুস্থতা-জনিত বা নিয়মিত সময়ের অধিক রক্তস্রাবের বিধানাবলি

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٢٣٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِيْ حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِيْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّيْ.

(২৩৬) আয়িশা ﵂ বলেন, ফাতিমা বিনতু আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি এমন একজন মহিলা যার সর্বদা ঋতুস্রাব হতে থাকে, কখনোই আমি পবিত্র হতে পারি না। আমি কি সালাত ছেড়ে দেব? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ তো রক্তবাহী শিরা বা নালির রক্ত; হায়িয বা নিয়মিত স্বাভাবিক রক্তস্রাব নয়। কাজেই যখন তোমার নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাবের সময় আসবে তখন তুমি সালাত আদায় ছেড়ে দেবে। যখন নিয়মিত ঋতুস্রাবের দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন তুমি তোমার রক্ত ধুয়ে ফেলবে এবং সালাত আদায় করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২২৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৩৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৮২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১২৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২১২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬২১]*

(٢٣٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْهِ: ...وَلَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِيْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهَا ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَصَلِّيْ.

(২৩৭) আয়িশা ﵂ উক্ত ঘটনার বর্ণনায় বলেন, (ফাতিমা বিনতু আবু হুবাইশকে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্থায়ী রক্তস্রাবে আক্রান্ত হওয়ার আগে তোমার নিয়মিত মাসিক ঋতুস্রাব যে কয়দিন স্থায়ী থাকত, প্রতি মাসে সেই কয় দিন তুমি সালাত বর্জন করবে। এরপর তুমি গোসল করবে এবং সালাত আদায় করবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩২৫]*

(٢٣٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِيْ حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّيْ أُسْتَحَاضُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَاكَ بِحَيْضٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَإِذَا أَقْبَلَ الْحَيْضُ فَدَعِي الصَّلَاةَ عَدَدَ أَيَّامِكِ الَّتِيْ كُنْتِ تَحِيْضِيْنَ فِيْهِ فَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِيْ وَتَوَضَّئِيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২৩৮) আয়িশা ﵂ বলেন, ফাতিমা বিনতু আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি একমাস বা দুইমাস যাবৎ একটানা ঋতুস্রাবে আক্রান্ত থাকি। তিনি বলেন, এ হায়িয বা স্বাভাবিক ঋতুস্রাব নয়, রক্তবাহী শিরার রক্ত। কাজেই নিয়মিত ঋতুস্রাবের সময় আসলে যে কয়দিন তোমার নিয়মিত ঋতুস্রাব হত সেই কয়দিন তুমি সালাত বর্জন করবে। এরপর তুমি গোসল করবে এবং প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে। (ইবন হিব্বান সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৩৫৪]*

(٢٣٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

(২৩৯) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ইস্তিহাযাগ্রস্ত নারী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, সে তার হায়িযের দিনগুলোতে সালাত পরিত্যাগ করবে, অতঃপর একবার গোসল করবে এবং এরপর প্রত্যেক সালাতের সময় ওযু করবে। (ইবন হিব্বান এই দ্বিতীয় বর্ণনাটি সুন্দর সনদে সংকলন করেছেন)। *[সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৩৫৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, ফাতিমা বিনতু আবু হুবাইশের হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় বলা হয়েছে: وَتَوَضَّيْ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ 'তুমি প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তের জন্য ওযু করবে'। 'শারহু মুখতাসারিত তাহাবি' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু হানীফা এই শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বুখারির বর্ণনায় অনুরূপ কথা রয়েছে, তবে হাদীসের রাবী উরওয়া ইবন যুবাইরের কথা হিসাবে। হিশাম ইবন উরওয়া তার পিতা উরওয়ার মাধ্যমে আয়িশা ﵂ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করার পরে বলেন: وَقَالَ أَبِيْ ثُمَّ تَوَضَّيْ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيْءَ ذَلِكَ الْوَقْتُ 'এবং আমার পিতা বলেন, অতঃপর তুমি প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে, সেই ওয়াক্তের আগমন পর্যন্ত'।

হাফিয ইবন হাজার বলেন, সম্ভবত এই বাক্যগুলোও ফাতিমা বিনতু আবু হুবাইশকে দেওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের অংশ।

(৮৬) অপারগ মা'যূর ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করবে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٢٤٠) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ دَارَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ قَدْ سَلِسَ بَوْلُهُ عَلَيْهِ فَدَاوَاهُ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَكَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

(২৪০) আব্দুল্লাহ ইবন দারাহ বলেন, উসমান ﵁-এর অনবরত পেশাব নির্গত হত। তিনি প্রথমে এর চিকিৎসা করেন। এরপর ছেড়ে দেন। তখন তিনি প্রত্যেক সালাতের জন্য ওযু করতেন। (ইবন সা'দ)। *[ইবন সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা ৩/৫৮]*

(٢٤١) عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيْ قِصَّةِ أَبِيْهِ: كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَاوِيْهِ مَا اسْتَطَاعَ فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى.

(২৪১) যাইদ ইবনু সাবিত ﵁-এর পুত্র খারিজা বলেন, আমার পিতা বৃদ্ধ হলে অনবরত পেশাব নির্গত হওয়ার রোগে আক্রান্ত হন। তিনি সাধ্যমতো চিকিৎসা করান। যখন আর পারলেন না, তখন তিনি ওযু করে সালাত আদায় করতেন। (আব্দুর রাযযাক)।[৬০] *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫৮২]*

[৬০]. হাদীসটি আরো সংকলন করেছেন দারাকুতনি (হাদীস-৭৭৬, ৭৭৭) ও বাইহাকি। ইসলাম মানসুর বাইহাকির 'আস সুনানুল কুবরা'র (হাদীস-১৬৬৯, ১৬৭০) টীকায় বলেন, হাদীসটি সহীহ। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নাপাকির বিবরণ ও ইসতিনজার আদব বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৮৭) ঋতুস্রাবের রক্ত কাপড়ে লাগলে

(٢٤٢) عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِحْدَانَا يُصِيْبُ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ.

(২৪২) আসমা ﵂ বলেন, একজন মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, একজন মহিলার কাপড়ে যদি হায়িযের রক্ত লেগে যায়, তখন সে এই রক্তের কী করবে? তিনি বলেন, সে তা ডলে, আঁচড়িয়ে বা খুচিয়ে উঠাবে। অতঃপর সে পানি দিয়ে তা ডলে পরিষ্কার করবে। অতঃপর সে তাতে পানি ঢেলে দেবে। এরপর সে তাতে সালাত আদায় করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৬১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৯৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৩৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬২৯]*

(৮৮) বীর্যের বিধান

(٢٤٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فِيْ ذَلِكَ الثَّوْبِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيْهِ.

(২৪৩) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাপড় থেকে বীর্য ধৌত করে সেই কাপড়েই সালাত আদায় করতে বেরিয়ে যেতেন। আমি তাঁর কাপড়ে ধোয়ার চিহ্নের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২২৯ ও ২৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৯]*

(٢٤٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمَنِيِّ إِذَا أَصَابَ الثَّوْبَ: إِذَا رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِنْ لَمْ تَرَه فَانْضَحْهُ.

(২৪৪) আয়িশা ﵂ বলেন, কাপড়ে বীর্য লাগলে তুমি যদি তা দেখতে পাও তাহলে তা ধুয়ে ফেলবে। আর যদি দেখতে না পাও তাহলে তার উপর পানি ঢেলে দেবে। (তাহাবি সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৯০]*

(٢٤٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَفْرُكُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ يَابِسًا وَأَغْسِلُهُ إِذَا كَانَ رَطْبًا.

(২৪৫) আয়িশা ﵂ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাপড় থেকে বীর্য ডলে উঠাতাম, যদি তা শুকনো হত। আর তা আর্দ্র হলে আমি তা ধৌত করতাম। (তাহাবি, দারাকুতনি, আবু আওয়ানাহ। সনদ সহীহ)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৭৫; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৪৯; মুস্তাখরাজ আবু আওয়ানাহ, হাদীস-৫২৭]*

(٢٤٦) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَ أُخْتَهُ أُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِي الثَّوْبِ الَّذِيْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ أَذًى.

(২৪৬) মুআবিয়া ﵁ তার বোন উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা ﵂-কে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তাঁর সাথে মিলিত হতেন, সেই কাপড়ে কি তিনি সালাত আদায় করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, যদি কাপড়ে কোনো নোংরা না দেখতে পেতেন তাহলে। (আবু দাউদ[৬১] সনদ সহীহ)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৬৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৫৪০]*

(٢٤٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ: إِنْ رَأَيْتَهُ فَاغْسِلْهُ وَإِلَّا فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ.

(২৪৭) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, কাপড়ে বীর্য লাগলে, তুমি যদি তা দেখতে পাও তাহলে তা ধুয়ে ফেলবে। আর যদি তা না হয় তাহলে কাপড়টি পুরোই ধৌত করবে। (তাহাবি সনদ সহীহ)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৯৭]*

(٢٤٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ: أَمِطْهُ عَنْكَ... بِعُوْدٍ إِذْخِرٍ فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ.

[৬১]. নাসায়ি ও আহমাদও হাদীসটি সংকলন করেছেন। [আহমাদ, নং-২৭৪০৪; নাসায়ি, নং-২৯৪]

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২৪৮) আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, কাপড়ে যদি বীর্য লাগে তাহলে তুমি একটি কাঠি বা ডাল দিয়ে তা সরিয়ে দেবে; কারণ তা থুথু, শ্লেষ্মা বা শিকনির পর্যায়ের। (হাদীসটি বাইহাকি সংকলন করেছেন এবং ইবন আব্বাসের কথা বা মাউকুফ হাদীস হিসাবে এর সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪১৭৫]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, সম্ভবত এই তুলনা খুঁচিয়ে পরিষ্কার করার ক্ষেত্রে, পবিত্রতার ক্ষেত্রে নয়। অর্থাৎ এই তুলনা দ্বারা ইবন আব্বাস বোঝাচ্ছেন না যে, বীর্যও কফ, শ্লেষ্মা, থুথু ইত্যাদির ন্যায় পবিত্র। বরং তিনি সম্ভবত বোঝাচ্ছেন যে, কফ, শ্লেষ্মা ইত্যাদি যেমন শুকনো হলে কাঠি বা ডাল দিয়ে খুচিয়ে পরিষ্কার করা যায়, বীর্যও অনুরূপ। এ বিষয়ক সকল হাদীসের সমন্বয়ের জন্য এই অর্থ গ্রহণ করাই উচিত।[৬২]

(৮৯) কী পরিমাণ রক্ত বা মূত্র ক্ষমার যোগ্য

(٢٤٩) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الدَّمُ قَدْرَ الدِّرْهَمِ وَالْبَوْلُ أَوْ غَيْرُهُ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَامْضِ عَلَى صَلَاتِكَ.

(২৪৯) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (৯৫ হি.) বলেন, যদি রক্ত, পেশাব বা অন্য কোনো নাপাকি দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা) পরিমাণ হয় তাহলে তুমি পুনরায় সালাত আদায় করবে। আর যদি তার চেয়ে কম হয় তাহলে

[৬২]. কোনো কোনো হাদীসে বীর্য ধোয়ার ও কোনো কোনো হাদীসে তা মুছে বা ডলে উঠানোর কথা বলা হয়েছে। এগুলোর সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ফকীহগণ মতভেদ করেছেন। কোনো কোনো ফকীহ বীর্য অপবিত্র নয় বলে মনে করেছেন। তারা মোছা বা ডলার হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন। তাদের মতে নাপাক হলে তা অবশ্যই ধুয়ে ফেলা জরুরি হত। যে সকল হাদীসে ধোওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে তারা মুসতাহাব নির্দেশ বলে গণ্য করেছেন। যেহেতু তা অপবিত্র নয় সেহেতু পরিচ্ছন্নতার জন্য মুছে ফেলতে হবে। ধোওয়া মুসতাহাব। ইমাম শাফিয়ি ও ইমাম আহমাদসহ অনেক ফকীহ এই মত পোষণ করেছেন। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালিকসহ অন্য অনেক ফকীহ বীর্যকে নাপাক বলে গণ্য করেছেন। তারা ধোওয়ার নির্দেশনা জ্ঞাপক হাদীসগুলোর উপর নির্ভর করেছেন। বীর্য নাপাক না হলে তা অকারণে ধৌত করতে তিনি নির্দেশ দিতেন না বা তাঁর স্ত্রীগণ তা করতেন না। ইমাম মালিকের মতে পোশাকে বা দেহে বীর্য লাগলে সর্বাবস্থায় তা অবশ্যই ধৌত করতে হবে, তা শুষ্ক হোক বা তরল হোক। ইমাম আবু হানীফা বলেছেন যে, বীর্য নাপাক। তবে যদি শুকিয়ে যায় তাহলে তা ঘষে, ডলে বা মুছে উঠিয়ে দিলে পোশাক পবিত্র হয়ে যাবে। আর যদি তা আর্দ্র বা তরল হয় তাহলে তা অবশ্যই ধৌত করতে হবে। এভাবে তিনি এ বিষয়ক সকল হাদীসের মধ্যে সমন্বয় প্রদান করেছেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তুমি তোমার সালাতে এগিয়ে যাবে। (মুহাম্মাদ হাদীসটি কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৫৫]*

(৯০) মোজা কীভাবে পবিত্র হবে

(٢٥٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا وَطِئَ (أَحَدُكُمْ) الْأَذَى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.

(২৫০) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তার পরিহিত মোজাদ্বয় দিয়ে নোংরা বা নাপাকি পদদলিত করে তাহলে মাটিই তার মোজা দুইটিকে পবিত্র করবে। (হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন এবং হাকিম ও নববি একে সহীহ বলেছেন। এই অর্থে আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত আরো একটি হাদীস আবু দাউদ উল্লেখ করেছেন। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৮৬ ও ৩৮৭; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৮৪৩৫; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-২৯২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৪০৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৯০]*

(৯১) ভূপৃষ্ঠ কীভাবে পবিত্র করা হবে

(٢٥١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنْتُ أَبِيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

(২৫১) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি মসজিদের রাত্রি যাপন করতাম। তখন আমি অবিবাহিত যুবক ছিলাম। কুকুরগুলো মসজিদের মধ্যে যাতায়াত করত এবং পেশাব করত, কিন্তু তারা (সাহাবিগণ) সেগুলোর কোনো কিছুর উপর পানি ঢালতেন না। (হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। এই হাদীসের মূল অংশ (ইবন উমারের মসজিদে রাত্রি যাপন) বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক সংকলিত)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৮২; সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৭৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৪০]*

(٢٥٢) عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وأَبِيْ قِلَابَةَ قَالَا: إِذَا جَفَّتِ الْأَرْضُ فَقَدْ زَكَتْ.

(২৫২) তাবিয়ি মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবনুল হানাফিয়্যাহ (৮০ হি.) এবং তাবিয়ি আবু কিলাবা আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ (১০৪ হি.) উভয়ে বলেন, ভূমি যদি শুকিয়ে যায় তাহলে তা পবিত্র হয়ে যাবে। (ইবন আবী শাইবা)।[৬৩] *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬২৫ ও ৬২৬]*

অনুরূপ মতামত তাবিয়ি জা'ফর সাদিক (১৮৪ হি.) থেকে সংকলন করেছেন আব্দুর রাযযাক ও ইবন আবী শাইবা।

(٢٥٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوْهُ وَهَرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوْبًا مِنْ مَاءٍ.

(২৫৩) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, এক বেদুঈন যাযাবর মসজিদের মধ্যে পেশাব করে। তখন উপস্থিত মানুষেরা তাকে ধরেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বলেন, তোমরা ওকে ছেড়ে দাও এবং তার পেশাবের উপরে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। (বুখারি। বুখারি ও মুসলিম আনাস ﷺ থেকেও এই অর্থে একটি হাদীস সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২২০ ও ২২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৪]*

(٢٥٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَانِهِ فَاحْتُفِرَ وَصُبَّ عَلَيْهِ دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ.

(২৫৪) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, একজন বেদুঈন যাযাবর এসে মসজিদের মধ্যে পেশাব করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ পেশাবের স্থান খুঁড়তে নির্দেশ দেন এবং সেখানে এক বালতি পানি ঢেলে দেওয়া হয়। (হাদীসটি আবু ইয়া'লা মাউসিলি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহাইনের রাবী)।[৬৪] *[মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৩৬২৬]*

---

[৬৩]. গ্রন্থকার টীকায় বলেন, উভয় তাবিয়ির বর্ণনার সনদের রাবীগণ গ্রহণযোগ্য। -সম্পাদক

[৬৪]. গ্রন্থকার মাজমাউয যাওয়ায়িদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হাদীসটির সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহাইনের রাবী। সম্ভবত এখানে একটি বিষয় তার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে। আল্লামা হাইসামি এই হাদীসটি উল্লেখ করে লিখেছেন, এই হাদীসের সনদের একজন রাবী সামআন ইবন মালিক দুর্বল.. বাকি বর্ণনাকারীগণ সহীহাইনের রাবী। দেখুন: মুসনাদ আবু ইয়া'লা ৬/৩১০, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/২৮৬ ও ২/১১। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٢٥٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ وَفِيْهِ: خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَأَلْقُوْهُ وَأَهْرِيْقُوْا عَلَى مَكَانِهِ مَاءً.

(২৫৫) তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবন মা'কিল ইবন মুকার্‌রিন (মৃ. ৮৮ হি.) এই ঘটনা বর্ণনার মধ্যে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, যে মাটির উপর পেশাব করেছে সেই মাটি তোমরা তুলে নাও এবং সেই স্থানে পানি ঢেলে দাও। (হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। হাদীসটির রাবীগণ নির্ভরযোগ্য, তবে হাদীসটি মুরসাল। তাবিয়ি আব্দুল্লাহ হাদীসটি কার নিকট থেকে জেনেছেন তা বলেন নি)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৮১; আল মারাসীল, হাদীস-১১; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৭৯]*

(৯২) পেশাবের বিষয়ে কড়াকড়ি করা ও হালাল জীবজন্তুর পেশাবের বিধান

(٢٥٦) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ: اتَّقُوا الْبَوْلَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ فِي الْقَبْرِ.

(২৫৬) আবু উমামা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পেশাব থেকে আত্মরক্ষা করবে; কারণ কবরে সর্বপ্রথম এ বিষয়েই বান্দার হিসাব নেওয়া হবে। (হাদীসটি তাবারানি সংকলন করেছেন এবং সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৭৬০৫]*

(٢٥٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ.

(২৫৭) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা পেশাব থেকে পবিত্র থাকবে; কারণ কবরের আযাব সাধারণত এর কারণে হয়। (ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি দারাকুতনি সংকলন করেছেন এবং বলেছেন হাদীসটির মুরসাল হওয়াই সঠিক। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৬৪]*

(٢٥٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَوْلِ.

(২৫৮) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কবরের

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

অধিকাংশ আযাবই পেশাবের কারণে। (হাদীসটি দারাকুতনি সংকলন করেছেন ও সহীহ বলেছেন। ইবন খুযাইমাও হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[৬৫] *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৪৬৫]*

(٢٥٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوْا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوْا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا...

(২৫৯) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, উক্‌ল বা উরাইনা গোত্রের কিছু মানুষ মদীনায় আগমন করে। মদীনার আবহাওয়া তাদের সহ্য হয় না (তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে মদীনার উপকণ্ঠে চারণভূমিতে যাকাতের উটের নিকট গিয়ে উটের দুধ ও পেশাব পানের অনুমতি প্রদান করেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫০১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬৭১]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এই হাদীসের অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহির মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন যে, উটের পেশাবই তাদের অসুস্থতার ঔষধ। এজন্য চিকিৎসার প্রয়োজনে তাদেরকে উটের পেশাব পানের অনুমতি প্রদান করেন। কাজেই এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, উটের পেশাব বা হালাল জীবের পেশাব পবিত্র।

গ্রন্থকার বলেন, হাদীসটির ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, প্রথম যুগে উটের পেশাব পান হালাল ছিল, পরবর্তী কালে উপরের হাদীসগুলোর মাধ্যমে সে বিধান রহিত হয়েছে এবং সকল প্রকার পেশাব থেকে আত্মরক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাদীসটি যে প্রথম যুগের তার প্রমাণ হল হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, লোকগুলো সুস্থ হওয়ার পরে উটের রাখালকে খুন করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় এবং তাদের হাত-পা কর্তন করা হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের হাত পা কেটে ফেলার বিধানও

[৬৫]. হাদীসটি সুনান ইবন মাজাহ ও মুসনাদ আহমাদেও সংকলিত। এছাড়া হাকিম হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলেছেন। [ইবন মাজাহ, নং-৩৪৮; আহমাদ, নং-৯০৫৯; হাকিম, নং-৬৫৩]

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পরবর্তীকালে রহিত করা হয়।[৬৬] আল্লাহই ভালো জানেন।

(৯৩) দুগ্ধপোষ্য পুত্র বা কন্যা শিশুর পেশাব

(٢٦٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أُتِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَتْبَعَهُ إِيَّاهُ.

(২৬০) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি পুত্রশিশুকে আনয়ন করা হয়। শিশুটি তাঁর কাপড়ে পেশাব করে। তখন তিনি পানি চেয়ে নেন এবং পেশাবের উপর পানি ঢেলে দেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২২২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩০৩]*

(٢٦١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالصِّبْيَانَ فَيَدْعُوْ لَهُمْ وَإِنَّهُ أُتِيَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا.

(২৬১) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট শিশুদের আনয়ন করা হত এবং তিনি তাদের জন্য দুআ করতেন। একবার এক শিশুপুত্রকে তাঁর নিকট আনয়ন করা হলে সে তার দেহে পেশাব করে দেয়। তখন তিনি বলেন, এর উপর বেশি করে পানি ঢেলে দাও। (তাহাবি।[৬৭] সনদ সহীহ)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৫৯৮]*

(٢٦٢) عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: إِنَّمَا يُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلَامِ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ.

(২৬২) (নবী পত্নী মাইমূনা ﵂-এর বোন এবং নবীজি ﷺ-এর চাচা আব্বাস ﵁-এর স্ত্রী) উম্মুল ফাদ্‌ল লুবাবা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শিশু পুত্রের পেশাবের উপর পানি ঢেলে দিতে হয় এবং শিশু কন্যার পেশাব ধৌত করতে হয়। (তাহাবি।[৬৮] সনদ হাসান)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৬০৫]*

---

[৬৬]. উপরের হাদীসগুলোতে পেশাব থেকে পবিত্র থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, সকল প্রকার পেশাবই নাপাক। কাজেই কোনো অস্পষ্ট প্রমাণের দ্বারা কোনো প্রকারের পেশাব হালাল বা পবিত্র দাবি করার চেয়ে সকল পেশাব নাপাক বলে গণ্য করাই যুক্তি সঙ্গত ও সাবধানতামূলক।

[৬৭]. আহমাদও হাদীসটি সংকলন করেছেন। [আল মুসনাদ, হাদীস নং-২৪১৯২] (অনুবাদক)

[৬৮]. আহমাদও হাদীসটি সংকলন করেছেন। [আল মুসনাদ, হাদীস নং-২৬৮৭৫] (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٢٦٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه مَرْفُوْعًا: بَوْلُ الْغُلَامِ يُنْضَحُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْجَارِيَةِ يُغْسَلُ.

(২৬৩) আলী ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুত্রশিশুর পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দিতে হবে এবং কন্যাশিশুর পেশাব ধৌত করতে হবে। (আহমাদ। সনদ সহীহ)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৫৬৩]*

(٢٦٤) عَنْ أَبِي السَّمْحِ رَضِيَ اللهُ عَنْه مَرْفُوْعًا: يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

(২৬৪) আবুস সাম্হ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কন্যাশিশুর পেশাব ধৌত করতে হয় আর পুত্রশিশুর পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। (নাসায়ি[৬৯] ও হাকিম)।[৭০] *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩০৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৮৯]*

(٢٦٥) عَنْ أُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنًا لَهَا بَالَ عَلَى ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ. وَزَادَ مُسْلِمٌ: غَسْلًا.

(২৬৫) উম্মু কাইস বিনতু মিহসান ﵂ বলেন, তার এক শিশুপুত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পোশাকে পেশাব করে। তখন তিনি পানি চেয়ে নিয়ে পেশাবের উপর ছিটিয়ে দেন কিন্তু তিনি কাপড়টি ধৌত করেন না। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় বলা হয়েছে, তিনি কাপড়টি বিশেষভাবে ধৌত করেন না)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৭]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, আলী ﵁, আবুস সামহ ﵁ ও উম্মু কাইস ﵂-এর হাদীসগুলোতে পানি ছেটানো বা না ধোওয়া বলতে পানি ঢেলে হালকাভাবে ধোওয়া ও বেশি করে না ধোওয়া বোঝানো হয়েছে। আরবিতে হালকা ধোওয়া বোঝাতে 'পানি ছিটানো' শব্দ ব্যবহার করা হয়। যেমন এক হাদীসে বলা হয়েছে: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ (الْمَذْيَ) فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ

[৬৯]. আবু দাউদ ও ইবন মাজাহও হাদীসটি সংকলন করেছেন। [আবু দাউদ-৩৭৬; ইবন মাজাহ-৫২৬] (অনুবাদক)

[৭০]. গ্রন্থকার টীকায় বলেছেন, যাহাবি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়া বুখারি, ইবনুল আসীর, আলবানি, শুআইব আরনাউত, ইসলাম মানসুর, তামীমি প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বা হাসান বলেছে। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَيَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلَاةِ. 'যদি তোমাদের কারো মাযি বা যৌনরস নির্গত হয় তাহলে পুরষাঙ্গে পানি ছিটিয়ে সালাতের জন্য ওযু করবে'। হাদীসটি তিরমিযি, নাসায়ি ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। সকল ফকীহ ও ইমাম একমত যে, এখানে পানি ছিটানো অর্থ হালকাভাবে ধুয়ে ফেলা। আল্লাহই ভালো জানেন।[৭১]

(৯৪) হালাল জীব-জানোয়ারের লালা পবিত্র

(٢٦٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنَّ لُعَابَهَا يَسِيْلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ.

(২৬৬) আমর ইবন খারিজা ﷺ বলেন, নবী ﷺ তাঁর উটের উপরে বসে বক্তৃতা প্রদান করছিলেন। এসময়ে আমি তাঁর উটের গলার নিচে ছিলাম। উটটি জাবর কাটছিল এবং তার লালা গড়িয়ে আমার কাঁধের উপর পড়ছিল। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)।

[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২১২১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭৬৬৪]

(৯৫) মল-মূত্র ত্যাগের সময় কিবলার দিকে মুখ করা বা কিবলাকে পেছনে রাখার বিধান ও যে সকল দ্রব্য দিয়ে ইসতিনজা করা বৈধ নয়

(٢٦٧) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوا. قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ

[৭১]. মুসলিম উম্মাহর সকল ফকীহ একমত যে, সকল শিশুর মূত্র অপবিত্র। তবে দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব থেকে পোশাক বা দেহ পবিত্র করার পদ্ধতির বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। উপরের হাদীসগুলোর আলোকে ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফিয়ি ও অন্যান্য অনেক ফকীহ বলেন যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্রের পেশাবের স্থানে পানি ঢেলে দিলেই তা পবিত্র হয়ে যাবে। আর শিশুকন্যার পেশাব পানি ঢালার পরে ধুয়ে নিংড়াতে হবে। অপরদিকে ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালিক ও অন্য অনেক ফকীহ বলেন যে, উভয়ের পেশাবই ধৌত করতে হবে। তাদের মতে বালক শিশুর পেশাব সাধারণভাবে নির্দিষ্ট ধারায় পতিত হয়। সেহেতু সেক্ষেত্রে পেশাবের স্থান চিহ্নিত করে সেই স্থানে পানি ঢেলে ধুয়ে নেওয়া যায়। আর বালিকা শিশুর পেশাবের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়; সেহেতু সেক্ষেত্রে পুরো স্থান ধোয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তারা বলেন যে, উপরের হাদীসগুলোতে এই নির্দেশনাই দেওয়া হয়েছে। তারা বলেন, আরবিতে এভাবে পানি ছিটানো বা পানি ঢালা বলতে 'ধোয়া' বা 'হালকা ধোয়া' বোঝানো হয়ে থাকে। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ تَعَالَى.

(২৬৭) আবু আইউব আনসারি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মলমূত্র ত্যাগকালে কিবলাকে সামনে রাখবে না বা পেছনে রাখবে না। বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করবে।[৭২] আবু আইউব ﵁ বলেন, এরপর আমরা যখন সিরিয়ায় গমন করলাম তখন দেখলাম সেখানকার শৌচাগারগুলো কিবলার দিকে মুখ করে তৈরি করা। তখন আমরা সেগুলোর মধ্যে ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম[৭৩]। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিম আবু হুরাইরা ﵁ থেকে এই অর্থে আরেকটি হাদীস সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৪,২৬৫]*

(٢٦٨) عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: لَقَدْ نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.

(২৬৮) সালমান ফারসি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিষেধ করেছেন, মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলাকে সামনে রাখতে, ডানহাত দিয়ে শৌচকর্ম করতে, তিনটির কম পাথর দিয়ে শৌচকর্ম সম্পন্ন করতে এবং ঘুটে বা হাড় দিয়ে শৌচ করতে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬২]*

(٢٦٩) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

(২৬৯) জাবির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কিবলা সামনে রেখে মূত্রত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। অতঃপর তাঁর

[৭২]. মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটাতে বলেছেন, যেন কিবলা সামনে বা পেছনে না থাকে। (অনুবাদক)

[৭৩]. কিবলামুখি করে বানানো শৌচাগারে ঘুরে বসার পরেও তারা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতেন; কারণ এভাবে বসার পরেও মনে সন্দেহ হয় যে, হয়তবা কিছু ত্রুটি রয়ে গেল। এছাড়া এধরনের শৌচাগার ব্যবহার করতেও মুমিনের মনে দ্বিধা অনুভব হয়। আর মুমিন শরীআতের বিধান পালনে সামান্যতম অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যও মনের মধ্যে কষ্ট অনুভব করেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ইন্তিকালের এক বছর পূর্বে তাঁকে কিবলাকে সামনে রাখতে দেখলাম। (আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩২৫]*

(٢٧٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِيْ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ.

(২৭০) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, আমি দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকে পেছন ফিরে তাঁর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারছেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৬]*

আবু আইউব ও সালমান ﷺ-এর হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে শৌচাগার-অভ্যন্তরে বা মাঠে প্রান্তরে সর্বত্র ও সর্বাবস্থায় মলমূত্র ত্যাগের সময় কিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখা নিষিদ্ধ। জাবির ও ইবন উমারের হাদীস থেকে এর বৈধতা বোঝা যায়। গ্রন্থকার এ বিষয়ে বলেন, সম্ভবত কিবলাকে সামনে বা পেছনে রাখার বৈধতা শুধুমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য। কারণ তাঁর মর্যাদা কিবলার চেয়েও বেশি। এছাড়া লক্ষণীয় যে, এ বিষয়ক নিষেধাজ্ঞা স্পষ্ট নির্দেশ। পক্ষান্তরে বৈধতার বিষয়ে কোনো স্পষ্ট নির্দেশ বা বাণী নেই। শুধুমাত্র তাঁর কর্ম রয়েছে, যা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। গ্রন্থকার ﷺ বলেন, কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর কর্মের মাধ্যমে তিনি শিখিয়েছেন যে, এভাবে মলমূত্র ত্যাগ করা বৈধ। আর নিষেধাজ্ঞার উদ্দেশ্য হল, এভাবে মলমূত্র ত্যাগ না করাই উত্তম। কাজেই উভয়ের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই।[৭৪]

(৯৬) মলমূত্র ত্যাগের আদব

(٢٧١) عَنْ حَبِيْبٍ الطَّائِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمِرْفَقَ لَبِسَ حِذَاءَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ.

(২৭১) তাবি'-তাবিয়ি হাবীব ইবন সালিহ তায়ি (মৃ. ১৪৭ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ শৌচাগারে প্রবেশ করতে চাইলে তাঁর জুতা পরিধান করতেন এবং মাথা আবৃত করতেন। (হাদীসটি ইবন সা'দ সংকলন

[৭৪]. অর্থাৎ উভয়ের সমন্বিত অর্থ হল, এভাবে ইসতিনজা বৈধ তবে অনুত্তম বা মাকরুহ তানযীহি। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছেন। হাদীসটি মুরসাল এবং তাবি'-তাবিয়ি পর্যন্ত এর সনদ হাসান)।[৭৫] *[ইবনু সা'দ, আত তাবাকাতুল কুবরা, পৃ. ২৯০]*

(৯৭) শৌচাগারে প্রবেশের দুআ

(٢٧٢) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ: **اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.**

(২৭২) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন নির্জন স্থানে (মলমূত্র ত্যাগের স্থানে) প্রবেশ করতেন তখন (প্রবেশের পূর্বে) বলতেন, اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ [আল্লাহুম্মা ইন্নি আউযু বিকা মিনাল খুবুসি ওয়াল খাবায়িস] হে আল্লাহ, আমি অপবিত্র কর্ম বা পুরুষ ও নারী অপবিত্রদের (শয়তানদের) থেকে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৭৫]*

(৯৮) বসে অথবা দাঁড়িয়ে পেশাব করা

(٢٧٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوْهُ مَا كَانَ يَبُوْلُ إِلَّا جَالِسًا.

(২৭৩) আয়িশা ﷺ বলেন, যদি কেউ তোমাদেরকে বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে পেশাব করতেন তাহলে তোমরা তা সত্য বলে মানবে না। তিনি বসে ছাড়া পেশাব করতেন না। (নাসায়ি, তিরমিযি ও ইবন মাজাহ। হাদীসটির সনদ হাসান)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩০৭]*

(٢٧٤) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ أَسْلَمْتُ.

[৭৫]. এখানে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: প্রথমত, হাদীসটি ইবন সা'দ ছাড়াও বাইহাকি সংকলন করেছেন। আব্দুর রাউফ মুনাবি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি শুধু মুরসালই নয়, তাবি'-তাবিয়ি হাবীব তায়ি পর্যন্ত সনদও দুর্বল। হাদীসটির একমাত্র বর্ণনাকারী আবু বাকর ইবন আব্দুল্লাহ ইবন আবু মরিয়ম। তিনিই দাবি করেন যে, হাবীব তায়ি তাকে হাদীসটি বলেছেন। এই আবু বাকর দুর্বল রাবী। দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে সহীহ সনদে আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজে ইসতিনজার সময় মাথা আবৃত করতেন এবং মুসলিমদেরকে মাথা আবৃত করতে উৎসাহ দিতেন। হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক তার 'আয যুহদ' গ্রন্থে (পৃ. ১০৭) ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২৭৪) উমার ﵁ বলেন, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আমি দাঁড়িয়ে পেশাব করিনি। (বাযযার। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-১৪৯; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১৩২৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৪৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩০৮]*

(٢٧٥) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا.

(২৭৫) হুযাইফা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক এলাকার আবর্জনার স্থানে গমন করেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২২৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৭৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩০৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত কোনো ওযরের কারণে এভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। অথবা এভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করা যে মুবাহ তা দেখানোর জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৯৯) গোবর-ঘুঁটের অপবিত্রতা, পানি দ্বারা পবিত্র হওয়া মুসতাহাব এবং পানি ও পাথর উভয়ের ব্যবহার মুসতাহাব

(٢٧٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَائِطَ فَأَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ.

(২৭৬) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মলত্যাগের জন্য বের হন। তিনি আমাকে বলেন, আমাকে তিনটি পাথর এনে দাও। আমি দুইটি পাথর পেলাম এবং তৃতীয় একটি খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু পেলাম না। তখন একদলা পশুর শুকনো মল বা গোবর নিলাম। অতঃপর সেগুলো তাঁর কাছ এনে দিলাম। তিনি পাথর দুইটি নিলেন এবং গোবরের টুকরা ফেলে দিলেন এবং বললেন, এটা অপবিত্র। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪২]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٢٧٧) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْخَلَاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِيْ إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً يَسْتَنْجِيْ بِالْمَاءِ.

(২৭৭) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে) নির্জনস্থানে গমন করলে আমি এবং আমার মতো আরেকজন বালক দুজনে একপাত্র পানি ও একটি বল্লম বা বর্শা নিয়ে গমন করতাম (ওযুর জন্য পানি ও নামাযের সামনে সুতরা বা আড়াল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বর্শা)। তিনি পানি দিয়ে ইসতিনজা করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭২১]*

(٢٧٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَبْعَرُوْنَ بَعْرًا وَإِنَّكُمْ تَثْلِطُوْنَ ثَلْطًا فَأَتْبِعُوا الْحِجَارَةَ بِالْمَاءِ.

(২৭৮) আলী ﷺ বলেন, তোমাদের পূর্বের যুগের মানুষেরা ছাগলের মতো দানাদানা মলত্যাগ করত। আর তোমরা নরম ও বেশি মলত্যাগ কর।[৭৬] কাজেই তোমরা পাথর ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহার করবে। (বাইহাকি, ইবন আবী শাইবা, আব্দুর রাযযাক। সনদ গ্রহণযোগ্য)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১৬৩৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৫১৭]*

(٢٧٩) عَنْ مَوْلَى عُمَرَ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا بَالَ قَالَ: نَاوِلْنِيْ شَيْئًا أَسْتَنْجِيْ بِهِ قَالَ: فَأُنَاوِلُهُ الْعُوْدَ وَالْحَجَرَ أَوْ يَأْتِيْ حَائِطًا يَمْسَحُ بِهِ أَوْ يَمَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَغْسِلُهُ.

(২৭৯) উমার ﷺ-এর খাদিম ইয়াসার ইবন নুমাইর বলেন, উমার ﷺ যখন পেশাব করতেন তখন বলতেন, আমাকে কিছু দাও, যা দিয়ে আমি ইসতিনজা করব। তখন আমি কাঠের টুকরা ও পাথর তার হাতে প্রদান করতাম, অথবা তিনি কোনো প্রাচীরে এসে তাতে মুছে নিতেন, অথবা মাটি স্পর্শ করতেন, আর তিনি তা (যৌনাঙ্গ) ধৌত করতেন না। (বাইহাকি। বাইহাকি বলেন, এই বিষয়ে এই হাদীসটিই সবচেয়ে সহীহ)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৭১০]*

---

[৭৬]. ইসলামের প্রথম যুগের মানুষদের খাদ্য কম ছিল। পরবর্তী যুগে প্রাচুর্যের কারণে খাদ্যের প্রকরণ ও পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মলত্যাগে এর প্রভাব পড়ে। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٢٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِيْ أَهْلِ قُبَاءَ: فِيْهِ رِجَالٌ يُحِبُّوْنَ أَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِيْنَ فَسَأَلَهُمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا: إِنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ.

(২৮০) ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, যখন কুবাবাসীদের সম্পর্কে এই আয়াত নাযিল হল: 'তথায় এমন লোক আছে যারা পবিত্রতা অর্জন ভালোবাসে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদিগকে আল্লাহ পছন্দ করেন'।[৭৭] তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে তাদের পবিত্রতা অর্জনের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। তারা বলেন, আমরা পাথর ব্যবহারের পরে পানি ব্যবহার করি। (হাদীসটি বাযযার সংকলন করেছেন। এর সনদ দুর্বল)। *[হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১০৫৩; কাশফুল আসতার, হাদীস-২৪৭]*

গ্রন্থকার বলেন, হাফিয ইবন হাজার আসকালানি বলেন, এই হাদীসের মূল সহীহ রূপ আবু হুরাইরা ﷺ থেকে আবু দাউদ ও তিরমিযি কর্তৃক সংকলিত এবং ইবন খুযাইমা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে শুধু পানি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে, পাথরের উল্লেখ নেই।[৭৮]

(১০০) তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিনজা করা মুসতাহাব এবং ইসতিনজার সময়ে পর্দা করা ওয়াজিব

(٢٨١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ... وَمَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ.

(২৮১) আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পাথর দিয়ে শৌচ করবে সে যেন বেজোড় সংখ্যায় পাথর ব্যবহার করে। যদি কেউ তা করে তাহলে ভালো, আর না করলে অসুবিধা নেই।... এই হাদীসে আরো বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি মলত্যাগের জন্য গমন করবে, সে যেন নিজেকে আড়াল করে। (হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। ইবন হিব্বান, হাকিম ও নববি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

[৭৭]. সূরা: (৯) তাওবা, আয়াত: ১০৮।

[৭৮]. আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত এই হাদীসে বলা হয়েছে: كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةُ। 'কুবাবাসীগণ পানি দিয়ে শৌচ করে এজন্য তাদের প্রশংসায় এই আয়াত নাযিল হয়'। [আবু দাউদ-৪৪; তিরমিযি-৩১০০; ইবন মাজাহ-৩৫৭; বুলুগুল মারাম-১০৭] (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাফিয ইবন হাজার আসকালানি ফাতহুল বারি গ্রন্থে হাদীসটি হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৮৮৩৮; সুনান দারিমি, হাদীস-৬৮৯; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৪১০; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭১৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৩৭]*

(٢٨٢) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَغَوَّطَ الرَّجُلَانِ فَلْيَتَوَارَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ وَلَا يَتَحَدَّثَا فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

(২৮২) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি দুইব্যক্তি মলত্যাগ করে তাহলে যেন একে অপর থেকে আড়ালে চলে যায় এবং উভয়ে কথা না বলে। কারণ আল্লাহ তা ঘৃণা করেন। (ইবনুস সাকান ও ইবনুল কাত্তান। তারা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাফিয ইবন হাজার আসকালানি হাদীসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদ এই অর্থে একটি হাদীস আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ থেকে সংকলন করেছেন)। *[ইবনুল কাত্তান, বায়ানুল ওয়াহমি ওয়াল ঈহাম ৫/২৬০; ইবন হাজার, বুলুগুল মারাম ১/২৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১১৩১০; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৭১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৬০]*

(১০১) রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা

(٢٨٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اِتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ.

(২৮৩) আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা দুইটি অভিশাপদানকারী কর্ম থেকে বিরত থাকবে। তারা প্রশ্ন করেন, হে আল্লাহর রাসূল, দুইটি অভিশাপদানকারী কর্ম কী? তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মানুষের রাস্তায় মলমূত্র ত্যাগ করে এবং যে ব্যক্তি মানুষের (ব্যবহারের উপযোগী) ছায়ায় মলমূত্র ত্যাগ করে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৬৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৫]*

(১০২) মলমূত্র ত্যাগের সময় আল্লাহর নামাঙ্কিত আংটি খুলে নেওয়া

(٢٨٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ.

(২৮৪) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগারে প্রবেশ করতেন তখন তাঁর আংটি খুলে রাখতেন। (চার সুনান গ্রন্থ। তিরমিযি হাদীসটি সহীহ বলেছেন। আবু দাউদ হাদীসটি দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য বলে উল্লেখ করেছেন। বাইহাকি এই হাদীসটির সমার্থক আরেকটি দুর্বল হাদীস উল্লেখ করেছেন। বুখারির এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আংটিতে তিনটি লাইন ছিল- এক লাইনে 'মুহাম্মাদ', আরেক লাইনে 'রাসূল' এবং আরেক লাইনে 'আল্লাহ' লিখিত ছিল)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩০৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৭৪৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫২১৩]*

(১০৩) পেশাবের পরে পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দেওয়া

(٢٨٥) عَنْ عِيْسَى بْنِ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْثُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

(২৮৫) ঈসা ইবন ইয়াযদাদ বলেন, আমার পিতা (তাবিয়ি) ইয়াযদাদ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ পেশাব করলে সে যেন তার পুরুষাঙ্গ তিনবার টান দেয়। (হাদীসটি ইবন মাজাহ দুর্বল সনদে সংকলন করেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩২৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯০৫৪]*

পেশাব থেকে পবিত্র হওয়ার এই বিষয়ক মূল নির্দেশ বুখারি ও মুসলিম সংকলিত একটি হাদীসে পাওয়া যায়। যে হাদীস দুই ব্যক্তির কবরে আযাব হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের একব্যক্তি পেশাব থেকে পবিত্র হত না।

(১০৪) মলমূত্র ত্যাগের পরে কী বলতে হবে

(٢٨٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ: غُفْرَانَكَ.

(২৮৬) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন শৌচাগার বা মলমূত্র ত্যাগের স্থান থেকে বের হতেন তখন বলতেন, غُفْرَانَكَ [গুফরানাকা] 'আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করছি'। (আবু দাউদ, তিরমিযি ও ইবন মাজাহ।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাকিম, আবু হাতিম, ইবন খুযাইমা ও ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩০০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৬২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৯০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৪৪৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৫২২০]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

كِتَابُ الصَّلَاةِ

সালাত

(১) সালাত ইসলামের স্তম্ভ

(٢٨٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

(২৮৭) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইসলামকে পাঁচটি বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, তা হল- ১. (বিশ্বাসের সাথে) সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ বা উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল বা প্রেরিত বার্তাবাহক, ২. সালাত কায়িম করা, ৩. যাকাত প্রদান করা, ৪. হজ্জ ও ৫. রমাযান মাসের সিয়াম। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬০৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০০১]*

(২) পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের অত্যাবশ্যকীয়তা

(٢٨٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِيْنَ ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا ثُمَّ نُوْدِيَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِيْنَ.

(২৮৮) আনাস ﷺ বলেন, ইসরার (মি'রাজের) রাত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর পঞ্চাশ (ওয়াক্ত) সালাত ফরয করা হয়। অতঃপর তা কমানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত পাঁচ (ওয়াক্ত) করা হয়। এরপর ঘোষণা দেওয়া হয়, হে মুহাম্মাদ, আমার নিকট কথা পরিবর্তিত হয় না। আপনার জন্য এই পাঁচের বিনিময়ে পঞ্চাশ।[৭৯] (আহমাদ, নাসায়ি। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৬৪১;*

[৭৯]. উম্মাতে মুহাম্মাদি পাঁচ ওয়াক্ত আদায়ের মাধ্যমেই পঞ্চাশ ওয়াক্তের পুরস্কার লাভ করবে। (অনুবাদক)

সুনান তিরমিযি, হাদীস-২১৩ সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৪৯]

(٢٨٩) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اِفْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ.

(২৮৯) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের উপর পাঁচ সালাত ফরয করেছেন। (নাসায়ি)।[৮০] *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৫৯; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৪৪৭]*

(৩) সালাতে উৎসাহ প্রদান

(٢٩٠) عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ رُكُوْعِهِنَّ وَسُجُوْدِهِنَّ وَوُضُوْئِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَّهُنَّ حَقٌّ مِنْ عِنْدِ اللهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَفِيْ لَفْظٍ: حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

(২৯০) হানযালা কাতিব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত সদাসর্বদা পরিপূর্ণরূপে সংরক্ষণ করবে, এর রুকু, সাজদা, ওযু, ওয়াক্ত পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করবে এবং জানবে যে, এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর অর্পিত হক দায়িত্ব, সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে। অথবা তিনি বলেন, সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। অন্য বর্ণনায়, সেই ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। (আহমাদ গ্রহণযোগ্য সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৮৩৪৫ ও ১৮৩৪৬]*

(৪) পূর্ণরূপে সালাত পালনের মর্যাদা ও অবহেলার ভয়াবহ পরিণতি

(٢٩١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ.

[৮০]. [হাকিম, যাহাবি, আলবানি, শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটির সনদ মুসলিমের শর্তে সহীহ। -সম্পাদক]

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২৯১) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সালাতের কথা উল্লেখ করেন। তখন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে সালাত সংরক্ষণ (আদায়) করবে তার জন্য সালাত কিয়ামতের দিন নূর ও দলীলরূপে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি সঠিকভাবে তা পালন করবে না কিয়ামতে তার কোনো নূর থাকবে না, দলীলও থাকবে না এবং তার নাজাতের (মুক্তির) কোনো উপায় থাকবে না। সে কিয়ামতের দিন কারূন, ফিরাউন, হামান ও উবাই ইবন খালাফের সাথে থাকবে। (আহমাদ। সনদ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৫৭৬]*

(٢٩٢) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْعَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ.

(২৯২) বুরাইদা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাদের ও তাদের মধ্যে চুক্তি হল সালাত। যে ব্যক্তি সালাত পরিত্যাগ করবে সে কাফির হয়ে যাবে। (আহমাদ ও চার সুনান গ্রন্থ প্রণেতা। তিরমিযি ও নাসায়ি হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২৯৩৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬২১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৬৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৭৯]*

গ্রন্থকার বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, যদি কেউ গুরুত্বহীন মনে করে বা সালাতের অত্যাবশ্যকীয়তা অস্বীকার করে সালাত পরিত্যাগ করে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে। আর যদি কেউ সালাতের অতীব গুরুত্ব ও অত্যাবশ্যকীয়তা পূর্ণরূপে স্বীকার করে কিন্তু আলসেমি বা ঢিলেমি-হেতু সালাত আদায় না করে তাহলে সে কাফির বলে গণ্য হবে না। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٢٩٣) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: ...وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ.

(২৯৩) উবাদাহ ইবনুস সামিত ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পরিপূর্ণরূপে পালনের পুরস্কার ও অবহেলার শাস্তি উল্লেখ করে বলেন, যে ব্যক্তি পালন করবে না আল্লাহর নিকট তার কোনো দায়িত্ব বা যিম্মাদারি নেই। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিবেন এবং ইচ্ছা

করলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। (মালিক, আহমাদ, নাসায়ি ও আবু দাউদ)।[৮১] *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৪০০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২৬৯৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪২০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৬১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৪০১]*

এই অর্থ সমর্থন করে অন্য একটি হাদীস:

(٢٩٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلَّا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

(২৯৪) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো ব্যক্তি যদি বিশুদ্ধ আন্তরিক সততার সাথে সাক্ষ্য প্রদান করে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল তাহলে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম নিষিদ্ধ করে দিবেন। (বুখারি। মুসলিম এই অর্থে আরেকটি হাদীস উবাদাহ ﷺ-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১২৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯ ও ৩২]*

(৫) শিশুর সালাত

(٢٩٥) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوْعًا: مُرُوْا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ سِنِيْنَ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

(২৯৫) আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের সন্তানদেরকে সাতবছর থেকে সালাতের নির্দেশ প্রদান করবে এবং দশবছরে তাদেরকে সালাতের জন্য প্রহার করবে এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দেবে। (আহমাদ ও আবু দাউদ। তিরমিযি হাদীসটি সাবুরাহ থেকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৭৫৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৫]*

গ্রন্থকার বলেন, এই নির্দেশ অভ্যাস করানোর জন্য। কারণ এই বয়সে সালাত তাদের উপর ফরয নয়। সহীহ হাদীসে বলা হয়েছে যে,

[৮১]. গ্রন্থকার টীকায় বলেছেন, মুনযিরি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এছাড়া আরো সহীহ বলেছেন, ইবনুল আসীর, ইবনুল মুলাক্কিন, আলবানি, শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

অপ্রাপ্ত-বয়স্ক শিশু-কিশোর শরীআতের বিধিবিধান থেকে মুক্ত। আল্লাহই ভালো জানেন।

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ওয়াক্ত বা সময় বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৬) সালাতের ওয়াক্তসমূহের বিবরণ

(٢٩٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

(২৯৬) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যুহরের সময় সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে পড়লে এবং যখন মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের মতো হবে, যতক্ষণ আসরের সময় উপস্থিত না হবে। আসরের সময় সূর্য হলুদ না হওয়া পর্যন্ত। মাগরিবের সালাতের সময় দিগন্তের আলো দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত। ইশার সালাতের সময় মধ্যরাত্র পর্যন্ত। ফজরের সালাতের সময় ভোর উদিত হওয়া থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬১২]*

(٢٩٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْمَغْرِبِ.

(২৯৭) আব্দুল্লাহ ইবন আমর বলেন, আসরের সময় মাগবিবের সময় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত। (তাবারানি সহীহ সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১৪৫২৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৭৩৩; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৭১৪]*

(٢٩٨) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ: ثُمَّ أَذَّنَ لِلْعِشَاءِ حِيْنَ أُذْهِبَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَهُوَ الشَّفَقُ.

(২৯৮) জাবির ﵁ দীর্ঘ হাদীস বর্ণনার মধ্যে বলেন, এরপর দিবসের শুভ্রতা যা হচ্ছে 'শাফাক' তা তিরোহিত হলে বিলাল ইশার আযান প্রদান করলেন। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৬৭৮৭]*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٢٩٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَّةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ: إِنَّهُ لَوَقْتُهَا.

(২৯৯) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাতে রাতের সাধারণ অংশ অতিবাহিত হলে ইশার সালাত আদায় করলেন, এমনকি মসজিদের মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। এরপর তিনি বেরিয়ে সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, এই হল ইশার সময়। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৩৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৩৬]*

(٣٠٠) عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِيْ مُوسَى: وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ وَلَا تَغْفُلْهَا.

(৩০০) নাফি' ইবন জুবাইর বলেন, উমার ﵁ আবু মুসা আশআরি ﵁-কে চিঠিতে লেখেন, রাত্রের যখন ইচ্ছা ইশার সালাত আদায় করুন, একে ভুলে যাবেন না বেখেয়াল হবেন না। (হাদীসটি তাহাবি সংকলন করেছেন। সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৯৫৭]*

(٣٠١) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا إِفْرَاطُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ؟ قَالَ: طُلُوْعُ الْفَجْرِ.

(৩০১) উবাইদ ইবন জুরাইজ বলেন, তিনি আবু হুরাইরা ﵁-কে প্রশ্ন করেন, ইশার সালাতের অবহেলার চূড়ান্ত পর্যায় কী? তিনি বলেন, সুবহে সাদিকের উদয় হওয়া। (হাদীসটি তাহাবি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৯৫৯]*

(٣٠٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُوْرِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا بَيَاضُ الْأُفُقِ الْمُسْتَطِيْلُ هَكَذَا حَتَّى يَسْتَطِيْرَ هَكَذَا وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِيْ مُعْتَرِضًا.

(৩০২) সামুরাহ ইবন জুনদুব ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান বা দিগন্তের এইরূপ লম্বা শুভ্রতা তোমাদের কাউকে যেন তার সাহরির খাদ্যগ্রহণ থেকে ধোঁকা না দেয়। যতক্ষণ না

এভাবে দিগন্তে প্রসারিত হয়ে প্রভাতের সূচনা হয়। হাদীসের বর্ণনাকারী হাম্মাদ ইবন যাইদ (মৃ. ১৭৯ হি.) তার দুইহাত দুইদিকে প্রসারিত করে সুবহে সাদিকের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৯৪]*

(৭) গ্রীষ্মকালের যুহর ও জুমুআর সালাত বিলম্বে আদায় করা মুসতাহাব

(٣٠٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

(৩০৩) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন উত্তাপ প্রচণ্ড হবে তখন তোমরা সালাতকে ঠাণ্ডা করবে; কারণ উত্তাপের প্রচণ্ডতা জাহান্নামের প্রশ্বাস থেকে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬১৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪০২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৫৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫০০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৭৭]*

(٣٠٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ بَكَّرَ بِالصَّلَاةِ وَإِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرَدَ بِالصَّلَاةِ يَعْنِي الْجُمُعَةَ.

(৩০৪) আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, যখন ঠাণ্ডা বৃদ্ধি পেত তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ওয়াক্তের শুরুতেই সালাত আদায় করতেন। আর যখন উত্তাপ বৃদ্ধি পেত তখন তিনি সালাতকে ঠাণ্ডা করতেন, অর্থাৎ জুমুআর সালাত। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৯০৬]*

(٣٠٥) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَذَّنَ مُؤَذِّنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالَ: أَبْرِدْ أَبْرِدْ أَوْ قَالَ: اِنْتَظِرِ انْتَظِرْ... وَفِيْهِ قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ: حَتَّى رَأَيْنَا فَيْءَ التُّلُوْلِ.

(৩০৫) আবু যার ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআযযিন যুহরের সালাতের আযান প্রদান করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, ঠাণ্ডা করো, ঠাণ্ডা করো। অথবা তিনি বলেন, অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো।... এই হাদীসের শেষে আবু যার বলেন, এমনকি আমরা টিলাগুলোর ছায়া

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেখতে পেলাম। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬১৬]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই হাদীস থেকে যুহরের সালাত অনেক দেরি করে পড়ার কথা বোঝা যায়। কারণ টিলার আকৃতি গোলাকার হয় এবং পাদদেশ প্রশস্ত থাকে। এগুলোর ছায়া মাটিতে আসতে অনেক দেরি হয়। মাটিতে টিলার ছায়া দেখতে পাওয়ার এই হাদীস থেকে মনে হয়, যুহরের ওয়াক্ত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত বাকি থাকে। তবে এই অর্থে কোনো স্পষ্ট হাদীস পাওয়া যায় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৮) 'আস সালাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী সালাত নির্ধারণ এবং আসরের সালাত ছুটে যাওয়ার ভয়ঙ্কর পাপ

(٣٠٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ.

(৩০৬) ইবন মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'সালাতুল উসতা' বা মধ্যবর্তী সালাত হল আসরের সালাত। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৮১]*

(٣٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: اَلَّذِيْ تَفُوْتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ.

(৩০৭) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যার আসরের সালাত ছুটে গেল যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধনসম্পদ ধ্বংস হয়ে গেল। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬২৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪১৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৭৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫১২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৮৫]*

(٣٠٨) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

(৩০৮) বুরাইদা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সালাতুল আসর পরিত্যাগ করবে তার কর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৫৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৭৪]*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৯) আসরের সালাত দেরি করা মুসতাহাব

(٣٠٩) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيْلًا لِلْعَصْرِ مِنْهُ.

(৩০৯) উম্মু সালামা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত তোমরা যে সময়ে আদায় কর তার আগে আদায় করতেন। আর তিনি যে সময়ে আসরের সালাত আদায় করতেন তোমরা তার আগেই তা আদায় কর। (আহমাদ ও তিরমিযি। ইবনুত তুরকমানি হাদীসটি সহীহ বলে গণ্য করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৪৭৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৬১]*

(٣١٠) عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَدِمْنَا عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

(৩১০) আলী ইবন শাইবান ﵁ বলেন, আমরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করি। তখন তিনি আসরের সালাত দেরি করতেন, যতক্ষণ সূর্য পরিষ্কার সাদা থাকত। (আবু দাউদ)।[৮২] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪০৮]*

আলী ﵁ এভাবে সালাত আদায় করতেন মর্মে একটি হাদীস হাকিম সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ এভাবে সালাত আদায় করতেন মর্মে একটি হাদীস আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, তারা প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হওয়ার পরে এবং সূর্যের মধ্যে হলুদাভা আসার পূর্বে আসর পড়তেন। আবু হুরাইরা ﵁-এর একটি বাণী এই অর্থ প্রকাশ করে।

(٣١١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَكَ

[৮২]. আলবানি ও শুআইব আরনাউত বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল। সনদের দুইজন রাবী: মুহাম্মাদ ইবন ইয়াযীদ ও ইয়াযীদ ইবন আব্দুর রাহমান অজ্ঞাতপরিচয়। দেখুন: আলবানি, যয়ীফ সুনান আবু দাউদ ১/১৪৮; শুআইব আরনাউত, তাহকীক সুনান আবু দাউদ ১/৩০৬। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَالْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّكَ مِثْلَيْكَ.

(৩১১) আব্দুল্লাহ ইবন রাফি বলেন, তিনি আবু হুরাইরা ﵁-কে সালাতের ওয়াক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। তখন আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, যখন তোমার ছায়া তোমার সমান হবে তখন যুহরের সালাত আদায় করবে। এবং যখন তোমার ছায়া তোমার দ্বিগুণ হবে তখন আসরের সালাত আদায় করবে। (মালিক সহীহ সনদে)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-১২]*

(১০) মেঘলা দিনে মুসতাহাব সময়

(٣١٢) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ مَرْفُوْعًا: عَجِّلُوْا صَلَاةَ الْعَصْرِ فِيْ يَوْمِ الْغَيْمِ... عَجِّلُوْا صَلَاةَ النَّهَارِ فِيْ يَوْمِ الْغَيْمِ وَأَخِّرُوا الْمَغْرِبَ.

(৩১২) তাবিয়ি আব্দুল আযীয ইবন রুফাই (মৃ. ১৩০ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা মেঘের দিনে আসরের সালাত আগে আদায় করবে। (হাদীসটি সায়ীদ ইবন মানসুর সংকলন করেছেন। হাদীসটি মুরসাল, তবে তাবিয়ি পর্যন্ত সনদ শক্তিশালী। আবু দাউদের বর্ণনায় আব্দুল আযীযের এই হাদীসে বলা হয়েছে, মেঘের দিনে তোমরা দিনের সালাত আগে আদায় করবে এবং মাগরিব দেরি করে আদায় করবে। আবু দাউদের মুরসালটি শক্তিশালী)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬২৮৮; মারাসীল আবু দাউদ, হাদীস-১৩; ইবন হাজার, ফাতহুল বারি ২/৬৬]*

(٣١٣) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا: إِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَأَخِّرُوا الظُّهْرَ وَعَجِّلُوا الْعَصْرَ.

(৩১৩) উমার ﵁ বলেছেন, যদি মেঘলা দিন হয় তাহলে যুহরের সালাত দেরি করে (শেষ ওয়াক্তে) আদায় করবে এবং আসরের সালাত আগে (প্রথম ওয়াক্তে) আদায় করবে। (হাদীসটি ইবন হাজার আসকালানি 'ফাতহুল বারি' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এই হাদীসের মূল সহীহ বুখারিতে মেঘলা দিনে আসরের সালাত বিষয়ে বুরাইদার মাওকুফ হাদীসে বিদ্যমান)। *[ইবন হাজার, ফাতহুল বারি ২/৬৬; ইবন বাত্তাল, শারহুল বুখারি ২/২১৩; সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৫৩, ৫৯৪]*

(১১) মাগরিবের সালাত প্রথম ওয়াক্তে আদায় মুসতাহাব

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٣١٤) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تَزَالُ أُمَّتِيْ بِخَيْرٍ أَوْ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ.

(৩১৪) আবু আইউব ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাত ততদিন পর্যন্ত কল্যাণের উপরে থাকবে, অথবা তিনি বলেন, ফিতরাতের (প্রকৃতির) উপরে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত তারা মাগরিবের সালাত তারকারাজি স্পষ্ট হয়ে পরস্পরে সম্মিলিত হওয়া পর্যন্ত দেরি না করবে। (আহমাদ ও আবু দাউদ। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৫৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪১৮; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৮৫]*

(٣١٥) عَنْ رَافِعِ بْنَ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ.

(৩১৫) রাফি’ ইবন খাদীজ ﵁ বলেন, আমরা আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাথে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। এরপর যখন আমরা ফিরে যেতাম তখন আমাদের যে কেউ তার নিক্ষেপিত তীরের পতনস্থান দেখতে পেত। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৩৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৮৭]*

(১২) ইশার সালাত পিছিয়ে আদায় করা মুসতাহাব

(٣١٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ.

(৩১৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের জন্য কষ্টসাধ্য না হলে আমি তাদের নির্দেশ প্রদান করতাম, তারা যেন ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বা মধ্যরাত পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৬৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৯১]*

(১৩) ইশার আগে ঘুমানো ও পরে গল্প করা মাকরূহ

(٣١٧) عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩১৭) আবু বারযাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার আগে ঘুমানো এবং ইশার পরে কথাবার্তা বলা অপছন্দ করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৪৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৯৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৬৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫২৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭০১]*

গ্রন্থকার বলেন, অর্থাৎ ইশার পরে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তায় সময় নষ্ট করা মাকরূহ। তবে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা যেতে পারে। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٣١٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا سَمَرَ بَعْدَ الصَّلَاةِ يَعْنِي الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَّا لِمُصَلٍّ أَوْ مُسَافِرٍ.

(৩১৮) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শুধুমাত্র নফল সালাত আদায়কারী বা মুসাফির ছাড়া আর কারো জন্য সালাতের পরে, অর্থাৎ ইশার সালাতের পরে আর কোনো রাত্রিজাগরণমূলক কথাবার্তা নেই। (আহমাদ সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৩৬০৩]*

(٣١٩) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْمُرُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ فِي الْأَمْرِ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ وَأَنَا مَعَهُمَا.

(৩১৯) উমার ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবু বাকর ﵁-এর সাথে মুসলিমদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাত জেগে কথাবার্তা বলতেন এবং আমিও তাঁদের সাথে থাকতাম। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৬৯]*

(১৪) প্রভাতের অন্ধকারের মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করা

(٣٢٠) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، الْحَدِيْثَ وَفِيْهِ: وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

(৩২০) জাবির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করতেন দুপুরে... এই হাদীসের মধ্যে তিনি বলেন, এবং তিনি ফজরের সালাত আদায় করতেন প্রভাতের অন্ধকারের মধ্যে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৬৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৪৬; সুনান আবু দাউদ,*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস-৩৯৭]

(٣٢١) عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.

(৩২১) আবু মুসা ﷺ বলেন, যখন প্রভাতের উন্মেষ হল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের জামাআত কায়িম করলেন। তখনও (আঁধারের কারণে) মানুষেরা একে অপরকে প্রায় চিনতে পারছিল না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬১৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯৭৩৩]*

(٣٢٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: صَلِّ الصُّبْحَ بِغَبَشٍ يَعْنِي الْغَلَسَ.

(৩২২) আবু হুরাইরা ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে[৮৩] বর্ণনা করেন, তুমি প্রভাতের শুরুতেই অন্ধকারের মধ্যে ফজরের সালাত আদায় করবে। (মালিক সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-১২]*

(১৫) আলোকিত করে ফজরের সালাত আদায় করা মুসতাহাব

(٣٢٣) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.

(৩২৩) রাফি' ইবন খাদীজ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ফজরের সালাতকে আলোক উদ্ভাসিত করে আদায় করবে; কারণ এভাবে আদায় করলে পুরস্কার বেশি হবে। (চার সুনান-গ্রন্থ প্রণেতা। তিরমিযি ও ইবনুল কাত্তান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সুয়ুতি হাদীসটিকে মুতাওয়াতির বলে গণ্য করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪২৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৫৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৪৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৭২]*

(٣٢٤) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبِلَالٍ: أَسْفِرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يَرَى الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ. لَفْظُ الطَّبَرَانِيِّ: نَوِّرْ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى يُبْصِرَ الْقَوْمُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِمْ مِنَ الْإِسْفَارِ.

(৩২৪) রাফি' ইবন খাদীজ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বিলাল

[৮৩]. গ্রন্থকার হাদীসটি মারফূ' বলে উল্লেখ করেছেন। মুআত্তায় হাদীসটি মাওকুফ হিসাবে সংকলিত। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ﷺ-কে বলেন, তুমি ফজরের সালাত আলোকিত করবে; যেন মানুষেরা তাদের নিক্ষিপ্ত তীরের স্থানগুলো পর্যন্ত দেখতে পায়। (তায়ালিসি। সনদ হাসান। এই হাদীসটি তাবারানিও হাসান সনদে সংকলন করেছেন। তার বর্ণনার শব্দ: 'তুমি ফজরের সালাত আলোকিত করবে; যেন সকালের আলোয় মানুষেরা তাদের নিক্ষিপ্ত তীরের স্থানগুলো দেখতে পায়'। *[মুসনাদ তায়ালিসি, হাদীস-১০০৩; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৪৪১৪]*

এই অর্থে কাতাদা ﷺ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী সংকলন করেছেন বাযযার, যার সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য। এই মর্মে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ও আলী ﷺ-এর মতামত সংকলন করেছেন তাহাবি, যেগুলোর সনদ সহীহ।

(٣٢٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوْا عَلَى التَّنْوِيْرِ بِالْفَجْرِ.

(৩২৫) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (৯৫ হি.) বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিগণ ফজরের সালাত আলোকিত করে আদায় করার বিষয়ে যেরূপ ইজমা' বা ঐকমত্য পোষণ করেছেন এরূপ আর কোনো বিষয়ে তারা একমত হননি। (তাহাবি সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)।[৮৪] *[আবু ইউসুফ, কিতাবুল আসার, হাদীস-৯৮ ও ২৭৮; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১০৯৭]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, ফজরের সালাত পুরোপুরি ফর্সা হওয়ার পরে বা আলোকিত করে আদায় করলে সাওয়াব বেশি হওয়ার কারণ এতে জামাআতে উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। নিম্নের হাদীসটি থেকে তা বোঝা যায়।

(٣٢٦) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْجَمَاعَةِ مَرْفُوعًا: مَا كَثُرَتْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

(৩২৬) উবাই ইবন কা'ব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জামাআত সম্পর্কে বলেছেন, জামাআতের লোকসংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে ততই তা আল্লাহর নিকট অধিকতর প্রিয় হবে। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯০৪;*

[৮৪]. ইবন আবী শাইবাও সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। [হাদীস নং-৩২৫৬] (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৫৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৪৩]

সাধারণভাবে ফজরের সালাত দেরি করে বা আলোকিত করে পড়লে জামাআতে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে সাধারণত আঁধার থাকতেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। কারণ তাঁর যুগের মানুষ অত্যন্ত কর্মঠ ছিলেন। এছাড়া সাহাবিগণ তাহাজ্জুদের সালাতে অভ্যস্ত ছিলেন। এজন্য ফজরের সালাত ওয়াক্তের শুরুতে আঁধার থাকতে আদায় করলেও উপস্থিতি কম হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ জেনেছিলেন যে, ইসলাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে এবং মানুষের মধ্যে দুর্বলতা বাড়বে, এজন্য তিনি উম্মাতকে আলোকিত করে ফজরের সালাত আদায় করতে উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেন জামাআতের উপস্থিতি বৃদ্ধি পায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১৬) বিতরের সময়

(٣٢٧) عَنْ أَبِيْ بَصْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ.

(৩২৭) আবু বাসরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি সালাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তা হল বিতর। অতএব তোমরা সালাতুল ইশা ও সালাতুল ফজরের মধ্যবর্তী সময়ে তা আদায় করবে। (আহমাদ ও তাবারানি। হাদীসটির সনদ সহীহ)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৮৫১; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-২১৬৮]*

(٣٢٨) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.

(৩২৮) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি শেষ রাত্রে উঠতে পারবে না বলে ভয় পায় সে যেন প্রথম রাতে বিতর আদায় করে নেয়। আর যে ব্যক্তির আশা আছে যে, শেষ রাত্রে উঠতে পারবে সে যেন শেষ রাত্রে বিতর আদায় করে। কারণ শেষ রাতের সালাতে ফিরিশতাগণ উপস্থিত থাকেন এবং শেষ রাতের বিতরই উত্তম।

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৫৫]*

(১৭) ওয়াক্তের শুরুতেই সালাত আদায় করা

(٣٢٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلصَّلَاةُ فِيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا.

(৩২৯) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, সর্বোত্তম কর্ম কী? তিনি বলেন, ওয়াক্তের শুরুতেই সালাত আদায় করা। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৭৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৩২৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৪৭৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, উপরের কোনো কোনো হাদীসে বলা হয়েছে আসর, ইশা, ফজর, গ্রীষ্মকালীন যুহর ইত্যাদি সালাত ওয়াক্ত শুরু হওয়ার কিছু পরে আদায় করা উত্তম। এই হাদীসে ওয়াক্তের শুরুতে সালাত আদায় উত্তম বলা হয়েছে। এ সকল হাদীসের সমন্বিত অর্থ হল, যে সালাতকে দেরি করে আদায়ের কোনো নির্দেশ দেওয়া হয় নি সেই সালাত ওয়াক্তের শুরুতেই আদায় করা উত্তম।

দ্বিতীয় বর্ণনায় ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: اَلصَّلَاةُ لِمِيْقَاتِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا 'সর্বোত্তম কর্ম সালাতকে তার ওয়াক্তমতো আদায় করা'। তিরমিযি এই বর্ণনা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। এই বর্ণনা উপরের সমন্বিত অর্থ সমর্থন করে। আল্লাহই ভালো জানেন। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৮৯৮; সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৫৩৪]*

(১৮) সালাত পালনে অবহেলা

(٣٣٠) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّمَا التَّفْرِيْطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيْءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى.

(৩৩০) আবু কাতাদাহ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, অবহেলা তারই হবে, যে ব্যক্তি সালাত আদায় করল না, শেষ পর্যন্ত পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত এসে গেল। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬১৬]*

তাহাবি এই অর্থে সহীহ সনদে আবু হুরাইরা ﵁-এর একটি বাণী

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সংকলন করেছেন।

(٣٣١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَا يَفُوْتُ صَلَاةٌ حَتَّى يَجِيْئَ وَقْتُ الْأُخْرَى.

(৩৩১) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, পরবর্তী সালাতের ওয়াক্ত না আসা পর্যন্ত পূর্বের সালাত বিনষ্ট হবে না। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৯৮৮]*

(১৯) দুই সালাত একত্র করা ও তার ব্যাখ্যা

(٣٣٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً بِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا... قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ.

(৩৩২) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, আমি কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কোনো সালাত তার নির্ধারিত সময়ের বাইরে আদায় করতে দেখিনি, শুধুমাত্র দুইটি সালাত বাদে: তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করেন এবং ফজরের সালাত তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আদায় করেন। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, 'ফজরের সালাত তার নির্ধারিত সময়ের পূর্বে আঁধার থাকতেই আদায় করেন')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৬৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১২৮৯]*

(٣٣٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ.

(৩৩৩) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত তার নির্ধারিত সময়ে আদায় করতেন, শুধুমাত্র মুযদালিফা ও আরাফাহ ছাড়া। (নাসায়ি। সনদ সহীহ)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩০১০]*

গ্রন্থকার বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ-এর এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, সফরে বা অন্য সময়ে দুই সালাত একত্রিত আদায় বিষয়ে বর্ণিত হাদীসগুলোর অর্থ এক সালাতকে অন্য সালাতের ওয়াক্তে আদায় করা নয়; বরং প্রথম সালাতকে তার নির্ধারিত ওয়াক্তের শেষ সময়ে ও দ্বিতীয় সালাতকে তার ওয়াক্তের প্রথম সময়ে আদায় করা। আল্লাহই

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ভালো জানেন।

(২০) 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেল সে ফজর পেল' হাদীসটির আলোচনা

(٣٣٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

(৩৩৪) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেল সে ব্যক্তি ফজরের সালাত পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাকআত পেল সে ব্যক্তি আসরের সালাত পেয়ে গেল। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৭৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫১৭]*

গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত এই হাদীস মাসবুকের সালাত বিষয়ক। মাসবুক যদি ইমামের সাথে এক রাকআত পায় তাহলে সে পুরো সালাত জামাআতে আদায়ের সাওয়াব পাবে। অন্যান্য বর্ণনার শব্দে এইরূপ বোঝা যায়।

(٣٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ. وَزَادَ الطَّحَاوِيُّ فِيْ مُشْكِلِهِ: وَفَضْلَهَا. وَلِمُسْلِمٍ فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

(৩৩৫) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকআত পেল সে ব্যক্তি পুরো সালাতই পেল। (বুখারি ও মুসলিম। তাহাবির সংকলিত শব্দে বলা হয়েছে, 'সে ব্যক্তি পুরো সালাত ও তার ফযীলত পেল।' মুসলিম সংকলিত আরেক শব্দে বলা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি ইমামের সাথে এক রাকআত সালাত পেল সে পুরো সালাতই পেল')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬০৭; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-২৩১৮]*

(٣٣٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُوْدٌ فَاسْجُدُوْا وَلَا تَعُدُّوْهَا شَيْئًا وَمَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

(৩৩৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন সালাতের জন্য আগমন করবে তখন যদি আমরা সাজদারত থাকি তাহলে তোমরাও সাজদা করবে, তবে একে কিছুই গণনা করবে না। আর যে ব্যক্তি রাকআত (রুকু) পেল সে সালাত পেল। (আবু দাউদ)।[৮৫] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৯৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১০১২]*

(٣٣٧) عَنْ سَالِمٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقْضِيْ مَا فَاتَهُ.

(৩৩৭) সালিম বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকআত পেল সে সালাত পেল, তবে সে যা পায় নি তা কাযা করবে। (নাসায়ি)।[৮৬] *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৫৮]*

(٣٣٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيْمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ.

(৩৩৮) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের এক রাকআত পেল ইমাম পিঠ সোজা করার পূর্বে সে সালাত পেল। (দারাকুতনি)।[৮৭] *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৩১৩; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৫৯৫]*

AS-SUNNAH TRUST

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এ সকল বর্ণনা সবই মাসবুককে কেন্দ্র করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, যে হাদীসে বলা হয়েছে 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বা

[৮৫]. হাকিম (১০১২) ও দারাকুতনিও (১৩১৪) হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাকিম ও যাহাবি সহীহ বলেছেন এবং আলবানি হাসান বলেছেন। দেখুন: সহীহ আবু দাউদ ৪/৪৬। -সম্পাদক

[৮৬]. গ্রন্থকারের বর্ণনার ঢঙে অনুমিত হয়, এটিও হয়ত আবু হুরাইরার বর্ণনা। কিন্তু নাসায়ির এই হাদীসটি আবু হুরাইরা ﵁-এর নয়, এই হাদীসটি তাবিয়ি সালিম থেকে মুরসাল হিসাবে সংকলিত। (অনুবাদক)

[৮৭]. ইসলাম মানসুর বলেন, 'ইমাম পিঠ সোজা করার পূর্বে' অংশটুকু ছাড়া বাকি হাদীস সহীহ। দেখুন: তাহকীক সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকি ২/২০১। আরো দেখুন; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল ২/২৬২। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

'সূর্যাস্তের পূর্বে' সেই হাদীসেও মাসবুকের বিধানই প্রদান করা হয়েছে। 'সূর্যোদয়ের পূর্বে' বা 'সূর্যাস্তের পূর্বে' বলতে সালাতের ওয়াক্ত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ইমামের সাথে সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেল সে পুরো সালাতই পেল, কারণ তার দুই রাকআতই সূর্যোদয়ের পূর্বেই আদায় হবে। আসরের ক্ষেত্রেও অর্থ অনুরূপ। যেমন কুরআন কারীমে বলা হয়েছে: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا 'এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে আপনার প্রতিপালকে সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।'[৮৮]

(٣٣٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ. وَفِيْ لَفْظٍ: فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى.

(৩৩৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ ফজরের সালাতের এক রাকআত আদায় করে এরপর সূর্য উদিত হয় তাহলে সে যেন (দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে) তার সালাত পূর্ণ করে। (আহমাদ, দারাকুতনি, বাইহাকি, ইবন হিব্বান। এই হাদীসের দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, সে যেন তার সাথে দ্বিতীয় রাকআত আদায় করে নেয়)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৪৫৮; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৪৩৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৭৭৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৫৮৬]*

গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসটির বর্ণনাকারী প্রখ্যাত তাবিয়ি কাতাদাহ ইবন দিআমা (১১৫ হি.)। হাদীসটি প্রায় পনেরোটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তিরমিযি বলেন[৮৯], কাতাদাহ থেকে এই শব্দ সুপরিচিত নয়।[৯০]

গ্রন্থকার বলেন, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের কারণে সালাতের সময় শেষ হবে কি না এবং সালাত বিনষ্ট হবে কি না সে বিষয়টি ইজতিহাদি। কোনো কোনো সাহাবি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকআত পড়তে

[৮৮]. সূরা: (২০) ত্বাহা, আয়াত: ১৩০।

[৮৯]. আমর ইবন আসিম বলেন আমাকে হাম্মাম কাতাদাহ থেকে, নাদর ইবন আনাস থেকে, বাশীর ইবন নাহীক থেকে আবু হুরাইরা থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বলেছেন, যদি কেউ ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত আদায় করতে না পারে তাহলে সে যেন তা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করে। তিরমিযি বলেন, এই হাদীস কাতাদাহ থেকে সুপ্রসিদ্ধ নয়। প্রসিদ্ধ যে, কাতাদাহ এই সনদে 'যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের এক রাকআত পেল সে ফজরের সালাত পেল' এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (অনুবাদক)

[৯০]. হাদীসটি কাতাদাহ ছাড়াও অন্য তাবিয়ি ও অন্য সনদে সহীহ বুখারি ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পারলে বাকি সালাত পরে পড়লেও চলবে বলে মনে করেছেন। কেউ কেউ এভাবে সালাত পুরো করতে নিষেধ করেছেন। তাদের মতে সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয়ের ফলে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় ও সালাত ভেঙ্গে যায়। তারা এক্ষেত্রে পুনরায় নতুন করে কাযা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস ﷺ, যিনি এই হাদীসের একজন বর্ণনাকারী তিনি সূর্যোদয়ের সময় এভাবে সালাত পুরো করতে নিষেধ করেছেন। আবু বাকরাহ ﷺ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয় সময়েই এভাবে সালাত পুরো করতে নিষেধ করেছেন। অপরদিকে আবু হুরাইরা ﷺ সূর্যোদয়ের আগে এক রাকআত আদায় করতে পারলে সালাত পুরো করা জায়িয বলে ফাতওয়া দিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২১) যে সকল সময়ে সালাত আদায় নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয়

(٣٤٠) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا صَلَاةَ (بَعْدَ صَلَاتَيْنِ) بَعْدَ (صَلَاةِ) الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ (تَرْتَفِعَ) الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ.

(৩৪০) আবু সায়ীদ খুদরি ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, ফজরের সালাতের পরে আর কোনো সালাত নেই, সূর্য উদিত হওয়া (দ্বিতীয় বর্ণনায়: উপরে উঠে যাওয়া) পর্যন্ত এবং আসরের সালাতের পরে কোনো সালাত নেই সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৮৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮২৭]*

(٣٤١) عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: (إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ) فَإِذَا طَلَعَتْ فَلَا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ.

(৩৪১) আমর ইবন আবাসাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (ফজরের সালাত আদায়ের পরে সালাত আদায় থেকে বিরত থাকবে, সূর্যোদয় পর্যন্ত) সূর্য উদিত হওয়ার পরেও সালাত আদায় করবে না যতক্ষণ সূর্য (কিছুটা) উপরে না উঠে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৩২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭০১৪]*

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٣٤٢) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

(৩৪২) উকবাহ ইবন আমির জুহানি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে তিন সময়ে সালাত আদায় করতে ও মৃতদের কবরস্থ করতে নিষেধ করতেন, যখন সূর্য দীপ্তমানরূপে উদিত হবে তখন থেকে সূর্য ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া পর্যন্ত, যখন দুপুর হবে তখন থেকে সূর্য মধ্যাকাশ থেকে ঢলে যাওয়া পর্যন্ত এবং যখন সূর্য অস্তগমনের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে তখন থেকে অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৩১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩১৯২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১০৩০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৬০]*

(٣٤٣) عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّيْ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

(৩৪৩) হাফসা ﵂ বলেন, সুবহে সাদিক বা প্রভাতের উন্মেষের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ সংক্ষিপ্ত দুই রাকআত (ফজরের সুন্নাত) ছাড়া আর কোনো সালাত আদায় করতেন না। (মুসলিম। বুখারিও অনুরূপ হাদীস হাফসা (রা) থেকে সংকলন করেছেন)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭২৩; সহীহ বুখারি, হাদীস-১১৭৩]*

(২২) মক্কায় মাকরূহ ওয়াক্তে সালাত আদায় মাকরূহ

(٣٤٤) عَنْ مُعَاذِ ابْنِ عَفْرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ طَافَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الصُّبْحِ وَلَمْ يُصَلِّ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.

(৩৪৪) মুআয ইবন আফরা' ﵁ আসরের পরে বা ফজরের পরে তাওয়াফ করেন। কিন্তু তিনি তাওয়াফের সালাত আদায় থেকে বিরত থাকেন। তখন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি উত্তরে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের পরে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের পরে

সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত কোনো সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (ইবন রাহাওয়াইহি, তায়ালিসি, আহমাদ, বাইহাকি। নীমাবি একে হাসান বলে গণ্য করেছেন। তিনি এর বিপরীত অর্থের সকল হাদীস, যেগুলোতে মক্কায় মাকরূহ বা নিষিদ্ধ ওয়াক্তে সালাত আদায়ের অনুমতি রয়েছে, সেগুলোকে দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭৯২৬; মুসনাদ তায়ালিসি, হাদীস-১৩২২; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/২৫৩]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আযান বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(২৩) আযান ও মুআযযিনগণের মর্যাদা

(٣٤٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوْا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوْا لَاسْتَهَمُوْا عَلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُوْا إِلَيْهِ وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا.

(৩৪৫) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি মানুষেরা জানত যে আযানে এবং প্রথম সারিতে কী আছে এবং এরপর এজন্য লটারি করা ছাড়া কোনো উপায় না থাকত তাহলে তারা এ বিষয়ে লটারি করত। আর যদি তারা জানত যে ওয়াক্তের আগে বা ওয়াক্তের শুরুতে সালাতের জন্য গমনের মধ্যে কী আছে, তাহলে তারা এজন্য প্রতিযোগিতা করত। আর যদি তারা জানত যে, ইশার ও ফজরের সালাতের মধ্যে কী আছে, তাহলে তারা হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এই দুই সালাতে উপস্থিত হত। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৩৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৪০]*

(٣٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: يَغْفِرُ اللهُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ.

(৩৪৬) ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ মুআযযিনের আযানের সর্বশেষ সীমা পর্যন্ত তাকে ক্ষমা করে দেন এবং আর্দ্র ও শুষ্ক (প্রাণি ও জড়) যা কিছু তার আযানের শব্দ শোনে সবাই তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (আহমাদ। সনদ সহীহ)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬২০২]*

(২৪) মুআযযিনের বিবরণ

(٣٤٧) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

(৩৪৭) মালিক ইবন হুওয়াইরিস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন সালাত উপস্থিত হবে তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় সে ইমাম হয়ে তোমাদের সালাত আদায় করাবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৭৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৩৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৮৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৭৯]*

(٣٤٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ: لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ.

(৩৪৮) ইবন আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম তারা তোমাদের জন্য আযান দিবে। (আবু দাউদ হাসান সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৯০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭২৬]*

(২৫) আযানের বিবরণ

(٣٤٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ هَمَّ بِالْبُوْقِ وَأَمَرَ بِالنَّاقُوْسِ فَنُحِتَ فَأُرِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فِي الْمَنَامِ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فَقُلْتُ لَهُ: يَا عَبْدَ اللهِ تَبِيْعُ النَّاقُوْسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: أُنَادِيْ بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ: أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: تَقُوْلُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. قَالَ فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ حَتَّى أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا رَأَى قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ يَحْمِلُ نَاقُوسًا فَقَصَّ عَلَيْهِ الْخَبَرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ رَأَى رُؤْيَا فَاخْرُجْ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَأَلْقِهَا عَلَيْهِ وَلْيُنَادِ بِلَالٌ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَ بِلَالٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَجَعَلْتُ أُلْقِيْهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنَادِيْ بِهَا فَسَمِعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

بِالصَّوْتِ فَخَرَجَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ الَّذِيْ رَأَى. وَلِأَبِيْ دَاوُدُ فِيْ لَفْظٍ: فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(৩৪৯) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (সালাতে আহ্বানের জন্য) বিষাণ বা সিঙ্গা ব্যবহারের চিন্তা করেন। এবং তিনি ঘণ্টা তৈরি করার নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশে একটি ঘণ্টা তৈরি করা হয়। এসময়ে আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ স্বপ্ন দেখেন। তিনি বলেন, আমি একব্যক্তিকে দেখলাম, যিনি একজোড়া সবুজ কাপড় (খোলা লুঙ্গি ও চাদর) পরিধান করে ছিলেন। তিনি একটি ঘণ্টা বহন করছিলেন। আমি তাকে বললাম, হে আল্লাহর বান্দা, ঘণ্টাটি কি বিক্রয় করবেন? তিনি বললেন, আপনি ঘণ্টা দিয়ে কী করবেন? আমি বললাম, আমি ঘণ্টাটি দিয়ে সালাতের জন্য আহ্বান করব। তিনি বলেন, আমি কি আপনাকে এর চেয়েও উত্তম বিষয় শিখিয়ে দেব? আমি বললাম, তা কী? তিনি বললেন, আপনি বলবেন, 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তখন আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ বেরিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গমন করেন। তিনি তাঁকে এ বিষয়ে সংবাদ প্রদান করেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি একজন মানুষ দেখলাম, যার পরিধানে একজোড়া সবুজ কাপড়। তিনি একটি ঘণ্টা বহন করছিলেন। এভাবে তিনি পুরো বিষয়টি তাঁকে জানালেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমাদের সাথি একটি স্বপ্ন দেখেছে! তুমি বিলালকে নিয়ে মসজিদে চলে যাও। তুমি এই বাক্যগুলো বিলালকে বলবে এবং বিলাল আহ্বান করবে; কারণ তোমার চেয়ে বিলালের কণ্ঠস্বর অধিক জোরালো ও ভরাট। তিনি বলেন, আমি তখন বিলালের সাথে মসজিদে গমন করলাম। আমি তাকে বাক্যগুলো বলতে লাগলাম এবং তিনি সেগুলো দিয়ে আহ্বান করলেন। তখন উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ (আযানের) শব্দ শুনতে পান। তখন তিনি বেরিয়ে এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর কসম, আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ যা দেখেছেন আমিও অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছি। (ইবন মাজাহ, আবু দাউদ।

তিরমিযি, ইবন খুযাইমা ও বুখারি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। আবু দাউদের এক বর্ণনায় এই হাদীসে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তিনি কিবলার দিকে মুখ করলেন'। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭০৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৮৯]*

(٣٥٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ رَأَى فِي الْمَنَامِ الْأَذَانَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ: عَلِّمْهُ بِلَالًا فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى وَقَعَدَ قَعْدَةً.

(৩৫০) তাবিয়ি আব্দুর রাহমান ইবন আবী লাইলা (মৃ. ৮৩ হি.) বলেন, আমাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিগণ বলেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ স্বপ্নে আযান দেখেন। তখন তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বিষয়টি অবগত করান। তিনি তাকে বলেন, তুমি বিলালকে এই পদ্ধতিটি শিখিয়ে দাও। তখন বিলাল আযান প্রদান করেন। তিনি আযানের বাক্যগুলো দুইবার দুইবার করে বলেন এবং ইকামতের বাক্যগুলোও দুইবার দুইবার করে বলেন। আযান ও ইকামতের মাঝে তিনি একটু বসেন। (তাহাবি সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)।[৯১] *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-৮২৪]*

(٣٥١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَامَ وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى.

(৩৫১) অন্য বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন একব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন। তার পরিধানে দুইটি সবুজ কাপড় রয়েছে। তিনি দুইবার দুইবার করে আযান দিলেন এবং দুইবার দুইবার করে ইকামত দিলেন। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২১১৮; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/২৬৭]*

[৯১]. ইবন খুযাইমাও এই হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন আলবানি সহীহ ইবন খুযাইমার টীকায় হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। [দেখুন: ১/১৯৬] (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

গ্রন্থকার বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﵁-এর হাদীসই আযানের বিষয়ে মূল হাদীস। এই হাদীসে তারজী', অর্থাৎ আযানের প্রথমে শাহাদতের চারটি বাক্য প্রথমে নিম্নস্বরে বলে পুনরায় আবার উচ্চস্বরে বলার নির্দেশ নেই। অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ ইবন যাইদের হাদীসে ইকামতের শব্দগুলো একবার করে বলতে হবে সেই নির্দেশও নেই। এথেকে বোঝা যায় যে, এই দুইটি বিষয় মাসনুন নয়। এ বিষয়ে আরো অনেক হাদীস রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(٣٥٢) عَنْ أَبِيْ مَحْذُوْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ، اَلْحَدِيْثَ، فَذَكَرَ التَّرْجِيْعَ.

(৩৫২) আবু মাহযুরা ﵁ বলেন, আল্লাহর নবী ﷺ তাকে আযান শিক্ষা দিয়েছেন। এই আযানের মধ্যে তিনি 'তারজী' এর উল্লেখ করেছেন। (অর্থাৎ দুইবার আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহ ও দুইবার আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলার পরে পুনরায় আবার এই বাক্যদুইটি দুইবার করে চারবার বলা। এতে আযানের বাক্যগুলো মোট উনিশবার বলা হয়)। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৭৯; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৯৪৯; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৮৪৫]*

(٣٥٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ. وَزَادَ الْبُخَارِيُّ: إِلَّا الْإِقَامَةَ يَعْنِيْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

(৩৫৩) আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, বিলাল ﵁-কে নির্দেশ দেওয়া হয় আযান জোড়া করে বলতে এবং ইকামত বেজোড় করে বলতে। (বুখারি ও মুসলিম। বুখারির বর্ণনায় বলা হয়েছে, ইকামতের মধ্যে 'কাদ কামাতিস সালাত' বাক্যটি ছাড়া বাকি সকল বাক্য বেজোড় বলতে নির্দেশ দেওয়া হয়)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৭৮; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৩৭৬]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, আবু মাহযুরা ﵁-এর হাদীসের ব্যাখ্যা সম্ভবত এইরূপ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ভালো করে শিক্ষা দানের জন্য শাহাদতের বাক্য দুইটিকে পুনরায় বলার নির্দেশ দেন। তিনি মনে করেন যে এইরূপ

AS-SUNNAH TRUST

পুনরাবৃত্তি বা তারজী' আযানের অংশ। ইবন মাজাহ আবু মাহযুরার আযান শিক্ষার যে বিস্তারিত বিবরণ সংকলন করেছেন তা থেকে এই কথাই বোঝা যায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই মনে করাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন বা আপত্তি করেননি।

আর ইকামতের বাক্যগুলো বেজোড় বলার অর্থ কেউ কেউ মনে করেন যে, শব্দ বেজোড় করতে হবে বা দুইটি বাক্য একত্রে এক বাক্যের মতো বলতে হবে। অনেকে মনে করেন যে, আযানের ক্ষেত্রে তারজী' বা শাহাদাতাইনের পুনরাবৃত্তি করা (আযানের বাক্যগুলো উনিশবার বলা) ও পুনরাবৃত্তি ছাড়াই আযান দেওয়া (বাক্যগুলো পনেরোবার বলা) উভয় পদ্ধতিই জায়িয। অনুরূপভাবে ইকামতের ক্ষেত্রে ইকামতের শব্দগুলো জোড়ায় জোড়ায় (সতেরোবার) বলা বা বেজোড় (এগারোবার) বলা উভয়ই জায়িয। তবে আযানের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি না করা ও ইকামতের ক্ষেত্রে জোড়ায় বলা উত্তম। কারণ তাহাবি, দারাকুতনি ও আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে সংকলন করেছেন যে, বিলাল আযান ও ইকামত উভয় ক্ষেত্রে বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় বলতেন। দ্বিতীয়ত, আযানের স্বপ্নের বর্ণনায় পুনরাবৃত্তি ও বেজোড় বলার কথা উল্লেখ করা হয়নি। স্বপ্নের বিবরণে আযানে পুনরাবৃত্তি নেই এবং ইকামত জোড়ায় জোড়ায় বলার কথা উল্লেখ করা হযেছে। তৃতীয়ত, আব্দুল আযীয ইবন রুফাই বলেছেন, আমি শুনেছি আবু মাহযুরা ﷺ জোড়ায় জোড়ায় আযান দিয়েছেন এবং জোড়ায় জোড়ায় ইকামত দিয়েছেন। হাদীসটি তাহাবি সংকলন করেছেন। ইবনুত তুরকমানি হাদীসটিকে শক্তিশালী বলে গণ্য করেছেন। নীমাবি হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করেছেন।[৯২]

(২৬) ফজরের আযানের বিশেষ আহ্বান

(٣٥٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

[৯২]. তিরমিযি, নাসায়ি, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, সহীহ ইবন হিব্বান ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত সকল সহীহ বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, আবু মাহযুরা জোড়ায় জোড়ায় ইকামতের বাক্যগুলো বলতেন এবং তিনি ইকামতের বাক্যগুলো সতেরোবার বলতেন। [আবু দাউদ-৫০১ ও ৫০২; তিরমিযি-১৯২; ইবন মাজাহ-৭০৯; নাসায়ি-৬৩০; ইবন হিব্বান-১৬৮১; আহমাদ-১৫৩৮১] (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩৫৪) আনাস ﷺ বলেন, সুন্নাত হল, যখন ফজরের আযানে মুআযযিন 'হাইয়া আলাস সালাহ ও হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবে, তখন 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বলবে। (হাদীসটি দারাকুতনি সংকলন করেছেন এবং বাইহাকি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৯৪৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৯৮৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৩৮৬]*

(٣٥٥) عَنْ بِلَالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُثَوِّبَ إِلَّا فِي الْفَجْرِ.

(৩৫৫) বিলাল ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দেন যে, ফজরের সালাত ছাড়া অন্য কোনো সালাতে আমি বিশেষভাবে ডাকব না।[৯৩] (আহমাদ)।[৯৪] *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৯১৩; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৯৮৯]*

(٣٥٦) عَنْ أَبِيْ مَحْذُورَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَقُوْلُ فِيْ أَذَانِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

(৩৫৬) আবু মাহযুরা ﷺ বলেন, আমি ফজরের প্রথম আযানে বলতাম, 'হাইয়া আলাল ফালাহ, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম'। (নাসায়ি)।[৯৫] *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৪৭]*

AS-SUNNAH TRUST

(২৭) আযানের মধ্যে ডানে-বামে ঘাড় ঘোরানো ও কানে আঙুল দেওয়া

(٣٥٧) عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ

[৯৩]. হাদীসে 'তাসবীব' শব্দ বলা হয়েছে। এর অর্থ বিশেষ করে ডাকা বা পুনরায় ডাকা। ফজরের সালাতের বিশেষ ডাকা হল 'আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম, আস সালাতু খাইরুম মিনান নাউম' বলা। (অনুবাদক)

[৯৪]. শুআইব আরনাউত বলেন, হাদীসটির সনদ দুর্বল, তবে একাধিক সনদ ও শাহিদের কারণে হাসান বলে গণ্য। দেখুন: তাহকীক মুসনাদ আহমাদ ৩৯/৩৩৯। -সম্পাদক

[৯৫]. আমীর সানআনি বলেন, ইবন হাযম বলেছেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। দেখুন: সুবুলুস সালাম ১/১৭৯। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَيَدُوْرُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِيْ أُذُنَيْهِ.

(৩৫৭) আবু জুহাইফা ﵁ বলেন, আমি দেখলাম বিলাল আযান দিচ্ছেন এবং ঘুরছেন। তার মুখ একবার এদিকে একবার ওদিকে করছেন, আর তার দুইআঙুল তার দুইকানের মধ্যে রয়েছে। (আহমাদ। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৮৭৫৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৯৭]*

(٣٥٨) عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْهِ: ...فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ لَوَى عُنُقَهُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَمْ يَسْتَدِرْ.

(৩৫৮) আবু জুহাইফা ﵁ অন্য বর্ণনায় বলেন, আমি বিলালকে আযান দিতে দেখলাম। তিনি যখন 'হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ' বললেন তখন তার গ্রীবা ডানে এবং বামে ঘোরালেন, তবে তিনি পুরো ঘুরলেন না। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫২০]*

(২৮) আযান ও ইকামতের উত্তর প্রদান

(٣٥٩) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

(৩৫৯) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন আযান শুনবে তখন মুআযযিন যা বলে তোমরা তা বলবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬১১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৮৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫২২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৭৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭২০]*

(٣٦٠) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ بِلَالًا أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ فَلَمَّا أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا وقَالَ فِيْ سَائِرِ الْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْأَذَانِ.

(৩৬০) আবু উমামা বা কোনো একজন সাহাবি থেকে বর্ণিত, বিলাল ইকামত দিতে শুরু করেন। যখন তিনি 'কাদ কামাতিস সালাহ'

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, أَقَامَهَا اللهُ وَأَدَامَهَا 'আল্লাহ সালাতকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং চিরস্থায়ী করুন'। বাকি ইকামতে তিনি আযানের বিষয়ে উমার ﷺ-এর হাদীসের অনুরূপ বলেন। (আবু দাউদ)।[৯৬] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫২৮; তাবারানি, আদ দুআ, হাদীস-৪৯১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৯৪০; ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াওমি, হাদীস-১০৪]*

উমার ﷺ-এর হাদীসটি নিম্নরূপ:

(٣٦١) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: (إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ فَقَالَ أَحَدُكُمُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ)... ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ... مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

(৩৬১) উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, (যখন মুআযযিন আযানের বাক্যগুলো বলবে তখন যদি কেউ সেই বাক্যগুলো বলে...) অতঃপর যখন মুআযযিন 'হাইয়া আলাস সালাহ' বলবে তখন সে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে, অতঃপর যখন মুআযযিন 'হাইয়া আলাস ফালাহ' বলবে তখন সে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলে... যদি কেউ এভাবে মুআযযিনের সাথে আযানের বাক্যগুলো অন্তর থেকে বলে তাহলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৮৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫২৭]*

(২৯) ওসীলাহর দুআ

(٣٦٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: اَللّٰهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(৩৬২) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শ্রবণের সময় বলবে, 'হে আল্লাহ, এই পূর্ণ

[৯৬]. হাদীসটির সনদ দুর্বল। আবু দাউদ এর সনদ উল্লেখ করে বলেন, সিরিয়ান 'একব্যক্তি' বলেছেন, তাকে শাহর ইবন হাওশাব বলেছেন, আবু উমামাহ বা কোনো একজন সাহাবি থেকে। এই 'একব্যক্তি' অজ্ঞাতপরিচয়। এজন্য হাদীসটি দুর্বল। এছাড়া শাহর ইবন হাওশাবও দুর্বল রাবী। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আহ্বান এবং প্রতিষ্ঠতব্য সালাতের প্রভু, আপনি মুহাম্মাদকে প্রদান করুন জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থান এবং মর্যাদা এবং উত্থিত করুন তাঁকে প্রশংসিত স্থানে, যার ওয়াদা আপনি করেছেন' তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত-প্রাপ্য হবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬১৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫২৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২১১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৮০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭২২]*

(৩০) আযান ও ইকামতের মাঝে দুআ

(٣٦٣) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

(৩৬৩) আনাস ইবন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আযান এবং ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না। (নাসায়ি। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন)। *[নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯৮১২-৯৮১৬; আমালুল ইয়াওমি, হাদীস-৬৭-৬৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫২১; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৪২৫-৪২৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫৯৪]*

(৩১) সময়ের পূর্বে আযান বিষয়ক আলোচনা

(٣٦٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلَالاً يُنَادِيْ بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

(৩৬৪) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলাল রাত্রে আযান দেয়। কাজেই তোমরা ইবন উম্মু মাকতুমের আযান দেওয়া পর্যন্ত খাবে এবং পান করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৯২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৩৭]*

(٣٦٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ أَذَانِ بِلَالٍ مَرْفُوْعًا: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ أَوْ يُنَادِيْ بِلَيْلٍ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَلِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ.

(৩৬৫) ইবন মাসউদ ﷺ বিলাল ﷺ-এর আযানের বিষয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিলালের আযান শুনে তোমরা কেউ সাহরি

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

খাওয়া থেকে বিরত হবে না; কারণ সে রাতে আযান দেয়, যেন তোমাদের মধ্যে তাহাজ্জুদে রত ব্যক্তি তাহাজ্জুদ শেষ করতে পারে এবং ঘুমন্ত ব্যক্তি (তাহাজ্জুদের জন্য) উঠতে পারে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৯৩]*

(٣٦٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ أَذَانِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُوْمٍ مَرْفُوْعًا: فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

(৩৬৬) আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবন উম্মু মাকতুম ﵁-এর আযানের বিষয়ে বলেন, সে সুবহে সাদিকের উন্মেষের আগে আযান দেয় না। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১৯১৮]*

(٣٦٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ بِلَيْلٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: اِسْتَيْقَظْتُ وَأَنَا وَسْنَانُ فَظَنَنْتُ أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ فَأَذَّنْتُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ فِي الْمَدِيْنَةِ ثَلَاثًا: إِنَّ الْعَبْدَ رَقَدَ ثُمَّ أَقْعَدَهُ إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ.

(৩৬৭) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ বলেন, বিলাল ﵁ (একদিন) রাত্রিবেলায় আযান দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, তুমি এরূপ করলে কেন? বিলাল বলেন, আমি ঘুম থেকে উঠে তন্দ্রাজড়িত অবস্থায় ধারণা করলাম যে, সুবহে সাদিক হয়ে গিয়েছে। একথা ভেবে আমি আযান দিয়েছি। তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, মদীনায় তিনবার ঘোষণা দিতে, বান্দা ঘুমিয়ে পড়েছিল! এরপর তিনি তাকে প্রভাতের উন্মেষ পর্যন্ত নিজের পাশে বসিয়ে রাখেন। (বাইহাকি। হাদীসটির সনদ হাসান। দারাকুতনি অনুরূপ হাদীস তাবিয়ি হামীদ ইবন হিলাল থেকে সংকলন করেছেন। এই হাদীসটি ভালো মুরসাল)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৮০০]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এ থেকে বোঝা যায় যে, ফজর বা অন্য কোনো ওয়াক্তের আযান ওয়াক্তের আগে দেওয়া যায় না। বিলাল ﵁ রাতে আযান দিতেন রমাযান মাসে সাহরির জন্য। অন্য সময়ে তিনি ভুলক্রমে আগে আযান দিয়েছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩২) মাগরিব ছাড়া প্রত্যেক আযান ও ইকামতের মাঝে সালাত

(٣٦٨) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ إِلاَّ الْمَغْرِبَ.

(৩৬৮) বুরাইদা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দুই আযানের (আযান ও ইকামতের) মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে, মাগরিব ব্যতীত। (বাযযার হাসান সনদে)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৪৪২২]*

(٣٦٩) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ.

(৩৬৯) ইবন বুরাইদা থেকে, তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল ﵁ থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক দুই আযানের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত রয়েছে, (তিনি তিনবার একথা বলে বলেন) যার ইচ্ছা হবে। (বুখারি। বুখারির এই বর্ণনায় 'মাগরিব ব্যতীত' কথাটি নেই)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬২৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২২৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৩৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৮৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৮৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৮১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৬২]*

(٣٧٠) عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهِمَا.

(৩৭০) তাবিয়ি তাউস বলেন, ইবন উমার ﵄-কে মাগরিবের আগের দুই রাকআত নফল সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হল। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে কাউকে এই দুই রাকআত সালাত আদায় করতে দেখিনি। (আবু দাউদ ও আব্দ ইবন হুমাইদ হাসান সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৪৮; মুসনাদ আব্দ ইবন হুমাইদ, হাদীস-৮০৪]*

(٣٧١) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَأَبَا بَكْرٍ. وَعُمَرَ لَمْ يَكُونُوْا يُصَلُّوْنَهَا.

(৩৭১) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (৯৫ হি.) মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﷺ ও উমার ﷺ এই সালাত আদায় করতেন না।[৯৭] (মুহাম্মাদ)।[৯৮] *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৪৫]*

(৩৩) পবিত্রতা সহকারে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া

(٣٧٢) عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِبْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُوْنَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنَ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ.

(৩৭২) আব্দুল জাব্বার ইবন ওয়ায়িল বলেন, তার পিতা ওয়ায়িল ইবন হুজর ﷺ বলেছেন, প্রতিষ্ঠিত হক ও মাসনুন সুন্নাত হল, কেউ পবিত্রতা ছাড়া আযান দিবে না এবং দাঁড়িয়ে ছাড়া আযান দিবে না। (বাইহাকি হাসান সনদে। বাইহাকি এই বর্ণনাকে যুহরি থেকে, তিনি আবু হুরাইরা ﷺ থেকে তার মত হিসাবে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৮৪০ ও ১৮৫৯]*

(٣٧٣) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ.

(৩৭৩) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (৯৫ হি.) বলেন, ওযুহীন অবস্থায় আযান দেওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। (নাখয়ির এই মতটি বুখারি

[৯৭]. গ্রন্থকার এখানে মাগরিবের আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী দু'রাকআত সালাত না আদায় করার কিছু দলীল উল্লেখ করেছেন। এর বিপরীতে অনেক বিশুদ্ধ প্রমাণিত হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যেগুলোতে রয়েছে নবীজি ﷺ এ সালাত আদায় করেছেন, আদায় করতে অনুমতি বা উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং অনেক সাহাবি ﷺ আদায় করতেন। এবং এবিষয়ে সাহাবি, তাবিয়ি ও পরবর্তী ফকীহদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন মাকরুহ, কেউ কেউ বলেছেন মুস্তাহাব বা মুবাহ, সুন্নাতও বলেছেন কেউ কেউ। দেখুন: সহীহ বুখারি, হাদীস-৬২৫, ১১৮৩ ও ১১৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস- ৮৩৬ ও ৮৩৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৫৮৮; আসকালানি, ফাতহুল বারি ২/১০৮-১০৯; আইনি, উমদাতুল কারি ৭/২৪৫-২৪৭; ইবনুল হুমাম, ফাতহুল কাদীর ১/১৪৪৫-৪৪৬; মুনাবি, ফাইযুল কাদীর ৪/২০২; মুবারকপুরি, তুহফাতুল আহওয়াযি ১/৪৬৬-৪৭১। -সম্পাদক

[৯৮]. যাইলায়ি, মুবারকপুরি প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেছেন, হাদীসটি মু'দাল বা অত্যন্ত দুর্বল। দেখুন: নাসবুর রায়াহ ২/১৪১; তুহফাতুল আহওয়াযি ১/৪৬৮। -সম্পাদক

তা'লীক বা সনদহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। সায়ীদ ইবন মানসুর ও ইবন আবী শাইবা তা সনদসহ উল্লেখ করেছেন)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২১৮৮; সহীহ বুখারি ১/১২৯]*

(৩৪) প্রলম্বিত করে আযান দেওয়া ও দ্রুত ইকামত দেওয়া

(٣٧٤) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ مُؤَذِّنِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: جَاءَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فَتَرَسَّلْ وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْذُمْ.

(৩৭৪) বাইতুল মাকদিসের মুআযযিন আবু যুবাইর বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ আমাদের নিকট আগমন করেন। তখন তিনি বলেন, তুমি যখন আযান দেবে তখন টেনে টেনে প্রলম্বিত করবে। আর যখন ইকামত দিবে তখন দ্রুত বাক্যগুলো বলবে। (দারাকুতনি চলনসই সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৯১৬; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২২৩৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২০১০]*

অনুরূপ হাদীস দারাকুতনি ও তাবারানি আলী ﵁ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ হিসাবে সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। তিরমিযি অনুরূপ হাদীস জাবির ﵁ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ হিসাবে সংকলন করেছেন। তিরমিযি হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। এই অর্থে একটি হাদীস বাইহাকি সংকলন করেছেন আবু হুরাইরা থেকে তার নিজের মতামত হিসাবে। বাইহাকি বলেছেন, হাদীসটি পরিচিত নয়।

(৩৫) আযানের পরে কিছু বিলম্ব করে ইকামত দেওয়া

(٣٧٥) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَا بِلَالُ اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ نَفَسًا يَفْرُغُ الْآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ فِيْ مَهْلٍ وَيَقْضِيْ الْمُتَوَضِّئُ حَاجَتَهُ فِيْ مَهْلٍ.

(৩৭৫) উবাই ইবন কা'ব থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে বিলাল, তুমি আযান এবং ইকামতের মধ্যে কিছু সময় রাখবে যেন খাদ্যগ্রহণকারী ব্যক্তি শান্তভাবে তার খানা শেষ করতে পারে এবং ওযুকারী শান্তভাবে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে। (আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ। আবুশ শাইখ ইবন হিব্বান সালমান ﵁ ও আবু হুরাইরা ﵁ থেকে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাদীসটি হাসান)। *[হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৯১৭]*

(৩৬) আযান প্রদানকারীর ইকামত দেওয়া মুসতাহাব

(٣٧٦) عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ.

(৩৭৬) যিয়াদ ইবন হারিস সুদায়ি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে আযান দিবে সেই ইকামত দিবে। (হাদীসটি তিরমিযি ও আবু দাউদ হাসান সনদে সংকলন করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৯৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫১৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭১৭]*

(٣٧٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (فِيْ قِصَّةِ رُؤْيَتِهِ الْأَذَانَ): فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيْدُهُ قَالَ: فَأَقِمْ أَنْتَ.

(৩৭৭) আব্দুল্লাহ ইবন যাইদ ﷺ থেকে তার আযান বিষয়ক স্বপ্ন ও আযান শুরুর এক বর্ণনায় তিনি বলেন, বিলালের আযানের পরে আমি বললাম, আমিই আযান স্বপ্নে দেখেছি এবং আমি আযান দেওয়ার ইচ্ছা করি। তখন তিনি বলেন, তাহলে তুমি ইকামত দাও। (আবু দাউদ। ইবন আব্দুল বার্‌র হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫১২; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৯৬২]*

(৩৭) মহিলাদের উপর আযান ও ইকামত নেই

(٣٧٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ.

(৩৭৮) ইবন উমার ﷺ বলেন, মেয়েদের উপর আযান নেই এবং ইকামতও নেই। (বাইহাকি সহীহ সনদে)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৯২০; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫০২২]*

(৩৮) কাযা সালাতের জন্য আযান ও ইকামত

(٣٧٩) عَنْ أَبِيْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِنَّ

AS SUNNAH TRUST

الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ قَالَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

(৩৭৯) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ-এর পুত্র তাবিয়ি আবু উবাইদাহ (মৃ. ৮৩ হি.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ (মৃ. ৩২হি.) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় মুশরিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চার ওয়াক্ত সালাত থেকে ব্যস্ত রাখে। এভাবে যুদ্ধের ব্যস্ততার মধ্যে অনেক রাত হয়ে যায়। তখন তিনি বিলালকে নির্দেশ দেন এবং বিলাল আযান দেন। অতঃপর তিনি ইকামত দেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করেন। এরপর ইকামত দেন এবং আসরের সালাত আদায় করেন। এরপর ইকামত দেন এবং মাগরিবের সালাত আদায় করেন। এরপর ইকামত দেন এবং ইশার সালাত আদায় করেন। (আহমাদ, নাসায়ি। তিরমিযি বলেন, হাদীসটির সনদে অসুবিধা নেই, তবে আবু উবাইদাহ তার পিতা থেকে কোনো হাদীস শোনেননি।[৯৯] *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৩৫৫৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৭৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৬২]*

(৩৯) সফরে আযান ও ইকামত

(٣٨٠) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُرِيْدَانِ السَّفَرَ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

(৩৮০) মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফর ইচ্ছুক দুই ব্যক্তিকে বলেন, যখন সালাত উপস্থিত হবে তখন তোমরা আযান এবং ইকামত প্রদান করবে। এরপর তোমাদের মধ্যে যে বেশি বয়স্ক সে ইমামতি করবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৩০; সুনান*

[৯৯]. আবু উবাইদাহ কিশোর থাকতেই ইবন মাসউদ ইন্তিকাল করেন। তিনি তার পিতা থেকে সরাসরি হাদীস শিক্ষা করেননি। তবে তার পিতার হাদীস অন্যদের থেকে শিক্ষা করেছেন এবং অনেক সময় 'মাধ্যম' রাবীর নাম উল্লেখ না করেই তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। এভাবে বর্ণিত হাদীসটি মুনকাতি' হিসাবে দুর্বল বলে গণ্য হয়। কোনো কোনো মুহাদ্দিস ইবন মাসউদ থেকে আবু উবাইদাহর হাদীস সহীহ বলে গণ্য করেছেন। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আবু দাউদ, হাদীস-৫৮৯]

(٣٨١) عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ بِأَرْضٍ قِيٍّ فَحَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَلْيَتَيَمَّمْ فَإِنْ أَقَامَ صَلَّى مَعَهُ مَلَكَاهُ وَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ مِنْ جُنُوْدِ اللهِ مَا لَا يُرَى طَرَفَاهُ.

(৩৮১) সালমান ফারসি ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি বিরান-বিজন প্রান্তরে থাকা অবস্থায় সালাত উপস্থিত হয় তাহলে সে যেন ওযু করে। যদি পানি না পায় তাহলে সে তায়াম্মুম করবে। এরপর যদি সে ইকামত দেয় তাহলে তার দুই ফিরিশতা তার সাথে সালাত আদায় করবে। আর যদি সে আযান ও ইকামত প্রদান করে তাহলে তার পেছনে আল্লাহর এত সৈন্য সালাত আদায় করবে যা তার দুইচক্ষু অবলোকন করতে পারবে না। (আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৯৫৫; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৬১২০]*

(৪০) মহল্লার আযানই যথেষ্ট

(٣٨٢) عَنِ الْأَسْوَدِ وَعَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا عَبْدَ اللهِ فِيْ دَارِهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ خَلْفَكُمْ؟ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا فَلَمْ يَأْمُرْ بِأَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ.

(৩৮২) তাবিয়ি আসওয়াদ ও আলকামা বলেন, আমরা দুইজন আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের বাড়িতে উপস্থিত হই। তিনি বলেন, এরা কি তোমাদের পিছে (জামাআতে) সালাত আদায় করেছে? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, উঠো এবং সালাত আদায় করো। তিনি আযান ও ইকামতের কোনো নির্দেশ প্রদান করলেন না। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২২৮৯]*

(٣٨٣) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِقَامَةُ الْإِمَامِ تُجْزِئُ، وَلِلطَّبَرَانِيِّ عَنْهُ: إِقَامَةُ الْمِصْرِ تَكْفِيْ.

(৩৮৩) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ

বলেছেন, (মহল্লার) ইমামের ইকামতই (মহল্লার সবার জন্য) যথেষ্ট। (হাদীসটি মুহাম্মাদ সংকলন করেছেন। তাবারানি[১০০] সংকলিত হাদীসে তিনি বলেন, শহরের ইকামতই যথেষ্ট)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৩২; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৯৬১; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৯১৩]*

(৪১) মিনারে আযান ও মসজিদের মধ্যে ইকামত

(٣٨٤) عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ الْأَذَانُ فِي الْمَنَارَةِ وَالْإِقَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ.

(৩৮৪) আবু বারযাহ আসলামি ﵁ বলেন, সুন্নাত হল মিনারে আযান দেওয়া ও মসজিদের মধ্যে ইকামত দেওয়া। (হাদীসটি আবুশ শাইখ সংকলন করেছেন। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য[১০১])। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৯৯৬; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/২৯৬]*

(৪২) ইকামতের মধ্যে সালাতের জন্য উঠার সময়

(٣٨٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَإِنَّهُ يَنْبَغِيْ لِلْقَوْمِ أَنْ يَقُوْمُوْا فَيُصَفُّوْا فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ.

---

[১০০]. আসারটির সনদে বিচ্ছিন্নতা আছে। গ্রন্থকার টীকায় বলেন, এটি শক্তিশালী মুরসাল। দেখুন: আহমাদ ঈসা, তাহকীক কিতাবুল আসার ১/১৯৪। -সম্পাদক

[১০১]. শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন, 'হাদীসটির সনদ মুনকার বা আপত্তিকর'। ইসলাম মানসুর বলেন, 'হাদীসটি যয়ীফ জিদ্দান বা অত্যন্ত দুর্বল'। গ্রন্থকার নাসবুর রায়াহর বরাতে সুনানে কুবরা থেকে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন। বাইহাকি সুনানে কুবরাতে বলেন, 'খালিদ ইবন আমর বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাদেরকে সুফিয়ান বলেছেন জুরাইরি থেকে আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক থেকে আবু বারযাহ আসলামি থেকে, তিনি বলেন... '। হাদীসটি বর্ণনা করে ইমাম বাইহাকি বলেন, 'এটি আপত্তিকর হাদীস। এর একমাত্র বর্ণনাকারী খালিদ ইবন আমর; তিনি দুর্বল, আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী'। নাসবুর রায়াহতে সনদের শুরু থেকে খালিদ ইবন আমরের নাম বাদ পড়েছে, যে কারণে বাকি সনদ নিরীক্ষা করে গ্রন্থকার বলেছেন, 'সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য'। সনদের মূল দুর্বলতা এই খালিদ ইবন আমর। তার সম্পর্কে ইবন মাঈন বলেন, তিনি চরম মিথ্যাবাদী। সাজি, আবু যুরআ ও বুখারি বলেন, আপত্তিকর হাদীস বর্ণনাকারী। আসকালানি বলেন, মিথ্যা হাদীস রচনাকারী। পক্ষান্তরে হাদীসটি মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবাতে তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবন শাকীকের বাণী হিসাবে মাকতূ'রূপে বর্ণিত হয়েছে, যার সনদ উত্তম ও বিশুদ্ধ। দেখুন: বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, তাহকীক: ইসলাম মানসুর আব্দুল হামীদ ১/৭৯৪; যাহাবি, মীযানুল ই'তিদাল ১/৬৩৫-৬৩৬; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল ১/২৪৮; মুহাম্মাদ আওয়ামা, তাহকীক মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা ২/৩৬৯। -সম্পাদক]

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩৮৫) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, মুআযযিন যখন 'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবেন তখন সমবেত মুসল্লিদের উঠে কাতার সোজা করা উচিত। অতঃপর যখন মুয়াযযিন 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলবেন তখন ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবেন।[১০২] (নাখয়ির মতটি মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-৬৩]*

(٣٨٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ نَهَضَ فَكَبَّرَ.

(৩৮৬) আব্দুল্লাহ ইবন আবু আউফা ﵁ বলেন, বিলাল যখন 'কাদ কামাতিস সালাহ' বলতেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। (বাযযার)।[১০৩] *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৩৩৭১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২২৯৭; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৯২০]*

AS-SUNNAH TRUST

[১০২]. এবিষয়ে ফকীহদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ির মতামত উল্লেখ করে ইমাম মুহাম্মাদ বলেন, 'এটি আমার মত এবং ইমাম আবু হানীফার মতও এটিই। তবে ইমাম যদি ইকামত শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে, অতঃপর তাকবীর বলে, অসুবিধা নেই, উভয়ই ভালো'। আর ইমাম আবু ইউসুফের মতে মুস্তাহাব হচ্ছে, ইকামত শেষ না পর্যন্ত দাঁড়াবে না এবং ইমাম তাকবীরে তাহরীমা বলবে না। তাবিয়ি সায়ীদ ইবন মুসাইয়িব বলেন: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَجَبَ الْقِيَامُ وَإِذَا قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ عُدِّلَتِ الصُّفُوفُ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَبَّرَ الْإِمَامُ 'মুআযযিন যখন (ইকামতের শুরুতে) আল্লাহু আকবার বলবে তখন দাঁড়ানো আবশ্যক, আর যখন বলবে হাইয়া আলাস সালাহ তখন কাতার সোজা করবে এবং যখন বলবে লা ইলাহা ইল্লাহ ইমাম তখন তাকবীর বলবে'। দেখুন: আইনি, উমদাতুল কারি ৫/১৫৩; সারাখসি, আল মাবসুত ১/৩৯; কাসানি, বাদায়িউস সানায়ি' ১/২০০। -সম্পাদক

[১০৩]. হাইসামি, যাহাবি, সুয়ুতি, মুনাবি প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ অত্যন্ত যয়ীফ। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সালাতের শর্তাবলি বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৪৩) গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা অত্যাবশ্যক

(٣٨٧) عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: اِحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ.

(৩৮৭) বাহয ইবন হাকীম তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা (মুআবিয়া ইবন হাইদাহ ﵁) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমার গুপ্তাঙ্গ সংরক্ষণ করবে, শুধুমাত্র তোমার স্ত্রী বা মালিকানাধীন ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য সকলের থেকে। (আবু দাউদ। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকিম ও যাহাবি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪০১৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৭৬৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৯২০; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭৩৫৮]*

(٣٨٨) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيَاضٍ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ.

(৩৮৮) মুহাম্মাদ ইবন ইয়াদ যুহরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ কোনো গুপ্তাঙ্গ অনাবৃতকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। (হাকিম)।[১০৪] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫১১৯]*

(৪৪) পুরুষের আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ

(٣٨٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَفَعَهُ: فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ عَوْرَةٌ (فَإِنَّ مَا أَسْفَلَ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ مِنْ عَوْرَتِهِ).

---

[১০৪]. গ্রন্থকার হাদীসটির শেষাংশ উদ্ধৃত করেছেন। পূর্ণ হাদীসটি হল, মুহাম্মাদ ইবন ইয়াদ বলেন: رُفِعْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صِغَرِيْ وَعَلَيَّ خِرْقَةٌ وَقَدْ كُشِفَتْ عَوْرَتِيْ فَقَالَ: غَطُّوْا حُرْمَةَ عَوْرَتِهِ فَإِنَّ حُرْمَةَ عَوْرَةِ الصَّغِيْرِ كَحُرْمَةِ عَوْرَةِ الْكَبِيْرِ وَلَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى كَاشِفِ عَوْرَةٍ 'শিশুকালে আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পেশ করা হয়। আমার উপর একখণ্ড বস্ত্র ছিল। তখন আমার সতর অনাবৃত হয়ে পড়ে। তখন তিনি বলেন, এর সতর ঢেকে দাও, কেননা শিশুর সতরের নিষেধাজ্ঞা প্রাপ্তবয়স্কের সতরের নিষেধাজ্ঞার মতোই। আল্লাহ কোনো গুপ্তাঙ্গ অনাবৃতকারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না'। ইমাম যাহাবি বলেন, হাদীসটির সনদ তমসাচ্ছন্ন এবং মতন মুনকার বা আপত্তিকর। আলবানি বর্ণনাটিকে মাওযূ' বা জাল বলেছেন। দেখুন: মুনাবি, ফাইযুল কাদীর ৪/৪০৪; আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৪/২২০-২২১। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩৮৯) আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নাভির নিম্ন থেকে হাঁটু পর্যন্ত আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। (দারাকুতনি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। হাদীসটি আহমাদও সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় রয়েছে, তার নাভির নিচে থেকে তার দুইহাঁটু পর্যন্ত স্থান তার আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৮৮৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৭৫৬]*

(৪৫) স্বাধীন নারীগণ ও ক্রীতদাসীগণের আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ

(٣٩٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ.

(৩৯০) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নারীদেহ আবৃতব্য গুপ্তাঙ্গ। যখন কোনো নারী বাইরে বের হন তখন শয়তান তার দিকে দৃষ্টি তুলে তাকায়। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১১৭৩; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৬৮৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৫৫৯৯]*

(٣٩١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا قَالَ: وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا.

(৩৯১) ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, কুরআন কারীমে মহিমাময় আল্লাহ ইরশাদ করেছেন, 'মুমিন নারীগণ যেন যা সাধারণত প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের আভরণ প্রদর্শন না করে'[১০৫] এই আয়াতের ব্যাখ্যায় 'সাধারণভাবে প্রকাশ থাকে ও প্রকাশ করা বৈধ' অঙ্গের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, নারীর মুখমণ্ডল ও তার দুই হাতের তালুদ্বয়। (ইসমাঈল কাযি সুন্দর সনদে ও বাইহাকি হাসান সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩২১৪; ইবন নুজাইম, আল বাহরুর রায়িক ১/২৮৪]*

(٣٩٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

(৩৯২) আয়িশা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মাথার

[১০৫]. সূরা: (২৪) নূর, আয়াত: ৩১।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কাপড় ছাড়া আল্লাহ কোনো বয়ঃপ্রাপ্তা বা সাবালিকা নারীর সালাত কবুল করেন না। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, তিরমিযি, হাকিম ও ইবন খুযাইমা। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকিম ও ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৫১৬৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬১৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৭৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৫৫; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯১৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৭৭৫]*

(٣٩٣) عَنْ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ ضَرَبَ أَمَةً رَآهَا مُتَقَنِّعَةً وقَالَ: اِكْشِفِيْ رَأْسَكِ لَا تَشَبَّهِيْنَ بِالْحَرَائِرِ.

(৩৯৩) উমার ইবন খাত্তাব ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি একজন ক্রীতদাসীকে মাথা আবৃত অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তাকে আঘাত করেন ও বলেন, তোমার মাথা অনাবৃত করে রাখো। স্বাধীন সাধারণ নারীদের মতো চলবে না। (আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫০৬৪]*

(৪৬) একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় ও সালাতের জন্য সাজগোজ বিষয়ে

(٣٩٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَبْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

(৩৯৪) তাবিয়ি মুহাম্মাদ ইবনুল মুনকাদির বলেন, আমি জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম তিনি একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৩]*

(٣٩٥) عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِيْ إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّيْ فِيْ إِزَارٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِيْ أَحْمَقُ مِثْلُكَ وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৩৯৫) ইবনুল মুনকাদির বলেন, জাবির ﵁ একটিমাত্র ইযার বা খোলা সেলাইবিহীন লুঙ্গি পরিধান করে সালাত আদায় করেন। তিনি লুঙ্গিটিকে তার কাঁধের উপর দিয়ে গিরে দিয়ে রাখেন। তার অন্যান্য পোশাক পরিচ্ছদ তখন পাশেই তাকের উপর রাখা ছিল। তখন একব্যক্তি বলে, আপনি একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় করলেন? উত্তরে জাবির ﵁ বলেন, আমিতো এজন্যই এভাবে সালাত আদায় করলাম যেন তোমার মতো আহমকরা আমাকে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমাদের কার দুইটি কাপড় ছিল? (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫২]*

গ্রন্থকার বলেন, এভাবে একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করা জায়িয ও এতেই প্রয়োজন মিটবে। কিন্তু যদি মুসতাহাব পর্যায়ে যেতে হয় তাহলে সালাত আদায়ের জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করা উত্তম। নিম্নের হাদীসগুলো থেকে তা বোঝা যায়।

(٣٩٦) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِيْ سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ.

(৩৯৬) বুরাইদা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোনো পুরুষ গায়ে চাদর না রেখে শুধুমাত্র পাজামা পরিধান করে সালাত আদায় করবে। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯১৪]*

(٣٩٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ ثَوْبَيْهِ فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ مَنْ تُزُيِّنَ لَهُ.

(৩৯৭) ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে, তখন যেন সে তার কাপড় দুইটি[১০৬] পরিধান করে; কারণ আল্লাহরই অধিকার সবচেয়ে বেশি যে, তাঁর জন্য সাজগোজ করা হবে। (তাবারানি। সনদ হাসান)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৯৩৬৮; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার,*

[১০৬]. তৎকালীন মানুষেরা সাধারণত একটি খোলা সেলাইবিহীন লুঙ্গি ও একটি চাদর পরিধান করতেন, যেরূপ হজ্জের সময় হাজিগণ পরিধান করতেন। জোড়া কাপড় বা দুইটি কাপড় বলতে এই দুইটি কাপড় বোঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস-২২১৮]

(٣٩٨) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مَرْفُوْعًا: إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ. (إِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ).

(৩৯৮) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, একটিমাত্র কাপড়ে সালাত আদায় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি যখন একটিমাত্র কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে তখন যদি কাপড়টি বড় বা প্রশস্ত হয় তাহলে তুমি তা চাদরের মতো করে গায়ে জড়িয়ে নেবে। আর যদি কাপড়টি ছোট হয় তাহলে ইযার বা লুঙ্গি বানিয়ে কোমরে পেঁচিয়ে পরিধান করবে। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিম সংকলিত অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'কাপড়টি প্রশস্ত বা বড় হলে তুমি তার দুইপ্রান্ত দুইদিক থেকে গায়ের উপর দেবে')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৬১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০১০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৩৪]*

(٣٩٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا يُصَلِّيْ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

(৩৯৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই কাঁধের উপরে কাপড়ের কিছু অংশ না রেখে শুধুমাত্র একটি কাপড়ে তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫১৬]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এখানে এই নিষেধাজ্ঞাটি তানযীহ বা 'অনুত্তম' পর্যায়ের। অর্থাৎ শুধুমাত্র একটি লুঙ্গি বা চাদর পরিধান করে দেহের ঊর্ধ্বাংশ ও কাঁধ অনাবৃত রেখে সালাত আদায় করা অনুত্তম। উপরে উল্লিখিত জাবির বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কাপড়টি ছোট বা অপ্রশস্ত হলে লুঙ্গিরূপে পরিধান করবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, কাঁধ অনাবৃত রাখা জায়িয। এই নির্দেশের কারণ হল, কাঁধের উপর কাপড়ের কিছু অংশ না থাকলে হঠাৎ কাপড়টি খুলে সতর অনাবৃত হয়ে যেতে পারে। এজন্য কাঁধের উপর কাপড়ের কিছু অংশ রাখা উচিত। তবে কেউ যদি সতর অনাবৃত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে নিরাপদ হতে পারে তাহলে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তার জন্য কাঁধ অনাবৃত রাখায় কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহই ভালো জানেন।

(٤٠٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِيْ دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّيْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا.

(৪০০) উম্মু সালামাহ ﵂ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, একজন মহিলা কি ইযার পরিধান ছাড়া শুধুমাত্র ওড়না ও সেমিজ বা ম্যাক্সি পরিধান করে সালাত আদায় করতে পারে? তিনি উত্তরে বলেন, সেমিজ বা ম্যাক্সি যদি এমন বড় হয় যে পায়ের উপরিভাগ পর্যন্ত আবৃত করে রাখে তাহলে (পারবে)। (আবু দাউদ। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৪০; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯১৫]*

(৪৭) উলঙ্গ ব্যক্তিদের সালাত ও জলযানে আরোহীদের সালাত

(٤٠١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلَّذِيْ يُصَلِّيْ فِي السَّفِيْنَةِ وَالَّذِيْ يُصَلِّيْ عُرْيَانًا يُصَلِّيْ جَالِسًا.

(৪০১) ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, যে ব্যক্তি নৌকায় সালাত আদায় করবে এবং যে ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করবে তারা বসে সালাত আদায় করবে। (আব্দুর রাযযাক হাসান সনদে। তিনি আলী ﵁ থেকেও অনুরূপ মতামত সংকলন করেছেন)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪৫৬৫ ও ৪৫৬৬]*

(٤٠٢) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ... أَنَّهُ أَمَّ [أَمَّنَا] قَاعِدًا عَلَى بِسَاطِ [فِي] السَّفِيْنَةِ وَإِنَّ السَّفِيْنَةَ لَتَجُرُّ [بِنَا] جَرًّا.

(৪০২) ইবন সীরীন বলেন, আমরা আনাস ﵁-এর সাথে সফরে বের হলাম... তিনি নৌকার পাটির উপর বসে [আমাদের] সালাতের ইমামতি করেন। সে সময়ে নৌকাটি [আমাদেরকে নিয়ে] দ্রুতবেগে চলছিল। (তাবারানি। সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি,*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৬৮১]

(৪৮) সালাতের নিয়্যাত

(٤٠٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: حَافِظُوْا عَلَى نِيَّاتِكُمْ.

(৪০৩) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের নিয়্যাতগুলোর বিষয়ে যত্নবান হবে।[১০৭] (তাবারানি সহীহ সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৮৭৫৫]*

(٤٠٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوْا عَلَيْهِ.

(৪০৪) আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমামকে তো বানানো হয়েছে ইকতিদা [অনুসরণ] করার জন্য। কাজেই তার কাজের সাথে কোনো বিরোধিতা করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪১৪]*

(৪৯) কিবলামুখি হওয়া

(٤٠٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ.

(৪০৫) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, মানুষেরা কুবায় ফজরের সালাত আদায় করছিলেন, এমতাবস্থায় একজন আগন্তুক তাদের নিকট আগমন করে বলেন, গতরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর কুরআন নাযিল হয়েছে এবং তাঁকে কা'বার দিকে মুখ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৪৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫২৬]*

(٤٠٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا... فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ

[১০৭]. গ্রন্থকার তাবারানির এই হাদীসটি মাজমাউয যাওয়ায়িদের বরাতে উদ্ধৃত করেছেন। উভয় স্থানে হাদীসের শেষে الصَّلَاةِ فِي শব্দ রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থকার তা উদ্ধৃত করেননি। এই শব্দসহ হাদীসটির অর্থ হয়, 'তোমরা সালাতে বা নামাযে তোমাদের নিয়্যাতগুলোর বিষয়ে যত্নবান হবে'। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ: هَذِهِ الْقِبْلَةُ.

(৪০৬) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বাইতুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর সকল কোণে দুআ করেন।... এরপর যখন তিনি বেরিয়ে আসলেন তখন কা'বার সামনে দুই রাকআত সালাত আদায় করেন এবং বলেন, এটিই কিবলা। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৩০]*

(٤٠٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ.

(৪০৭) আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী স্থান পুরোটাই কিবলা।[১০৮] (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। বুখারি হাদীসটিকে শক্তিশালী বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৪২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০১১]*

(৫০) কিবলা অনুসন্ধান করা

(٤٠٨) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ يَوْمٍ غَيْمٍ فِيْ سَفَرٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ وَسَلَّمَ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّيْنَا إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ: قَدْ رُفِعَتْ صَلَاتُكُمْ بِحَقِّهَا إِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

(৪০৮) মুআয ﷺ বলেন, আমরা এক সফরে মেঘাচ্ছন্ন দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কিবলা বাদে অন্য দিকে মুখ করে সালাত আদায় করি। সালাত শেষ করার পরে সূর্য বেরিয়ে পড়ে। তখন আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা তো কিবলা বাদে অন্য দিকে সালাত আদায় করেছি। তখন তিনি বলেন, তোমাদের সালাত সঠিকরূপে আল্লাহর নিকট উত্থিত হয়েছে। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-২৪৬]*

(৫১) যানবাহনের উপর সালাত আদায়কারীর কিবলা

(٤٠٩) عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ

[১০৮]. এ কথা নবীজি ﷺ মদীনাবাসীদেরকে বলেছেন। মদীনা থেকে কিবলা দক্ষিণ দিকে। তাই তিনি মদীনাবাসীদেরকে জানাচ্ছেন, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী যে দক্ষিণ দিক, যে দিকে কাবাগৃহ অবস্থিত, সে দিকের পুরোটাই কিবলা। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الرَّاحِلَةِ يُسَبِّحُ يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ... يُوْمِئُ بِرَأْسِهِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

(৪০৯) আমির ইবন রাবীআহ ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি উটের উপরে বসে নফল সালাত আদায় করছেন। তিনি (রুকু ও সাজদার জন্য) তাঁর মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করছেন। যেদিকেই তাঁর গতি ছিল সেদিকেই মুখ করে তিনি সালাত আদায় করছিলেন। (বুখারি ও মুসলিম। বুখারির বর্ণনায় অতিরিক্ত বলেন, তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাত আদায়ে এরূপ করতেন না)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০১]*

(٤١٠) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ فَكَبَّرَ ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ.

(৪১০) আনাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন এবং সফর অবস্থায় নফল সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করতেন তখন তিনি উটসহ কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। এরপর তাঁর বাহন যেদিকে চলত সেদিকে ফিরেই সালাত আদায় করতেন। (আবু দাউদ হাসান সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২২৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, 'তিনি ফরয সালাতে এরূপ করতেন না' অর্থ তিনি বিনা ওযরে ফরয সালাতে এরূপ করতেন না। অন্যথায় ওযর থাকলে ফরয সালাতও এরূপভাবে বাহনের পিঠে কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে আদায় করা যায়। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٤١١) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَكْتُوْبَةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَالْقَوْمُ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ يُوْمِيْ إِيْمَاءً لِأَجْلِ الْمَطَرِ.

(৪১১) ইয়া'লা ইবন উমাইয়া থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির কারণে ফরয সালাত উটের পিঠে বসে আদায় করেন। সঙ্গী সাহাবিগণও তাদের উটের পিঠের উপর বসে আদায় করেন। তিনি রুকু সাজদার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করছিলেন। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নির্ভরযোগ্য)। *[হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৯৭৯]*

(٤١٢) عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (أَنَّهُمْ كَانُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسِيْرٍ) وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَمُطِرُوا السَّمَاءُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَالْبِلَّةُ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ فَأَذَّنَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَقَامَ فَتَقَدَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَصَلَّى بِهِمْ يُومِئُ إِيْمَاءً.

(৪১২) ইয়া'লা ইবন মুররাহ ﵁ বলেন, (তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলেন) সালাতের সময় উপস্থিত হলে বৃষ্টিপাত শুরু হয়। তাদের উপরে আসমান এবং নিচে আর্দ্র-কর্দমাক্ত যমিন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উটের পিঠে বসা অবস্থায় আযান দিলেন এবং ইকামত দিলেন। অতঃপর তিনি তাঁর বাহনের উপরে বসেই সামনে এগিয়ে গেলেন এবং উপস্থিত সবাইকে নিয়ে ইমামতি করে সালাত আদায় করলেন। তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে ইশারা করছিলেন। (তিরমিযি। আব্দুল হক হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। নববি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪১১]*

সালাত আদায়ের পদ্ধতি বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৫২) দাঁড়ানো, তাকবীর, কিরাআত, রুকু, দুই সাজাদা, শেষ বৈঠক

(٤١٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَفِيْ لَفْظٍ: حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِيْ صَلَاتِكَ كُلِّهَا.

(৪১৩) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে তখন পূর্ণরূপে ওযু করবে। এরপর কিবলামুখি হবে। এরপর 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এরপর কুরআন থেকে তোমার কাছে সহজ যা আছে তা তিলাওয়াত করবে। এরপর তুমি রুকু করে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

রুকুরত অবস্থায় পরিপূর্ণ স্থির হবে। এরপর মাথা তুলবে এবং পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর সাজদা করবে এবং সাজদারত অবস্থায় পরিপূর্ণ স্থির হবে। এরপর উঠে পরিপূর্ণ স্থির হয়ে বসবে। এরপর সাজদা করবে এবং সাজদারত অবস্থায় পরিপূর্ণ স্থির হবে। এরপর উঠে পরিপূর্ণ স্থির হয়ে বসবে। অন্য বর্ণনায় আছে, এরপর পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর তুমি তোমার পুরো সালাতে এইরূপ করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬২৫১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৫৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৬০]*

(٤١٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ عَلَّمَهُ التَّشَهُّدَ: إِذَا قَضَيْتَ هَذَا أَوْ قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا (فِيْ لَفْظٍ: إِذَا قُلْتَ هَذَا) فَقَدْ قَضَيْتَ صَلَاتَكَ.

(৪১৪) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়ে বলেন, তুমি এই তাশাহহুদ বললে বা তা পালন করলে তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে। (আহমাদ। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৪০০৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৭০]*

(৫৩) সালাতের চাবি, তাহরীমা ও সমাপ্তি

(٤١٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيْرُ وَانْقِضَاؤُهَا التَّسْلِيْمُ.

(৪১৫) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, সালাতের চাবি হল তাকবীর এবং এর সমাপ্তি হল সালাম। (ইবন মাসউদ ﷺ-এর এই মতটি আবু নুআইম সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৯৬৪; ইবন হাজার, আত তালখীসুল হাবীর ১/৫৩৬]*

(٤١٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

(৪১৬) আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পবিত্রতা সালাতের চাবি, তাকবীর এর উদ্বোধন এবং সালাম এর পরিসমাপ্তি। (আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ। হাকিম ও ইবনুস সাকান

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীসটি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১০০৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-২৭৫]*

(৫৪) তাকবীরে তাহরীমার সময় দুইহাত উঠানো এবং তার পদ্ধতি

(٤١٧) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَبَّرَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ أُذُنَيْهِ.

(৪১৭) মালিক ইবন হুয়াইরিস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাকবীর তাহরীমা বলতেন তখন তাঁর দুইহাত এতদূর উঠাতেন যে, হাত দুইটি দুই কানের সমান্তরালে থাকত। অন্য বর্ণনায় আছে, হাত দুইটি দুই কানের উপরিভাগের সমান্তরালে থাকত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৫৯]*

(٤١٨) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَحْوَهُ (رَفَعَ يَدَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

(৪১৮) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ তাকবীরে তাহরীমার সময় দুইহাত কান পর্যন্ত উঠানোর বিবরণ প্রদান করেছেন। তার হাদীসের শেষে তিনি বলেন, অতঃপর তিনি তাঁর ডানহাত বাম হাতের উপর রাখেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪০১]*

(٤١٩) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حِيَالَ أُذُنَيْهِ قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُهُمْ فَرَأَيْتُهُمْ يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُوْرِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِمْ بَرَانِسُ وَأَكْسِيَةٌ.

(৪১৯) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, তিনি সালাত শুরু করলে তাঁর দুইহাত কান পর্যন্ত উঠালেন। আমি পরের বার যখন তাদের কাছে আগমন করলাম তখন দেখলাম তারা

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সালাত শুরুর সময় তাদের হাতগুলো বুক পর্যন্ত উঠাচ্ছেন।... (আবু দাউদ হাসান সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭২৮]*

(٤٢٠) عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: جَعَلَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(৪২০) আবু হুমাইদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমার সময় তাঁর হাত দুইটি দুই কাঁধের সমান্তরালে রাখতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি ১/১৪৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৮৬৯]*

(٤٢١) عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ) اِعْتَدَلَ قَائِمًا وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ.

(৪২১) আবু হুমাইদ সায়িদি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের ইচ্ছা করলে পরিপূর্ণ সোজা হয়ে দাঁড়াতেন এবং তাঁর দুইহাত উঠিয়ে দুই কাঁধের সমান্তরাল করতেন। এরপর বলতেন, আল্লাহু আকবার। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩০৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৬২]*

(٤٢٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَبْصَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى كَانَتَا بِحِيَالِ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ.

(৪২২) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেন যে, তিনি যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন তাঁর দুইহাত এমনভাবে উঠাতেন যে, হাত দুইটি কাঁধের সমান্তরালে থাকত এবং তাঁর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি দুই কানের সমান্তরালে থাকত। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলতেন। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭২৪]*

(٤٢٣) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ أُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

(৪২৩) ওয়ায়িল ইবন হুজর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বলেন,

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হে ওয়ায়িল ইবন হুজর, তুমি যখন সালাত আদায় করবে তখন তোমার দুইহাত তোমার দুইকানের সমান্তরালে রাখবে। আর মহিলা তার দুইহাত তার দুইস্তনের সমান্তরালে রাখবে। (হাদীসটি তাবারানি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদে একজন অজ্ঞাতপরিচয় বর্ণনাকারী আছেন। বাকি বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর ২২/১৯, হাদীস-২৮]*

(٤٢٤) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا.

(৪২৪) তাবিয়ি আব্দু রাব্বিহি বলেন, আমি উম্মু দারদা ﵂-কে দেখলাম, তিনি তার দুইহাত তার দুইকাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। (বুখারি তার 'রাফউল ইয়াদাইন' বিষয়ক পুস্তিকায় হাদীসটি সংকলন করেছেন। হাদীসটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[বুখারি, কুররাতুল আইনাইন, হাদীস-২৩ ও ২৪]*

(৫৫) ডান হাত বাম হাতের উপর রাখা ও তার স্থান

(٤٢٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَمِيْنَهُ عَلَى شِمَالِهِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(৪২৫) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বলেন, আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ডানহাত তাঁর বাম হাতের উপর নাভির নিচে রেখেছেন। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন)।[১০৯] *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৯৩৮ (শামিলা); তাহকীক: মুহাম্মাদ আওয়ামা; হাদীস-৩৯৫৯]*

(٤٢٦) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ.

(৪২৬) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি তাঁর ডান হাতকে বাম হাতের উপরে

[১০৯]. হাদীসটির সনদ ও মতনের বিস্তারিত আলোচনা দেখুন: মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা ১/৩৪২; তুফতাতুল আহওয়াযি ২/৭৫। (অনুবাদক) [আরো দেখুন: ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান, পৃ. ৫১-৫৫। -সম্পাদক]

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

পেট বা বুকের[১১০] উপরে রেখেছিলেন।[১১১] (ইবন খুযাইমা তার সহীহ গ্রন্থে)। *[সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৪৭৯]*

(٤٢٧) عَنِ جَرِيْرٍ الضَّبِّيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.

(৪২৭) তাবিয়ি জারীর দাব্বি বলেন, আমি আলী ﵁-কে দেখলাম তিনি তার বাম হাতকে ডানহাত দিয়ে কবজির উপর আঁকড়ে ধরে নাভির উপরে রেখেছেন। (আবু দাউদ)।[১১২] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৫৭]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, নাভির নিচে হাত রাখার বর্ণনা উপরে বা বুকে রাখার বর্ণনা চেয়ে বেশি উচ্চ। এজন্য পুরুষদের জন্য নাভির নিচে রাখাই উত্তম। তবে মেয়েদের জন্য বুকে রাখার বর্ণনা গ্রহণ করাই উত্তম; কারণ তা তাদের পর্দার জন্য অধিক উপকারী। তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠানোর ক্ষেত্রেও এই বিধান। মহিলাদের সালাতের বৈঠকের বিষয়ে এই অর্থে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে। বাম হাতের উপর ডানহাত রাখার মূল হাদীস বুখারি ও মুসলিমে রয়েছে, তবে সেখানে হাত রাখার স্থান উল্লেখ করা হয়নি।

গ্রন্থকার টীকায় বলেন, আবু তাইয়িব তিরমিযির ব্যাখ্যায় বলেন, যতদূর মনে হয়, আল্লাহই ভালো জানেন, দুইহাত নাভির নিচে রাখা, নাভির উপরে রাখা ও বুকের উপর রাখা সবই সহীহ। অপরদিকে নীমাবি বলেন যে, 'বামহাতের উপর ডানহাত রাখা' এতটুকুই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। হাত দুইটি রাখার স্থানের বিষয়ে কিছুই প্রমাণিত নয়। বুকের উপর, নাভির উপর বা নাভির নিচে সকল বর্ণনাই দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য। গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে আবু তাইয়িবের মতই গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ নাভির নিচে, উপরে বা বুকে হাত রাখা সবই সহীহ। তবে উপরের ব্যাখ্যা অনুসারে পুরুষদের জন্য নিচে ও মহিলাদের জন্য উপরে রাখা উত্তম।

[১১০]. আরবি 'সদর' বলতে পেট থেকে গলা পর্যন্ত শরীরের সম্মুখভাগ বোঝায়। দেখুন: আল-মু'জামুল ওয়াসীত ১/৫০৯। (অনুবাদক)

[১১১]. [হাদীসটির সনদ দুর্বল। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন: ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান, পৃ. ৩২-৪০। -সম্পাদক]

[১১২]. ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বলেন, এ হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করার অবকাশ আছে। তবে আলবানি গাযওয়ান ও তার পিতার কারণে দুর্বল বলেছেন। দেখুন: সালাতের মধ্যে হাত বাঁধার বিধান, পৃ. ৪৮-৪৯। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আল্লাহই ভালো জানেন।

(٤٢٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

(৪২৮) আলী ﵁ বলেন, সুন্নাত হল সালাতের মধ্যে হাতের উপর হাত নাভির নিচে রাখা। (আবু দাউদ, আহমাদ, দারাকুতনি। হাদীসটি হাসান)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৮৭৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১০২; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৭৫৬]*

গ্রন্থকার ﵀ টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, বাইহাকি, নববি প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ একমাত্র আব্দুর রাহমান ইবন ইসহাক নামক দ্বিতীয় হিজরি শতকের একজন তাবি'-তাবিয়ি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যিয়াদ ইবন যাইদ নামক একব্যক্তি তাকে বলেছেন, সাহাবি আবু জুহাইফা (মৃ. ৭৪) তাকে বলেছেন, আলী ﵁ তাকে বলেছেন। এই আব্দুর রাহমান ইবন ইসহাককে আহমাদ, ইয়াহইয়া ইবন মাঈন, বুখারি, আবু দাউদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। আর তিনি যিয়াদ ইবন যাইদ নামক যে উস্তাযের নাম বলেছেন তিনি অজ্ঞাতপরিচয়। এজন্য হাদীসটি যয়ীফ। গ্রন্থকার আব্দুর রাহমানের বিষয়ে উল্লেখ করেছেন যে, হাকিম ও ইবন খুযাইমা তার বর্ণিত দুই একটি হাদীস সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযি তার বর্ণিত একটি হাদীস হাসান বলে উল্লেখ করেছেন, যদিও তিনি বলেছেন যে, আব্দুর রাহমান হাদীস মুখস্থ রাখতে পারতেন না। কাজেই হাদীসটি হাসান।

(৫৬) সালাত শুরুর দুআ

(٤٢٩) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ يَقُوْلُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

(৪২৯) আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতের জন্য তাকবীর বলতেন তখন তাঁর দুইহাত তাঁর দুই কানের সমান্তরাল পর্যন্ত উঠাতেন। তিনি বলতেন:

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

'হে আল্লাহ, আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার প্রশংসার সাথে। আর আপনার নাম মহা-বরকতময় এবং সুউচ্চ আপনার মর্যাদা এবং আপনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৩০৩৯]*

অন্য বর্ণনায় আছে, 'তিনি যখন সালাত শুরু করতেন তখন এই বাক্যগুলো বলতেন'। এই বর্ণনার সনদ গ্রহণযোগ্য। তাহাবি সহীহ সনদে উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে সংকলন করেছেন যে, তিনি অনুরূপ দুআ পাঠ করতেন। দারাকুতনি উমার ﵁ থেকে সংকলন করেছেন যে, তিনি এই দুআ পাঠের পরে তাআউয বা 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পাঠ করতেন। দারাকুতনি এই বর্ণনা সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সালাতের শুরুতে পাঠের বিষয়ে আরো অনেক দুআ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তন্মধ্যে কোনো কোনো দুআ অনেক বড়। সম্ভবত তিনি রাতের সালাতে এগুলো পাঠ করতেন। অথবা মাঝে মাঝে ফরয সালাতেও এগুলো পাঠ করতেন। এই অর্থে ইমাম নাসায়ি আবু হুরাইরা ﵁ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শুরু করে কুরআন পাঠ শুরু করার আগে কিছু সময় চুপ করে থাকতেন। এবং তিনি সাজদা করার সময় ও উঠার সময় তাকবীর বলতেন। বুখারি সংকলিত অন্য হাদীসে আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকবীরে তাহরীমা ও কুরআন পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে কিছু সময় চুপ করে থাকতেন। (অর্থাৎ চুপে চুপে সালাত শুরুর দুআ পাঠ করতেন)।

(৫৭) আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ চুপে চুপে বলা

(٤٣٠) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلَاةَ بِـ(اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ).

(৪৩০) আনাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﵁ ও উমার ﵁ 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' দ্বারা সালাত শুরু

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করতেন। (অর্থাৎ এর পূর্বের দুআ, আউযু বিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ চুপে চুপে বলতেন)। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯৯]*

(٤٣١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَجْهَرُوْا بِـ(بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ).

(৪৩১) আনাস ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ও উমার ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেছি, তাঁরা 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' শব্দ করে বলতেন না। (আহমাদ সহীহ সনদে। এই হাদীসটি নাসায়ি ও ইবনুল জারূদ সহীহ সনদে সংকলন করেছেন, সেখানে তিনি অতিরিক্ত বলেছেন, 'এবং উসমান'। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৩৭৮৪; মুনতাকা ইবনুল জারূদ, হাদীস-১৮১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯০৭]*

(٤٣٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوْا يُسِرُّوْنَ التَّعَوُّذَ وَالْبَسْمَلَةَ فِي الصَّلَاةِ.

(৪৩২) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﷺ বলেন, তারা তাআউয (আউযু বিল্লাহ...) ও বাসমালাহ (বিসমিল্লাহ...) সালাতের মধ্যে চুপে চুপে বলতেন। (হাদীসটি সায়ীদ ইবন মানসুর সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[ইবন হাজার, আদ দিরায়াহ ১/১৩৫]*

(٤٣٣) عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: سَمِعَنِيْ أَبِيْ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ أَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ فَقَالَ لِيْ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ إِيَّاكَ وَالْحَدَثَ.

(৪৩৩) আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল ﷺ-এর পুত্র বলেন, আমার পিতা শুনতে পান যে, আমি সালাতের মধ্যে (সশব্দে) 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বলছি। তখন তিনি আমাকে বলেন, বেটা, (এভাবে শব্দ করে বিসমিল্লাহ বলা) নব উদ্ভাবিত বিদআত। খবরদার, তুমি নব উদ্ভাবন পরিহার করবে। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৪৪]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৫৮) কুরআন পাঠ ছাড়া সালাত নেই, সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া সালাত অসম্পূর্ণ, সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা না পাঠ করলে সালাত হবে না

(٤٣٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ.

(৪৩৪) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কিরাআত (কুরআন পাঠ) ছাড়া সালাত হবে না (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯৬]*

(٤٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ.

(৪৩৫) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সালাত আদায় করবে এবং তার মধ্যে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করবে না তার সালাত অপূর্ণাঙ্গ, তিনবার, অসম্পূর্ণ। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯৫]*

(٤٣٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

(৪৩৬) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমরা সূরা ফাতিহা এবং যা সম্ভব হয় পাঠ করব। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮১৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১০৯৯৮]*

(٤٣٧) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِالْحَمْدُ وَسُوْرَةٍ فِيْ فَرِيْضَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

(৪৩৭) আবু সায়ীদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফরয সালাত বা অন্য সালাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবে না তার সালাত নেই। (তিরমিযি হাসান সনদে)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৩৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৩৯]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٤٣٨) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَصَاعِدًا. قَالَ سُفْيَانُ: لِمَنْ يُصَلِّيْ وَحْدَهُ.

(৪৩৮) উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা এবং অতিরিক্ত পাঠ না করবে তার সালাত নেই। হাদীসের বর্ণনাকারী তাবি'-তাবিয়ি সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ (মৃ. ১৯৮ হি.) বলেন, এই বিধান যে ব্যক্তি একাকী সালাত আদায় করবে তার জন্য। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮২২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯১১]*

(٤٣٩) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا. وَفِيْ لَفْظٍ: فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ... اَلْحَدِيْثَ.

(৪৩৯) আবু কাতাদাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও আসরের দুই রাকআতে (দ্বিতীয় বর্ণনায়: প্রথম দুই রাকআতে) সূরা ফাতিহা ও একটি একটি সূরা পাঠ করতেন। মাঝেমাঝে আমাদেরকে একটি আয়াত শুনাতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৬২ ও ৭৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৫১]*

(৫৯) ইমাম সশব্দে বা চুপেচুপে কুরআন পাঠ করলে মুক্তাদি নীরবে শুনবেন এবং ইমামের সাথে কোনো প্রকার কিরাআত নেই

(٤٤٠) عَنْ أَبِيْ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُوْا. وَلَفْظُ مُسْلِمٍ فِيْ حَدِيْثِ أَبِيْ مُوْسَى: وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

(৪৪০) আবু মুসা আশআরি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, যখন তোমরা সালাতে দাঁড়াবে তখন তোমাদের মধ্য থেকে একজন ইমাম হবে এবং যখন ইমাম কুরআন পাঠ করবে তখন তোমরা মনোযোগী শ্রোতার ন্যায় নীরব নিশ্চুপ থাকবে[১১৩]। (আহমাদ। মুসলিমও হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে,

[১১৩]. আরবি 'ইনসাত' শব্দের অর্থ নীরবে শ্রবণ করা বা মনোযোগী শ্রোতার মতো নীরব নিশ্চুপ থাকা। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

এবং যখন সে কুরআন পাঠ করবে তখন মনোযাগী শ্রোতার ন্যায় নীরব নিশ্চুপ থাকবে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯৭২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪০৪]*

(٤٤١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

(৪৪১) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম বানানো হয়েছে তার অনুসরণ করার জন্য। ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলবেন তখন তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বলবে। আর যখন তিনি কুরআন পাঠ করবেন তখন তোমরা মনোযাগী শ্রোতার ন্যায় নীরব নিশ্চুপ থাকবে। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, নাসায়ি। মুসলিম হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৮৮৮৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬০৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯২১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৪৬]*

(٤٤٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ فَجَعَلَ رَجُلٌ يَقْرَأُ خَلْفَهُ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَيُّكُمْ قَرَأَ أَوْ أَيُّكُمُ الْقَارِئُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا فَقَالَ: قَدْ ظَنَنْتُ أَنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِيْهَا.

(৪৪২) ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাত আদায় করেন। তখন একব্যক্তি তাঁর পিছে 'সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আ'লা' সূরাটি পাঠ করতে থাকে। তিনি সালাত শেষ করে বলেন, তোমাদের মধ্যে কে পাঠ করেছে? বা তোমাদের মধ্যে পাঠকারী কে? একব্যক্তি বলে, আমি। তখন তিনি বলেন, আমি ধারণা করেছিলাম যে, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তা নিয়ে আমাকে বিরক্ত করছে বা টানাটানি করছে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮২৮]*

(٤٤٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا قِرَاءَةَ مَعَ الْإِمَامِ فِيْ شَيْءٍ.

(৪৪৩) যাইদ ইবন সাবিত ﵁ বলেন, ইমামের পিছে কোনো কিছুতেই কোনো প্রকার কুরআন পাঠ নেই। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৬০]*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৬০) কারো ইমাম থাকলে ইমামের পাঠই তার পাঠ হবে এবং ইমামের পিছে কুরআন পাঠ করবে না

(٤٤٤) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

(৪৪৪) জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের কিরাআতই (কুরআন পাঠ) তার জন্য কিরাআত। (মুহাম্মাদ, আহমাদ, তাহাবি, আহমাদ ইবন মানী'। হাদীস সহীহ)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-৮৬; আল মুআত্তা, হাদীস-১১৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৪৬৪৩; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১২৯৪]*

(٤٤٥) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا: مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَلَمْ يُصَلِّ إِلَّا وَرَاءَ الْإِمَامِ.

(৪৪৫) জাবির ﷺ বলেন, ইমামের পেছনে ছাড়া যদি কোনো ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ ব্যতিরেকে এক রাকআত সালাত আদায় করে, তাহলে সে কোনো সালাতই আদায় করল না বা তার সালাত হল না। (মালিক ও তিরমিযি সহীহ সনদে)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-২৩৩; মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদীস-১১৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩১৩]*

(٤٤٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَوْقُوْفًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَحَسْبُهُ قِرَاءَةُ الْإِمَامِ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَا يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ.

(৪৪৬) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, যদি তোমাদের কেউ ইমামের পেছনে সালাত আদায় করে তাহলে ইমামের কিরাআতই তার জন্য যথেষ্ট। আর যদি একাকী সালাত আদায় করে তাহলে যেন সে কুরআন পাঠ করে। আব্দুল্লাহ ইবন উমার ইমামের পেছনে কুরআন পাঠ করতেন না। (মালিক সহীহ সনদে। এই অর্থে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ থেকে সহীহ সনদে হাদীস সংকলন করেছেন তাহাবি। তিনি এই অর্থে ইবন আব্বাস ও আবু দারদা ﷺ থেকে হাসান সনদে হাদীস সংকলন করেছেন)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-২৮৩ ও ২৮৪; তাহাবি, শারহু মাআনিল*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আসার, হাদীস-১৩১৬, ১৩১৭ ও ১৩১৮]

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, ইমামের পেছনে কিরাআত বা কুরআন পাঠ বিষয়ে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে তা নীমাবি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে এ বিষয়ে সাহাবিগণ থেকে কিছু মতামত রয়েছে। যেমন মুসলিম সংকলিত আবু হুরাইরা ﵁-এর মত।

(٤٤٧) عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيْهِ قِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ فَقَالَ: اِقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ.

(৪৪৭) আলা' তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আবু হুরাইরা ﵁-কে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, আমরা ইমামের পিছে থাকি? তিনি বলেন, তুমি তোমার মনের মধ্যে তা পাঠ করবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩১২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৩৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮২১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯০৯]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সম্ভবত এ ছিল তার ইজতিহাদ। অনুরূপভাবে বুখারি তার 'কিরাআহ খালফাল ইমাম' গ্রন্থে আলী ﵁ ও আব্দুল্লাহ ইবন মুগাফফাল ﵁ থেকে সংকলন করেছেন যে, তারা 'সিররি সালাতে' বা যে সালাতে ইমাম চুপে চুপে কিরাআত পাঠ করেন সেই সালাতে ইমামের পেছনে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করতেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৬১) ইমাম ও মুক্তাদিগণের 'আমীন' বলা

(٤٤٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৪৪৮) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'আমীন' (হে আল্লাহ, কবুল করুন) বলবে তখন তোমরাও 'আমীন' বলবে। কারণ যার 'আমীন' বলা ফিরিশতাগণের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪১০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৩৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৫০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯২৮]*

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٤٤٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَلَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৪৪৯) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন ইমাম 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলবে তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। কারণ যার 'আমীন' বলা ফিরিশতাগণের 'আমীন' বলার সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করা হবে (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৮২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৩৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯২৯]*

(٤٥٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا قَالَ (وَلَا الضَّالِّيْنَ) فَقُوْلُوْا آمِيْنَ وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

(৪৫০) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ইমামের আগে কিছু করবে না। ইমাম যখন 'আল্লাহু আকবার' বলবেন তখন তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এবং যখন ইমাম 'ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলবেন তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। এবং যখন ইমাম রুকু করবেন তখন তোমরা রুকু করবে। এবং যখন ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি প্রশংসা করে আল্লাহ তাকে শুনেন) বলবেন তখন তোমরা বলবে, 'আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ' (হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু, আপনার জন্যই প্রশংসা)। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪১৫]*

(৬২) চুপে চুপে আমীন বলা

(٤٥١) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقَالَ آمِيْنَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

(৪৫১) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করেন। তিনি যখন 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বললেন, তখন তিনি 'আমীন' বললেন। আমীন বলার

জন্য তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর নিচু (lower) করলেন। (তায়ালিসি, আবু ইয়া'লা, হাকিম, তিরমিযি, আহমাদ। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ তায়ালিসি, হাদীস-১১১৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৮৮৪৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৯১৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৪৮]*

হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে এর মতন বা শব্দে বৈপরীত্য ও প্রক্ষিপ্ততা আছে। দ্বিতীয় হিজরির মাশহুর তাবিয়ি শু'বা ইবনুল হাজ্জাজ (মৃ. ১৬০ হি.) হাদীসটি তার উস্তায সালামাহ ইবন কুহাইলের সূত্রে ওয়ায়িল ইবন হুজর থেকে এভাবে 'তিনি কণ্ঠস্বর নিচু করলেন' বলে বর্ণনা করেছেন। অপরদিকে অপর মাশহুর তাবিয়ি সুফিয়ান সাওরি (মৃ. ১৬১ হি.) সালামাহ ইবন কুহাইলের সূত্রেই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তিনি বলেছেন, 'তিনি কণ্ঠস্বর উচু করলেন'। দারাকুতনি, ইবন হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস 'সুফিয়ান সাওরির বর্ণনাকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। তিরমিযি একে হাসান বলেছেন। ইবনুল কাত্তান ও নীমাবি একে দুর্বল বলেছেন।

(৬৩) সশব্দে আমীন বলার ব্যাখ্যা

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, দুইটি বর্ণনা দুই সময়ের ঘটনা ছিল বলে ধরে নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কখনো শিক্ষা দানের জন্য উচ্চস্বরে 'আমীন' বলতেন। নিচের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٤٥٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ يَقُوْلُ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ... وَقَرَأَ: غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ فَقَالَ: آمِيْنَ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا.

(৪৫২) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখলাম, যখন তিনি সালাত শেষ করলেন... এবং 'গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বললেন, তখন তিনি 'আমীন' বললেন। আমীন বলার জন্য তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর দীর্ঘ করলেন। আমি মনে করি এটা তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই করলেন। (আবু বিশর দাওলাবি হাসান সনদে)।[১১৪] *[দাওলাবি, আল কুনা ওয়াল আসমা, হাদীস-১০৯০]*

[১১৪]. হাদীসটি গ্রন্থকারের ইঙ্গিতের আলোকে সংযোজিত। তিনি টীকায় বলেন, হাদীসের রাবী ইয়াহইয়া ইবন সালামাকে অনেক মুহাদ্দিস দুর্বল বলেছেন। তবে হাকিম তাকে শক্তিশালী বলেছেন। সুতরাং হাদীসটি হাসান। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী: اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً 'তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো'[১১৫] গ্রহণ করতে হবে। তাবিয়ি আতা ইবন আবী রাবাহ (১১৪ হি.) বলেন, আমীন দুআ। বুখারি তা'লীক হিসাবে সনদবিহীনভাবে আতার কথাটি উল্লেখ করেছেন। নিম্নের হাদীসটি থেকেও চুপে চুপে 'আমীন' বলার কথা বোঝা যায়।

(٤٥٣) عَن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى بِهِمْ سَكَتَ سَكْتَتَيْنِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّيْنَ سَكَتَ أَيْضًا هُنَيَّةً فَأَنْكَرُوْا ذَلِكَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أُبَيٌّ أَنَّ الْأَمْرَ كَمَا صَنَعَ سَمُرَةُ.

(৪৫৩) সামুরা ইবন জুনদুব ﵁ যখন ইমামতি করে সালাত আদায় করতেন তখন তিনি দুইবার চুপ করে থাকতেন: যখন তিনি তাকবীর বলে সালাত শুরু করতেন তখন এবং যখন তিনি 'ওয়ালাদ দ্বল্লীন' বলতেন তখন সামান্য সময় চুপ থাকতেন। মুসল্লিগণ বিষয়টি আপত্তি করেন। তখন তিনি এ বিষয়ে উবাই ইবন কা'বকে চিঠি লিখেন। উবাই উত্তরে তাদেরকে জানান যে, সামুরা যেরূপ করে প্রকৃত বিষয় সেইরূপই। (আহমাদ, দারাকুতনি ও বাইহাকি সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০২৬৬; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১২৭৬]*

(৬৪) প্রত্যেক উঠানামার সময় তাকবীর বলা, রুকু থেকে উঠতে 'সামিআল্লাহু...' বলা এবং ইমামের জন্য সেগুলো সশব্দে বলার বিধান

(٤٥٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَهْوِيْ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا وَيُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ مِنَ الثِّنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوْسِ.

(৪৫৪) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে

[১১৫]. সূরা: (৭) আ'রাফ, আয়াত: ৫৫।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দাঁড়াতেন (শুরু করতেন) তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর যখন রুকু করতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর যখন রুকু থেকে তাঁর মেরুদণ্ড উঠাতেন তখন 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি প্রশংসা করে আল্লাহ তাকে শুনেন) বলতেন। এরপর তিনি দাঁড়ানো অবস্থায় বলতেন, 'রাব্বানা, ওয়া লাকাল হামদ' (হে আমাদের প্রভু, এবং আপনার জন্যই প্রশংসা)। এরপর তিনি (সাজদার জন্য) নিচু হওয়ার সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর তিনি যখন (সাজদা থেকে) মাথা উঠাতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর যখন তিনি সাজদা করতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর যখন তিনি মাথা উঠাতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। এরপর তিনি পরবর্তী সকল রাকআতে এভাবে বলে সালাত শেষ করতেন। তিনি যখন দ্বিতীয় রাকআতের বৈঠক থেকে উঠতেন তখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৮৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৫০]*

(٤٥٥) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا ولَكَ الْحَمْدُ.

(৪৫৫) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম বানানো হয়েছে অনুসরণ করার জন্য। অতএব যখন ইমাম 'আল্লাহু আকবার' বলবে তখন তোমরা 'আল্লাহু আকবার' বলবে। যখন ইমাম সাজদা করবে তখন তোমরা সাজদা করবে। যখন ইমাম উঠবে তখন তোমরা উঠবে। যখন ইমাম 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' (যে ব্যক্তি প্রশংসা করে আল্লাহ তাকে শুনেন) বলবে তখন তোমরা বলবে, 'রাব্বানা, ওয়া লাকাল হামদ' (হে আমাদের প্রভু, এবং আপনার জন্যই প্রশংসা)। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪১১]*

(٤٥٦) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى لَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيْرِ حِيْنَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ وَحِيْنَ سَجَدَ وَحِيْنَ رَكَعَ وَحِيْنَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৪৫৬) তাবিয়ি সায়ীদ ইবনুল হারিস বলেন, আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ আমাদেরকে নিয়ে (ইমামরূপে) সালাত আদায় করেন। তিনি সাজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়, সাজদা করার সময়, রুকু করার সময় এবং দ্বিতীয় রাকআত শেষে উঠার সময় সশব্দে 'আল্লাহু আকবার' বলেন। এবং তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে এরূপ করতে দেখেছি। (বুখারি। হাদীসটি বাইহাকি অন্য একটি সনদে সংকলন করেছেন। বাইহাকির বর্ণনা নিম্নরূপ, 'তিনি সালাত শুরুর সময়, রুকুর সময় এবং 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'-এর পরে সশব্দে 'আল্লাহু আকবার' বলেন'। নববি বাইহাকির এই বর্ণনাটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮২৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২২৭৬]*

(٤٥٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(৪৫৭) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক উঠা, নামা, দাঁড়ানো ও বসায় 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং আবু বাকর ও উমার ﵄। (তিরিমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৫৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৮৩]*

(৬৫) দুইহাত উঠানো শুরুতে, রুকুতে, সাজদায়, প্রত্যেক উঠা, নামা, বসা, ও দুই সাজদার মাঝে

(٤٥٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

(৪৫৮) ইবন উমার ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন এবং যখন তিনি রুকুর জন্য 'আল্লাহু আকবার' বলতেন তখন তাঁর দুইহাত তাঁর দুইকাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। এবং যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দুইহাত উঠাতেন এবং বলতেন, 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ'। 'রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ'। তিনি

AS SUNNAH TRUST

সাজদায় অনুরূপ করতেন না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৯০]*

(٤٥٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا نَحْوَهُ مِنْ فِعْلِهِ وَزَادَ: وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৪৫৯) ইবন উমার ﷺ থেকে দ্বিতীয় বর্ণনায় আছে, ইবন উমার সালাত শুরুর সময়, রুকুর সময়, রুকু থেকে উঠার সময় দুইহাত অনুরূপভাবে উঠাতেন। এছাড়া তিনি দ্বিতীয় রাকআত শেষে উঠার সময় দুইহাত উঠাতেন। তিনি এই কর্ম রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে গ্রহণ করেছেন বলে বলতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৩৯]*

(٤٦٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَرُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(৪৬০) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি তার দুইহাত উঠাতেন প্রত্যেক নামা, উঠা, রুকু, সাজদা, দাঁড়ানো, বসা ও দুই সাজদার মাঝে। (তাহাবি)।[১১৬] *[তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-৫৮৩১]*

(٤٦١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ التَّكْبِيْرِ حِيْنَ يَهْوِيْ سَاجِدًا.

(৪৬১) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (রুকুর পরে) সাজদার জন্য ঝুঁকে যখন 'আল্লাহু আকবার' বলতেন তখন তাঁর দুইহাত উঠাতেন। (তাবারানি সহীহ সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-১৬]*

(٤٦٢) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَإِذَا سَجَدَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ.

(৪৬২) মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﷺ বলেন, তিনি দেখেছেন,

[১১৬]. গ্রন্থকার টীকায় বলেন, 'ইবন হাজার বলেছেন, বর্ণনাটি শায'। তাহাবিও বর্ণনাটিকে শায বলেছেন। দেখুন: ইবন হাজার, ফাতহুল বারি ২/২২৩। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে দুইহাত উঠাতেন, রুকু করার সময়, রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময়, সাজদা করার সময়, সাজদা থেকে মাথা উঠানোর সময়। (নাসায়ি সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৮৫; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-৫৮৩৭]*

(٤٦٣) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

(৪৬৩) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রুকুতে ও সাজদায় তাঁর দুইহাত উঠাতেন। (আবু ইয়া'লা সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৩৭৫২; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৪৩৪]*

(٤٦٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَحِيْنَ يَرْكَعُ وَحِيْنَ يَسْجُدُ.

(৪৬৪) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে যখন সালাত শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর দুইহাত তাঁর দুইকাঁধ পর্যন্ত উঠাতেন। (ইবন মাজাহ। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)[১১৭]। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৬০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬১৬৩]*

(٤٦٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ.

(৪৬৫) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর দুইহাত উঠাতেন। (দারাকুতনি সহীহ সনদে)।[১১৮] *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১১২১]*

[১১৭]. আহমাদ ইবন আবু বাকর বুসীরি 'যাওয়ায়িদ ইবন মাজাহ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদীসের সনদ দুর্বল। এর বর্ণনাকারী ইসমাঈল ইবন আইয়াশ দুর্বল বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

[১১৮]. দারাকুতনি উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদীস ওয়ায়িল ইবন হুজরের ছেলে আলকামা ইবরাহীম নাখয়িকে শোনান। নাখয়ি বলেন, আমার মনে হয়, তোমার পিতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই একদিন ছাড়া দেখেননি, তিনি হাত উঠানো মুখস্থ করেছেন। অথচ আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাত উঠানোর কথা বর্ণনা করলেন না। এরপর ইবরাহীম বলেন, শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উঠাতে হবে। (অনুবাদক)

AS SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٤٦٦) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: رَفَعَ اليَدَيْنِ فِي السُّجُوْدِ.

(৪৬৬) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদায়ও দুইহাত উঠাতেন। (বুখারি রাফউল ইয়াদাইন বিষয়ক পুস্তিকায় সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৪৩৪]*

গ্রন্থকার বলেন, এ সকল হাদীস মানসুখ বা রহিত হওয়ার কোনো দলীল নেই। যারা সাজদার সময় হাত উঠানোর হাদীসগুলো মানসুখ বলে দাবি করেন এবং যারা তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া অন্য সময় হাত উঠাতে নিষেধ করেন উভয় দলের অবস্থা একই রূপ। নিম্নের হাদীস দিয়ে দলীল দেওয়া সঠিক নয়।

(٤٦٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوْعِ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُوْدِ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ صَلَاتُهُ حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى.

(৪৬৭) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন তখন দুইহাত উঠাতেন, এবং যখন রুকু করতেন এবং যখন তাঁর মাথা রুকু থেকে উঠাতেন। তিনি সাজদার মধ্যে এরূপ করতেন না। তিনি আল্লাহর সাথে মিলন (মৃত্যু) পর্যন্ত এভাবেই সালাত আদায় করতেন। (বাইহাকি)। *[যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/৪১০; ইবন হাজার, আদ দিরায়াহ ১/১৫৩]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এই হাদীস দ্বারা সাজদার সময় হাত উঠানো রহিত বলে দাবি করা যায় না। কারণ এই হাদীসটি দুর্বল, বরং মাওযূ বা বানোয়াট। গ্রন্থকার টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদীসের সনদের একজন বর্ণনাকারী ইসমাত ইবন মুহাম্মাদ আনসারি। তিনি দ্বিতীয় হিজরি শতকের একজন হাদীস বর্ণনাকারী। তিনিই দাবি করেন যে, তিনি মুসা ইবন উকবাহ থেকে নাফি থেকে ইবন উমার থেকে এই হাদীস শুনেছেন। ইসমাত নামক এই ব্যক্তি মিথ্যা হাদীস বানাতেন বলে মুহাদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। কাজেই হাদীসটি বানোয়াট পর্যায়ের।

(٤٦٨) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى مِنَ الصَّلَاةِ.

AS-SUNNAH TRUST

(৪৬৮) তাবিয়ি মুজাহিদ বলেন, আমি ইবন উমার ﵁-এর পেছনে সালাত আদায় করলাম, তিনি সালাতের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম তাকবীর ছাড়া আর কোনো সময় তার দুইহাত উঠালেন না। (তাহাবি, বাইহাকি ও ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৩৫৭; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৪৫২; বাইহাকি, মা'রিফাতুস সুনান, হাদীস-৩৩০৮]*

(৬৬) শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া দুইহাত না উঠানো

(٤٦٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُصَلِّيْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِيْ أَوَّلِ مَرَّةٍ.

(৪৬৯) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায় করে দেখাব না? তখন তিনি সালাত আদায় করেন। তিনি সালাতের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথমবার ছাড়া তার দুইহাত উঠালেন না। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযি। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবন হাযম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। হাদীসটি মুসলিমের শর্ত অনুসারে সহীহ)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৩৬৮১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৪৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৫৭]*

(٤٧٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ فَقَامَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ لَمْ يُعِدْ.

(৪৭০) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সংবাদ দিব না? তখন তিনি সালাতে দাঁড়ান। তিনি প্রথম বার তার দুইহাত উঠান অতঃপর তিনি আর হাত উঠান না। (নাসায়ি সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০২৬]*

(٤٧١) عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ.

(৪৭১) তাবিয়ি আসওয়াদ বলেন, আমি উমার ﵁-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি শুধুমাত্র সালাত শুরু করার সময় ছাড়া সালাতের মধ্যে কোনো সময়ে তার দুইহাত উঠালেন না। (ইবন আবী

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

শাইবা। তাহাবি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৪৫৪; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৩৬৪]*

(٤٧٢) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِيْ أَوَّلِ تَكْبِيْرَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ.

(৪৭২) তাবিয়ি আসিম ইবন কুলাইব তার পিতা থেকে বলেন, আলী ﵁ সালাতের প্রথম তাকবীরে তার দুইহাত উঠাতেন এরপর তিনি আর উঠাতেন না। (তাহাবি ও ইবন আবী শাইবা। হাদীসটি সহীহ)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৩৫৩; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৪৪২]*

(٤٧٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْت مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَلَمْ يَرْفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ.

(৪৭৩) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﵁ ও উমার ﵁-এর সাথে সালাত আদায় করেছি। তাঁরা সালাত শুরু করার সময় ছাড়া তাঁদের হাতগুলো উঠাতেন না। (আবু ইয়া'লা, দারাকুতনি ও বাইহাকি। হাদীসটি হাসান)।[১১৯] *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১১৩৩; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৫০৩৯; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৫৩৪]*

(٤٧٤) عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا لَا يَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ.

(৪৭৪) তাবিয়ি আবু ইসহাক সাবীয়ি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁-এর সাথি-ছাত্রগণ এবং আলী ﵁-এর সাথি-ছাত্রগণ শুধুমাত্র সালাতের শুরু ছাড়া তাদের হাত উঠাতেন না। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা-২৪৪৬]*

(٤٧٥) عَنِ الْمُغِيْرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيْمَ حَدِيْثُ وَائِلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ

[১১৯]. দারাকুতনি, যাইলায়ি, হাইসামি প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَآهُ مَرَّةً يَفْعَلُ ذَلِكَ فَقَدْ رَآهُ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَمْسِيْنَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

(৪৭৫) মুগীরাহ বলেন আমি ইবরাহীম নাখয়িকে বললাম, ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন, তিনি দেখেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শুরু করতেন, যখন রুকু করতেন এবং যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন তখন তাঁর দুইহাত উঠাতেন। তখন ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ যদি একবার মাত্র তাঁকে এভাবে হাত উঠাতে দেখে থাকেন, তাহলে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ পঞ্চাশবার তাঁকে হাত না উঠাতে দেখেছেন। (তাহাবি হাসান সনদে। ইবরাহীম নাখয়ির অনুরূপ মতামত দারাকুতনি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৩৫১]*

(٤٧٦) عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيْهًا قَطُّ يَفْعَلُهُ يُرِيْدُ)يَرْفَعُ يَدَيْهِ (فِيْ غَيْرِ التَّكْبِيْرَةِ الْأُوْلَى.

(৪৭৬) কুফার প্রসিদ্ধ কারি, আবিদ ও আলেম আবু বাকর ইবন আইয়াশ (১৯৪ হি.) বলেন, আমি কোনো ফকীহকে কখনো তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া হাত উঠাতে দেখিনি। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৩৬৭]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, মোটামুটি কথা হল, এ বিষয়ে সাহাবিগণ থেকে শুরু করে পরবর্তী যুগের আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

(٤٧٧) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا لِيْ أَرَاكُمْ رَافِعِيْ أَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ اسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ.

(৪৭৭) জাবির ইবন সামুরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বেরিয়ে এসে বলেন, আমার কী হল, আমি দেখছি যে, তোমরা তোমাদের হাতগুলো উঠিয়ে রেখেছ? মনে হচ্ছে সেগুলো যেন সদা-অস্থির চঞ্চল ঘোড়ার লেজের মতো! তোমরা সালাতের মধ্যে শান্ত হবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৩০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০০০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৮৪]*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٤٧٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَرْفَعُ أَيْدِيَنَا فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ...

(৪৭৮) জাবির ইবন সামুরাহ ﷺ অন্য বর্ণনায় বলেন, আমরা সালাতের মধ্যে আমাদের হাতগুলো উত্তোলিত করছিলাম, এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট আগমন করেন। তখন তিনি বলেন...'। (হাদীসটি বুখারি রাফউল ইয়াদাইন বিষয়ক পুস্তিকায় সংকলন করেছেন)। *[বুখারি, কুররাতুল আইনাইন, হাদীস-৩৫; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/৩৯৩]*

(৬৭) সালাতের মধ্যে দৃষ্টির স্থান

(٤٧٩) عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُهُ مُصَلَّاهُ.

(৪৭৯) তাবিয়ি ইবন সীরীন বলেন, তারা ভালোবাসতেন যে, সালাত আদায়কারী ব্যক্তির দৃষ্টি তার সালাতের স্থানের বাইরে যাবে না। (সায়ীদ ইবন মানসুর। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩৫৪১; শাওকানি, নাইলুল আওতার ২/২২০]*

(৬৮) রুকুর পদ্ধতি

(٤٨٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَكَعَ اسْتَوَى فَلَوْ صُبَّ عَلَى ظَهْرِهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ.

(৪৮০) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু করতেন তখন পরিপূর্ণ সোজা হতেন। এমনকি যদি তাঁর পিঠের উপর পানি ঢেলে দেওয়া হত তাহলে তা স্থির থাকত। (তাবারানি ও আবু ইয়া'লা। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১২৭৮১; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-২৪৪৭]*

(٤٨١) عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ وَجَافَى بَيْنَ مِرْفَقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ... قَالَ هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ.

(৪৮১) আবু মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি সালাতে দাঁড়িয়ে রুকু করেন এবং তার দুইহাত দুই হাঁটুর উপর রাখেন। এবং তার হাতের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আঙুলগুলো তার নিচে রাখেন। তিনি তার দুইকনুই ফাঁক করে সরিয়ে রাখেন। এভাবে তার দেহের সবকিছু স্থির হয়ে যায়।... শেষে তিনি বলেন, আমরা এভাবেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। (আহমাদ ও আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৬৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৩৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭০৭৬]*

(٤٨٢) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ يَقُوْلُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ فَنَهَانِيْ أَبِيْ وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِيْنَا عَنْهُ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِينَا عَلَى الرُّكَبِ.

(৪৮২) সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ﷺ-এর পুত্র মুসআব বলেন, আমি আমার পিতার পাশে সালাত আদায় করি। তখন আমি (রুকুর জন্য) আমার দুই হাতের তালু একত্র করে সেগুলোকে আমার দুই উরুর মাঝে রাখি। আমার পিতা আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, আমরা এরূপ করতাম তখন আমাদের এরূপ করতে নিষেধ করা হয়। এবং আমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয় যে, আমরা আমাদের হাতগুলো হাঁটুর উপর রাখব। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৫]*

(٤٨٣) عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا رَكَعَ بَسَطَ ظَهْرَهُ وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ الْقِبْلَةِ.

(৪৮৩) বারা' ইবন আযিব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রুকু করতেন তখন তাঁর পিঠ লম্বা করে দিতেন। আর যখন তিনি সাজদা করতেন তখন তাঁর আঙ্গুলগুলো কিবলামুখি করতেন। (আবু আব্বাস সাররাজ ও বাইহাকি সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ সাররাজ, হাদীস-৩৫২; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৬৯৭]*

(٤٨٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُرَاهُ رَفَعَهُ: إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلَا يُدَبِّحْ كَمَا يُدَبِّحُ الْحِمَارُ وَلَكِنْ لِيُقِمْ صُلْبَهُ.

(৪৮৪) আবু সায়ীদ খুদরি থেকে বর্ণিত, সম্ভবত তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন রুকু করবে তখন যেন সে পিঠ থেকে মাথা বেশি না ঝুঁকায়, যেমন গাধা মাথা ঝুঁকায়। বরং সে যেন তার

পিঠ পূর্ণ সোজা ও সমান্তরাল রাখে। (দারাকুতনি[১২০] হাসান সনদে)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৩৫৬; ইবন হাজার, আত তালখীসুল হাবীর ১/৫৯০]*

(৬৯) রুকুতে, সাজদায় এবং রুকু ও সাজদা থেকে উঠার পরে পূর্ণ স্থিরতা

(٤٨٥) عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُجُوْدُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ مَا خَلَا الْقِيَامَ وَالْقُعُوْدَ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

(৪৮৫) বারা' ﷺ বলেন, সালাতের মধ্যে (কিরাআতের জন্য) দাঁড়ানো এবং (তাশাহহুদের জন্য) বসা ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রুকু, সাজদা, দুই সাজদার মধ্যবর্তী বৈঠক এবং রুকুর পরে দাঁড়ানো- এগুলো সব প্রায় সমান ছিল (সমান সময় লাগত)। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৯২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৭১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৫২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৭৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৬৫]*

(٤٨٦) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ؟ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا أَوْ قَالَ لَا يُقِيْمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

(৪৮৬) আবু কাতাদাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর যে নিজের সালাত থেকে চুরি করে! তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, নিজের সালাত থেকে কীভাবে চুরি করে? তিনি বলেন, সে সালাতের রুকু ও সাজদা পূর্ণ করে না। অথবা তিনি বলেন, সে রুকু ও সাজদায় তার শিরদাঁড়া সোজা ও স্থির করে না। (আহমাদ ও তাবারানি। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২৬৪২; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৩২৮৩]*

(٤٨٧) عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ لَا يُقِيْمُ فِيْهَا ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

---

[১২০]. গ্রন্থকার হাদীসটি দারাকুতনি থেকে 'আত তালখীসুল হাবীরে'র বরাতে উল্লেখ করেছেন। তবে দারাকুতনির বর্ণনায় হাদীসের উদ্ধৃত অংশটুকু নেই। এই অংশটুকু রয়েছে বাইহাকির আস সুনানুল কুবরায়, হাদীস নং-২৫৫৩। কিছু অংশ আছে মুসনাদে আবু হানীফায়, হাদীস নং-৩১। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৪৮৭) আবু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের মধ্যে রুকু ও সাজদায় তার পিঠ সোজা ও স্থির না করবে ওই ব্যক্তির সালাত হবে না। (আহমাদ ও চার সুনান গ্রন্থ প্রণেতা। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭১০৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৫৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০২৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৭০]*

এই বিষয়ক মূল হাদীস বুখারি ও মুসলিমে সংকলিত। যে হাদীসে ঠিকমতো সালাত আদায় না করায় রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বারবার পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন এবং শেষে তাকে পরিপূর্ণ ধীরস্থির ও শান্তভাবে রুকু ও সাজদাসহ সালাত আদায়ের পদ্ধতি শিক্ষা দেন।

(৭০) কীভাবে সাজদার জন্য নিচু হবে

(٤٨٨) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ يَضَعُ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

(৪৮৮) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদা করেন তখন তাঁর দুই হাতের আগে দুইহাঁটু মাটিতে রাখেন। আর তিনি যখন উঠেন তখন দুই হাঁটুর আগে দুইহাত উঠান। (চার সুনানগ্রন্থ প্রণেতা। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবন খুযাইমা, ইবন হিব্বান ও ইবনুস সাকানও তাদের 'সহীহ' গ্রন্থসমূহে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাহাবি সহীহ সনদে অনুরূপ হাদীস উমার ﵁ থেকে তার কর্ম হিসাবে সংকলন করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৩৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৮৯; সুনান ইবন মাজাহ-৮৮২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৯১২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৬২৯]*

(٤٨٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْجَمَلُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ.

(৪৮৯) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সাজদা করবে তখন যেন সে উটের বসার মতো না

বসে। সে যেন তার দুইহাত মাটিতে রাখে এরপর তার দুইহাঁটু। (আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৮৯৫৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৪০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬৯; নাসায়ি, কুবরা, হাদীস-৬৮১]*

তিরমিযি হাদীসটিকে 'গরীব' বলেছেন।[১২১] নীমাবি হাদীসটির দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন। খাত্তাবি বলেন, ওয়ায়িলের হাদীস এই হাদীস থেকে বেশি সহীহ ও বেশি প্রমাণিত। এই অর্থে ইবন উমার ﷺ থেকে তার কর্ম বর্ণিত হয়েছে। হাকিম ইবন উমারের কর্মটি সংকলন করেছেন। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। দারাকুতনি ও নীমাবি হাদীসটির দুর্বলতা বর্ণনা করেছেন।

(৭১) সাজদার পদ্ধতি

(٤٩٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ.

(৪৯০) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি সাতটি হাড়ের উপর সাজদা করব: কপাল এবং তিনি নাকের উপর হাত দিয়ে ইশার করেন, দুইহাত, দুইহাঁটু এবং দুই পায়ের প্রান্তগুলো। আর আমরা কাপড় এবং চুল গোটাব না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৯০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৯৬; সুনান ইবন মাজাহ-৮৮৩]*

(٤٩١) عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

(৪৯১) আবু হুমাইদ সায়িদি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর নাক ও কপাল দৃঢ়ভাবে মাটিতে স্থিত করতেন। এবং তিনি তাঁর দুই হাতকে তাঁর দুইপার্শ্ব থেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন। আর তিনি তাঁর দুই হাতের তালু দুই কাঁধের সমান্তরালে রাখতেন। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৭০]*

[১২১]. তিরমিযি সাধারণত গরীব বলতে যয়ীফ বুঝান। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٤٩٢) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

(৪৯২) বারা' ইবন আযিব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলকে তাঁর দুই করতলের মাঝামাঝি রাখতেন। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৭১]*

(٤٩٣) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

(৪৯৩) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই করতলের মাঝে সাজদা করেন। (মুসলিম)।[১২২] *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪০১]*

(٤٩٤) عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صِفَةِ الصَّلَاةِ مَرْفُوْعًا: اِسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ.

(৪৯৪) আবু হুমাইদ ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, তিনি যখন সাজদা করতেন তখন তাঁর দুই পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখি করতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮২৮]*

(٤٩٥) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ.

(৪৯৫) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদার সময় তাঁর আঙুলগুলো মিলিত রাখতেন। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৮২৬; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৬৪২]*

(৭২) মেয়েদের সাজদার পদ্ধতি

(٤٩٦) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ حَبِيْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذَلِكَ كَالرَّجُلِ.

[১২২]. নাসায়ি, আহমাদ প্রমুখের বর্ণনায় রয়েছে, 'তিনি সাজদার সময় তাঁর দুই করতল দুই কানের সমান্তরালে রাখলেন'। এই বর্ণনার সনদ হাসান। [আহমাদ-১৮৮৬৭] (অনুবাদক)

(৪৯৬) দ্বিতীয় হিজরি শতকের তাবিয়ি ইয়াযীদ ইবন আবু হাবীব (মৃ. ১২৮ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইজন সালাত আদায়কারী মহিলার নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা যখন সাজদা করবে তখন তোমাদের দেহের কিছু মাংস মাটির সাথে মিলিয়ে দেবে; কারণ নারী এই বিষয়ে পুরুষের মতো নয়। (আবু দাউদ মারাসীল গ্রন্থে। হাদীসটি মুরসাল। তাবিয়ি পর্যন্ত এর সনদ একেবারে আপত্তিকর নয়। বাইহাকি এই অর্থে বর্ণিত অন্যান্য অত্যন্ত দুর্বল হাদীসের চেয়ে এই হাদীসটি ভালো বলে মন্তব্য করেছেন)। *[মারাসীল আবু দাউদ, হাদীস-৮৭; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩২০১; মা'রিফাতুস সুনান, হাদীস-৪০৫৪]*

(٤٩٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِرْ وَلْتَضُمَّ فَخِذَيْهَا.

(৪৯৭) আলী ﷺ বলেন, স্ত্রীলোক যখন সাজদা করবে তখন সে মাটিতে পুতে বসবে এবং তার উরুগুলো মিলিয়ে রাখবে। (ইবন আবী শাইবা। সনদ হাসান)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৭৭৭]*

গ্রন্থকার ﷺ টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, আলী ﷺ-এর কথার সনদের সকল রাবী নির্ভরযোগ্য, শুধুমাত্র আলী ﷺ-এর ছাত্র হারিস ইবন আব্দুল্লাহ আওয়ারের বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। অনেক মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। কেউ কেউ তার হাদীস গ্রহণ করেছেন।

(٤٩٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعاً: إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الْأُخْرَى وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِيْ فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ.

(৪৯৮) ইবন উমার ﷺ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বর্ণিত, যখন স্ত্রীলোক সালাতের মধ্যে বসবে তখন সে তার এক উরুকে অন্য উরুর উপর রাখবে। এবং যখন সাজদা করবে তখন তার পেটকে উরুর সাথে মিলিয়ে দেবে। যেন তার জন্য সবচেয়ে বেশি আড়াল হয়। (ইবন আদি ও বাইহাকি। ইবন আদি হাদীসটি দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন)।[১২৩] *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩১৯৯; ইবন আদি, আল কামিল ২/৫০১]*

[১২৩]. বাইহাকি, যাহাবি, ইবন হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিসও হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٤٩٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّيْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ كُنَّ يَتَرَبَّعْنَ ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَحْتَفِزْنَ.

(৪৯৯) ইবন উমার ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে মহিলার কীভাবে সালাত আদায় করতেন? তিনি বলেন, তারা চারজানু হয়ে বসতেন। এরপর তাদেরকে পুতে বসতে নির্দেশ দেওয়া হয়। (আবু হানীফা)।[১২৪] *[মুসনাদ আবু হানীফা, হাদীস-৩৭]*

(৭৩) রুকু ও সাজদায় কী বলতে হবে

(٥٠٠) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ وَفِيْ سُجُوْدِهِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

(৫০০) হুযাইফা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করলাম। তিনি রুকুতে বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' (মহাপবিত্র আমার মহান প্রভু) এবং সাজদায় বললেন, 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' (মহাপবিত্র আমার সুমহান প্রভু)। (নাসায়ি)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০০৮ ও ১০৪৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৭২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৭১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৬২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৮৮]*

তিরমিযি অনুরূপ হাদীস আবু বাকরাহ ﷺ থেকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে তাসবীহগুলো 'তিনবার' পাঠের কথা বলা হয়েছে। বাযযার ও তাবারানি হাদীসটি হাসান সনদে সংকলন করেছেন। তিরমিযি এই অর্থে একটি হাদীস মুরসাল সনদে ইবন মাসউদ ﷺ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন।

(৭৪) কাপড়ের প্রান্ত, টুপি বা পাগড়ির উপর সাজদা করা

[১২৪]. তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বর্ণনা করেছেন, মহিলাদেরকে সালাতের মধ্যে চারজানু হয়ে বসতে নির্দেশ দেওয়া হত। তাবিয়ি নাফি' বলেন, উম্মুল মুমিনীন হাফসা ﷺ চারজানু হয়ে সালাতে বসতেন। তাবিয়ি মাকহুল বলেন, উম্মু দারদা ﷺ সালাতের মধ্যে পুরুষদের মতো বসতেন। তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, স্ত্রীলোক পুরুষদের মতোই বসবে। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, স্ত্রীলোক একপার্শ্বের উপর বসবে। তাবিয়ি কাতাদাহ বলেন, যেভাবে বসলে তার সুবিধা হয় সেভাবেই বসবে। মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা ১/২৪২-২৪৩। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٥٠١) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّفِيْ مَكَانِ السُّجُوْدِ.

(৫০১) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। তখন আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গরমের তীব্রতার কারণে সাজদার স্থানে তার পরিধানের কাপড়ের প্রান্ত রাখতেন। (বুখারি। মুসলিমও অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬২০]*

(٥٠٢) عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُوْنَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ.

(৫০২) তাবিয়ি হাসান বসরি (১১০ হি.) বলেন, তৎকালীন মানুষেরা (সাহাবিগণ) পাগড়ি ও টুপির উপর সাজদা করতেন এবং (সাজদার সময়) তাদের হাতগুলো হাতার মধ্যে বা পরিধানের কাপড়ের মধ্যে থাকত। (বুখারি সনদবিহীন তালীক হিসাবে। আব্দুর রাযযাক ও ইবন আবী শাইবা সনদসহ সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি ১/৮৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৫৬৬; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৭৩৯]*

(৭৫) দুই সাজদার মধ্যে বসার পদ্ধতি ও নিতম্বের উপর বসা মাকরূহ

(٥٠٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

(৫০৩) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন তখন পরিপূর্ণ ও স্থিরভাবে না বসে পুনরায় সাজদা করতেন না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৯৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৯৩]*

(٥٠٤) عَنْ طَاوُسٍ يَقُوْلُ: قُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الْإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ هِيَ السُّنَّةُ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৫০৪) তাবিয়ি তাউস বলেন, আমরা ইবন আব্বাস ﷺ-কে দুই

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পায়ের গোড়ালির উপর নিতম্ব রেখে বসার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এরূপ বসা সুন্নাত। আমর বললাম, আমরা তো এইরূপ বসাকে মানুষের জন্য অসৌজন্যমূলক ও অশোভনীয় বলে মনে করি। ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, বরং তা তোমার নবী ﷺ-এর সুন্নাত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৬; বাইহাকি, মা'রিফাতুস সুনান ৩/৩৭]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সম্ভবত এখানে 'সুন্নাত' অর্থ হল, ওযর বা অসুবিধা হলে এভাবে বসার অনুমতি সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। এখানে 'সুন্নাত' অর্থ এই নয় যে, এভাবে বসাই সুন্নাত। নিম্নের হাদীসটি থেকে তা বোঝা যায়।

(٥٠٥) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ حَكِيْمٍ أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرْجِعُ فِيْ سَجْدَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ سُنَّةَ الصَّلَاةِ وَإِنَّمَا أَفْعَلُ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنِّيْ أَشْتَكِيْ.

(৫০৫) তাবিয়ি মুগীরাহ ইবন হাকীম বলেন, তিনি দেখেন যে, আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে তার পায়ের আঙ্গুলের উপর (দুইপা খাড়া রেখে গোড়ালির উপর) বসছেন। তিনি সালাত শেষ করলে মুগীরাহ তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন। উত্তরে ইবন উমার ﵄ বলেন, এভাবে বসা সালাতের সুন্নাত নয়, আমি আমার অসুস্থতার কারণে এভাবে বসি। (মালিক। হাদীসটির সনদ সহীহ)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-২৯৬; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৭৬২]*

AS-SUNNAH TRUST

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সালাতের সুন্নাত হল, দুই সাজদার মাঝে তাশাহহুদের মতো বসা। এ বিষয়ের হাদীস নিম্নরূপ:

(٥٠٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَقُوْلُ: فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ) وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ.

(৫০৬) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (প্রতি দুই রাকআতে তাশাহ্হুদ বলতেন।) এবং তিনি তাঁর বামপা পেতে দিতেন ও ডানপা

খাড়া করে রাখতেন। তিনি শয়তানের মতো নিতম্বের উপর বসতে[১২৫] নিষেধ করতেন। (মুসলিম। তিরমিযি ও আবু দাউদ এই অর্থে আরেকটি হাদীস আবু হুমাইদ ﵁ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৯৮]*

(٥٠٧) عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِقْعَاءِ فِي الصَّلَاةِ.

(৫০৭) সামুরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে নিতম্বের উপর বসতে নিষেধ করেছেন। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১০০৫; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৭৩৯]*

(৭৬) দুই সাজদার মধ্যবর্তী সময়ে বলার দুআ

(٥٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَعَافِنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ.

(৫০৮) ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই সাজদার মাঝে বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন, এবং আমাকে দয়া করুন, এবং আমাকে সার্বিক সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রদান করুন, এবং আমাকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন এবং আমাকে রিযিক প্রদান করুন'। (আবু দাউদ। নববি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৫০]*

(৭৭) প্রথম ও তৃতীয় রাকআত থেকে পায়ের আঙ্গুলের উপর উঠে দাঁড়ানো

(٥٠٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: رَمَقْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلَا يَجْلِسُ قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى وَالثَّالِثَةِ.

(৫০৯) তাবিয়ি আব্দুর রাহমান ইবন ইয়াযীদ বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের সালাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। আমি

[১২৫]. দুইউরু ঊর্ধ্বমুখি করে নিতম্বের উপর বসা। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেখলাম তিনি উঠে দাঁড়াচ্ছেন এবং বসছেন না। তিনি প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে পায়ের আঙ্গুলগুলোর উপর উঠে দাঁড়াচ্ছেন। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। বাইহাকি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩২৭; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-২৯৬৬]*

(٥١٠) عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا سَجَدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ قَامَ كَمَا هُوَ عَلَى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ.

(৫১০) তাবিয়ি ওয়াহ্‌ব ইবন কাইসান বলেন, আমি দেখলাম আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর ﵁ দ্বিতীয় সাজদা শেষ করে সাজদার মধ্যে দুইপা যেভাবে থাকে সেভাবেই দুই পায়ের আঙ্গুলগুলোর উপর ভর করে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৯৮৩]*

(٥١١) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

(৫১১) তাবিয়ি নু'মান ইবন আবু আইয়াশ বলেন আমি একাধিক সাহাবিকে দেখেছি, তারা প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে সাজদা থেকে মাথা উঠানোর পরে ওই অবস্থাতেই দাঁড়িয়ে পড়তেন, দাঁড়ানোর আগে বসতেন না। (ইবন আবী শাইবা হাসান সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৯৮৯]*

(٥١٢) عَنْ عَبَّاسٍ أَوْ عَيَّاشِ بْنِ سَهْلٍ (بْنِ سَعْدٍ) السَّاعِدِيِّ فِيْ هَيْئَةِ صَلَاةِ أَبِيْهِ فِيْ مَجْلِسٍ فِيْهِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَأَبُوْ حُمَيْدٍ وَأَبُوْ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَفِيْهِ: ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ.

(৫১২) সাহল ইবন সা'দ সায়িদি ﵁-এর পুত্র আব্বাস অথবা আইয়াশ বলেন, এক মাজলিসে তার পিতার সাথে আবু হুরাইরা রা, আবু হুমাইদ ﵁ ও আবু উসাইদ ﵁ ছিলেন, সেখানে আবু হুমাইদ ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত পদ্ধতি বর্ণনা করেন। এই হাদীসে তিনি উল্লেখ

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেন, ‘অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলে সাজদা করেন। অতঃপর তিনি আল্লাহু আকবার বলেন এবং না বসেই উঠে দাঁড়ান’। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৩৩]*

(٥١٣) عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ تَعْلِيْمِهِ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ وَفِيْهِ: ثُمَّ كَبَّرَ وَخَرَّ سَاجِدًا ثُمَّ كَبَّرَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَانْتَهَضَ قَائِمًا.

(৫১৩) আবু মালিক আশআরি ﷺ মদীনা থেকে ফিরে তার গোত্রের সকল নারী-পুরুষ একত্র করে তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত পদ্ধতি শিক্ষা দেন। এই দীর্ঘ হাদীসের মধ্যে রয়েছে, এরপর তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলেন ও সাজদায় পড়ে যান। অতঃপর তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলে তার মাথা উঠান। অতঃপর তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সাজদা করেন। অতঃপর তিনি ‘আল্লাহু আকবার’ বলে সোজা দাঁড়িয়ে পড়েন। (আহমাদ হাসান সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২৯০৬]*

এ সকল হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকআতে দ্বিতীয় সাজদার পরে দ্বিতীয় ও চতুর্থ রাকআতে উঠে দাঁড়ানোর পূর্বে বসা সালাতের সুন্নাত নয়। বরং সাজদা শেষে সরাসরি উঠে দাঁড়িয়ে পড়াই সুন্নাত। এ বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন, এই বিষয়টি নিম্নের হাদীস থেকেও বোঝা যায়।

(٥١٤) عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ ثِنْتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ تَكْبِيْرَةً فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّهُ أَحْمَقُ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৫১৪) তাবিয়ি ইকরিমা বলেন, আমি মক্কায় এক বৃদ্ধের পেছনে সালাত আদায় করলাম। তিনি সালাতের মধ্যে বাইশবার ‘আল্লাহু আকবার’ বললেন। আমি ইবন আব্বাস ﷺ-কে বললাম, লোকটি আহাম্মক। তিনি বললেন, হতভাগা পোড়া কপালে! এ তো আবুল কাসিম ﷺ-এর সুন্নাত। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৮৮]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, প্রথম ও তৃতীয় রাকআত শেষে বসা সুন্নাত নয়। কারণ এই সময়ে বসলে তাকবীরের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সংখ্যা ২৪ হতে হবে। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক উঠাবসার সময় তাকবীর বলতেন।[১২৬]

(٥١٥) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا.

(৫১৫) মালিক ইবনুল হুয়াইরিস ﷺ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেন। তিনি যখন সালাতের মধ্যে বেজোড় রাকআতে থাকতেন তখন পুরোপুরি স্থির হয়ে না বসে উঠে দাঁড়াতেন না। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮২৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৪৪]*

গ্রন্থকার বলেন, সম্ভবত ওযর বা অসুবিধার কারণে তিনি এরূপ করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৭৮) দ্বিতীয় রাকআতে 'আলহামদু...' বলে কুরআন পাঠ শুরু করা

(٥١٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَهَضَ فِي الثَّانِيَةِ اسْتَفْتَحَ بِالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَلَمْ يَسْكُتْ.

(৫১৬) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দ্বিতীয় রাকআতে উঠে দাঁড়াতেন তখন 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলে শুরু করতেন এবং তিনি (কুরআন পাঠ শুরুর আগে) চুপ করে থাকতেন না। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭৮২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৬০৩]*

(৭৯) উঠার সময় হাতের উপর নির্ভর না করা

(٥١٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلَاةِ.

(৫১৭) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন

[১২৬]. ইতিপূর্বে উল্লিখিত ৪৫৭ নং হাদীস দেখুন। [তিরমিযি, হাদীস-২৫৩; নাসায়ি, হাদীস-১০৮৩]

যে, কেউ সালাতের মধ্যে উঠার সময় হাতের উপর ভর দিবে। (আবু দাউদ। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৯২]*

(৮০) তাশাহহুদের সময় বসার পদ্ধতি

(٥١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ هَيْئَةِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى.

(৫১৮) আয়িশা ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের পদ্ধতি বর্ণনায় বলেন, তিনি প্রতি দুই রাকআতে 'আত-তাহিয়্যাতু...' (তাশাহহুদ) বলতেন এবং তিনি তাঁর বামপা পেতে দিতেন ও ডানপা খাড়া করে রাখতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৯৮]*

(٥١٩) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا وَفِيْهِ: فَلَمَّا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَعَدَ عَلَيْهَا.

(৫১৯) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের বিবরণে বলেন, যখন তিনি তাশাহহুদের জন্য বসলেন তখন বামপা বিছিয়ে দিয়ে তার উপর বসলেন। (তাহাবি সহীহ সনদে। তিরমিযিও হাদীসটি প্রায় কাছাকাছি শব্দে[১২৭] সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৫৪২]*

(٥٢٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ أَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنَى وَاسْتِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْيُسْرَى.

(৫২০) ইবন উমার ﵄ বলেন, সালাতের সুন্নাত হল, ডানপা খাড়া রাখবে, এর আঙুলগুলো কিবলামুখি করবে এবং বাম পায়ের উপর বসতে হবে। (নাসায়ি সহীহ সনদে। হাদীসটি বুখারিও সংকলন করেছেন, তার বর্ণনায় 'আঙ্গুলগুলো কিবলামুখি করা'র কথা নেই)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮২৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৫৮]*

---

[১২৭]. তিরমিযির হাদীস: 'তিনি যখন তাশাহহুদের জন্য বসলেন তখন বামপা বিছিয়ে দিলেন... এবং ডানপা খাড়া রাখলেন'। [হাদীস নং-২৯২]

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٥٢١) عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ هَيْئَةِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ.

(৫২১) আবু হুমাইদ সায়িদি ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের বিবরণে বলেন, তিনি যখন দুই রাকআতের শেষে বসতেন তখন বাম পায়ের উপর বসতেন এবং ডানপা খাড়া রাখতেন। এবং তিনি যখন শেষ রাকআতে বসতেন তখন বামপা এগিয়ে দিতেন, অন্য পা খাড়া রাখতেন এবং নিতম্বের উপরে বসতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮২৮]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এইরূপ বসা ওযরের কারণে ছিল বলে মনে হয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৮১) তাশাহহুদ

(٥٢٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَعَدْتُمْ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَقُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ وَلْيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَلْيَدْعُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ.

(৫২২) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন প্রত্যেক দুই রাকআতে বসবে তখন বলবে, 'সকল মহান মর্যাদা জ্ঞাপন আল্লাহর জন্য এবং উপাসনা-আরাধনা ও প্রার্থনাসমূহ এবং পবিত্র বাক্য, কর্ম ও দানসমূহ। সালাম আপনার উপর, হে নবী, এবং আল্লাহর রহমত ও তাঁর বরকতসমূহ। সালাম আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেককার বান্দাগণের উপর। আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও প্রেরিত বার্তাবাহক।' এরপর সে বিভিন্ন দুআর মধ্য থেকে তার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে এমন দুআ বেছে নিয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করবে। (নাসায়ি সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৬৩]*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সহীহ বুখারি ও সহীহ মুসলিমেও এই তাশাহহুদ সংকলিত রয়েছে। সহীহাইনের বর্ণনায় বলা হয়েছে, 'সে বলুক, আত তাহিয়্যাতু লিল্লাহি...। তিরমিযি বলেন, ইবন মাসউদের হাদীস বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে তাশাহহুদের বিষয়ে এইটিই সবচেয়ে সহীহ বা বিশুদ্ধতম হাদীস।

(٥٢٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ.

(৫২৩) ইবন মাসউদ رضي الله عنه বলেন, সুন্নাত হল তাশাহহুদ (আত তাহিয়্যাতু...) চুপেচুপে পাঠ করা। (আবু দাউদ, তিরমিযি ও হাকিম। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকিম সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৮৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৮৩৮]*

(৮২) তাশাহহুদ সালাতের মাঝে হলে উঠে পড়বে, না হলে দরূদ, দুআ ও সালাম বলবে

(٥٢٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فِيْ وَسَطِ الصَّلَاةِ وَفِيْ آخِرِهَا... قَالَ ثُمَّ إِنْ كَانَ فِيْ وَسَطِ الصَّلَاةِ نَهَضَ حِيْنَ يَفْرُغُ مِنْ تَشَهُّدِهِ وَإِنْ كَانَ فِيْ آخِرِهَا دَعَا بَعْدَ تَشَهُّدِهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ يُسَلِّمَ.

(৫২৪) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ رضي الله عنه বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে সালাতের মাঝে ও সালাতের শেষে তাশাহহুদ শিক্ষা দিয়েছেন।... যদি তাশাহহুদ সালাতের মাঝে হয় তাহলে তাশাহহুদ শেষ করেই উঠে দাঁড়াবে। আর যদি তাশাহহুদ সালাতের শেষে হয় তাহলে তাশাহহুদের পরে আল্লাহ তাকে যতটুকু তাওফীক দেন সেভাবে সুবিধামতো দুআ করবে। এরপর সে সালাম বলবে। (আহমাদ। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৪৩৮২; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৮৬০]*

(٥٢٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: يَتَشَهَّدُ الرَّجُلُ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَدْعُوْ لِنَفْسِهِ.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৫২৫) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, সালাত আদায়কারী ব্যক্তি তাশাহহুদ পাঠ করবে, এরপর সে নবী ﷺ-এর উপর সালাত (দরূদ) পাঠ করবে। এরপর সে নিজের জন্য দুআ করবে। (হাকিম শক্তিশালী সনদে)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯৯০; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩০২৬]*

বিভিন্ন হাদীসে তাশাহহুদের পরে দুআ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কুরআন বা হাদীসে বর্ণিত বিভিন্ন দুআ বলা উচিত। অথবা কুরআন ও হাদীসের দুআর আলোকে দুআ চাওয়া উচিত। এ বিষয়ে গ্রন্থকার বলেন, এ ক্ষেত্রে দুআর কথা মানুষের কথোপকথনের মতো হবে না। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٥٢٦) عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ.

(৫২৬) মুআবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই সালাতে মানুষের কথাবার্তার কোনো কিছু বৈধ নয়। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৩০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২১৮]*

(৮৩) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত (দরূদ)

(٥٢٧) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ؟ قَالَ قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(৫২৭) কা'ব বিন উজরা ﵁ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনাদের উপর, আহলে বাইতের উপর কীভাবে সালাত (দরূদ) পাঠ করব? আল্লাহ তো আমাদেরকে আপনাদের উপর সালাম প্রদান শিখিয়ে দিয়েছেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা বলবে, 'হে আল্লাহ, আপনি মুহাম্মাদের উপর ও মুহাম্মাদের পরিজনের উপর সালাত প্রেরণ করুন, যেমন আপনি সালাত প্রেরণ

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

করেছেন ইবরাহীমের উপর ও ইবরাহীমের পরিজনের উপর, নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহাসম্মানিত। এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপরে এবং মুহাম্মাদের পরিজনের উপরে যেমন আপনি বরকত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপরে এবং ইবরাহীমের পরিজনের উপরে। নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহা সম্মানিত। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৩৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪০৬]*

(٥٢٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَقُلِ: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَارْحَمْ مُحَمَّدًا وَآلَ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ وَتَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

(৫২৮) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাতে তাশাহহুদ পড়বে তখন সে বলবে, 'হে আল্লাহ আপনি সালাত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিজন-বংশধরের উপর, এবং আপনি বরকত প্রদান করুন মুহাম্মাদের উপর এবং মুহাম্মাদের পরিজন-বংশধরের উপর, এবং আপনি রহমত করুন মুহাম্মাদকে এবং মুহাম্মাদের পরিজন-বংশধরকে, যেমন আপনি সালাত প্রদান করেছেন, বরকত প্রদান করেছেন এবং রহমত প্রদান করেছেন ইবরাহীমের উপর, নিশ্চয় আপনি মহাপ্রশংসিত মহামর্যাদাময়। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।[১২৮] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯৯১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩৯৬৬]*

(৮৪) তাশাহহুদের পরে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

(٥٢٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

(৫২৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন

[১২৮]. ইবন হাজার আসকালানি বলেন, হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ; কারণ এই বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া ইবনুল বাসসাক অজ্ঞাতপরিচয়, তিনি বলেছেন হারিস গোত্রের একব্যক্তি আমাকে হাদীসটি বলেছেন। এই ব্যক্তির পরিচয় তো দূরের কথা নামও জানা যায় না। কাজেই হাকিমের সহীহ বলার কোনো ভিত্তি নেই। ফাতহুল বারি ১১/১৫৯। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তোমাদের কেউ শেষ তাশাহহুদ সমাপ্ত করবে তখন যেন সে আল্লাহর নিকট চারটি বিষয় থেকে আশ্রয় চায়: জাহান্নামের শাস্তি থেকে, কবরের শাস্তি থেকে, জীবন ও মৃত্যুর পরীক্ষা-সমস্যা থেকে এবং মাসীহ দাজ্জালের অকল্যাণ থেকে।[১২৯] (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৮৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৮৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩১০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯০৯]*

(৮৫) শাহাদত আঙুল দিয়ে ইশারা করা

(٥٣٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ.

(৫৩০) আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন দুআর জন্য বসতেন তখন তাঁর ডানহাত তাঁর ডান উরুর উপর রাখতেন এবং তাঁর বামহাত তাঁর বাম উরুর উপর রাখতেন। এবং তিনি তাঁর শাহাদত আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করতেন এবং তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি তাঁর মধ্যমার উপর রাখতেন। আর তিনি তাঁর বাম হাতের তালু দিয়ে হাঁটু আঁকড়ে ধরতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৯; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৮৪৪১]*

(٥٣١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: إِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَخَمْسِيْنَ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

(৫৩১) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাশাহহুদের জন্য বসতেন তখন তাঁর বাম হাতকে বাম হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতকে ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। এবং তিনি ৫৩ এর গিরা দিতেন, অর্থাৎ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা তিনটি আঙ্গুল হাতের তালুর সাথে মিলিয়ে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলিকে শাহাদত আঙ্গুলির মূলের সাথে মিলিয়ে রাখতেন এবং শাহাদত আঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম,*

[১২৯]. এই আশ্রয় প্রার্থনার দুআর বাক্যগুলো হাদীসে বিভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। পাঠক সাধারণের সুবিধার্থে তার একটি পাঠ প্রদত্ত হল: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস-৫৮০; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-৬৭৪]

(٥٣٢) عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حَلَّقَ بِالْإِبْهَامِ وَالْوُسْطَى وَرَفَعَ الَّتِيْ تَلِيْهِمَا يَدْعُوْ بِهَا فِي التَّشَهُّدِ.

(৫৩২) ওয়ায়িল ইবন হুজর ﷺ বলেন, আমি দেখলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে মধ্যমার বৃত্ত তৈরি করেছেন এবং তার পাশের আঙ্গুল উচু করেছেন। তা দিয়ে তিনি তাশাহহুদের মধ্যে দুআ করছেন। (ইবন মাজাহ হাসান সনদে)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯২১]*

(٥٣٣) عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيِّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ وَبَسَطَ السَّبَّابَةَ وَهُوَ يَقُوْلُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ.

(৫৩৩) আসিম ইবন কুলাইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম যখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। তিনি তার বামহাত বাম উরুর উপরে ও ডানহাত ডান উরুর উপরে রেখেছিলেন, হাতের আঙ্গুলগুলো গুটিয়ে রেখেছিলেন এবং শাহাদত আঙ্গুলিকে লম্বা করে দিয়েছিলেন এবং এই অবস্থায় তিনি বলছিলেন, 'হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী, আমার অন্তরকে আপনার দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন'। (তিরমিযি। গ্রন্থকার ﷺ টীকায় বলেন, হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫৮৭]*

(٥٣٤) عَنْ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاءَ بْنِ رَحَضَةَ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِيْ آخِرِ صَلَاتِهِ يُشِيْرُ بِأُصْبُعِهِ السَّبَّابَةِ وَكَانَ الْمُشْرِكُوْنَ يَقُوْلُوْنَ يَسْحَرُ بِهَا وَكَذَبُوْا وَلَكِنَّهُ التَّوْحِيْدُ.

(৫৩৪) খুফাফ ইবন ঈমা' ইবন রাখসাহ গিফারি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতের শেষে বসতেন তখন তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলি দিয়ে ইঙ্গিত করতেন। মুশরিকগণ বলত, তিনি তা দিয়ে যাদু করেন।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তারা মিথ্যা বলত। কিন্তু এ ছিল তাওহীদ বা একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনার প্রতীক। (তাবারানি। সনদের সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৪১৭৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৬৫৭২]*

(৮৬) ডানে ও বামে দুই সালাম

(٥٣٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ.

(৫৩৫) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ডানদিকে ও বামদিকে সালাম দিতেন, 'আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, আস সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ', এমনকি (পেছন থেকে) তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেত। (আহমাদ, ইবনুল জারূদ, চার সুনানগ্রন্থ প্রণেতা। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৩৬৯৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৯৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩২৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯১৪; মুনতাকা ইবনুল জারূদ, হাদীস-২০৯]*

(٥٣٦) عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَرُدَّ عَلَى الْإِمَامِ وَأَنْ نَتَحَابَّ وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ وَزَادَ الْبَزَّارُ: فِيْ الصَّلَاةِ.

(৫৩৬) সামুরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা ইমামের সালামের উত্তর দেব এবং আমরা পরস্পরকে ভালোবাসব এবং একে অপরকে সালাম দেব, (বাযযারের বর্ণনায়:) সালাতের মধ্যে। (আবু দাউদ, হাকিম ও বাযযার। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০০১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯২১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯৯৫; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৪৫৬৬]*

(৮৭) সালাতের পরে যিকির আযকার

(٥٣٧) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

(৫৩৭) মুগীরাহ ইবন শু'বা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ফরয সালাতের শেষে বলতেন, 'নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেন তা নিষেধ করার কেউ নেই। এবং আপনি যা নিষেধ করেন তা প্রদান করার কেউ নেই। এবং কোনো সম্পদশালীর সম্পদ আপনার মর্যির বাইরে কোনো উপকারে লাগে না। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত সমাপ্ত করতেন এবং সালাম বলতেন তখন এই বাক্যগুলো বলতেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৫০৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৪১]*

(٥٣٨) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ: اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

(৫৩৮) সাওবান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষ করতেন তখন তিনবার 'আসতাগফিরুল্লাহ' (আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাই) বলতেন। এরপর বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি, মহাবরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী'। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৩৭]*

(٥٣٩) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيْرَةً فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

(৫৩৯) কা'ব ইবন উজরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পিছে রেখে যাওয়া কিছু বাক্য যে সেগুলো বলবে বা যে সেগুলো পালন করবে সে হতাশ বা বঞ্চিত হবে না: ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ও ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', প্রত্যেক সালাতের শেষে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৪১২;*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৪৯]

(٥٤٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ... وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.

(৫৪০) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পরে ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ', ৩৩ বার 'আলহামদু লিল্লাহ' ও ৩৩ বার 'আল্লাহু আকবার' বলবে... এবং ১০০ পূর্ণ করতে বলবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু...', অর্থাৎ 'নেই কোনো মা'বুদ আল্লাহ ছাড়া, তিনি একক, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান', ওই ব্যক্তির পাপসমূহ ক্ষমা করা হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মতো হয়। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯৭]*

(٥٤١) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ... وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

(৫৪১) আবু উমামা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে 'আয়াতুল কুরসি' পাঠ করবে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই তার জান্নাতে প্রবেশ রোধ করবে না। (নাসায়ি। ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তাবারানিও হাদীসটি একটি শক্তিশালী সনদে সংকলন করেছেন। তাবারানির বর্ণনায় বলা হয়েছে: এবং 'সূরা ইখলাস')। *[নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯৮৪৮; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৭৫৩২]*

(٥٤٢) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى.

(৫৪২) হাসান ইবন আলী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পরে 'আয়াতুল কুরসি' পাঠ করবে সে

পরবর্তী সালাত পর্যন্ত আল্লাহর যিম্মায় থাকবে। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[তাবারানি আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-২৭৩৩; হাইসামি, মাজমাইয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৮৯২]*

(٥٤٣) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِالْمُعَوِّذَاتِ (لَفْظُ التِّرْمِذِيِّ: بِالْمُعَوِّذَتَيْنِ) دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

(৫৪৩) উকবাহ ইবন আমির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি প্রত্যেক সালাতের পরে 'আউযু' সূরাগুলো, অর্থাৎ সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করি। (আবু দাউদ ও তিরমিযি। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৫২৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯০৩]*

(৮৮) সালাম শেষে ডানে এবং বামে ঘুরে বসা ও মুক্তাদিদের দিকে মুখ করা

(٥٤٤) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

(৫৪৪) সামুরা ইবন জুনদাব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো একটি সালাত আদায় করতেন, তিনি আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৪৫]*

(٥٤٥) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ عَنْ يَمِيْنِهِ.

(৫৪৫) আনাস ﵁ বলেন, আমি অধিকাংশ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ডানদিকে ঘুরতে দেখেছি। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৫৯]*

(٥٤٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرًا يَنْصَرِفُ عَنْ يَسَارِهِ.

(৫৪৬) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, আমি অনেক দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর বামে ঘুরতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৫২;*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৭]

(৮৯) সালাম ও ঘুরে বসার মধ্যবর্তী সময়ের পরিমাণ

(٥٤٧) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَقْعُدْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

(৫৪৭) আয়িশা ﵂ বলেন, 'আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম... 'হে আল্লাহ, আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই শান্তি, মহা-বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের অধিকারী' এই কথাটুকু বলার পরিমাণ সময়ের বেশি রাসূলুল্লাহ ﷺ বসতেন না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৯২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯২৪]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এর অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করার পরে কিবলামুখি হয়ে তাঁর স্থানে এই পরিমাণের বেশি বসতেন না। এরপর তিনি ডানদিক থেকে বা বামদিক থেকে মুক্তাদিদের দিকে ঘুরে বসতেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর মর্যি অনুসারে কোনো কাজে রত হতেন। অথবা তিনি নফল-সুন্নাত আদায়ের জন্য বাড়ির মধ্যে চলে যেতেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(৯০) ফরয সালাত ছাড়া বাকি সকল প্রকার সালাত বাড়িতে আদায় উত্তম

(٥٤٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: ...فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

(৫৪৮) যাইদ ইবন সাবিত ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে উত্তম সালাত হল যে সালাত মুসল্লি তার বাড়িতে আদায় করে, শুধুমাত্র ফরয সালাত বাদে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৮১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৪৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৫৯৯]*

(৯১) ফরয সালাতের পরে নফল আদায়ের জন্য স্থান পরিবর্তন করা

(٥٤٩) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ لَا تُوْصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.

(৫৪৯) মুআবিয়া ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, এক সালাতের সাথে আরেক সালাত মেলানো যাবে না। এক সালাতের পরে কথা বলে বা বেরিয়ে গিয়ে অন্য সালাত আদায় করতে হবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৮৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১২৯; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৭০৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৬৮৬৬]*

(٥٥٠) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ الْإِمَامُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ.

(৫৫০) আলী ﷺ বলেন, সুন্নাত হল, ইমাম নিজের স্থান পরিবর্তন না করে নফল-সুন্নাত আদায় করবে না। (ইবন আবী শাইবা হাসান সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬০২১; ইবন হাজার, ফাতহুল বারি ২/৩৩৫]*

(٥٥١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاذْهَبْ وَدَعْهُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ.

(৫৫১) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, যদি ইমাম সালাত শেষ করার পরে না-উঠে এবং না-ঘুরে, এবং তোমার কোনো প্রয়োজন থাকে তাহলে তুমি ইমামকে রেখে চলে যাবে। কারণ তোমার সালাত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩৪০; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৩২২২]*

(৯২) ফরয সালাতের পরে দুআ, তাতে দুইহাত উঠানো এবং সালাতের পরে যে সকল দুআ বর্ণিত হয়েছে

(٥٥٢) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ.

(৫৫২) আবু উমামা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলা হল, হে আল্লাহর রাসূল, কোন দুআ অধিক কবুল হওয়ার যোগ্য? তিনি বলেন, রাতের শেষ অংশে এবং ফরয সালাতের শেষে। (নাসায়ি ও তিরমিযি। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৪৯৯; নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৯৮৫৬]

(٥٥٣) عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ.

(৫৫৩) মুগীরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক সালাতের শেষে দুআ করতেন। (বুখারি তারীখ গ্রন্থে সংকলন করেছেন)।[১৩০] *[বুখারি, আত তারীখুল কাবীর ৬/৮০; ইবন হাজার, আদ দিরায়াহ ১/২২৫]*

(٥٥٤) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى تَشَهَّدُ فِيْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَخَشَّعُ وَتَضَرَّعُ وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ يَدَيْكَ يَقُوْلُ: تَرْفَعُهُمَا إِلَى رَبِّكَ مُسْتَقْبِلًا بِبُطُوْنِهِمَا وَجْهَكَ وَتَقُوْلُ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا، وَفِيْ لَفْظٍ: فَهِيَ خِدَاجٌ.

(৫৫৪) ফাদল ইবন আব্বাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাত দুই রাকআত, দুই রাকআত করে, প্রত্যেক দুই রাকআতে তাশাহহুদ পাঠ করবে, বিনীত হবে, কাতর হবে, অসহায়ত্ব প্রকাশ করবে, বেশি করে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তোমার দুইহাত প্রভুর দিকে উঠিয়ে দুই হাতের পেট তোমার মুখের দিকে করবে এবং বলবে, হে প্রভু, হে প্রভু। যে এইরূপ না-করল তার সালাত অসম্পূর্ণ। (আবু দাউদ ও তিরমিযি। তিনি হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা[১৩১] উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮৫]*

(٥٥٥) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ

[১৩০]. [গ্রন্থকার টীকায় বলেন, হাদীসটির সনদ আপত্তিকর নয়। -সম্পাদক]

[১৩১]. হাদীসটি সম্পর্কে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ﵀ বলেন, এই হাদীসে নামাযের পরে হাত তুলে দুআ করার কথা বলা হয়েছে। তবে স্পষ্টতই হাদীসটি নফল নামাযের বিষয়ে, যা দুই রাকআত করে পড়তে হয়। সর্বোপরি হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। ইমাম বুখারি, উকাইলি, যাহাবি প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতা ও দুর্বলতার উল্লেখ করেছেন। দেখুন: ইবন আদি, আলকামিল ৪/২২৬; উকাইলি, কিতাবুদ দুআফা ২/৩১০; আলবানি, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪/১০৭; আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, এহইয়াউস সুনান, পৃ. ৩৬৫। গ্রন্থকার বলেন, অনুরূপ হাদীস আবু দাউদ সংকলন করেছেন। তার হাদীসটি মুত্তালিব ইবন রাবীআ থেকে বর্ণিত। গ্রন্থকার টীকায় বলেন, এই হাদীসের শেষে রয়েছে, আবু দাউদকে রাতের সালাত দুই রাকআত করে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, তুমি ইচ্ছা করলে দুই রাকআত করে, ইচ্ছা করলে চার রাকআত করে...। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا.

(৫৫৫) আসওয়াদ ইবন আমির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করলাম। তিনি সালামের পরে ঘুরে বসলেন এবং দুইহাত উঠালেন ও দুআ করলেন। (ইবন আবী শাইবা)।

গ্রন্থকার ﷺ টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, এই হাদীসটি ইবন শাইবা সংকলন করেছেন বলে মুহাদ্দিস নযীর হুসাইন মুঙ্গীরি দেহলবি তার ফাতওয়ার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি এই হাদীসটি ইবন আবী শাইবার গ্রন্থে বা কোনো গ্রন্থে সনদসহ দেখতে পাননি। এজন্য এর সনদের বিষয়ে কোনো বিধান তিনি উল্লেখ করতে পারেননি।[১৩২]

(٥٥٦) عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا رَافِعًا يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

(৫৫৬) আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর ﷺ একব্যক্তিকে দেখেন যে, সে সালাত শেষ করার পূর্বে তার দুইহাত উত্থিত করে রেখেছে। ওই ব্যক্তি সালাত শেষ করলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তাঁর দুইহাত উঠাতেন না। (তাবারানি, ইবন আবী শাইবা। হাদীসটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)।[১৩৩] *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৩২৪; মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস-৩০৩]*

(٥٥٧) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَا مِنْ عَبْدٍ بَسَطَ كَفَّيْهِ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ يَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ إِلَهِيْ وَإِلَهَ إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوْبَ وَإِلَهَ جَبْرَائِيْلَ وَمِيْكَائِيْلَ وَإِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَسْتَجِيْبَ

[১৩২]. এই হাদীসটি মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা [৩০৮৩], সুনান নাসায়ি [৮৫৮], সুনান তিরমিযি [২১৯], [সুনান আবু দাউদ-৬১৪], মুসনাদ আহমাদ [১৭৪৭৪], সহীহ ইবন খুযাইমা [১২৭৯], সহীহ ইবন হিব্বান [১৫৬৫] ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। তবে এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের ভাষা নিম্নরূপ: আসওয়াদ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফেরানোর পরে ঘুরে বসলেন'। কোনো গ্রন্থেই 'এবং দুইহাত উঠালেন ও দুআ করলেন' এই অতিরিক্ত কথাটুকু নেই। (অনুবাদক)

[১৩৩]. মাকদিসি 'আল আহাদীসুল মুখতারাহ' গ্রন্থে হাদীসটি সহীহ হিসাবে উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

دَعْوَتِيْ فَإِنِّيْ مُضْطَرٌّ وَتَعْصِمَنِيْ فِيْ دِيْنِيْ فَإِنِّيْ مُبْتَلًى وَتَنَالَنِيْ بِرَحْمَتِكَ فَإِنِّيْ مُذْنِبٌ وَتَنْفِيَ عَنِّي الْفَقْرَ فَإِنِّيْ مُتَمَسْكِنٌ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ أَنْ لَا يَرُدَّ يَدَيْهِ خَائِبَتَيْنِ.

(৫৫৭) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো বান্দা প্রত্যেক সালাতের পরে তার দুই করতল বাড়িয়ে দেয় অতঃপর বলে, 'হে আল্লাহ, আমার মা'বুদ, ইবরাহীমের মা'বুদ, ইসহাকের মা'বুদ, ইয়াকুবের মা'বুদ, জিবরাঈলের মা'বুদ, ইসরাফীলের মা'বুদ, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার প্রার্থনা কবুল করবেন; কারণ আমি অসহায়, এবং আপনি আমাকে আমার দ্বীনের বিষয়ে হেফাযত করবেন; কারণ আমি বিপদগ্রস্ত, এবং আপনি আমাকে রহমত প্রদান করবেন; কারণ আমি পাপী, এবং আপনি আমাকে দারিদ্র্যমুক্ত করবেন; কারণ আমি অসহায়' তাহলে আল্লাহর দায়িত্ব হবে তার দুইহাত ব্যর্থ ফিরিয়ে না দেওয়া। (ইবনুস সুন্নি)। *[ইবনুস সুন্নি, আমালুল ইয়াওমি, হাদীস-১৩৮]*

গ্রন্থকার টীকায় বলেন, হাদীসের সনদে আব্দুল আযীয ইবন আব্দুর রাহমান কুরাশি নামক একব্যক্তি রয়েছে। যার সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ অত্যন্ত আপত্তি করেছেন। আহমাদ, ইবন হিব্বান, নাসায়ি ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে মিথ্যাবাদী ও একেবারে অগ্রহণযোগ্য রাবী বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রন্থকার বলেন, সাধারণভাবে দুআর জন্য হাত উঠানো সুন্নাতসম্মত। অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত। এ বিষয়ে ২০ জনেরও বেশি সাহাবি থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা অর্থের দিক থেকে মুতাওয়াতির। সুয়ুতি একটি পুস্তিকায় হাদীসগুলো সংকলন করেছেন।

(٥٥٨) عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ: إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلِ: اَللّٰهُمَّ أَجِرْنِيْ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ... وَإِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ كَذَلِكَ.

(৫৫৮) মুসলিম ইবন হারিস তামীমি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে চুপিচুপি বলেন, তুমি যখন মাগরিবের সালাত সমাপ্ত করবে তখন সাতবার

বলবে, 'আল্লাহুম্মা, আজিরনী মিনান নার', অর্থাৎ 'হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন'।... এবং যখন ফজরের সালাত আদায় করবে তখনও এরূপ বলবে। (তাহলে ওই রাতে ও ওই দিনে তোমাকে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় দেওয়া হবে)। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫০৭৯]*

(٥٥٩) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى الْفَجْرَ جَلَسَ فِيْ مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنًا.

(৫৫৯) জাবির ইবন সামুরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের নামায আদায় করতেন তখন সূর্য ভালোভাবে উঠে যাওয়া পর্যন্ত তাঁর সালাতের স্থানে বসে[১৩৪] থাকতেন। (মুসলিম। তাবারানি অনুরূপ হাদীস জাবির থেকে সংকলন করেছেন, যাতে তিনি বলেছেন, 'আল্লাহর যিকির করতেন'। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৭০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৫৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৮৫; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১৮৮৫]*

(٥٦٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَفَعَتْهُ يَقُوْلُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ حِيْنَ يُسَلِّمُ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا.

(৫৬০) উম্মু সালামাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন ফজরের সালাত আদায় করতেন, তখন সালামের পরে বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই উপকারী জ্ঞান, পবিত্র রিযিক ও কবুলকৃত কর্ম'। (ইবন মাজাহ)।[১৩৫] *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৬০২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯২৫]*

(٥٦١) عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ مِائَةَ مَرَّةٍ.

(৫৬১) একজন আনসারি সাহাবি ﷺ বলেন, আমি শুনেছি

[১৩৪]. আবু দাউদের 'সহীহ' বর্ণনায়: চারজানু হয়ে বসে থাকতেন। [হাদীস নং-১২৯৪ ও ৪৮৫০] (অনুবাদক)

[১৩৫]. হাদীসটি সহীহ। দেখুন: সুনান ইবন মাজাহ ১/২৯৮, ৯২৫, সহীহ সুনান ইবন মাজাহ ১/২৭৭, নং ৭৬২, নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা ৬/৩১, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১০/১১১, ১৮১, ১৮২। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের শেষে ১০০ বার বললেন, 'আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়া তুব আলাইয়া, ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুল গাফূর'। অর্থাৎ 'হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং আমার তাওবা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি মহান তাওবা কবুলকারী ও ক্ষমাকারী'। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৯৪৩]*

(٥٦٢) عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ الصَّلَاةِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

(৫৬২) আবু বাকরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের শেষে বলতেন, 'আল্লাহুম্মা, ইন্নী আউযু বিকা মিনাল কুফরি ওয়াল ফাকরি, ওয়া আউযু বিকা মিন আযাবিল ক্বাবরি', (অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কুফরি থেকে ও দারিদ্র থেকে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে)। (নাসায়ি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৪৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯২৭]*

(٥٦٣) عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ (أَوْ تَجْمَعُ) عِبَادَكَ.

(৫৬৩) বারা' ইবন আযিব ﷺ বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে সালাত আদায় করতাম তখন তাঁর ডানদিকে থাকতে পছন্দ করতাম। তিনি সালাত শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন। আমি শুনলাম তিনি বললেন, 'রাব্বি ক্বিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআসু ইবাদাকা' (অর্থাৎ, হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুত্থিত করবেন আপনার বান্দাগণকে)। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭০৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬১৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮২২]*

(٥٦٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّيْ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَالْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

(৫৬৪) আলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত শেষে সালাম ফেরাতেন তখন বলতেন, আল্লাহুম্মাগফিরলী মা-ক্বাদ্দামতু, ওয়া মা-আখখারতু, ওয়া মা-আসরারতু, ওয়া মা-আ'লানতু, ওয়া মা-আসরাফতু, ওয়া মা-আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী। আনতাল মুক্বাদ্দিমু, ওয়া আনতাল মুআখখিরু, লা-ইলাহা ইল্লা আনতা।)অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য ক্ষমা করুন, আমি আগে যা করেছি এবং আমি পরে যা করেছি, আমি গোপনে যা করেছি এবং আমি প্রকাশ্যে যা করেছি এবং আমি বাড়াবাড়ি করে যা করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়েও বেশি ভালো জানেন। আপনিই অগ্রবর্তী করেন, আপনিই পিছিয়ে দেন। আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই। (আবু দাউদ। তিরমিযি হাদীসটি সহীহ বলেছেন)।[১৩৬] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৬০ ও ১৫০৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৪২৩]*

(٥٦٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللهِ إِنِّيْ لَأُحِبُّكَ... فَقَالَ أُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدَعَنَّ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ أَعِنِّيْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

(৫৬৫) মুআয ইবন জাবাল ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার হাত ধরে বলেন, মুআয, আল্লাহর কসম, আমি তোমাকে ভালোবাসি।... মুআয, আমি তোমাকে ওসীয়ত করছি, প্রত্যেক সালাতের পরে একথা বলা কখনো বাদ দিবে না: 'আল্লাহুম্মা, আয়িন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা', (অর্থাৎ হে আল্লাহ, আপনি আমাকে আপনার যিকির (স্মরণ) করতে, শুকর (কৃতজ্ঞতা) করতে এবং আপনার ইবাদত সুন্দরভাবে করতে তাওফীক ও ক্ষমতা প্রদান করুন)। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৫২২]*

[১৩৬]. সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত এই হাদীসের অন্য বর্ণনায় বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাশাহহুদের শেষে সালামের পূর্বে এই দুআটি পড়তেন। সনদের দিক থেকে দুইটি বর্ণনাই গ্রহণযোগ্য, তবে মুসলিমের বর্ণনা অধিক শক্তিশালী। সম্ভবত তিনি সাধারণত সালামের আগে ও কখনো পরে এই দুআটি পড়তেন। [মুসলিম, নং-৭৭১; তিরমিযি, নং-৩৪২২] (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, আমি হাদীসটি মুআয ﵁ থেকে ওসীয়ত ও মুহাব্বাতের পরম্পরায় বর্ণনা করছি। অর্থাৎ তিনি নিজে হাদীসটি তার উস্তাযের নিকট থেকে শোনার সময় তার উস্তায তার হাত ধরে বলেন, আমি তোমায় ভালোবাসি, তুমি... কখনো পরিত্যাগ করবে না। অনুরূপভাবে মুআয ﵁ পর্যন্ত।[১৩৭]

(٥٦٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا سَلَّمَ: سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

(৫৬৬) আবু সায়ীদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালামের পরে বলতেন, 'তারা যা আরোপ করে তা থেকে পবিত্র ও মহান তোমার প্রতিপালক, যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী। শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলদের প্রতি। প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর প্রাপ্য'।[১৩৮] (ইবন আবী শাইবা ও আবু ইয়া'লা। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)।[১৩৯] *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩০৯৭; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-১১১৮]*

---

[১৩৭]. হাদীসটি সহীহ। আবু দাউদ, নাসায়ি, আহমাদ, হাকিম ও অন্যান্য মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। হাকিম, ইবন হিব্বান, মুনযিরি প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। [আহমাদ-২২১১৯; হাকিম-১০১০; নাসায়ি, কুবরা-৯৮৫৭; ইবন খুযাইমা-৭৫১; ইবন হিব্বান-২০২০] (অনুবাদক)

[১৩৮]. সূরা: (৩৭) আস সাফফাত, আয়াত: ১৮০।

[১৩৯]. গ্রন্থকার মাজমাউয যাওয়ায়িদ থেকে আল্লামা হাইসামির মতামত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন, হাদীসটি ইবন আবী শাইবা, আবু ইয়া'লা, তায়ালিসি (২১৯৮), ইবন হুমাইদ (৯৫৪, ৯৫৬), তাবারানি (আদ দুআ-৬৫১) প্রমুখ মুহাদ্দিস সংকলন করেছেন। তাদের সকলের সনদে আবু হারুন আবদি রয়েছে। তিনি পরিত্যক্ত, অভিযুক্ত। হাইসামি মাজমাউয যাওয়ায়িদে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে আবু হারুনের পরিবর্তে আবু হুরাইরা হয়ে গেছে। একারণেই তিনি বলেছেন, সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। নইলে আবু হারুনকে তিনিও অন্যত্র যয়ীফ বলেছে। ইমাম তাবারানি অনুরূপ হাদীস ইবন আব্বাস (১১২২১) ও যাইদ ইবন আরকাম (কাবীর-৫১২৪) থেকে বর্ণনা করেছেন। উভয় হাদীসের সনদেন রয়েছে প্রচণ্ড দুর্বল রাবী। এসব কারণে আলবানি হাদীসটিকে অত্যন্ত দুর্বল কলেছেন। দেখুন: মুহাম্মাদ আওয়ামা, তাহকীক মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা ৩/৬৯; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ১/৮১ ও ২৮৪, ২/১১১ ও ১৪৭-১৪৮, ১০/১০২-১০৩; আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৯/২১৫-২১৭; যাহাবি, মীযানুল ই'তিদাল ৩/১৭৩-১৭৪। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কিরাআত বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(৯৩) আল্লাহর বাণী 'সালাতে তোমার স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণও কোরো না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো'

(٥٦٧) عَنِ ابْنِ زَيْدٍ فِيْ قَوْلِهِ: وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا قَالَ: اَلسَّبِيْلُ بَيْنَ ذَلِكَ الَّذِيْ سَنَّ لَهُ جِبْرَائِيْلُ مِنَ الصَّلَاةِ الَّتِيْ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُوْنَ.

(৫৬৭) দ্বিতীয় হিজরি শতকের তাবি'-তাবিয়ি মুফাসসির আব্দুর রাহমান ইবন যাইদ ইবন আসলাম (মৃ. ১৮২ হি.) 'সালাতে তোমার স্বর উচ্চ কোরো না এবং অতিশয় ক্ষীণও কোরো না; এই দুইয়ের মধ্যপথ অবলম্বন করো'[১৪০] আল্লাহর এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন, 'এই দুইয়ের মধ্যপথ' হল সালাতের মধ্যে জিবরাঈল ﷺ তাঁর জন্য যা রীতিবদ্ধ করে যান এবং মুসলিমগণ যার উপরে রয়েছে। (ইবন যাইদের এই ব্যাখ্যা তাবারি তার তাফসীরে সংকলন করেছেন। তাবারি (৩১০ হি.) থেকে ইবন যাইদ (১৮২ হি.) পর্যন্ত সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাফসীর তাবারি ১৭/৫৮৮]*

(৯৪) যুহর, আসর, মাগরিবের শেষ রাকআত ও ইশার শেষ দুই রাকআতে চুপেচুপে কুরআন পাঠ ও মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে ও ফজরে সশব্দে কুরআন পাঠ

(٥٦٨) عَنِ الْحَسَنِ فِيْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَ جِبْرَائِيْلَ وَأَنَّهُ أَسَرَّ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ وَجَهَرَ فِي الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ.

(৫৬৮) তাবিয়ি হাসান বসরি (মৃ. ১১০ হি.) জিবরাঈলের পেছনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাত আদায়ের বিষয়ে বলেন, তিনি যুহর, আসর, মাগরিবের তৃতীয় রাকআত ও ইশার শেষ দুই রাকআতে চুপেচুপে কুরআন পাঠ করেন। আর তিনি মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে সশব্দে কিরাআত পাঠ করেন। (আবু দাউদ তার মারাসীল গ্রন্থে এই মুরসাল

[১৪০]. সূরা : (১৭) ইসরা (বনী ইসরাঈল), আয়াত : ১১০।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীসটি সংকলন করেছেন)। *[মারাসীল আবু দাউদ, হাদীস-১২; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ১/২২৬]*

তিনি তাবিয়ি ইবন শিহাব যুহরি (১২৪ হি.) থেকেও মুরসাল হিসাবে অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন। এই হাদীসে যুহরি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রীতি (সুন্নাত) প্রচলন করেছেন যে, ফজরের দুই রাকআতেই সশব্দে কুরআন পাঠ করতে হবে। আব্দুল হক তার আহকাম গ্রন্থে বলেন, দুইটি মুরসালের মধ্যে হাসানের মুরসাল অধিক সহীহ। এই অর্থে দারাকুতনি তাবিয়ি কাতাদাহ থেকে সাহাবি আনাস ﷺ থেকে একটি হাদীস সংকলন করেছেন। কিন্তু হাদীসটির সনদে আপত্তি রয়েছে।

(٥٦٩) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ قَالَ: قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ هَاهُنَا مَنْ يَجْهَرُوْنَ بِالْقِرَاءَةِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ: اِرْمُوْهُمْ بِالْبَعْرِ.

(৫৬৯) তাবিয়ি ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (১৩২ হি.) বলেন, তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, এখানে কিছু মানুষ আছেন যারা দিনের বেলায় সশব্দে কুরআন পাঠ করে। তিনি বলেন, তাদের দিকে ঘুঁটে ছুড়ে মারবে। (ইবন আবী শাইবা। হাদীসটি মুরসাল। ইয়াহইয়া পর্যন্ত সনদ শক্তিশালী)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৬৬৯]*

(٥٧٠) عَنْ أَبِيْ مَعْمَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِخَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ قِرَاءَتَهُ؟ قَالَ بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ.

(৫৭০) তাবিয়ি আবু মা'মার বলেন, আমি খাব্বাব ইবনুল আরাত্ত ﷺ-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি যুহর ও আসরে কুরআন পাঠ করতেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আপনারা কীভাবে জানতেন যে তিনি পাঠ করছেন? তিনি বলেন, তাঁর দাড়ির নড়াচড়া দেখে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৬১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮০১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮২৬]*

(৯৫) জুমুআ ও দুই ঈদের সালাতে সশব্দে পাঠ

(٥٧١) عَنِ ابْنِ أَبِيْ رَافِعٍ: صَلَّى لَنَا أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْجُمُعَةَ فَقَرَأَ بَعْدَ سُوْرَةِ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُوْنَ

قَالَ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِيْنَ انْصَرَفَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ قَرَأْتَ بِسُوْرَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوْفَةِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

(৫৭১) তাবিয়ি ইবন আবী রাফি' বলেন, আবু হুরাইরা ﵁ আমাদেরকে জুমুআর সালাত পড়ান। তিনি (প্রথম রাকআতে) সূরা জুমুআ পাঠের পরে দ্বিতীয় রাকআতে সূরা মুনাফিকূন পাঠ করেন। আমি সালাত শেষ হওয়ার পরে আবু হুরাইরা ﵁-এর সাথে সাক্ষাত করি এবং বলি, আপনি যে দুইটি সূরা পাঠ করলেন, আলী ইবন আবী তালিব ﵁ কুফায় এই দুইটি সূরা পাঠ করতেন। তখন আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জুমুআর দিনে এই দুইটি সূরা পাঠ করতে শুনেছি। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৭৭; মুনতাকা ইবনুল জারূদ, হাদীস-৩০১]*

(٥٧٢) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيْدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ.

(৫৭২) নু'মান ইবন বাশীর ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইঈদে এবং জুমুআয় সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়াহ[১৪১] পাঠ করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৭৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৩৩]*

(٥٧٣) عَنْ أَبِيْ وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ بِقٍ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ.

(৫৭৩) আবু ওয়াকিদ লাইসি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরে সূরা কাফ ও সূরা কামার[১৪২] পাঠ করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৯১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১৫৪]*

(٥٧٤) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْجَهْرُ فِيْ صَلَاةِ الْعِيْدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ.

(৫৭৪) আলী ﵁ বলেন, দুই ঈদের সালাতে সশব্দে কিরাআত

[১৪১]. কুরআন কারীমের ৮৭ ও ৮৮ নং সূরা।
[১৪২]. কুরআন কারীমের ৫০ ও ৫৪ নং সূরা।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

পাঠ করা সুন্নাত। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৪০৪১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৬১৯৬]*

(৯৬) সশব্দে পাঠের সালাত সশব্দে পাঠ করে কাযা করা

(٥٧٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ فِيْ قِصَّةِ لَيْلَةِ التَّعْرِيْسِ وَنَوْمِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَفِيْهِ: فَمَا اسْتَيْقَظُوْا إِلاَّ بِحَرِّ الشَّمْسِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ وَتَوَضَّأَ أَصْحَابُهُ وَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْفَجْرَ بِأَصْحَابِهِ وَجَهَرَ فِيْهَا بِالْقِرَاءَةِ كَمَا كَانَ يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ وَقْتِهَا.

(৫৭৫) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (৯৫ হি.) রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিদের শেষ রাতের বিশ্রাম ও ফজরের সালাত থেকে ঘুমিয়ে পড়ার কাহিনী বর্ণনা করে বলেন, সূর্যের উত্তাপে তাঁদের ঘুম ভাঙ্গে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে ওযু করেন এবং তাঁর সঙ্গীগণও ওযু করেন। এবং তিনি মুয়াযযিনকে নির্দেশ দেন তখন মুয়াযযিন আযান দেন। তিনি দুই রাকআত (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করেন। অতঃপর সালাতের ইকামত দেওয়া হয়। তখন তিনি তাঁর সাথিদের নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করেন। তিনি সালাতের মধ্যে সশব্দে কুরআন পাঠ করেন, যেরূপভাবে তিনি ওয়াক্তের মধ্যে সালাত আদায় করতেন ঠিক তদ্রুপভাবে। (মুহাম্মাদ তার কিতাবুল আসার গ্রন্থে। হাদীসটি শক্তিশালী মুরসাল)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৬৮]*

এই হাদীসের মূল বিষয় মুসলিম সংকলিত নিম্নের হাদীসে রয়েছে:

(٥٧٦) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ هَذِهِ الْقِصَّةِ: ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ.

(৫৭৬) আবু কাতাদাহ رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেষ রাতের বিশ্রাম ও ফজরের সালাত থেকে ঘুমিয়ে পড়ার কাহিনী বর্ণনা করেন। হাদীসের শেষে তিনি বলেন, অতঃপর বিলাল আযান দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই রাকআত (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করেন। অতঃপর তিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন। তিনি প্রতিদিন ফজরের সালাত

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

যেমনভাবে আদায় করেন ঠিক তেমনভাবেই তা আদায় করলেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-১৮৯৬]*

(৯৭) ফরয সালাত সমূহে কুরআন পাঠের সামগ্রিক বিবরণ

(٥٧٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنَ الْمُفَصَّلِ سُوْرَةٌ صَغِيْرَةٌ وَلَا كَبِيْرَةٌ إِلاَّ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ النَّاسَ بِهَا فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

(৫৭৭) আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা (আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস ﵄) থেকে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মুফাসসাল সূরাগুলোর মধ্য থেকে প্রত্যেকটি ছোট ও বড় সূরা দিয়ে মানুষদের সালাত আদায় করাতে শুনেছি। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮১৪]*

(٥٧٨) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ فُلَانٌ يُطِيْلُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَيُخَفِّفُ الْأُخْرَيَيْنِ وَيُخَفِّفُ الْعَصْرَ وَيَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِقِصَارِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الْعِشَاءِ بِوَسَطِ الْمُفَصَّلِ وَيَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ بِطُوَلِ الْمُفَصَّلِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هذَا.

(৫৭৮) তাবিয়ি সুলাইমান ইবন ইয়াসার বলেন, একব্যক্তি যুহরের সালাতের প্রথম দুই রাকআত দীর্ঘ করত এবং শেষ দুই রাকআত হালকা করত। সে আসরের সালাত হালকা করত। সে মাগরিবের সালাতে ছোটছোট মুফাসসাল সূরাগুলো থেকে পাঠ করত, ইশার সালাতে মাঝারি মুফাসসাল সূরাগুলো থেকে পাঠ করত এবং ফজরের সালাতে বড় বড় মুফাসসাল সূরাগুলো থেকে পাঠ করত। তখন আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, আমি যত মানুষের পেছনে সালাত আদায় করেছি তাদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের সাথে সবচয়ে বেশি মিল সম্পন্ন সালাত এই ব্যক্তির। (নাসায়ি সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৮২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১০৮৮২]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৯৮) যুহর ও আসরের সালাতে কুরআন পাঠ

(٥٧٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ.

(৫৭৯) জাবির ইবন সামুরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের সালাতে 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা' বা সূরা লাইল[১৪৩] পাঠ করতেন। আসরেও তিনি অনুরূপ সূরা পাঠ করতেন। ফজরে তিনি এর চেয়ে দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৫৯]*

(٥٨٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَشِبْهِهِمَا.

(৫৮০) জাবির ইবন সামুরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরে এবং আসরে সূরা বুরুজ ও সূরা তারিক[১৪৪] বা এই দুই সূরার অনুরূপ কোনো সূরা পাঠ করতেন। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩০৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮০৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৭৯]*

(٥٨١) عَنْ بُرَيدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ يَقْرَأُ فِيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِـ(سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) وَ(هَلْ أَتَاكَ).

(৫৮১) বুরাইদা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহর ও আসরের সালাতে 'সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আ'লা' (সূরা আ'লা) ও 'হাল আতাকা' (সূরা গাশিয়া)[১৪৫] পাঠ করতেন। (বাযযার সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৪৪১১; আইনি, উমদাতুল কারি ৬/২৫]*

(٥٨٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَحْزِرُ قِيَامَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ قِرَاءَةِ (الم تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ) وَحَزَرْنَا

[১৪৩]. কুরআন কারীমের ৯২ নং সূরা।
[১৪৪]. কুরআন কারীমের ৮৫ ও ৮৬ নং সূরা।
[১৪৫]. কুরআন কারীমের ৮৭ ও ৮৮ নং সূরা।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

قِيَامَهُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَدْرَ النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى قَدْرِ قِيَامِهِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ: قَدْرَ ثَلَاثِيْنَ آيَةً.

(৫৮২) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, আমরা যুহরে ও আসরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাঁড়িয়ে থাকার সময় আন্দায করতাম। তখন আমরা আন্দায করলাম যে, তিনি যুহরের প্রথম দুই রাকআতে 'আলিফ লাম মীম তানযীল, আস-সাজদা' বা সূরা সাজদা[১৪৬] পাঠের পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতেন। দ্বিতীয় বর্ণনায় তিনি বলেন, তিনি ৩০টি আয়াত পাঠ করতে যত সময় লাগে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর আমরা আন্দায করলাম যে, যুহরের শেষ দুই রাকআতে তিনি এর অর্ধেক পরিমাণ সময় দাঁড়াতেন। আমরা আসরের প্রথম দুই রাকআতে তাঁর দাঁড়ানোর সময় আন্দায করে দেখলাম তিনি যুহরের শেষ দুই রাকআতে যে পরিমাণ দাঁড়ান আসরের প্রথম দুই রাকআতেও সেই পরিমাণ দাঁড়ান। আর আসরের শেষ দুই রাকআতে এর অর্ধেক পরিমাণ দাঁড়ান। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৫২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮০৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৭৫]*

(৯৯) মাগরিব ও ইশার সালাতে কুরআন পাঠ

(٥٨٣) عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّوْرِ.

(৫৮৩) জুবাইর ইবন মুতয়িম ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মাগরিবের সালাতে সূরা তুর[১৪৭] পাঠ করতে শুনেছি। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৬৫; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৭৩৯৩]*

(٥٨٤) عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ بِالْأَعْرَافِ فَرَّقَهَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ.

(৫৮৪) আবু আইউব ﵁ বা যাইদ ইবন সাবিত ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের সালাতে সূরা আরাফ পাঠ করেন। তিনি সূরাটি দুই রাকআতে ভাগ করে পাঠ করেন। (আহমাদ সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ*

[১৪৬]. কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা।
[১৪৭]. কুরআন কারীমের ৫২ নং সূরা।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আহমাদ, হাদীস-২৩৫৪৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৬৯৯]

(٥٨٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمْ فِي الْمَغْرِبِ (اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللهِ).

(৫৮৫) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে মাগরিবের সালাতে সূরা মুহাম্মাদ[১৪৮] পাঠ করতেন। (তাবারানি সহীহ সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১১৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৮৩৫]*

(٥٨٦) عَنِ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ فِيْ (وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا) إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ.

(৫৮৬) উম্মুল ফাদল ﷺ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সর্বশেষ মাগরিবে সালাতে সূরা মুরসালাত[১৪৯] পাঠ করতে শুনেছেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৬২]*

(٥٨٧) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) والضُّحَى.

(৫৮৭) বুরাইদা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিব ও ইশার সালাতে 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা (সূরা আল-লাইল) ও সূরা দুহা[১৫০] পাঠ করতেন। (বাযযার সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৪৪১১]*

(٥٨٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

(৫৮৮) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। (ইবন মাজাহ সহীহ সনদে)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৩৩]*

(٥٨٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

[১৪৮]. কুরআন কারীমের ৪৭ নং সূরা।
[১৪৯]. কুরআন কারীমের ৭৭ নং সূরা।
[১৫০]. কুরআন কারীমের ৯২ ও ৯৩ নং সূরা।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْمَغْرِبِ وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

(৫৮৯) আব্দুল্লাহ ইবন ইয়াযীদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবে 'ওয়াত তীন ওয়ায যাইতূন' পাঠ করেন। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৫৯২; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৭০৪]*

(٥٩٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آخِرُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا بِنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبُ فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ.

(৫৯০) আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবন আব্দুল মুত্তালিব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ আমাদেরকে যে সালাত পড়ান তা হল মাগরিবের সালাত। তিনি সেই মাগরিবের সালাতের প্রথম রাকআতে 'সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আ'লা' বা সূরা আল-আ'লা[১৫১] এবং দ্বিতীয় রাকআতে 'কুল ইয়া আইউহাল কাফিরূন' বা সূরা কাফিরূন[১৫২] পাঠ করেন। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-২১৭৪; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৭০৫]*

(٥٩١) عَنْ جَابِرٍ فِيْ قِصَّةِ مُعَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَإِطَالَتِهِ صَلَاةَ الْعِشَاءِ رَفَعَهُ: يَا مُعَاذُ أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟ اِقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. (وَأَمَرَهُ بِسُوْرَتَيْنِ مِنْ أَوْسَطِ الْمُفَصَّلِ).

(৫৯১) জাবির ﵁ মুআয ইবন জাবাল ﵁ কর্তৃক ইশার সালাতের ইমামতিতে লম্বা সূরা পাঠের ঘটনার বিবরণের শেষ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, হে মুআয, তুমি কি ফিতনাকারী? তুমি 'ওয়াশ শামসি ওয়া দুহাহা (সূরা: ৯১ শামস), 'ওয়াদ দুহা' (সূরা: ৯৩ দুহা), 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা (সূরা: ৯২ লাইল), 'সাব্বিহ ইসমা রাব্বিকাল আ'লা (সূরা: ৮৭ আ'লা) পাঠ করবে। (বুখারি ও মুসলিম। বুখারির এক বর্ণনায় তিনি তাকে মধ্যম মুফাসসালের দুইটি সূরা পাঠের নির্দেশ দেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭০১, ৭০৫, ৬১০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৬৫; মুসনাদ আহমাদ,*

[১৫১]. কুরআন কারীমের ৮৭ নং সূরা।
[১৫২]. কুরআন কারীমের ১০৯ নং সূরা।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস-১৪৯৬০]

(১০০) ফজরের সালাতে কুরআন পাঠ

(٥٩٢) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيْدِ وَكَانَ صَلَاتُهُ بَعْدُ تَخْفِيْفًا.

(৫৯২) জাবির ইবন সামুরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে সূরা কাফ[১৫৩] পাঠ করতেন। এরপরও তাঁর সালাত হালকা বা সংক্ষিপ্ত হত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৫৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০৯৮৯]*

(٥٩٣) عَنْ أَبِيْ بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ مَا بَيْنَ السِّتِّيْنَ إِلَى الْمِائَةِ آيَةً.

(৫৯৩) আবু বারযা আসলামি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে ৬০ আয়াত থেকে ১০০ আয়াত পাঠ করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৬১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮১৮]*

(٥٩٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِ(يس).

(৫৯৪) জাবির ইবন সামুরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতে সূরা ইয়াসীন পাঠ করতেন। (তাবারানি সহীহ সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৩৯০৩]*

(٥٩٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (الم تَنْزِيْلُ السَّجْدَةِ) وَ(هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ).

(৫৯৫) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ জুমুআর দিনের ফজরের সালাতে 'আলিফ লাম মীম তানযীল আস-সাজদা' বা সূরা

[১৫৩]. কুরআন কারীমের ৫০ নং সূরা।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সাজদা[১৫৪] ও 'হাল আতা আলাল ইনসান' বা সূরা দাহর[১৫৫] পাঠ করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৯১; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৮০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮২৩]*

(১০১) সফরের সালাতে কুরআন পাঠ

(٥٩٦) عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍ فَقَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِيْ إِحْدَى الرَّكْعَتَيْنِ بِالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ.

(৫৯৬) বারা' ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক সফরে ছিলেন। তখন তিনি ইশার সালাতের এক রাকআতে সূরা তীন পাঠ করেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৬৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০০১]*

(٥٩٧) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَقُوْدُ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاقَتَهُ فِي السَّفَرِ فَعَلَّمَنِيْ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ... فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلَاةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ.

(৫৯৭) উকবা ইবন আমির ﵁ বলেন, আমি সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উঠ চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে সূরা ফালাক ও সূরা নাস শিক্ষা দান করেন।... অতঃপর যখন তিনি ফজরের সালাতের জন্য অবতরণ করলেন তখন তিনি এই দুইটি সূরা দিয়ে সমবেত মানুষদেরকে ফজরের সালাত পড়ালেন। (আবু দাউদ, নাসায়ি ও আহমাদ হাসান সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭৩৫০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৬২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৫৪৩৬]*

(১০২) ফজরের দুই রাকআত ও মাগরিবের দুই রাকআত (সুন্নাত) সালাতের কিরাআত

(٥٩٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِيْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

(৫৯৮) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করেন।

[১৫৪]. কুরআন কারীমের ৩২ নং সূরা।
[১৫৫]. কুরআন কারীমের ৭৬ নং সূরা।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭২৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৫৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৪৫]*

(٥٩٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحْصِيْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ.

(৫৯৯) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, আমি অগণিত বার শুনেছি রাসূলুল্লাহ ﷺ মাগরিবের পরের দুই রাকআতে এবং ফজরের সালাতের আগের দুই রাকআতে সূরা কাফিরূন ও সূরা ইখলাস পাঠ করতেন। (তিরমিযি হাসান সনদে)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৩১]*

(১০৩) বিতরের সালাতে কুরআন পাঠ

(٦٠٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرَ فَقَرَأَ فِي الْأُوْلَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ يَمُدُّ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ.

(৬০০) আব্দুর রাহমান ইবন আবযা ﷺ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিতরের সালাত আদায় করেন। তখন তিনি প্রথম রাকআতে সূরা আল-আ'লা, দ্বিতীয় রাকআতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকআতে সূরা ইখলাস পাঠ করলেন। সালাত শেষ করার পরে তিনি (তিনবার) বলেন, 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দূস', অর্থাৎ পবিত্রতা ঘোষণা করছি মহাপবিত্র বাদশাহর। তৃতীয় বারে তিনি তার স্বরকে দীর্ঘায়িত করেন। (তাহাবি ও আহমাদ সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৭৩৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৫৩৫৪]*

নাসায়ি সহীহ সনদে হাদীসটি আব্দুল্লাহ ইবন আবযা থেকে উবাই ইবন কা'ব থেকে সংকলন করেছেন। ইরাকি বলেন, নাসায়ি হাদীসটি দুইটি সূত্রেই সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। এছাড়া এই অর্থে অন্য একটি হাদীস নাসায়ি, ইবন মাজাহ ও তিরমিযি ইবন আব্বাস ﷺ থেকে

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন, যাকে ইরাকি সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

(১০৪) রুকু ও সাজদার মধ্যে কুরআন পাঠ নেই

(٦٠١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: أَلَا وَإِنِّيْ نُهِيْتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا فَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

(৬০১) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শুনে রাখো! আমাকে রুকু ও সাজদারত অবস্থায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করা হয়েছে। তোমরা রুকুতে প্রভুর তা'যীম-মহিমা বর্ণনা করবে। আর সাজদায় তোমরা বেশি বেশি দুআ করবে; কারণ তোমাদের এই দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৭৯]*

(১০৫) এক রাকআতে একাধিক সূরা একত্র করা

(٦٠٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّوَرِ؟ قَالَتْ مِنَ الْمُفَصَّلِ.

(৬০২) তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক বলেন, আমি আয়িশা ﷺ-কে প্রশ্ন করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কি একাধিক সূরা একত্র করতেন? তিনি বলেন, মুফাসসাল সূরাগুলোর[১৫৬] মধ্য থেকে (একাধিক সূরা একত্র করতেন)। (আবু দাউদ। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৯২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২৫২৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৫৮২৯]*

(٦٠٣) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِالسُّوْرَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيْضَةِ (فِيْ رِوَايَةِ مَالِكٍ: فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنْ صَلَاةِ الْفَرِيْضَةِ).

(৬০৩) তাবিয়ি নাফি' বলেন, অনেক সময় ইবন উমার ﷺ ফরয সালাতের মধ্যে একই রাকআতে দুইটি বা তিনটি সূরা একত্রে পাঠ করে

[১৫৬]. সূরা (৪৯) আল-হুজুরাত বা সূরা (৫০) কাফ থেকে সূরা (১১৪) নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে সাধারণত 'মুফাসসাল' বলা হয়। ২৬-৩০ পারা। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আমাদের ইমামতি করতেন। (আহমাদ সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৪৬১০; মুআত্তা মালিক, হাদীস-২১৯]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, প্রত্যেক রাকআতে একটি সূরা পড়াই উত্তম। নিচের হাদীস থেকে তা জানা যায়।

(٦٠٤) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مَنْ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لِكُلِّ سُوْرَةٍ رَكْعَةٌ.

(৬০৪) তাবিয়ি আবুল আলিয়া বলেন, আমাকে একজন সাহাবি বলেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছেন, প্রত্যেক সূরার জন্য রুকু। (তাহাবি ও আহমাদ সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০৫৯০; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার-২০৩০]*

(১০৬) সালাতের মধ্যে একই সূরা বারবার পাঠ করা

(٦٠٥) عَنْ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصُّبْحِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَلَا أَدْرِيْ أَنَسِيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ قَرَأَ ذَلِكَ عَمْدًا.

(৬০৫) জুহাইনা গোত্রের একজন সাহাবি বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ফজরের সালাতের দুই রাকআতেই 'ইযা যুলযিলাতিল আরদু' বা সূরা যিলযাল পাঠ করতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি জানি না, রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলে গিয়েছিলেন না তিনি ইচ্ছা করে এভাবে একই সূরা দুই রাকআতে পাঠ করেছিলেন। (আবু দাউদ সহীহ সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮১৬]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, হাদীসের ভাষা থেকেই বোঝা যায় যে, এভাবে একই সূরা দুই রাকআতে পাঠ করা জায়িয, তবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস ছিল না। তবে নফল সালাতের মধ্যে এভাবে একই সূরা প্রত্যেক রাকআতে পাঠের অভ্যাস করাও জায়িয। নিম্নের হাদীস থেকে তা জানা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(٦٠٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ (مِنَ السَّحَرِ) قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا (لَا يَزِيْدُ عَلَيْهَا) فَلَمَّا أَصْبَحَ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

جَاءَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ... فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ.

(৬০৬) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, একব্যক্তি শুনতে পায় যে, আরেক ব্যক্তি শেষ রাতের সালাতে শুধুমাত্র সূরা ইখলাস বারবার পাঠ করছে, এর বেশি কিছু পাঠ করছে না। সকালে সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বিষয়টি উল্লেখ করে। (রাসূলুল্লাহ ﷺ ওই ব্যক্তির কর্মের স্বীকৃতি দিয়ে বলেন) যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, সূরা ইখলাস কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০১৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৬১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৯৫]*

(১০৭) কুরআনের সূরা ও আয়াতের পরম্পরা উল্টে পাঠ করা

(٦٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا الْأَحْنَفُ بِالْكَهْفِ فِي الْأُوْلَى وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوْنُسَ وَزَعَمَ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الصُّبْحَ بِهِمَا.

(৬০৭) তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবন শাকীক (১০৮ হি.) বলেন, তাবিয়ি আহনাফ ইবন কাইস (মৃ. ৬৭ হি.) আমাদেরকে ইমামতি করে সালাত আদায় করান। তিনি প্রথম রাকআতে সূরা কাহাফ (১৮ নং সূরা) ও দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ইউনূস (১০ নং সূরা) পাঠ করেন। আহনাফ বলেন যে, তিনি উমার ﵁-এর সাথে ফজরের সালাত আদায় করেন, তখন উমার এভাবে এই দুই সূরা দিয়ে সালাত আদায় করেন। (ফিরইয়াবি ও আবু নুআইম। বুখারি হাদীসটি সনদবিহীনভাবে তা'লীক হিসাবে উল্লেখ করেছেন)। *[সহীহ বুখারি ১/১৫৪]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই হাদীসকে জায়িযের বর্ণনা হিসাবে ধরতে হবে। অর্থাৎ এভাবে উল্টে সূরা পাঠ করা জায়িয। তবে মুসতাহাব ও উত্তম হল কুরআন কারীমের সূরার পরম্পরা রক্ষা করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পরের বছর আবু বাকর ﵁ কুরআন কারীম একত্র সংকলিত করেন। এর ২০ বছর পরে উসমান ﵁ সকল সাহাবির ঐকমত্যের ভিত্তিতে আবু বাকর সংকলিত পরম্পরার আলোকে কুরআনের সূরাগুলোর এভাবে তারতীব বা পরম্পরা প্রদান করেন। সাধারণভাবে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কুরআন তিলাওয়াত এই পরম্পরার উপরেই করতে হবে। সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশের আলোকেই সাহাবিগণ এই পরম্পরা নির্ধারণ করেছেন। ফরয সালাতে এই পরম্পরা রক্ষা করা উত্তম। তবে নফল সালাতের বিষয় অত্যন্ত প্রশস্ত। নফল সালাতে তারতীব ভঙ্গ করা নিম্নের হাদীসে প্রমাণিত।

(٦٠٨) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضَى فَقُلْتُ يُصَلِّيْ بِهَا فِيْ رَكْعَةٍ فَمَضَى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلًا...

(৬০৮) হুযাইফা ﷺ বলেন, আমি একরাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (তাহাজ্জুদের সালাত) আদায় করলাম। তিনি সূরা বাকারাহ শুরু করলেন। আমি (নিজের মনে) বললাম, তিনি ১০০ আয়াত শেষ করে রুকু করবেন। তিনি ১০০ আয়াত পার হয়ে গেলেন। আমি বললাম, তিনি এক রাকআতে এই সূরা শেষ করবেন। তিনি সূরা শেষ করলেন। আমি বললাম, তিনি হয়ত এখন রুকু করবেন। তিনি সূরা নিসা শুরু করলেন। তিনি সূরা নিসা পাঠ করে শেষ করলেন। এরপর তিনি সূরা আল ইমরান শুরু করলেন। তিনি ধীরে ধীরে পাঠ করছিলেন...। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৭২]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এ হল সূরার পরম্পরা রক্ষার বিধান। আর সূরার মধ্যকার আয়াতের পরম্পরা রক্ষা করা ওয়াজিব। সূরার মধ্যকার আয়াত উল্টে পড়া হারাম। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٦٠٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَنْكُوْسًا قَالَ: ذَلِكَ مَنْكُوْسُ الْقَلْبِ.

(৬০৯) ইবন মাসউদ ﷺ-কে একব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যে ব্যক্তি উল্টো করে কুরআন পাঠ করে। তিনি বলেন, ওই ব্যক্তির হৃদয় উল্টো। (তাবারানি ভালো সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৮৮৪৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৭৯৪৭; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩০৩০৭; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-২১০৯]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১০৮) তারতীল ও তাজবীদ এবং কীভাবে কুরআন পাঠ করতে হবে

(٦١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيْلًا قَالَ بَيِّنْهُ بَيَانًا.

(৬১০) ইবন আব্বাস ﷺ কুরআনের বাণী, 'আর কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে'[১৫৭] এর ব্যাখ্যায় বলেন, তুমি একে পরিষ্কার ও সুস্পষ্টরূপে পাঠ করবে। (তাবারি হাসান সনদে)। *[তাবারি, জামিউল বায়ান ২৩/৬৮১; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৮৭২৫]*

(٦١١) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلتَّرْتِيْلُ تَجْوِيْدُ الْحُرُوْفِ وَمَعْرِفَةُ الْوُقُوْفِ.

(৬১১) আলী ﷺ বলেন, তারতীল হল অক্ষরগুলো পরিপূর্ণ সুন্দররূপে পাঠ করা এবং ওয়াকফ বা থামার বিষয় অবগত হওয়া। (সুয়ুতি ইতকান গ্রন্থে সনদবিহীনভাবে আলী ﷺ-এর এই কথাটি উল্লেখ করেছেন)। *[সুয়ুতি, আল ইতকান ১/২৮২]*

(٦١٢) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَأَ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ) يَمُدُّ بِبِسْمِ اللهِ وَيَمُدُّ بِالرَّحْمَنِ وَيَمُدُّ بِالرَّحِيْمِ.

(৬১২) তাবিয়ি কাতাদাহ বলেন, আনাস ﷺ-কে প্রশ্ন করা হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ কেমন ছিল? তিনি বলেন, তাঁর কুরআন পাঠ ছিল টেনে টেনে দীর্ঘায়িত করে। এরপর তিনি পাঠ করেন, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। তিনি 'বিসমিল্লাহ' দীর্ঘায়িত করেন, 'আর-রাহমান' দীর্ঘায়িত করেন এবং 'আর-রাহীম' দীর্ঘায়িত করেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০৪৬; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৩১৭]*

(٦١٣) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أُنْزِلَ الْقُرْآنُ بِالتَّفْخِيْمِ.

(৬১৩) যাইদ ইবন সাবিত ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুরআনকে জোরালো উচ্চারণের সাথে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (ইবনুল

[১৫৭]. সূরা : (৭৩) মুয্যাম্মিল, আয়াত : ৪।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আনবারি ও হাকিম)।[১৫৮] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৯০৮; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-২০৯২]*

(٦١٤) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ قِرَاءَتَهُ آيَةً آيَةً.

(৬১৪) উম্মু সালামা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআন পাঠের সময় প্রত্যেক আয়াত পৃথকভাবে প্রত্যেক আয়াতের শেষে থেমে থেমে পাঠ করতেন। (দারাকুতনি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৯১০; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১১৯১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪০০১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯২৭; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৫৮৩]*

(٦١٥) عَنِ ابْنِ أَبِيْ الْهُذَيْلِ قَالَ: كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ أَنْ يَقْرَءُوْا بَعْضَ الْآيَةِ وَيَتْرُكُوْا بَعْضًا.

(৬১৫) তাবিয়ি আবুল হুযাইল বলেন, সাহাবিগণ একটি আয়াত আংশিক পড়ে আংশিক ছেড়ে দেওয়া অপছন্দ করতেন। (সায়ীদ ইবন মানসুর সহীহ সনদে)। *[সুনান সায়ীদ ইবন মানসুর, হাদীস-১৩৭]*

(১০৯) কুরআন পাঠে পারঙ্গমের মর্যাদা এবং কুরআন পাঠ ও শ্রবণের মর্যাদা

(٦١٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: اَلْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ وَالَّذِيْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَتَتَعْتَعُ فِيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ.

(৬১৬) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠে সুদক্ষ সে পুণ্যময় সম্মানিত লেখকগণের (ফিরিশতাগণের) সঙ্গী। আর যে ব্যক্তির জন্য কুরআন পাঠ কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট করে ও অসুবিধাসহ সে তা তিলাওয়াত করে তার জন্য দুইটি পুরস্কার। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৯৮; সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৯৩৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৫৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯০৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৩৭৭৯]*

---

[১৫৮]. যাহাবি তালখীসুল মুসতাদরাকে উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল ও আপত্তিকর। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٦١٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اِسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفَصِّيًا مِنْ صُدُوْرِ الرِّجَالِ مِنَ النَّعَمِ بِعُقُلِهَا.

(৬১৭) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআন আলোচনা ও পুনরাবৃত্তি করবে; কারণ উট যেমন তার দড়ি খুলে পালিয়ে যেতে চায়, কুরআন তার চেয়েও বেশি দ্রুত পালিয়ে যায় মানুষের হৃদয় থেকে (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৯০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৪৩]*

(٦١٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُوْلُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيْمٌ حَرْفٌ.

(৬১৮) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর গ্রন্থের একটি বর্ণ পাঠ করবে তার জন্য একটি পুণ্য। আর পুণ্য দশগুণ দেওয়া হবে। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম' একটি বর্ণ। কিন্তু 'আলিফ' একটি বর্ণ, 'লাম' একটি বর্ণ এবং 'মীম' একটি বর্ণ। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন) *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯১০]*

(٦١٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ وَمَنْ تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

(৬১৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি আয়াত মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে তার জন্য বর্ধিত হারে একটি নেকি লেখা হবে এবং যে ব্যক্তি একটি আয়াত তিলাওয়াত করবে কিয়ামতের দিন তা তার জন্য নূর বা জ্যোতি হয়ে যাবে। (আহমাদ)।[১৫৯] *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৮৪৯৪]*

(১১০) সুন্দর স্বরে কুরআন পাঠ ও কুরআন পাঠের নিষিদ্ধ পদ্ধতি

(٦٢٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيْءٍ

[১৫৯]. হাইসামি বলেন, হাদীসটির সনদে আব্বাদ ইবন মাইসারা রয়েছে। আহমাদ ও অন্যান্য মুহাদ্দিস তাকে যয়ীফ বলেছেন। ইবন হিব্বান তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। দেখুন: মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৭/১৬২। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

كَأَذَنِهِ لِنَبِيٍّ (حَسَنِ الصَّوْتِ) يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ.

(৬২০) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো নবী সশব্দে সুললিতভাবে কুরআন পাঠ করলে আল্লাহ যেভাবে তা শ্রবণ করেন সেভাবে আর কিছুই তিনি শ্রবণ করেন না। (মুসলিম[১৬০]। মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায়: সুন্দর কণ্ঠস্বরের অধিকারী নবী সুললিতভাবে সশব্দে কুরআন পাঠ করলে...)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৯২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৭৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০১৭]*

(٦٢١) عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيْدُ الْقُرْآنَ حُسْنًا.

(৬২১) বারা' ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কুরআনকে তোমাদের স্বরশব্দ দ্বারা সৌন্দর্যময় করবে। কারণ সুন্দর কণ্ঠস্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।[১৬১] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২১২৫]*

(٦٢٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً مَنْ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ يَتَحَزَّنُ.

(৬২২) ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সবচেয়ে সুন্দর কুরআন পাঠকারী ওই ব্যক্তি যে বেদনা আপ্লুত হয়ে কুরআন পাঠ করে। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১০৮৫২; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১১৬৯৫]*

(٦٢٣) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اِقْرَؤُوا الْقُرْآنَ بِلُحُوْنِ الْعَرَبِ وَأَصْوَاتِهَا وَإِيَّاكُمْ وَلُحُوْنَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ وَأَهْلِ الْفِسْقِ.

(৬২৩) হুযাইফা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা আরবদের সুরে ও স্বরে কুরআন পাঠ করবে। আর খবরদার! তোমরা পূর্ববর্তী দুই গ্রন্থের অনুসারীদের সুর এবং পাপীদের সুর বর্জন করবে।

---

[১৬০]. বুখারিও হাদীসটি সংকলন করেছেন। [হাদীস নং-৫০২৪, ৭৪৮২ ও ৭৫৪৪]

[১৬১]. 'তোমরা কুরআনকে তোমাদের স্বরশব্দ দ্বারা সৌন্দর্যময় করবে' এই কথাটুকু বুখারি সংকলন করেছেন। [বুখারি-৯/১৫৮; আবু দাউদ-১৪৬৮; নাসায়ি-১০১৫; ইবন মাজাহ-১৩৪২] (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(তাবারানি সহীহ সনদে)।[১৬২] *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৭২২৩]*

AS-SUNNAH TRUST

[১৬২]. হাইসামি ও অন্যান্য মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছন যে, হাদীসটির সনদ দুর্বল। কারণ একটিমাত্র সনদে তাবারানি তার 'মু'জামুল আওসাত (৭/১৮৩) এ এই হাদীসটি সংকলন করেছেন। সনদে বাকিয়্যা ইবনুল ওয়ালীদ বলেছেন একজন বৃদ্ধ হুযাইফা ﷺ থেকে হাদীসটি বলেছেন। এই বৃদ্ধ অজ্ঞাতপরিচয়। এছাড়া বাকিয়্যার হাদীসও তাদলীসের কারণে দুর্বল। দেখুন: মাজমাউয যাওয়ায়িদ ৭/১৬৯।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

জামাআত ও ইমামতি বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(১১১) জামাআতের উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান এবং জামাআত বর্জন থেকে ভীতি প্রদর্শন

(٦٢٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

(৬২৪) ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, একাকী সালাতের চেয়ে জামাআতে সালাতের মর্যাদা ২৭ গুণ বেশি। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৪৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৫০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২১৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৩৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৮৯]*

(٦٢٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ. وَفِيْ لَفْظٍ: فَأُحَرِّقَ عَلَى مَنْ لَا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ بَعْدُ.

(৬২৫) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যাঁর হাতে আমার জীবন তাঁর কসম, আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের নির্দেশ দেব এবং সেমতো জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা হবে। অতঃপর আমি সালাতের নির্দেশ দেব এবং তদানুসারে আযান দেওয়া হবে। অতঃপর একজনকে নির্দেশ দেব যে মানুষদের ইমামতি করে সালাত শুরু করবে। অতঃপর আমি তাদেরকে রেখে সে সকল মানুষের বাড়ি পুড়িয়ে দেব, যারা তখনো সালাতের জন্য বাড়ি থেকে বের হয়নি। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৪৪, ৬৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৫১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৪৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৪৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২১৭]*

(٦٢٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى

AS SUNNAH TRUST

بِهِنَّ فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ كَمَا يُصَلِّيْ هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِيْ بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُوْرَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُوْمُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ.

(৬২৬) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, যার পছন্দ হয় যে, সে আগামীকাল মুসলিম হয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে সে যেন এ সকল সালাতগুলো সদাসর্বদা নিয়মিত সেখানে আদায় করে যেখানে এগুলোর জন্য আযান দেওয়া হয়। কারণ আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর জন্য কিছু হিদায়াতের সুন্নাতের (রীতির) বিধান প্রদান করেছেন। আর এ সকল সালাতগুলো নিয়মিত জামাআতে আদায় করা হিদায়াতের সুন্নাতের অন্যতম। যদি তোমরা তোমাদের বাড়িতে সালাত আদায় কর, যেরূপ এই পশ্চাতপদ ব্যক্তি নিজ বাড়িতে সালাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত পরিত্যাগ করবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাত পরিত্যাগ কর তাহলে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে যাবে। যখনই কোনো ব্যক্তি সুন্দররূপে ওযু বা গোসল করে পবিত্র হয় এবং এরপর সে এ সকল মসজিদের যে কোনো একটি মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে তখন আল্লাহ তার ফেলা প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার জন্য একটি পুণ্য লিখেন, তাকে একটি মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তার একটি পাপ ক্ষমা করে দেন। আমি আমাদেরকে দেখেছি যে, শুধুমাত্র যে মুনাফিকের মুনাফিকি সুপরিচিত সে ছাড়া কেউই জামাআত থেকে পিছে পড়ত না। অনেক মানুষকে দুই ব্যক্তির কাঁধের উপর ভর করে টেনে এনে সালাতের কাতারে দাঁড় করানো হত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৫৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৫০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৪৯]*

(১১২) অন্ধের জন্য জামাআতে উপস্থিতি

(٦٢٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ إِلَى

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهِ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَجِبْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَلَفْظُ أَبِيْ دَاوُدَ وَالْحَاكِمِ: لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

(৬২৭) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কোনো পরিচালক নেই যে আমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে। লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আবেদন করে, যেন তিনি তাকে নিজ বাড়িতে সালাত আদায়ের অনুমতি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি প্রদান করেন। যখন সে ফিরে যেতে থাকে তখন তিনি তাকে ডাকেন। তিনি বলেন, তুমি কি সালাতের আহ্বান (আযান) শুনতে পাও? লোকটি বলে, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে আযানের জবাব দিবে (আযানের ডাকে সাড়া দিয়ে জামাআতে উপস্থিত হবে)। (মুসলিম। আবু দাউদ ও হাকিমের বর্ণনায়: আমি তোমার জন্য জামাআত পরিত্যাগের কোনো অনুমতি পাচ্ছি না)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৫৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৫২; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯০৩]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, উক্ত ব্যক্তি সর্বোত্তম বিষয় বা আযীমতের বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে জামাআত ত্যাগের অনুমতি প্রদান করেননি। অর্থাৎ জামাআতে উপস্থিত না হলে তিনি জামাআতের সাওয়াব ও মর্যাদা লাভ করতে পারবেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তার মতো অন্ধের জন্যও জামাআতে উপস্থিত হওয়া সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইতবান ইবন মালিক ﵁-কে জামাআত পরিত্যাগের অনুমতি দিয়েছিলেন।

(٦٢٨) عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ قَدْ أَنْكَرْتُ بَصَرِيْ وَأَنَا أُصَلِّيْ لِقَوْمِيْ فَإِذَا كَانَتِ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِيْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِيْنِيْ فَتُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ فَأَتَّخِذَهُ مُصَلًّى. فَرَخَّصَ لَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ فِيْ بَيْتِهِ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

مَسْجِدًا.

(৬২৮) ইতবান ইবন মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলেছি। আমি আমার সম্প্রদায়ের ইমামতি করি। বৃষ্টি হলে আমার ও আমার সম্প্রদায়ের মধ্যকার নিম্নভূমি প্লাবিত হয়ে যায়, ফলে আমি তাদের মসজিদে উপস্থিত হয়ে ইমামতি করতে পারি না। হে আল্লাহর রাসূল, আমি ইচ্ছা করি যে, আপনি আমার বাড়িতে এসে সালাত আদায় করবেন, তাহলে আমি সেই স্থানকে আমার সালাতের স্থান হিসাবে গ্রহণ করব। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি প্রদান করেন এবং তার বাড়িতে সালাত আদায় করেন...। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪২৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩৩; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৬৫৩; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২২৩]*

(১১৩) যে সকল ওযরের কারণে জামাআত পরিত্যাগ বৈধ

(٦٢٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. وَزَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ.

(৬২৯) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনতে পেল কিন্তু জামাআতে উপস্থিত হল না তার কোনো সালাত নেই, যদি না তার অনুপস্থিতি ওযরের কারণে হয়। (ইবন মাজাহ ও দারাকুতনি সহীহ সনদে। ইবন হিব্বান ও হাকিম এই হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাদের বর্ণনায় হাদীসের শেষে রয়েছে, সাহাবিগণ বললেন, ওযর কী? তিনি বলেন, ভয় বা অসুস্থতা)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৯৩; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৫৫৫; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২০৬৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৮৯৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৫১]*

(٦٣٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتَ بَرْدٍ وَمَطَرٍ يَقُوْلُ: أَلَا صَلُّوْا فِي الرِّحَالِ.

(৬৩০) ইবন উমার ﷺ বলেন, শীত ও বৃষ্টির রাত হলে রাসূলুল্লাহ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ﷺ মুয়াযযিনকে নির্দেশ দিতেন, মুয়াযযিন বলতেন, শুনুন! আপনারা বাড়িতে সালাত আদায় করুন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৬৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৯৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৬৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৫৪]*

(٦٣١) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ.

(৬৩১) ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কারো রাতের খাবার রাখা হয় এবং এমতাবস্থায় সালাতের ইকামত দেওয়া হয় তাহলে তোমরা আগে খাবার গ্রহণ করবে। খাদ্য গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করবে না। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৫৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩৭৫৭]*

(٦٣٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ.

(৬৩২) আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, খাদ্যের উপস্থিতিতে কোনো সালাত নেই এবং মলমূত্রের বেগ থাকা অবস্থায় কোনো সালাত নেই। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৬০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৫৯৯]*

(٦٣٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ وَوَجَدَ أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ فَلْيَبْدَأْ بِالْخَلَاءِ.

(৬৩৩) আব্দুল্লাহ ইবন আরকাম ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি সালাতের ইকামত হয়ে যায় এবং তোমাদের কেউ শৌচাগারে গমনের প্রয়োজন অনুভব করে তাহলে সে প্রথমে শৌচাগারে যাবে। (আবু দাউদ ও ইবন মাজাহ। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৪২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬১৬]*

(১১৪) কাতার প্রতিষ্ঠিত করা, সোজা করা এবং সোজা করার

পদ্ধতি

(٦٣٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: أَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِأَيْدِيْ إِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

(৬৩৪) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সারিগুলো প্রতিষ্ঠিত করবে, কাঁধগুলো মিলিয়ে সমান্তরাল করবে, ফাঁক পূরণ করবে এবং তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হবে[১৬৩]। তোমরা শয়তানের জন্য ফাঁক রেখে দেবে না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে দেবে আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দিবেন এবং যে ব্যক্তি কাতার কর্তন করবে আল্লাহ তাকে কর্তন করবেন। (আবু দাউদ। ইবন খুযাইমা ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৬৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮১৯; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৫৪৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭৭৪]*

(٦٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَقِيْمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ.

(৬৩৫) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতারগুলো পরিপূর্ণ সোজারূপে প্রতিষ্ঠিত করবে; কারণ কাতার প্রতিষ্ঠিত করা সালাতের সৌন্দর্য। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৩৫]*

(٦٣٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوْفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ. (مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، أَتِمُّوا الصُّفُوْفَ).

(৬৩৬) আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কাতারগুলো সোজা করবে; কারণ কাতারগুলো সোজা করা সালাত প্রতিষ্ঠার অংশ। (বুখারি। মুসলিমের বর্ণনায়: কাতারগুলো সোজা করা

[১৬৩]. আবু দাউদ বলেন, 'তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হবে' অর্থ হল সালাতের কাতার পূর্ণ হওয়ার পরে কোনো ব্যক্তি কাতারে প্রবেশ করতে চাইলে প্রত্যেকের উচিত নিজনিজ কাঁধ নরম করে তাকে কাতারে প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সালাতের পূর্ণতার অংশ। মুসলিমের অন্য বর্ণনায়: তোমরা কাতারগুলো পূর্ণ করবে)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৩৩, ৪৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৬৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৯৩]*

(٦٣٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا فَإِنِّيْ أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ (وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ).

(৬৩৭) আনাস ﷺ বলেন, সালাতের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চেহারা মুবারক আমাদের দিকে করে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা সারিগুলো সোজা করো এবং একে অপরের গায়ে গা মিশিয়ে দাঁড়াও। আমি পেছন থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই। (বুখারি। বুখারির দ্বিতীয় বর্ণনায় আনাস ﷺ আরো বলেন, আমাদের একজন অপরের কাঁধের সাথে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিশিয়ে দিতাম। হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনায় আনাস ﷺ বলেন, আমাদের একজন অপরজনের কাঁধের সাথে কাঁধ, হাঁটুর সাথে হাঁটু ও টাখনুর সাথে টাখনু মিশিয়ে দিত)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৬২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮১৪]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, হাফিয ইবন হাজার আসকালানি বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাতার সোজা করা ও কাতারের মধ্যকার ফাঁক পূরণ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১১৫) সারিসমূহের পরম্পরা

(٦٣٨) عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

(৬৩৮) আবু মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন, তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও জ্ঞানী তারা আমার নিকটে দাঁড়াবে। এরপর তাদের নিকটবর্তীগণ এবং এরপর তাদের নিকটবর্তীগণ। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৩২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৭৪]*

(٦٣٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: خَيْرُ صُفُوْفِ

الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

(৬৩৯) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, পুরুষদের জন্য সর্বোত্তম সারি প্রথম সারি এবং সর্বনিকৃষ্ট সারি শেষ সারি। আর মেয়েদের জন্য সর্বোত্তম সারি শেষ সারি এবং সর্বনিকৃষ্ট সারি প্রথম সারি। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৪০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৭৮; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২২৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮২০]*

(٦٤٠) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

(৬৪০) আনাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রথম সারি পূর্ণ করবে এরপর পরবর্তী সারি। যদি কিছু কমতি থাকে তাহলে তা শেষ কাতারে থাক। (আবু দাউদ। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৭১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৩৪৩৯]*

(٦٤١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيْمٌ فِيْ بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُمِّيْ أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا.

(৬৪১) আনাস ﵁ বলেন, আমাদের বাড়িতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছে আমরা সালাত আদায় করি। আমি ও একজন এতিম কিশোর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়ালাম। আর আমার আম্মা উম্মু সুলাইম আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৬০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬০৮]*

(১১৬) মেয়েদের জামাআত ও মেয়েদের বাড়িতে সালাত আদায়ের ফযীলত

(٦٤٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: لَا خَيْرَ فِيْ جَمَاعَةِ النِّسَاءِ إِلَّا فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ.

(৬৪২) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, জামে' মসজিদ (বা মহল্লার মসজিদ) ছাড়া মেয়েদের জামাআতে কোনো কল্যাণ নেই। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৯৩৫৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৫২১৩]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٦٤٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِيْ حُجْرَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْ دَارِهَا وَصَلَاتُهَا فِيْ دَارِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِيْمَا سِوَاهُ.

(৬৪৩) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, মহিলার জন্য নিজ বিছানায় সালাত আদায় নিজ কক্ষের মধ্যে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। নিজ কক্ষের মধ্যে সালাত আদায় করা নিজের বাড়ির মধ্যে সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। আর নিজ বাড়ির মধ্যে সালাত আদায় বাড়ির বাইরে সালাত আদায় করার থেকে উত্তম। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। তাবারানি উম্মু সালামাহ ﷺ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৪৮২; আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৯১০১]*

(٦٤٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَوْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيْلَ.

(৬৪৪) আয়িশা ﷺ বলেন, মেয়েরা নতুনভাবে যা কিছু করছে তা যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতেন তাহলে তিনি তাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন, যেমন ইহুদিদের মেয়েদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। (মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৪৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৬৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৪০]*

(১১৭) একজন ইমামের ডানে দাঁড়াবে এবং দুইজন পেছনে দাঁড়াবে

(٦٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ لَيْلَةً فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا كَانَ فِيْ بَعْضِ اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مِنْ شَنٍّ مُعَلَّقٍ وُضُوْءًا خَفِيْفًا وَقَامَ يُصَلِّيْ فَتَوَضَّأْتُ نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِيْ فَجَعَلَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللهُ.

(৬৪৫) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, আমি একরাতে আমার খালা

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(নবী-পত্নী) মাইমুনার ঘরে রাত-যাপন করলাম। রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুমালেন। রাতের গভীরে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘুম থেকে উঠে একটি টাঙানো পানির মশক থেকে পানি নিয়ে হালকা ওযু করলেন। এরপর সালাতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর ওযুর অনুরূপ ওযু করলাম। এরপর এসে তাঁর বামে দাঁড়ালাম। তিনি আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর তিনি আল্লাহর মর্যি মতো সালাত আদায় করলেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৬৩]*

(٦٤٦) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ...فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ بِيَدِيْ فَأَدَارَنِيْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ ثُمَّ جَاءَ جَبَّارُبْنُ صَخْرٍ فَقَامَ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيْنَا جَمِيْعًا فَدَفَعَنَا حَتَّى أَقَامَنَا خَلْفَهُ.

(৬৪৬) জাবির ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাহাজ্জুদের) সালাতে দাঁড়ালেন। আমি এসে তাঁর বামে দাঁড়ালাম। তখন তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে তাঁর ডানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। এরপর জাব্বার ইবন সাখ্‌র এল। সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বামে দাঁড়াল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দুজনেরই হাত ধরে পেছনে ধাক্কা দিয়ে আমাদের দুইজনকে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৩০১০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৩৪]*

(٦٤٧) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: اِسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ عَلَى عَبْدِ اللهِ فَأَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

(৬৪৭) তাবিয়ি আব্দুর রাহমান ইবনুল আসওয়াদ (৯৯ হি.) তার পিতা আসওয়াদ ইবন ইয়াযীদ (৭৫ হি.) থেকে বলেন, তিনি (আসওয়াদ) ও আলকামা ইবন কাইস (৬২ হি.) ইবন মাসউদ ﷺ-এর বাড়িতে গমন করে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি অনুমতি প্রদান করেন। এরপর তিনি আমার ও আলকামার মাঝে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন। এরপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এভাবে করতে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

দেখেছি। (আবু দাউদ।[১৬৪] এর মূল বিবরণ মুসলিম কর্তৃক সংকলিত)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬১৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৯৯]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সম্ভবত মসজিদের সংকীর্ণতা বা কোনো ওযর-অসুবিধার কারণে এভাবে করেছিলেন। তাবিয়ি ইবন সীরীন একথা বলেছেন। জাবিরের হাদীসে যেরূপ বলা হয়েছে সেইরূপে (দুইজন মুকতাদি হলে ইমামের পেছনে) দাঁড়ানোই সুন্নাত। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১১৮) জামাআতের পুনরাবৃত্তি

(٦٤٨) عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِي الْمَدِيْنَةِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا فَمَالَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ أَهْلَهُ فَصَلَّى بِهِمْ.

(৬৪৮) আবু বাকরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মসজিদে নববিতে) সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মদীনার একপ্রান্ত থেকে আগমন করেন। তিনি এসে দেখেন যে, মানুষেরা ইতিমধ্যেই সালাত শেষ করেছে। তখন তিনি নিজের বাড়ির দিকে চলে যান। তিনি পরিবারের সদস্যদের একত্র করে জামাআতে সালাত আদায় করেন। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৪৬০১]*

(٦٤٩) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَّجِرُ أَوْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ قَالَ فَصَلَّى مَعَهُ رَجُلٌ.

(৬৪৯) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিগণকে নিয়ে জামাআতে সালাত শেষ করেন। এরপর একব্যক্তি আগমন করেন। তখন নবী ﷺ বলেন, কে এই ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে তার সাথে ব্যবসা করবে, অথবা তাকে কিছু দান-সাদকা করবে। তখন একব্যক্তি তার সাথে সালাত আদায় করেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনুল জারূদ। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[১৬৪]. গ্রন্থকার টীকায় বলেন, নীমাবি বলেছেন, হাদীসটির সনদ হাসান। দেখুন: নীমাবি, আসারুস সুনান, পৃ. ১৬২। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। দারাকুতনি অনুরূপ হাদীস আনাস ইবন মালিক থেকে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১১০১৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২২০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৭৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭৫৮]*

(٦٥٠) عَنِ الْجَعْدِ أَبِيْ عُثْمَانَ قَالَ: جَاءَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مَسْجِدٍ قَدْ صُلِّيَ فِيْهِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ وَصَلَّى جَمَاعَةً.

(৬৫০) জা'দ ইবন উসমান বলেন, আনাস ইবন মালিক ﵁ একটি মসজিদে আগমন করেন। সেখানে জামাআতে সালাত আদায় হয়ে গিয়েছিল। তিনি তখন আযান দেন, ইকামত দেন এবং জামাআতে সালাত আদায় করেন। (বুখারি তা'লীক হিসাবে সনদবিহীনভাবে। আবু ইয়া'লা এর সনদ উল্লেখ করেছেন। সনদটি শক্তিশালী)। *[সহীহ বুখারি ১/১৩১; মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৪৩৫৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই ঘটনাটি সফরে ঘটেছিল, ফজরের সালাত আদায় করার ক্ষেত্রে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১১৯) কাতারের পিছে একা সালাত আদায় করা

(٦٥١) عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا صَلَّى وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ صَلَاتَهُ.

(৬৫১) ওয়াবিসা ইবন মা'বাদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেন যে একব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছে। তখন তিনি তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন। (আহমাদ, আবু দাউদ, ইবন মাজাহ। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবন হিব্বান সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৮০০০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৩১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৮২; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২১৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০০৪]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সম্ভবত এখানে সালাত পূর্ণ হবে না বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সালাত একেবারেই হবে না তা নয়, তবে সালাত মাকরূহ হবে। যেহেতু সালাত মাকরূহ হয়েছিল এজন্য মাকরূহ থেকে বাঁচানোর জন্য তাকে পুনরায় সালাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নিচের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাদীস থেকে এই কথা বোঝা যায়।

(٦٥٢) عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ (فِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّفِّ) فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ.

(৬৫২) আবু বাকরাহ ﵁ বলেন, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে দেখেন যে তিনি রুকুরত রয়েছেন। তখন তিনি কাতারের পেছনেই রুকুতে চলে যান (আবু দাউদের বর্ণনায়: রুকুরত অবস্থায় হেঁটে তিনি কাতারে যোগ দেন)। তিনি বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন। তখন তিনি বলেন, আল্লাহ তোমার আগ্রহ বৃদ্ধি করুন! এরূপ আর করবে না। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৮৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৮৪]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই হাদীসে দেখা যায়, আবু বাকরাহ ﵁ সালাতের কিছু অংশ একাকী কাতারের পেছনে আদায় করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে পুনরায় সালাত আদায় করতে নির্দেশ দেননি। কিন্তু তিনি তাঁকে পুনরায় এরূপ করতে নিষেধ করেন। মনে হয় তিনি তাঁকে উত্তম পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১২০) রাকআত পাওয়া

(٦٥٣) عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَا: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلَا يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ.

(৬৫৩) আলী ﵁ ও ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, যে ব্যক্তি রুকু পেল না, সে যেন সাজদা গণনায় না আনে। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩৫১; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৩৩৭১]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, ইতিপূর্বে সালাতের ওয়াক্ত বিষয়ক পরিচ্ছেদে আবু দাউদ সংকলিত একটি হাদীস (৩৩৬ নং হাদীস) এই অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে। উক্ত হাদীসে বলা হয়েছে, 'তোমরা যখন সালাতের জন্য আগমন করবে তখন যদি আমরা সাজদারত থাকি তাহলে তোমরাও সাজদা করবে, তবে একে কিছুই গণনা করবে না। আর যে ব্যক্তি রাকআত

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(রুকু) পেল সে সালাত পেল'।

(১২১) একাকী সালাত আদায়ের পরে জামাআত পাওয়া

(٦٥٤) عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِمِنًى فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلِّيَا فَدَعَا بِهِمَا فَجِيْءَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ لَهُمَا مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا إِذَا صَلَّيْتُمْ فِيْ رِحَالِكُمْ ثُمَّ أَدْرَكْتُمُ الْإِمَامَ لَمْ يُصَلِّ فَصَلِّيَا مَعَهُ فَهِيَ لَكُمْ نَافِلَةٌ.

(৬৫৪) ইয়াযীদ ইবন আসওয়াদ ﷺ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে (বিদায় হজ্জের সময়ে) মিনায় ফজরের সালাত আদায় করেন। সালাতের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখতে পান যে, দুইব্যক্তি সালাত আদায় করেনি। তিনি লোক দুইটিকে কাছে ডাকেন। তখন তাদেরকে তাঁর কাছে আনয়ন করা হয়। ভয়ে তাদের কাঁধ-বুকের পেশিগুলো কাঁপছিল। তিনি তাদেরকে বলেন, তোমরা আমাদের সাথে সালাত আদায় করলে না কেন? তারা বললেন, আমরা আমাদের তাঁবুতে সালাত আদায় করে নিয়েছিলাম। তিনি বলেন, এরূপ করবে না। তোমরা যদি তোমাদের তাঁবুতে বা বাড়িতে সালাত আদায় করে নাও, এরপর দেখ যে, ইমাম তখনও সালাত আদায় করেননি, তাহলে ইমামের সাথে আবার সালাত আদায় করবে। তা তোমাদের জন্য নফল বা অতিরিক্ত হবে। (আহমাদ, নাসায়ি, আবু দাউদ। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭৪৭৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৭৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২১৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৫৮]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, যুহর ও ইশার ক্ষেত্রে এই হুকুম; কারণ ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসে আসর ও ফজরের সালাতের পরে নফল সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(٦٥٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ أَوِ الصُّبْحَ ثُمَّ أَدْرَكَهُمَا مَعَ الْإِمَامِ فَلَا يَعُدْ لَهُمَا.

(৬৫৫) ইবন উমার ﷺ বলেন, যদি কেউ মাগরিব অথবা ফজরের

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সালাত আদায় করে, অতঃপর সে ইমামের সাথে তা আদায়ে সুযোগ পায় তাহলে সে যেন পুনরায় তা আদায় না করে। (মালিক সহীহ সনদে। দারাকুতনি হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হিসাবে সংকলন করেছেন। তার সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৪৩৯; মুসনাদ শাফিয়ি, হাদীস-৩০০]*

(১২২) পুরুষ ও মহিলার পাশাপশি দাঁড়ানো

(٦٥٦) عن عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ إِذَا صَلَّى مَعَ الْمَرْأَةِ فِيْ بِنَاءٍ ضَيِّقٍ إِنْ صَلَّى فِيْهِ كَانَتْ بِحِذَائِهِ وَإِنْ صَلَّتْ خَلْفَهُ خَرَجَتْ مِنَ الْبِنَاءِ قَالَ تَسْتُرُبَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ بِحِذَائِكَ إِنْ شِئْتَ.

(৬৫৬) উমার ইবন খাত্তাব رضي الله عنه-কে প্রশ্ন করা হয়, পুরুষ ও মহিলাকে যদি এরূপ একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে সালাত আদায় করতে হয়, যেখানে ঘরের মধ্যে থাকতে হলে মহিলাকে পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াতে হবে, আর পেছনে দাঁড়াতে হলে ঘরের বাইরে যেতে হবে, সেক্ষেত্রে কী করতে হবে? তিনি বলেন, তুমি তোমার ও তার মাঝে একটি কাপড় দিয়ে পর্দা করবে এরপর সে ইচ্ছা করলে তোমরা পাশাপাশি সালাত আদায় করতে পারবে। (আহমাদ। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১১১]*

(٦٥٧) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ إِلَى جَانِبِ الرَّجُلِ وَكَانَا فِيْ صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ.

(৬৫৭) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (মৃ. ৯৫ হি.) বলেন, যদি মহিলা পুরুষের পাশাপাশি সালাত আদায় করে এবং দুইজন একই সালাতে রত থাকে তাহলে পুরুষের সালাত বিনষ্ট হয়ে যাবে। (মুহাম্মাদ তার কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে ইবরাহীম নাখয়ির এই মতামতটি সংকলন করেছেন)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৩৭]*

(১২৩) দুই বা ততোধিক ব্যক্তিতে জামাআত হবে

(٦٥٨) عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اِثْنَانِ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةٌ.

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৬৫৮) আবু মুসা আশআরি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুইজন বা ততোধিক ব্যক্তি হলেই জামাআত হবে। (ইবন মাজাহ। হাদীসটি আহমাদ ও তাবারানি আবু উমামা ﷺ-এর সূত্রে, দারাকুতনি ইবন উমারের সূত্রে, ইবন সা'দ হাকামের সূত্রে, আহমাদ ওয়ালীদ ইবন মালিকের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হিসাবে সংকলন করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকের সনদেন আপত্তি ও দুর্বলতা রয়েছে। হাদীসটি 'হাসান লি-গাইরিহি' পর্যায়ের)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৭২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২১৮৯; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১০৮৭]*

(٦٥٩) عَنْ قُبَاثِ بْنِ أَشْيَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: صَلَاةُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَزْكَى عِنْدَ اللهِ مِنْ صَلَاةِ أَرْبَعَةٍ تَتْرَى.

(৬৫৯) কুবাস ইবন আশইয়াম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুই ব্যক্তির একত্রে সালাত, যাতে একজন আরেকজনের ইমাম হবে তা চার ব্যক্তির পৃথক সালাতের চেয়ে আল্লাহর নিকট বেশি পবিত্র। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৭৩; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪৯৬৫; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৬৬২৬]*

(১২৪) ইমামতির অগ্রাধিকার

(٦٦٠) عَنْ مَرْثَدِ بْنِ أَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ مَرْفُوْعًا: إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ عُلَمَاؤُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ.

(৬৬০) মারসাদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যদি ভালো লাগে যে, তোমাদের সালাত কবুল হোক তাহলে যেন তোমাদের আলেমগণ তোমাদের ইমাম হন। কারণ তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর মাঝে তারাই প্রতিনিধি। (তাবারানি। হাইসামি[১৬৫] হাদীসটিকে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৭৭৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৪৯৮১; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৮৮২; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ২/২৬]*

(٦٦١) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ

[১৬৫]. দারাকুতনি, হাইসামি, যাহাবি ও অন্যান্য মুহাদ্দিসও হাদীসটি যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

صَلَاتُكُمْ فَلْيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ.

(৬৬১) আবু উমামা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের যদি ভালো লাগে যে, তোমাদের সালাত কবুল হোক তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম তারাই যেন তোমাদের ইমাম হন। কারণ তোমাদের ও তোমাদের প্রভুর মাঝে তারাই প্রতিনিধি। (ইবন আসাকির। হাদীসটি হাসান লি-গাইরিহি পর্যায়ের)। *[মু'জাম ইবন আসাকির, হাদীস-১২২৪]*

(٦٦٢) عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا (سِنًّا) وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدْ فِيْ بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

(৬৬২) আবু মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষদের ইমামতি করবে তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে ভালো কুরআন পাঠ করে। যদি তারা সবাই কুরআন পাঠে সমকক্ষ হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে সুন্নাতের বিষয়ে বেশি জ্ঞানী সে ইমামতি করবে। যদি তারা সুন্নাতের জ্ঞানে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যে হিজরতের ক্ষেত্রে প্রাচীনতর সে। যদি তারা হিজরতের ক্ষেত্রে সমান হয় তাহলে তাদের মধ্যে যার বয়স অধিক সে ইমামতি করবে। একব্যক্তি আরেক ব্যক্তির আধিপত্যের মধ্যে তার অনুমতি ছাড়া ইমামতি করবে না এবং একব্যক্তি আরেক ব্যক্তির বাড়িতে তার বিশেষ আসনে তার অনুমতি ছাড়া বসবে না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৭৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৭৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৩৫]*

(٦٦٣) عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ.

(৬৬৩) মালিক ইবনুল হুওয়াইরিস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি অন্য মানুষদের নিকট বেড়াতে আসে তাহলে সে যেন তাদের ইমামতি না করে। তাদের মধ্য থেকে কেউ যেন তাদের ইমাম হয়। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

দাউদ, হাদীস-৫৯৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০৫৩২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৫২০]

(٦٦٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ إِمَامُ الْمَسْجِدِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِيْ مَسْجِدِكَ مِنِّيْ فَصَلَّى الْمَوْلَى.

(৬৬৪) ইবন উমার ﷺ একদিন এক মসজিদে সালাত আদায় করতে যান। মসজিদের ইমাম ছিলেন তার এক খাদেম। ইমাম ইবন উমারকে ইমামতির অনুরোধ করলে তিনি তাকে বলেন, তোমার মসজিদে সালাত আদায়ের হক তোমার বেশি। তখন সেই খাদেমই সালাত আদায় করান। (শাফিয়ি তার মুসনাদে সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ শাফিয়ি, হাদীস-৩০২]*

(১২৫) পাপী, বিদআতি, মহিলা, বেদুঈন, জারয ও অন্ধের পেছনে সালাত

(٦٦٥) عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

(৬৬৫) তাবিয়ি মাকহুল (মৃ. ১১৩ হি.) বলেন, আবু হুরাইরা ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের উপর সালাত অত্যাবশ্যকীয় যে কোনো মুসলিমের পেছনে, সে নেককার হোক বা পাপী হোক, যদিও সে কবীরা গোনাহ করে থাকে। তোমাদের উপর সালাত অত্যাবশ্যকীয় যে কোনো মুসলিমের পেছনে, সে নেককার হোক বা পাপী হোক, যদিও সে কবীরা গোনাহ করে থাকে। (আবু দাউদ। হাদীসটি মুরসাল সহীহ)।[১৬৬] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৫৩৩]*

তাবারানি অনুরূপ হাদীস মুআয ﷺ থেকে সংকলন করেছেন, যে হাদীসের সনদও মুরসাল শক্তিশালী। এর মূল কথাটি বুখারির মধ্যে উসমানের কথা হিসাবে সংকলিত আছে।

[১৬৬]. এখানে মুরসাল বলতে মুনকাতি' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আবু হুরাইরা ﷺ ৫৭ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন। তাবিয়ি মাকহুলের জন্ম ৫০ হিজরির দিকে। তিনি আবু হুরাইরা থেকে কোনো হাদীস শিক্ষা করার সুযোগ পাননি। তিনি অন্য কারো মাধ্যমে হাদীসটি শিখেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেননি, ফলে তার ও আবু হুরাইরার মাঝে এক বা একাধিক রাবী অজ্ঞাতপরিচয় রয়েছেন। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٦٦٦) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا وَلَا يَؤُمَّ أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا وَلَا يَؤُمَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ وَسَوْطَهُ.

(৬৬৬) জাবির ﷺ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে বর্ণিত, তোমরা শুনে রাখো! কোনো মহিলা পুরুষের ইমামতি করবে না। কোনো বেদুঈন মুহাজিরের ইমামতি করবে না। কোনো পাপী মুমিনের ইমামতি করবে না, তবে যদি সে তাকে ক্ষমতার দাপটের অধীনস্থ করে যাতে সে তার তরবারি বা লাঠির ভয় পায়। (হাদীসটি ইবন মাজাহ অত্যন্ত দুর্বল সনদে সংকলন করেছেন। বাইহাকি একে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। বাইহাকি বলেন, এই কথাটি আলী ﷺ থেকে অন্য একটি যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৮১]*

(٦٦٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ.

(৬৬৭) আলী ﷺ বলেন, মহিলা ইমামতি করবে না। (মালিক আল মুদাওয়ানাতুল কুবরায় সহীহ সনদে এবং ইবন আবী শাইবা মুসান্নাফে)। *[মালিক, আল মুদাওয়ানাহ ১/১৭৮; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৪৯৫৭]*

(٦٦٨) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَؤُمَّهُمُ الْأَعْرَابِيُّ وَالْعَبْدُ وَوَلَدُ الزِّنَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ.

(৬৬৮) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, বেদুঈন, দাস, জারয সন্তান যদি কুরআন পাঠ করে তাহলে তাদের ইমামতিতে অসুবিধা নেই। (মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-৯২]*

(٦٦٩) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى.

(৬৬৯) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইবন উম্মু মাকতুমকে মদীনায় প্রতিনিধি রূপে রেখে যান। তিনি মানুষদের সালাতে ইমামতি করতেন, যদিও তিনি অন্ধ ছিলেন। (আবু দাউদ হাসান সনদে। এর মূল

অর্থ বুখারি সংকলিত হাদীসে রয়েছে, যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ইতবান ইবন মালিক ﵁ অন্ধ ছিলেন এবং তিনি তার সম্প্রদায়ের মানুষদের ইমামতি করতেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৯৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, যদি অন্ধ ব্যক্তি সেই স্থানের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জ্ঞানী হন তাহলে তিনি এভাবে ইমামতি করবেন। অন্যথায় অন্ধ ব্যক্তির ইমামতি মাকরূহ হবে। নিচের হাদীস থেকে তা জানা যায়।

(٦٧٠) عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ بُرْمَةَ الْأَسَدِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ مُؤَذِّنُوْكُمْ عُمْيَانَكُمْ حَسِبْتُهُ قَالَ: وَلَا قُرَّاءَكُمْ.

(৬৭০) তাবিয়ি কাবীসা বলেন, ইবন মাসউদ ﵁ বলেছেন, আমি পছন্দ করি না যে, তোমাদের মধ্যকার অন্ধ মানুষেরা তোমাদের মুআযযিন হোক। কুবাইসা বলেন, আমার মনে হয় তিনি বলেন, অথবা তোমাদের ইমাম হোক। (ইবন আবী শাইবা এবং আব্দুর রাযযাক ও তাবারানি সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৮১৮; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২২৫২; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯২৬৯]*

(১২৬) তায়াম্মুমকারীর পেছনে সালাত আদায়

(٦٧١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَمَّ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ.

(৬৭১) ইবন আব্বাস ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি তায়াম্মুম করা অবস্থায় ইমামতি করেন। (বুখারি তা'লীক হিসাবে সনদ ছাড়া। ইবন আবী শাইবা হাদীসটি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি ১/৭৫]*

(১২৭) বেড়ার আড়াল থেকে ইকতিদা করা

(٦٧٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فِيْ حُجْرَتِهِ وَجِدَارُ الْحُجْرَةِ قَصِيْرٌ فَرَأَى النَّاسُ شَخْصَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ أُنَاسٌ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاتِهِ.

(৬৭২) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে তাঁর কক্ষের মধ্যে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সালাত আদায় করতেন। কক্ষের দেওয়াল ছিল ছোট। মানুষেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আকৃতি দেখতে পান। তখন কিছু মানুষ তাঁর পেছনে ইকতিদা করে তাঁর সাথে সালাত আদায় করেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭২৯]*

(১২৮) বসে সালাত আদায়কারীর পেছনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা

(٦٧٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فِيْ مَرَضِهِ الَّذِيْ تُوُفِّيَ فِيْهِ قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِيْ بَكْرٍ فَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ قَاعِدًا يَقْتَدِيْ أَبُوْ بَكْرٍ بِصَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مُقْتَدُوْنَ بِصَلَاةِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(৬৭৩) আয়িশা رضي الله عنها রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পূর্বে অসুস্থ থাকাকালীন ইমামতির বিষয়ে বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে আবু বাকর رضي الله عنه-এর বামে বসেন। আবু বাকর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বসে সালাত আদায় করছিলেন। আবু বাকর رضي الله عنه রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সালাতের ইকতিদা করছিলেন এবং সমবেত মানুষেরা ছিলেন আবু বাকরের সালাতের মুকতাদি। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪১৮]*

ইমাম বুখারি বলেন, আমার উস্তায আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর হুমাইদি (২১৯ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পূর্বের এক অসুস্থতাকালীন সময়ে বলেছিলেন, যদি ইমাম বসে সালাত আদায় করে তাহলে তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে। এরপর তিনি জামাআতে ইমামতির সময় বসে সালাত আদায় করেন এবং তাঁর পেছনে মুকতাদিগণ দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি তাঁদেরকে বসতে নির্দেশ দেননি। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ কর্মই গ্রহণ করতে হবে।

(১২৯) নফল সালাত আদায়কারীর পেছনে সালাত আদায় করা

(٦٧٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

(৬৭৪) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, মুআয ইবন জাবাল ﵁ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতেন। এরপর তিনি নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছে ফিরে গিয়ে তাদের ইমামতি করতেন। (বুখারি ও মুসলিম। দারাকুতনি ও বাইহাকি এই হাদীসের বর্ণনায় শেষে অতিরিক্ত বাক্য রয়েছে, 'দ্বিতীয় বারে আদায়কৃত সালাত তার জন্য নফল হত আর তার সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য তা ফরয হত')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৬৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬০০; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৫১০৫; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১০৭৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সম্ভবত মুআয ﵁ এরূপ করতেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে না জানিয়ে। পরে যখন তিনি তা জানতে পারেন তখন তাকে নিষেধ করেন। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٦٧٥) عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَا مُعَاذُ بْنَ جَبَلٍ لَا تَكُنْ فَتَّانًا إِمَّا أَنْ تُصَلِّيَ مَعِيْ وَإِمَّا أَنْ تُخَفِّفَ عَلَى قَوْمِكَ.

(৬৭৫) মুআয ইবন রিফাআর সূত্রে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুআয ইবন জাবাল ﵁-কে বলেন, হে মুআয, তুমি ফিতনাকারী হোয়ো না। তুমি হয় আমার সাথে সালাত আদায় করবে, অথবা তোমার সম্প্রদায়ের সালাত সংক্ষেপে আদায় করাবে। (আহমাদ ও তাহাবি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০৬৯৯; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৩৬২]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই হাদীসের বাহ্যিক অর্থ থেকে বোঝা যায় যে, তিনি মুআযকে দুইটির একটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার নির্দেশ দেন, হয় তাঁর সাথে সালাত আদায় করবেন, অথবা তার সম্প্রদায়ের ইমামতি করবেন, দুইটি বিষয় একত্র করবেন না। ইমাম আহমাদ বলেছেন, মুআয ﵁-এর হাদীসের শেষে 'দ্বিতীয় বারে আদায়কৃত সালাত তার জন্য নফল হত আর তার সম্প্রদায়ের মানুষদের জন্য তা ফরয হত' এই অতিরিক্ত বাক্যটি দুর্বল। তা কোনো নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়নি। নিম্নের হাদীস

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

থেকে বোঝা যায় যে ইকামতের পরে নফল সালাত আদায় করা যায় না।

(٦٧٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ.

(৬৭৬) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাতের ইকামত দেওয়া হলে ফরয সালাত ছাড়া অন্য কোনো সালাত থাকে না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭১০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৬৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪২১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৬৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৫১]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, তবে ফরয সালাত আদায়কারীর পেছনে নফল সালাত আদায় করা ইশা ও যুহরের সালাতের ক্ষেত্রে জায়িয। ইতিপূর্বে উল্লিখিত একটি হাদীস (নং ৬৪৫) থেকে আমার তা জানতে পেরেছি। উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জামাআতের পরে আগমনকারীর জন্য বলেন, কে এই ব্যক্তির সাথে সালাত আদায় করে তার সাথে ব্যবসা করবে, অথ বা তাকে কিছু দান-সাদকা করবে। তখন একব্যক্তি তার সাথে সালাত আদায় করেন।

(১৩০) মেয়েদের ইমামতি

(٦٧٧) عَنْ رِيْطَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَمَّتْهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِيْ صَلَاةٍ مَكْتُوْبَةٍ.

(৬৭৭) মহিলা তাবিয়ি রীতা বলেন, আয়িশা ﷺ এক ফরয সালাতে তাদের ইমামতি করেন। তিনি তাদের মাঝে দাঁড়ান। (আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫০৮৬]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, এভাবে মেয়েদের জামাআত জায়িয তবে মাকরূহ। ইতিপূর্বে উল্লিখিত আলী ﷺ-এর মত থেকে তা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, 'মেয়েরা ইমামতি করবে না'। এ হল মেয়েদের জন্য মেয়েদের ইমামতি। পুরুষদের জন্য মেয়েদের ইমামতি জায়িয নয়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১৩১) কিশোরের ইমামতি

(٦٧٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا يَؤُمُّ الْغُلَامُ

حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُوْدُ.

(৬৭৮) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, কিশোর ইমামতি করবে না, যতক্ষণ না সে অপরাধের শরীআত নির্ধারিত শাস্তি পাওয়ার যোগ্য হবে (বয়ঃপ্রাপ্ত হবে)। (ইবন আব্বাস ﵁ থেকেও অনুরূপ মতামত বর্ণিত হয়েছে। উভয়ের মতামত আসরাম সংকলন করেছেন। আব্দুর রাযযাক যয়ীফ সনদে ইবন আব্বাসের সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে অনুরূপ কথা সংকলন করেছেন। *[আইনি, উমদাতুল কারি ৫/২২৬; শাওকানি, নাইলুল আওতার ৩/১৯৭]*

(٦٧٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَانَا أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنْ يُؤَمَّ النَّاسُ فِي الْمُصْحَفِ وَنَهَانَا أَنْ يَؤُمَّنَا إِلَّا الْمُحْتَلِمُ.

(৬৭৯) ইবন আব্বাস ﵁ বলেন, আমীরুল মুমিনীন উমার ﵁ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন যে, কুরআন কারীম দেখে পড়ে ইমামতি করা হবে। তিনি আরো নিষেধ করেছেন যে, সাবালিগ ছাড়া কেউ আমাদের ইমামতি করবে। (ইবন আবী দাউদ)। *[মাসাহিফ ইবন আবী দাউদ, পৃ. ৪৪৯]*

(٦٨٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: لَا يُؤَمُّ إِلَّا مُحْتَلِمٌ.

(৬৮০) তাবিয়ি খলীফা উমার ইবন আব্দুল আযীয বলেন, সাবালিগ ছাড়া কেউ ইমামতি করবে না। (মালিক আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরায় সহীহ সনদে)। [মালিক, আল-মুদাওয়ানাহ ১/১৭৮]

(٦٨١) عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ...فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوْا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّيْ... فَقَدَّمُوْنِيْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ.

(৬৮১) আমর ইবন সালামাহ ﵁ বলেন, ...রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, সালাতের সময় হলে তোমাদের মধ্য থেকে একজন আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি কুরআন জানে সে ইমামতি করবে। তখন আমার গোত্রের মানুষের খুঁজে দেখল যে, আমার চেয়ে বেশি কুরআন জানা আর কেউ নেই... তখন তারা আমাকেই ইমামতি দান করলেন। তখন আমার বয়স ৬ অথবা ৭ বৎসর।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(বুখারি)।[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৩০২; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৭০৫]

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম আহমাদ বলেছেন, এই হাদীসে কোনো উল্লেখ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের এই বিষয়টি জানতে পেরেছিলেন। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসে আমরা দেখেছি যে, শিশু-কিশোরগণ শরীআতের বিধি-বিধান থেকে মুক্ত।

(১৩২) যে ইমামকে মুকতাদিগণ অপছন্দ করেন

(٦٨٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ.

(৬৮২) ইবন আব্বাস ﵄ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার এক বিঘত উপরেও উঠে না। (এদের প্রথম ব্যক্তি) যে ব্যক্তি একদল মানুষের ইমামতি করে অথচ তারা তাকে অপছন্দ করে। (ইবন মাজাহ হাসান সনদে। তিরমিযি অনুরূপ হাদীস আবু উমামাহ ﵁ থেকে সংকলন করেছেন এবং হাসান বলেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৭১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬০]*

(১৩৩) ইমামের সালাত নষ্ট হলে মুকতাদিদের সালাতও নষ্ট হবে

(٦٨٣) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ نَسِيَ فِيْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلَاةَ.

(৬৮৩) উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি মাগরিবের সালাতে ভুল করেন। তিনি তখন মুকতাদিগণের সাথে পুনরায় সালাত আদায় করেন। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৩৬৫]*

(٦٨٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّيْ بِالْقَوْمِ جُنُبًا قَالَ: يُعِيْدُ وَيُعِيْدُوْنَ.

(৬৮৪) আলী ﵁ যে ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় ইমামতি করবে তার বিষয়ে বলেন, সে পুনরায় সালাত আদায় করবে এবং মুকতাদিগণও পুনরায় সালাত আদায় করবে। (মুহাম্মাদ[১৬৭] ও ইবন আবী শাইবা।

[১৬৭]. আহমাদ ঈসা বলেন, হাদীসটির সনদে ইবরাহীম ইবন ইয়াযীদ মাক্কি রয়েছেন, তিনি দুর্বল। দেখুন: আহমাদ ঈসা, তাহকীক কিতাবুল আসার ১/১৯৫। -সম্পাদক

আহমাদ হাসান সনদে আলীর অনুরূপ মতামত সংকলন করেছেন। আব্দুর রাযযাক তার কর্ম হিসাবে অনুরূপ ঘটনা উল্লেখ করেছেন)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৩৪; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৪৫৭১; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৩৬৬৩]*

(٦٨٥) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.

(৬৮৫) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, যদি ইমামের সালাত নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার পেছনে যারা থাকবেন তাদেরও সালাত নষ্ট হবে। (মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৩৩]*

(১৩৪) মুকতাদির ইমামের আগে চলা

(٦٨٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

(৬৮৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ইমামের আগে তার মাথা উঠায় তার কি ভয় হয় না যে, আল্লাহ তার মাথাটি গাধার মাথা বানিয়ে দিবেন, অথবা আল্লাহ তার আকৃতিকে গাধার আকৃতি বানিয়ে দিবেন! (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৯১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬২৩]*

(১৩৫) সালাত হালকা করার বিষয়ে ইমামের প্রতি নির্দেশ

(٦٨٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ (وَذَا الْحَاجَةِ) وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ.

(৬৮৭) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মানুষদের জন্য সালাত আদায় করবে (ইমামতি করবে) তখন সে যেন সংক্ষেপ করে; কারণ তাদের মধ্যে দুর্বল, অসুস্থ ও বয়োবৃদ্ধ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মানুষ থাকে। আর যখন তোমাদের কেউ নিজের জন্য সালাত আদায় করবে তখন সে তার ইচ্ছামতো সালাত দীর্ঘ করবে। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, 'কারণ তাদের মধ্যে... এবং প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত মানুষ থাকে'। এই বাক্যটি বুখারি সংকলিত আবু মাসউদ বর্ণিত আরেকটি হাদীসে রয়েছে)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৯০, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৬১১০, ৭১৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৬৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৯৪, ৭৯৫]*

(১৩৬) ইমাম যামিনদার

(٦٨٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ فَأَرْشَدَ اللهُ الْأَئِمَّةَ وَغَفَرَ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

(৬৮৮) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমাম যামিনদার এবং মুআযযিন আমানতপ্রাপ্ত। আল্লাহ ইমামদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন এবং মুআযযিনদেরকে ক্ষমা করেন। (আহমাদ সহীহ সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯৪২৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৬৭২]*

(٦٨٩) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْمُؤَذِّنُ أَمْلَكُ بِالْأَذَانِ وَالْإِمَامُ أَمْلَكُ بِالْإِقَامَةِ.

(৬৮৯) আলী ﷺ বলেন, আযানের কর্তৃত্ব মুআযযিনের বেশি এবং ইকামতের কর্তৃত্ব ইমামের বেশি। (তাহাবি ও বাইহাকি। বাইহাকি হাদীসটিকে জোরালো বলে মনে করেছেন। হাদীসটি ইবন আদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসেবে সংকলন করেছেন। ইবন আদির বর্ণনার সনদ হাসান। আবুশ শাইখ হাদীসটি আবু হুরাইরার সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। মুনাবি বলেন, ইবন হাজার আসকালানির বর্ণনা অনুযায়ী ইবন উমার থেকে বর্ণিত হওয়াই সঠিক)।[১৬৮] *[তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-২১৯৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২২৭৯; ইবন আদি, আল কামিল ৫/১৮; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৪১৭১]*

(১৩৭) মসজিদের দিকে ধীরে ও প্রশান্তির সাথে যেতে হবে। সালাতের যে অংশ মাসবুক ইমামের সাথে পান নি সেটুকু তিনি কাযা করবেন

[১৬৮]. বাইহাকি, ইবন হাজার প্রমুখ মুহাদ্দিস উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণী হিসাবে বর্ণিত হাদীসের সনদ দুর্বল। (অনুবাদক)

(٦٩٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوْا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَا تُسْرِعُوْا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوْا.

(৬৯০) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যখন ইকামত শুনবে তখন গাম্ভীর্য ও প্রশান্তির সাথে সালাতের দিকে হেঁটে যাবে। তোমরা তাড়াতাড়ি করবে না। তোমরা ইমামের সাথে যে পরিমাণ সালাত পাবে তা আদায় করবে। আর যা তোমরা পাবে না তা পূরণ করবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬০২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৭২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩২৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৬১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৭৫]*

(٦٩١) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي الرَّجُلِ يَفُوْتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: يَجْعَلُ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ آخِرَ صَلَاتِهِ.

(৬৯১) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে কিছু সালাত আদায় করতে পারবে না সেই ব্যক্তি ইমামের সাথে যতটুকু সালাত আদায় করবে তাকে তার সালাতের শেষ অংশ বলে গণ্য করবে। (তাবারানি। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। ইবন আবী শাইবা অনুরূপ কথা ইবন উমার ﵄ থেকে সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩৬৯]*

সালাতের মধ্যে ওযু বিনষ্ট হওয়া বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(১৩৮) সালাতের মধ্যে ওযু বিনষ্ট হলে

(٦٩٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى.

(৬৯২) ইবন উমার ﵄ বলেন, যদি সালাতের মধ্যে কারো নাকের রক্ত নির্গত হয় বা বমি বের হয়ে যায় অথবা সে উত্তেজনাজনিত যৌনরস অনুভব করে তাহলে সে সালাত ত্যাগ করে গিয়ে ওযু করবে। এরপর ফিরে এসে বাকি সালাত পূর্ণ করবে। সে ওযু ভঙ্গের পূর্বে যতটুকু সালাত আদায় করেছিল তার উপর নির্ভর করে বাকি সালাত পূর্ণ করবে। (ইবন

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

উমারের এই বক্তব্য আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। ইবন মাজাহ অনুরূপ হাদীস আয়িশা ﵂-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। ওযু বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের বিবরণ বিষয়ক পরিচ্ছেদে তা উল্লেখ করা হয়েছে (হাদীস নং ১১৬, ১১৭)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৩৬০৯]*

(٦٩٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَأَحْدَثَ فَلْيُمْسِكْ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ.

(৬৯৩) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি সালাত আদায়রত অবস্থায় তোমাদের কারো ওযু বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে সে যেন তার নাক চেপে ধরে সালাত ত্যাগ করে চলে যায়। (ইবন মাজাহ। হাকিম হাদীসকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২২২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১১৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯৫৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২২৩৮]*

(٦٩٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ طَلْقٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ.

(৬৯৪) আলী ইবন তাল্‌ক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি সালাতের মধ্যে বায়ুত্যাগ করে তাহলে যেন সে সালাত ছেড়ে গিয়ে ওযু করে এবং পুনরায় সালাত আদায় করে। (আবু দাউদ ও তিরমিযি। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। আহমাদ হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবনুল কাত্তান হাদীসটির দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২০৫, ১০০৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১১৬৪]*

(১৩৯) তাশাহহুদের পরে ওযু বিনষ্ট হলে

(٦٩٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا جَلَسَ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

(৬৯৫) আলী ﵁ বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি তাশাহহুদ পরিমাণ বসে, অতঃপর তার ওযু বিনষ্ট হয় তাহলে তার সালাত পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। (বাইহাকি হাসান সনদে)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৯৬৩]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

সালাত নষ্টকারী ও সালাতের মধ্যে মাকরূহ ও মুবাহ বিষয়

(১৪০) কথাবার্তা ও তদর্থক 'বেশি কর্ম' সালাত নষ্ট করে

(٦٩٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا قَالَ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلاً... إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ وَإِنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ.

(৬৯৬) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, আমার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতে রত থাকা অবস্থায় সালাম প্রদান করতাম এবং তিনি সালামের উত্তর দিতেন। এরপর যখন আমরা নাজাশির নিকট থেকে ফিরে আসলাম তখন তাঁকে সালাম দিলাম, কিন্তু তিনি উত্তর দিলেন না। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমরা আপনাকে সালাম দিতাম এবং আপনি উত্তর দিতেন। তিনি বলেন, সালাতের মধ্যে ব্যস্ত থাকার মতো কর্ম রয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম। নাসায়িও হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ তাঁর নির্দেশের মধ্যে যা ইচ্ছা করেন বৃদ্ধি করেন। তিনি তাঁর নির্দেশের মধ্যে বাড়িয়েছেন যে, সালাতের মধ্যে কথা বলা হবে না। তাহাবির বর্ণনা: 'তিনি নতুন বিধান দিয়েছেন যে, তোমরা সালাতের মধ্যে কথা বলবে না')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৮৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৮; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৬২২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২২১]*

(٦٩٧) عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ... فَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَ بِأَيْدِيْهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُوْنَنِيْ لَكِنِّيْ سَكَتُّ فَلَمَّا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৬৯৭) মুআবিয়া ইবনুল হাকাম সুলামি ﷺ বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি হাঁচি দেয়। তখন আমি বলি, 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমাকে রহমত করুন)।... সমবেত মুসল্লিগণ তাদের উরু চাপড়িয়ে আমাকে চুপ করার ইঙ্গিত দেন। সালাতের পরে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, এই সালাতের মধ্যে মানুষের কথাবার্তার কিছু বৈধ নয়। সালাত শুধুমাত্র তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পাঠের জন্য। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২১৮]*

(٦٩٨) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ يُكَلِّمُ الرَّجُلُ صَاحِبَهُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى نَزَلَتْ: وَقُوْمُوْا لِلهِ قَانِتِيْنَ فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوْتِ وَنُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ.

(৬৯৮) যাইদ ইবন আরকাম ﷺ বলেন, আমরা সালাতের মধ্যে কথা বলতাম। মুসল্লি সালাতের মধ্যে তার পার্শ্ববর্তী সাথির সাথে কথা বলত। অতঃপর কুরআনের বাণী 'তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াবে'[১৬৯] নাযিল হল। তখন আমাদেরকে নীরবতার নির্দেশ দেওয়া হল এবং কথা বলতে নিষেধ করা হল। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১২০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৪৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪০৫]*

(٦٩٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ (انْصَرَفَ مِن اثْنَتَيْنِ) فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ الصَّلَاةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَنَقَصَتْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: أَحَقٌّ مَا يَقُوْلُ؟ قَالُوْا نَعَمْ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

(৬৯৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নিয়ে যুহর বা আসরের সালাত আদায় করেন। তিনি দুই রাকআতে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করেন। তখন যুল ইয়াদাইন নামক একব্যক্তি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সালাত কি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে? তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ

[১৬৯]. সূরা : (২) বাকারা, আয়াত: ২৩৮।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাঁর সাথিগণকে জিজ্ঞাসা করেন, এ যা বলছে তা কি ঠিক? তারা বলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি আরো দুই রাকআত সালাত আদায় করেন, এরপর দুইটি সাজদা করেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০১৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২২৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২১৪]*

এই হাদীসের আলোকে কোনো কোনো ফকীহ বলেন যে, সালাতের মধ্যে ভুলক্রমে বা সালাত শেষ হয়ে গিয়েছে মনে করে কথা বললে সালাত নষ্ট হবে না। এর ব্যাখ্যায় গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসে সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলা হয়েছে। এই ঘটনাটি বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল, যখন সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলা বৈধ ছিল। হাদীসের মধ্যে আবু হুরাইরা ﵁ বলেছেন, 'আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন'। এথেকে মনে হয়, আবু হুরাইরা ﵁ সালাতে উপস্থিত ছিলেন। আর তিনি বদর যুদ্ধের ৫ বছর পরে খাইবার যুদ্ধের সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এতে বোঝা যায় যে, এই ঘটনাটি সালাতের মধ্যে কথাবার্তা হারাম হওয়ার অনেক পরে ঘটেছিল। এর ব্যাখ্যা হল, সাহাবিগণ অনেক সময় নিজে উপস্থিত না থেকেও অন্য সাহাবি থেকে শুনে হাদীস বলতেন। যুহরি অনুরূপ কথা বলেছেন। এখানে 'আমাদেরকে' নিয়ে বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন, 'মুসলিমদেরকে' নিয়ে।

এই ঘটনাটি যে বদর যুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল তার প্রমাণ হল, বদরের যুদ্ধে 'যুশ শিমালাইন' নামক সাহাবি শহীদ হন। এই যুশ শিমালাইনই যুল ইয়াদাইন। এছাড়া উমার ﵁-এর কর্ম থেকে সালাতের মধ্যে কথাবার্তা বলার বৈধতা রহিত বলে বোঝা যায়।

(٧٠٠) عَنْ عَطَاءٍ يَقُوْلُ: صَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِأَصْحَابِهِ فَسَلَّمَ فِيْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقِيْلَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّيْ جَهَّزْتُ عِيْرًا مِنَ الْعِرَاقِ بِأَحْمَالِهَا وَأَحْقَابِهَا حَتَّى وَرَدْتُ الْمَدِيْنَةَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ.

(৭০০) তাবিয়ি আতা ইবন আবী রাবাহ (১১৪ হি.) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ একদিন তার সাথিদের নিয়ে সালাত আদায় করেন। তিনি দুই রাকআতে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করেন। তখন তাকে সে বিষয়ে বলা হয়। তিনি বলেন, আমি ইরাক থেকে উটের একটি কাফেলা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সকল বোঝা ও মালপত্রসহ প্রস্তুত করি যা অবশেষে মদীনায় আগমন করেছে। এরপর তিনি তাদেরকে নিয়ে চার রাকআত সালাত আদায় করেন। (তাহাবি। উমারের কর্মটির সনদ জোরালো মুরসাল। অর্থাৎ তাবিয়ি আতা উমার ﵁-এর মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি উমারের এই ঘটনা অন্য কারো মুখে শুনেছেন, যার নাম তিনি উল্লেখ করেননি। তাহাবি থেকে আতা পর্যন্ত সনদ শক্তিশালী)। [তাহাবি, শারহু মা*আনিল আসার, হাদীস-২৬০৪]*

(٧٠١) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْكَلَامُ يَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَلَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ.

(৭০১) জাবির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কথাবার্তা সালাত ভেঙ্গে দেয় কিন্তু ওযু ভাঙ্গে না। (দারাকুতনি। এই হাদীসের সনদে আপত্তি রয়েছে। বাইহাকি বলেন, এই হাদীসটি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত নয়, জাবির ﵁-এর কথা হিসাবে সহীহ)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-৬৫৯]*

(১৪১) সালাতে কোনো অসুবিধা হলে তাসবীহ বলা অথবা হাততালি দেওয়া

(٧٠٢) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَابَهُ فِيْ صَلَاتِهِ شَيْءٌ فَلْيُسَبِّحْ فَإِنَّ التَّسْبِيْحَ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقَ لِلنِّسَاءِ.

(৭০২) সাহল ইবন সা'দ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কারো সালাতের মধ্যে কোনো সমস্যা হয় তাহলে সে যেন 'সুবহানাল্লাহ' বলে। কারণ পুরুষের জন্য 'সুবহানাল্লাহ' বলা এবং মেয়েদের জন্য হাততালি দেওয়া। (তাহাবি সহীহ সনদে। হাদীসটি বুখারি ও মুসলিম দীর্ঘ ঘটনাসহ সংকলন করেছেন। এই অর্থে অন্য একটি হাদীস বুখারি ও মুসলিম আবু হুরাইরা থেকে সংকলন করেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৫৯৮; সহীহ বুখারি, হাদীস-১২১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪২১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৪০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৮৪]*

(১৪২) সালাতের মধ্যে ইশারা করা এবং দৃষ্টি বা মুখ ঘুরিয়ে

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আশেপাশে তাকানো

(٧٠٣) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِيْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ: أَرْسَلْتُ جَارِيَتَهَا تَسْأَلُ عَنْهُمَا وَقَالَتْ قُوْلِيْ لَهُ تَقُوْلُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُوْلَ اللهِ سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ وَأَرَاكَ تُصَلِّيْهِمَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخِرِيْ عَنْهُ فَفَعَلَتِ الْجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ.

(৭০৩) উম্মু সালামা ﵂ থেকে আসরের সালাতের পরে দুই রাকআত নফল সালাতের বিষয়ে বর্ণিত, তিনি তার চাকরানীকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে পাঠান। তিনি বলেন, তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলবে, উম্মু সালামাহ আপনাকে বলেছেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি শুনেছি যে, আপনি এই দুই রাকআত সালাত আদায় করতে নিষেধ করছেন। আবার আমি দেখছি যে, আপনি এই দুই রাকআত সালাত আদায় করছেন। যদি তিনি হাত দিয়ে ইশারা করেন তাহলে তুমি পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করবে। মেয়েটি নির্দেশমতো কাজ করে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত দিয়ে ইশারা করেন। এতে মেয়েটি পিছিয়ে এসে অপেক্ষা করে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১২৩৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৭৩; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৮০৮]*

(٧٠٤) عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّيْ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِيْ يَقُوْلُ: خَفِّفْ فَإِنَّ لَنَا إِلَيْكَ حَاجَةً فَالْتَفَتُّ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৭০৪) খাওয়াত ইবন জুবাইর ﵁ বলেন, আমি সালাত আদায় করছিলাম, এমতাবস্থায় আমার পেছন থেকে একব্যক্তি বলেন, সংক্ষেপ করো, তোমার কাছে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে। তখন আমি মুখ ঘুরিয়ে তাকিয়ে দেখি যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৪১৫০]*

(১৪৩) সালাতের মধ্যে আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

(٧٠٥) عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِيْهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يُصَلِّيْ) وَفِيْ صَدْرِهِ أَزِيْزٌ كَأَزِيْزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ.

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৭০৫) তাবিয়ি মুতাররিফ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবন শিখখির ﵁ থেকে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায়ে রত দেখি। এ সময়ে ক্রন্দনের কারণে তাঁর বুকের মধ্যে কড়াইয়ের মধ্যে ফুটন্ত তরকারির শব্দের মতো শব্দ হচ্ছিল। (আবু দাউদ, নাসায়ি, তিরমিযি। হাদীসটির সনদ শক্তিশালী)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯০৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৬৩১২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২১৪; শামায়িল তিরমিযি, হাদীস-৩২৩]*

(٧٠٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَشِيْجَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَنَا فِيْ آخِرِ الصُّفُوْفِ يَقْرَأُ: إِنَّمَا أَشْكُوْ بَثِّيْ وَحُزْنِيْ إِلَى اللهِ. (فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ).

(৭০৬) তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ বলেন, আমি শেষ কাতারে দাঁড়িয়ে উমার ﵁-এর ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পেলাম, তিনি তখন পড়ছিলেন, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি'[১৭০]। (বুখারি তা'লীকরূপে। সায়ীদ ইবন মানসুর হাদীসটি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় আব্দুল্লাহ ইবন শাদ্দাদ বলেন, 'ফজরের সালাতের মধ্যে তিনি এরূপ কেঁদেছিলেন')। *[সহীহ বুখারি ১/১১৪; সুনান সায়ীদ ইবন মানসুর, হাদীস-১১৩৮; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৫৬৫]*

(১৪৪) সালাতের মধ্যে ফুঁক দেওয়া, কাতরানো ও গলাখাঁকারি দেওয়া

(٧٠٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: اَلنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ كَلَامٌ. وَفِيْ لَفْظٍ: اَلنَّفْخُ فِي الصَّلَاةِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.

(৭০৭) ইবন আব্বাস ﵄ বলেন, সালাতের মধ্যে ফুৎকার দেওয়া কথা বলার শামিল। অন্য বর্ণনায়: সালাতের মধ্যে ফুৎকার দেওয়া সালাত ভঙ্গ করে। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে। প্রথম বর্ণনাটি মালিক 'আল-মুদাওয়ানাতুল কুবরা' গ্রন্থে সংকলন করেছেন সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬৫৪২, ৬৫৪৩; মালিক, আল মুদাওয়ানাহ ১/১৯৪]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, যদি ফুৎকারের ফলে বর্ণ বা অক্ষর উচ্চারিত

[১৭০]. সূরা: (১২) ইউসূফ, আয়াত: ৮৬।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

হয়, বাধ্য না হয়েও ফুৎকার দেয় এবং ব্যাথা, বিপদ বা জাগতিক কোনো কারণে হয় তাহলে সালাত বিনষ্ট হওয়ার এই বিধান প্রযোজ্য হবে। অন্যথায় ফুৎকার দেওয়া, উফ বলা এবং গলাখাঁকরি দেওয়াতে সালাত ভঙ্গ হবে না। নিচের হাদীস থেকে তা জানা যায়।

(٧٠٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا وَفِيْهِ: وَجَعَلَ يَنْفُخُ فِي الْأَرْضِ وَيَبْكِيْ وَهُوَ سَاجِدٌ.

(৭০৮) আব্দুল্লাহ ইবন আমর ইবনুল আস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাজদারত অবস্থায় মাটির মধ্যে ফুৎকার দিচ্ছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন। (আহমাদ। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৪৮৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১৯৪]*

(٧٠٩) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ لِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةٌ آتِيْهِ فِيْهَا فَإِذَا أَتَيْتُهُ اسْتَأْذَنْتُ إِنْ وَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ فَتَنَحْنَحَ دَخَلْتُ وَإِنْ وَجَدْتُهُ فَارِغًا أَذِنَ لِيْ.

(৭০৯) আলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে আমার জন্য একটি নির্ধারিত সময় ছিল যখন আমি তাঁর নিকট গমন করতাম। আমি তাঁর নিকট এসে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করতাম। তিনি সালাতে রত থাকলে গলা খাঁকারি দিতেন, তখন আমি প্রবেশ করতাম। আর যদি তিনি অবসর থাকতেন তাহলে তিনি আমাকে অনুমতি প্রদান করতেন। (নাসায়ি)।[১৭১] *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২১১]*

(১৪৫) ইমামের লোকমা দেওয়া

(٧١٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً فَالْتَبَسَ عَلَيْهِ فِيْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَفْتَحَ عَلَيَّ؟

(৭১০) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন সালাত আদায় করলেন। সালাতের মধ্যে (কুরআন পাঠে) তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সালাত শেষে তিনি উবাই ইবন কা'ব ﷺ-কে বলেন, তুমি কি

[১৭১]. ইবনুল আসীর হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। দেখুন: জামিউল উসুল ৬/৫৮৭। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

আমাদের সাথে সালাত আদায় কর নি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তাহলে আমাকে খুলে (লোকমা) দিলে না কেন? (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর হাদীস-১৩২১৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯০৭]*

(٧١١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَفْتَحُ عَلَى الْأَئِمَّةِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৭১১) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমরা ইমামদের আটকানো খুলে দিতাম (লোকমা দিতাম)। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১০২৩; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৪৮৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৫৭৮৪]*

(٧١٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوْهُ.

(৭১২) আলী ﷺ বলেন, যখন ইমাম তোমাদের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করবে তখন তোমরা তাকে খাদ্য প্রদান করবে। (বাইহাকি। হাফিয ইবন হাজার হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৫৭৯৪; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৪৯১]*

(٧١٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِذَا تَعَايَا الْإِمَامُ فَلَا تَرُدَّنَّ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ كَلَامٌ.

(৭১৩) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, ইমাম যখন অপারগ হয়ে যাবে তখন তুমি তার প্রতিবাদ করবে না (লোকমা দেবে না); কারণ তা কথা বলা। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩১৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৩৫২]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, সম্ভবত ইবন মাসউদের এই কথার অর্থ, তোমরা ইমামের অসুবিধা নিশ্চিত না হয়ে তাড়াহুড়ো করে লোকমা দেবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১৪৬) মুসল্লির সামনে দিয়ে গমনকারীর পাপ

(٧١٤) عَنْ أَبِيْ جُهَيْمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

يَدَيْهِ.

(৭১৪) আবু জুহাইম ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাত আদায়রত মানুষের সামনে দিয়ে গমনাগমন করে যে যদি জানত যে তার এই কর্মে কত কঠিন অপরাধ তাহলে তার জন্য চল্লিশ যাবৎ দাঁড়িয়ে থাকা মুসল্লির সামনে দিয়ে চলার চেয়ে উত্তম হত। (বুখারি ও মুসলিম। বাযযারও হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় 'চল্লিশ বছর' বলা হয়েছে। বাযযারের বর্ণনার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫০৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭০১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৩৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৫৬; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৩৭৮২]*

(১৪৭) মুসল্লির সামনে দিয়ে চলাচল করলে সালাত ভঙ্গ হবে কি না

(٧١٥) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَقْطَعُ الصَلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُوَالْمَرْأَةُ.

(৭১৫) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কুকুর, গাধা ও মহিলা সালাত ভেঙ্গে দেয়। (বাযযার। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। [মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৭৪৬১]

(٧١٦) عَنْ أَبِيْ ذَرٍّرَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلَاتَهُ الْحِمَارُوَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ.

(৭১৬) আবু যার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে তখন যদি তার সামনে উটের পিঠের আসনের পেছনে হেলান দেওয়ার কাঠের পরিমাণ কিছু থাকে তাহলে তা তাকে আড়াল করবে। আর যদি ওই পরিমাণ কিছু না থাকে তাহলে গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর সালাত ভঙ্গ করবে। (মুসলিম। আহমাদ অনুরূপ হাদীস আয়িশা ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় রয়েছে, 'এবং কাফির'। এই বর্ণনার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫১০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১৩৪২, ২৪৫৪৬]*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এ সকল হাদীসের ব্যাখ্যা হল, এগুলো সালাতের মনোযোগ ভঙ্গ করে, মূল সালাত নষ্ট করে না বা ভঙ্গ করে না। নিম্নের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٧١٧) عَنْ سَالِمٍ قَالَ: قِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشِ بْنِ رَبِيْعَةَ يَقُوْلُ: يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ... مِمَّا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ.

(৭১৭) তাবিয়ি সালিম বলেন, আমার পিতা আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄-কে বলা হয় যে, মদীনার প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবন আইয়াশ ইবন আবু রাবীআহ বলেন যে, কুকুর এবং গাধা সালাত ভেঙ্গে দেয়। তখন ইবন উমার ﵄ বলেন, কোনো কিছুই মুসলিমের সালাত ভাঙ্গে না। (তাহাবি সহীহ সনদে। মালিকের বর্ণনায়: 'মুসাল্লির সামনে দিয়ে যা কিছুই চলাচল করুক কোনো কিছুই সালাত ভাঙ্গে না'। মালিক সহীহ সনদে ইবন উমারের এই কথাটি সংকলন করেছেন। দারাকুতনিও সহীহ সনদে ইবন উমারের এই কথাটি সংকলন করেছেন। দারাকুতনি হাসান সনদে অনুরূপ কথা আনাস ﵁ থেকে সংকলন করেছেন। তাহাবি অনুরূপ কথা উসমান ﵁ ও আলী ﵁ থেকে সংকলন করেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৬৬৪, ২৬৬৭; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৩৮৪; মুআত্তা মালিক, হাদীস-৫৩৩]*

(٧١٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالُوْا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ.

(৭১৮) ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﵁ ও উমার ﵁ বলেছেন, মুসলিমের সালাত কিছুই ভঙ্গ করে না। তুমি যথাসম্ভব বাঁধা দেবে। (দারাকুতনি হাসান সনদে)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৩৮১]*

(১৪৮) বল্লম সামনে রেখে সালাত আদায় করা

(٧١٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْكُزُ الْعَنَزَةَ وَيُصَلِّيْ إِلَيْهَا

(৭১৯) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বল্লম জাতীয় লাঠি পুঁতে তাকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫০১]*

(১৪৯) সুতরা বা আড়াল সামনে রেখে সালাত আদায় করা এবং তার পদ্ধতি

(٧٢٠) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ وَلَا يُبَالِ مَنْ مَرَّ وَرَاءَ ذَلِكَ.

(৭২০) তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি তার সামনে উটের পিঠের আসনের পেছনে হেলান দেওয়ার কাঠের পরিমাণ কিছু তার সামনে রাখে তাহলে সে সালাত আদায় করবে এবং ওই আড়ালের বাইরে দিয়ে কে চলাচল করল সে দিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৯৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৩৫]*

(٧٢١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سُتْرَةِ الْمُصَلِّيْ فَقَالَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ.

(৭২১) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাত আদায়কারীর সুতরা বা আড়াল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। তিনি বলেন, উটের পিঠের আসনের পেছনে ঠেস দেওয়ার কাঠের পরিমাণ। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫০০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৪৬]*

(٧٢٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا.

(৭২২) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সালাত আদায় করবে সে যেন সুতরা বা আড়াল সামনে রেখে সালাত আদায় করে এবং সে যেন আড়ালটির কাছে দাঁড়ায়। (আবু দাউদ। নববি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৯৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৫৪]*

(٧٢٣) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ إِلَى عُوْدٍ وَلَا عَمُوْدٍ وَلَا شَجَرَةٍ إِلَّا جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أَوِ الْأَيْسَرِ وَلَا يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

(৭২৩) মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ ﷺ বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখনই কোনো লাঠি, খুঁটি বা গাছের দিকে সালাত আদায় করতেন তখন তাকে তার ডান বা বাম ভ্রু সোজা রাখতেন। তিনি সরাসরি তাকে সামনে রাখতেন না। (আবু দাউদ। হাদীসটির সনদ হাসান)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৯৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৮২০]*

(٧٢٤) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا قَالَ: سُتْرَةُ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ.

(৭২৪) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমামের সুতরা তার পেছনে যারা থাকবে তাদের সুতরা। (তাবারানি। হাদীসটির সনদ চলনসই)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৪৬৫]*

এই হাদীসের মূল অর্থ বুখারি ও মুসলিম সংকলিত নিম্নের হাদীসে রয়েছে।

(٧٢٥) عَنْ أَبِيْ جُحَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ... تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ... كَانَ يَمُرُّ مِنْ وَرَائِهَا الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ.

(৭২৫) আবু জুহাইফা ﷺ বলেন, (বিদায় হজ্জের শেষে) রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে নিয়ে বাতহা প্রান্তরে সালাত আদায় করেন। তাঁর সামনে একটি বল্লম ছিল।... তাঁর সামনে দিয়ে নারী, গাধা ইত্যাদি চলাচল করছিল। (বুখারি ও মুসলিম। অন্য বর্ণনায়: 'সুতরার বাইরে দিয়ে নারী ও গাধা চলাচল করছিল'। বুখারি ও মুসলিম এই অর্থে আরেকটি হাদীস ইবন আব্বাস ﷺ থেকে সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৯৩, ৪৯৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫০৩, ৫০৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৮৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৪৭০]*

(٧٢٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَإِنْ لَمْ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

(৭২৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করবে তখন সে যেন তার সামনে কিছু রাখে। যদি কিছু না পায় তাহলে সে যেন একটি লাঠি দাঁড় করিয়ে রাখে। যদি তার সাথে লাঠি না থাকে তাহলে সে যেন একটি দাগ কেটে নেয়। এরপর তার সামনে দিয়ে কিছু গমন করলে তার কোনো ক্ষতি হবে না। (আহমাদ ও আবু দাউদ। হাফিয ইবন হাজার হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন। ইবনুস সালাহ হাদীসটিকে বৈপরীত্য ও প্রক্ষিপ্ততার কারণে দুর্বল বলে গণ্য করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৩৯২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৮৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৪৩]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, কোনো কিছু পুঁতে রাখার মতো না পেলে দাগ দেওয়ার এই হাদীস পালন করাই উত্তম। কারণ এক্ষেত্রে মূল উদ্দেশ্য হল, সামনে রাখা আড়ালের মধ্যে মনোযোগ সীমাবদ্ধ রেখে সালাতের মধ্যে মনোনিবেশ করা; যেন খেয়াল অন্য দিকে না যায়। মাটিতে দাগ কেটে, দৃষ্টি ও মন এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেও এই উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১৫০) আড়ালের মধ্য দিয়ে কেউ গমন করলে তাকে বাঁধা দেওয়া

(٧٢٧) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

(৭২৭) আবু সায়ীদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কিছুকে মানুষের থেকে আড়াল বা সুতরা বানিয়ে সামনে রেখে সালাত আদায় করবে, তখন যদি কেউ তার সামনে দিয়ে গমন করতে চায় তাহলে সে যেন তাকে ধাক্কা দেয়। যদি সে না মানে তাহলে সে যেন তার সাথে মারামারি করে; কারণ সে শয়তান। (বুখারি ও মুসলিম। ইসমায়ীলিও হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায়: 'যদি সে না মানে তাহলে মুসল্লি যেন তার হাত তার বুকে রাখে এবং তাকে

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ধাক্কা দেয়’)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫০৫]*

(১৫১) ফাঁকা প্রান্তরে সালাত আদায়ের সময় সুতরা বর্জনের অনুমতি

(٧٢٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِيْ فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ.

(৭২৮) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাঁকা প্রান্তরে সালাত আদায় করেন, সে সময়ে তাঁর সামনে কিছুই ছিল না। (আহমাদ হাসান সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৯৬৫; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৮৬৬]*

(১৫২) অন্তরের কর্ম ও অল্প কর্ম সালাত নষ্ট করে না

(٧٢٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: إِنِّيْ لَأُجَهِّزُ جَيْشِيْ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ.

(৭২৯) উমার ﷺ বলেন, আমি সালাতের মধ্যে থাকা অবস্থায় আমার সেনাবাহিনী প্রস্তুত করি (চিন্তা করি)। (বুখারি তা’লীকরূপে সনদ ছাড়া। ইবন আবী শাইবা হাদীসটির সহীহ সনদ উল্লেখ করেছেন)। *[সহীহ বুখারি ২/৬৭; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৯৫১]*

(٧٣٠) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

(৭৩০) আবু কাতাদা আনসারি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা যাইনাব ও জামাই আবুল আস ইবন রাবীআহ ইবন আবদু শামসের শিশুকন্যা উমামাকে বহন করে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদা করতেন তখন তাকে মাটিতে রাখতেন। আবার যখন উঠে দাঁড়াতেন তখন তাকে উঠিয়ে নিতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৪৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯১৭]*

(٧٣١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلِيْ فِيْ قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا.

(৭৩১) আয়িশা ﵂ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে ঘুমাতাম। আমার পা তাঁর কিবলার স্থানে থাকত। তিনি যখন সাজদা করতেন তখন আমাকে খোঁচা দিতেন। তখন আমি আমার পদযুগল গুটিয়ে নিতাম। আবার তিনি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লে আমি দুইপা বিছিয়ে দিতাম। (বুখারি ও মুসলিম। অন্য বর্ণনায়: 'তিনি সালাত আদায় করতেন এবং আমি তাঁর সামনে ঘুমাতাম'...)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫১২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬৮]*

(১৫৩) সালাতের মধ্যে কাঁকর সমান করা, কপাল মোছা ও অকারণ নড়াচড়া মাকরূহ

(٧٣٢) عَنْ مُعَيْقِيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْحَ فِي الْمَسْجِدِ يَعْنِي الْحَصَى قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً. (فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً).

(৭৩২) মুআইকীব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের মধ্যে (সালাতরত অবস্থায় সাজদার জন্য) কাঁকর মোছার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যদি তোমার একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে একবার মাত্র। (বুখারি ও মুসলিম। বুখারির বর্ণনায়: 'তিনি সালাত আদায়কারী কর্তৃক সাজদার জন্য মাটি সমান করার বিষয়ে বলেন, যদি তোমার একান্তই প্রয়োজন হয় তাহলে একবার মাত্র')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১২০৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৪৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯৪৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৯২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০২৬]*

(٧٣٣) عَنِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: ثَلَاثٌ مِنَ الْجَفَاءِ وَفِيْهِ: أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يَنْفُخَ فِيْ سُجُوْدِهِ.

(৭৩৩) বুরাইদা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি কাজ অভদ্রতা ও অশালীনতার অন্তর্ভুক্ত... সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, অথবা সালাত শেষ করার আগেই কপালের ধুলাবালি মুছবে, অথবা সাজদার মধ্যে ফুঁ দিবে (ফুঁ দিয়ে সাজদার স্থান পরিষ্কার করে নেবে')। (বাযযার।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৪৪২৪]*

(٧٣٤) عَنْ عَلِيٍّ الْمُعَاوِيِّ قَالَ: رَأَنِيْ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَأَنَا أَبْعَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ نَهَانِيْ.

(৭৩৪) তাবিয়ি আলী মুআবি বলেন, ইবন উমার ﷺ দেখেন যে, আমি সালাতের মধ্যে কাঁকর নাড়াচাড়া করছি। যখন আমি সালাত শেষ করলাম তখন তিনি আমাকে নিষেধ করলেন। (মুহাম্মাদ তার মুআত্তা গ্রন্থে সহীহ সনদে)। *[মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদীস-১৪৪; মুআত্তা মালিক, হাদীস-৪৯৪]*

(٧٣٥) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ مُرْسَلًا مَرْفُوْعًا: إِنَّ اللهُ كَرِهَ لَكُمْ سِتًّا الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ...

(৭৩৫) তাবিয়ি ইয়াহইয়া ইবন আবু কাসীর (মৃ. ১৩২ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য ছয়টি কাজ অপছন্দ করেন, তন্মধ্যে একটি সালাতের মধ্যে অকারণ হাত-পা নাড়ানো বা অপ্রয়োজনীয় কর্ম করা। (আবু ইয়া'লা মুরসালরূপে)। *[ইবনুল মুবারাক, আয যুহদ, হাদীস-১৫৫৭; কানযুল উম্মাল, হাদীস-৪৪০২৫]*

(১৫৪) সালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফোটানো

(٧٣٦) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تُفَقِّعْ أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ.

(৭৩৬) আলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাতের মধ্যে তুমি তোমার আঙ্গুলগুলো ফুটাবে না। (ইবন মাজাহ। হাদীসটির সনদ হাসান)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৬৫]*

গ্রন্থকার ﷺ টীকায় বলেন, এই হাদীসের বর্ণনাকারী হারিস আল-আওয়ার। তিনিই আলী ﷺ থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে আপত্তি রয়েছে।[১৭২]

(১৫৫) সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো

(٧٣٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِرًا.

(৭৩৭) আবু হুরাইরা[১৭৩] ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়াবে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১২২০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৪৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৯০]*

(১৫৬) সালাতের মধ্যে দৃষ্টি বা মুখ ঘোরানো, আশেপাশে তাকানো এবং ঘাড় ঘোরানো

(٧٣٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

(৭৩৮) আয়িশা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাতের মধ্যে দৃষ্টি বা মুখ ঘোরানো বা এদিক সেদিকে তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, এ হল গোপন চুরি, যা শয়তান বান্দার সালাত থেকে চুরি করে নেয়। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৭৫১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯১০; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৯০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৯৬]*

(٧٣٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْحَظُ فِي الصَّلَاةِ يَمِيْنًا وَشِمَالًا وَلَا يَلْوِيْ عُنُقَهُ خَلْفَ

---

[১৭২]. হারিস আল-আওয়ারকে তার সমকালীন ও পরবর্তী অনেক মুহাদ্দিস মিথ্যাবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। এজন্য হাদীসটিকে তারা যয়ীফ বলে গণ্য করেছেন। (অনুবাদক)
[তবে এর সমর্থনে রয়েছে আহমাদ সংকলিত মুআয ইবন আনাসের মারফূ হাদীস, যার সনদ দুর্বল; ইবন আবী শাইবা সংকলিত ইবন আব্বাসের মাওকুফ হাদীস, আলবানি বলেন, তার সনদ হাসান এবং আরো রয়েছে ইবরাহীম নাখয়ি, আতা', সায়ীদ ইবন যুবাইর, লাইস ও মুজাহিদের মাকতূ বর্ণনা। দেখুন: মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৫৬২১; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭২৮০-৭২৮৪; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল ২/৯৯। -সম্পাদক]

[১৭৩]. মূল গ্রন্থে 'ইবন উমার' রয়েছে, সম্ভবত ছাপার ভুল। বুখারি, মুসলিম ও অন্যান্য সকল গ্রন্থে হাদীসটি আবু হুরাইরা থেকে সংকলিত। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ظَهْرِهِ.

(৭৩৯) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে ডানে বামে তাকাতেন, তবে তিনি তাঁর ঘাড় তাঁর পিঠের দিকে ঘুরাতেন না। (তিরমিযি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৮৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২০১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৮৬৪]*

(১৫৭) সালাতের মধ্যে উপরের দিকে তাকানো

(٧٤٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ.

(৭৪০) জাবির ইবন সামুরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে সকল মানুষ সালাতের মধ্যে তাদের দৃষ্টি উপরে উঠায় তারা যেন অবশ্যই তা থেকে বিরত হয়; না হলে তাদের দৃষ্টি আর তাদের কাছে ফিরে আসবে না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪২৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০৯৬৫]*

(১৫৮) সালাতের মধ্যে মাথায় চুলের খোপা করা

(٧٤١) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوْصٌ.

(৭৪১) উম্মু সালামা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোনো পুরুষ মাথার উপরে চুলের খোপা বেঁধে সালাত আদায় করবে। (তাবারানি শক্তিশালী সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৫১২; মুসনাদ ইসহাক, হাদীস-১৯৩৬]*

(১৫৯) সালাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা

(٧٤٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلَاةِ وَأَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ.

(৭৪২) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে রাখতে নিষেধ করেছেন। তিনি আরো নিষেধ করেছেন যে, সালাত আদায়কারী ব্যক্তি তার মুখ আবৃত করবে। (আবু দাউদ। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। নীমাবি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৭৯৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৪৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৬৬; মুস্তদরাক হাকিম, হাদীস-৯৩১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৭৮]

(১৬০) উচু স্থানে দাঁড়িয়ে ইমামতি করা

(٧٤٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى الْمَكَانِ الْمُرْتَفِعِ.

(৭৪৩) ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি উচু স্থানে দাঁড়িয়ে মুসল্লিদের ইমামতি করতে অপছন্দ করতেন (মাকরূহ মনে করতেন)। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৫৬১; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৩৪১]*

(٧٤٤) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ فِي الْمِحْرَابِ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْكَنَائِسُ فَلَا تَشَبَّهُوْا بِأَهْلِ الْكِتَابِ.

(৭৪৪) ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি মিহরাবের মধ্যে সালাত আদায় করা অপছন্দ করতেন (মাকরূহ মনে করতেন)। তিনি বলেন, এই মিহরাবগুলো ছিল গির্জায়; কাজেই তোমরা ইয়াহুদি-নাসারাদের অনুকরণ কোরো না। (বাযযার। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ বাযযার, হাদীস-১৫৭৭; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-১৯৮২]*

(১৬১) সালাতের মধ্যে চক্ষু বন্ধ করা

(٧٤٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضْ عَيْنَيْهِ.

(৭৪৫) ইবন আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে তখন সে যেন তার চক্ষুদ্বয় বন্ধ না করে। (তাবারানি। সনদ হাসান বলে গণ্য করা যায়)।[১৭৪] *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১০৯৫৬; আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-২২১৮; আল মু'জামুস সাগীর, হাদীস-২৪]*

(১৬২) সালাতের মধ্যে হাই তোলা

(٧٤٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ

[১৭৪]. গ্রন্থকার টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, হাইসামি হাদীসটির সনদ যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি সনদটিকে হাসান বলে মনে করেন। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.

(৭৪৬) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাতের মধ্যে হাই তোলা শয়তানের পক্ষ থেকে। যদি তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে হাই তোলে তাহলে যথাসাধ্য তা সম্বরণ ও প্রতিরোধ করবে। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৯৯৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯১৬২]*

(১৬৩) সালাতের মধ্যে হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ করানো

(٧٤٧) عَنْ كَعْبِ بْنَ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ.

(৭৪৭) কা'ব ইবন উজরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ওযু করবে এবং এরপর মসজিদের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে তখন যেন যে তার দুই হাতের আঙ্গুলগুলো পরস্পরের মধ্যে প্রবেশ না করায়; কারণ সে এই অবস্থায় সালাতের মধ্যে রয়েছে। (আবু দাউদ। ইবন খুযাইমা ও ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। এর সনদে মতভেদ রয়েছে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৬২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৮৬]*

(১৬৪) সর্বদা একই স্থানে সালাত আদায়ের জন্য স্থান নির্ধারিত করে নেওয়া

(٧٤٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ شِبْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ: نَهَى عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ نَقْرَةِ الْغُرَابِ وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلَاةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ.

(৭৪৮) আব্দুর রাহমান ইবন শিবল ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনটি কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন: কাকের মতো ঠোকরানো, বন্য পশুর মতো মাটিতে হাত বিছিয়ে সাজদা করা এবং তিনি নিষেধ করেছেন যে, উট যেমন তার শয়নের জন্য একটি স্থান নির্ধারিত করে নেয় সেভাবে

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কোনো ব্যক্তি তার সালাতের জন্য একটি স্থান নির্ধারিত করে নেবে। (নাসায়ি। আবু দাউদ অনুরূপ হাদীস হাসান সনদে সংকলন করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৮৬২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১১২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৪২৯]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, যদি স্থান নির্ধারণের মধ্যে কোনো প্রয়োজন বা উপকার না থাকে তাহলে এই হাদীসের আলোকে স্থান নির্ধারণ অন্যায় হবে। প্রয়োজনের জন্য স্থান নির্ধারণ করা যেতে পারে। নিচের হাদীস থেকে তা জানা যায়।

(٧٤٩) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ... وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى الصَّلَاةَ عِنْدَهَا.

(৭৪৯) সালামাহ ইবনুল আকওয়া' ﵁ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়ে মসজিদে নববির রাওযার মধ্যবর্তী খুঁটির নিকট সালাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই খুঁটিটির নিকট সালাত আদায়ের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫০৯; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৬৫১৬]*

(১৬৫) যে সকল স্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়

(٧٥٠) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

(৭৫০) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দুনিয়ার সকল যমিনই মসজিদ বা সালাত আদায়ের জন্য উপযুক্ত স্থান, শুধুমাত্র ব্যতিক্রম হল গোসলখানা ও গোরস্থান বা কবরের স্থান (এই দুই স্থানে সালাত আদায় বৈধ নয়)। (আবু দাউদ। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৯২; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯২০]*

(٧٥١) عَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ الْغَنَوِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تَجْلِسُوْا عَلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تُصَلُّوْا إِلَيْهَا.

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৭৫১) আবু মারসাদ গানাবি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা কবরের উপর বসবে না এবং কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৯৭২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩২২৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১০৫০]*

(٧٥٢) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: سَبْعُ مَوَاطِنَ لَا تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلَاةُ ظَاهِرُ بَيْتِ اللهِ وَالْمَقْبَرَةُ وَالْمَزْبَلَةُ وَالْمَجْزَرَةُ وَالْحَمَّامُ وَعَطَنُ الْإِبِلِ وَمَحَجَّةُ الطَّرِيْقِ.

(৭৫২) উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাত স্থানে সালাত আদায় বৈধ নয়: বাইতুল্লাহর উপরে, গোরস্থানে, ময়লা-আবর্জনার রাখার স্থানে, কসাইখানা বা জবাইয়ের স্থানে, গোসলখানায়, উটের বাথানে এবং রাস্তার মাঝে। (ইবন মাজাহ। ইবনুস সাকান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৪৭]*

(٧٥٣) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَا كُنْتُ لِأُصَلِّيَ فِيْ أَرْضٍ خَسَفَ اللهُ بِهَا ثَلَاثاً.

(৭৫৩) আলী ﷺ বলেন, যে জমিনে আল্লাহ তিনবার ভূমিধ্বসের মাধ্যমে মানুষকে ভূমির মধ্যে প্রোথিত করেছেন সেই স্থানে আমি সালাত আদায় করব না। (ইবন আবী শাইবা। বুখারি তা'লীকরূপে সনদবিহীনভাবে উল্লেখ করেছেন যে, আলী ﷺ বাবেলের ভূমিধ্বসের স্থানে সালাত আদায় অপছন্দ করতেন)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৫৫৬]*

(১৬৬) সালাতের মধ্যে দেহ বা হাত-পা প্রলম্বিত করা

(٧٥٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: نَهَى أَنْ يَتَمَطَّى الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ.

(৭৫৪) আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, সালাতের মধ্যে কোনো ব্যক্তি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রলম্বিত করবে বা টানটান হবে। (দারাকুতনি [আল ইফরাদ গ্রন্থে]। গ্রন্থকার টীকায় উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটি যয়ীফ)। *[তাফসীর মাযহারি ৭/৩৩৭; আলবানি, যয়ীফুল জামি', হাদীস-৬০০৮]*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৬৭) সালাতের মধ্যে আয়াত গণনা করা

(٧٥٥) عَنْ وَاثِلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَدِّ الْأَيِ فِي الْمَكْتُوْبَةِ وَرَخَّصَ فِي السُّبْحَةِ.

(৭৫৫) ওয়াসিলা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয সালাতের মধ্যে আয়াত গুণতে নিষেধ করেছেন এবং নফল সালাতে অনুমতি দিয়েছেন। (আবু মুসা ইসপাহানি)। *[আইনি, আল বিনায়াহ ২/৪৬৪]*

গ্রন্থকার ﷺ টীকায় বলেন, 'আল ইমাম শারহুল ইলমাম' গ্রন্থের বরাতে বিনায়া গ্রন্থে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রন্থকার বলেন, আমি এই হাদীসের সনদ জানতে পারিনি।[১৭৫]

(১৬৮) সালাতের মধ্যে পায়ের গোড়ালির উপরে বা নিতম্বের উপরে বসা

(٧٥٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: نَهَى عَنِ الْإِقْعَاءِ وَالتَّوَرُّكِ فِي الصَّلَاةِ.

(৭৫৬) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে পায়ের গোড়ালিদ্বয় খাড়া করে তার উপর বসতে এবং নিতম্ব মাটিতে রেখে বসতে নিষেধ করেছেন। (আহমাদ, বাযযার ও বাইহাকি। হাদীসটির সনদ হাসান)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৩৪৩৭; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৭২৬১; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-২৭৪০]*

(٧٥٧) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تُقْعِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

(৭৫৭) আলী ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি দুই সাজদার মাঝে পায়ের গোড়ালিদ্বয় খাড়া করে বা দুইহাঁটু উচু করে বসবে না। (তিরমিযি হারিসের সূত্রে। সনদ হাসান)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৮২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৮৯৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৪৪]*

[১৭৫]. আবু ইয়া'লা মাউসিলি তার মুসনাদ গ্রন্থে ওয়াসিলা ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: عُدَّ الْأَيَ فِي التَّطَوُّعِ وَلَا تَعُدَّهُ فِي الْفَرِيْضَةِ 'তুমি নফল সালাতে আয়াত গণনা করবে এবং ফরয সালাতে আয়াত গণনা করবে না'। সম্ভবত আল ইমাম গ্রন্থে এই হাদীসটির ভাবার্থ উল্লেখ করা হয়েছে। এই হাদীসটির সনদ দুর্বল। দেখুন: আবু ইয়া'লা, আল মুসনাদ ১৩/৪৭৩-৪৭৫; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৬৭। (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٧٥٨) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَتَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلَاةِ مُتَرَبِّعًا.

(৭৫৮) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, কোনো মানুষের জন্য দুইটি উত্তপ্ত পাথরের উপর বসা সালাতের মধ্যে চারজানু হয়ে বসার চেয়ে উত্তম। (তাবারানি ও আব্দুর রাযযাক। সনদ হাসান)।[১৭৬] *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪১০৮; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩৯১; আলী মুত্তাকি, কানযুল উম্মাল, হাদীস-২২৬২২]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, যদি কোনো ওযর না থাকে তাহলে চারজানু হয়ে বসা অপছন্দনীয়। ওযর বা অসুবিধা থাকলে এভাবে বসতে কোনো আপত্তি নেই। নিচের হাদীস থেকে তা জানা যায়।

(٧٥٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ مُتَرَبِّعًا.

(৭৫৯) আয়িশা ﵂ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চারজানু হয়ে বসে সালাত আদায় করতে দেখেছি। (নাসায়ি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। পরবর্তী অসুস্থ মানুষের সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদে বিষয়টি উল্লেখ করা হবে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬৬১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৯৪৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-৯৭৮]*

(১৬৯) সালাতের মধ্যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রশান্ত ও স্থির রাখা

(٧٦٠) عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيُسْكِنْ أَطْرَافَهُ وَلَا يَتَمَيَّلْ كَمَا تَمَيَّلَ الْيَهُوْدَ.

(৭৬০) আবু বাকর সিদ্দীক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়াবে তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন শান্ত ও স্থির থাকে। ইয়াহুদিরা যেভাবে দেহ দোলায় সেভাবে সে যেন নড়াচড়া না করে বা দেহ না দোলায়। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে দুর্বল

[১৭৬]. হাইসামি মাজমাউয যাওয়ায়িদে (২/১৩৯) হাদীসটির সনদ দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

ও অপরিচিত বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭৭] হাদীসটির সনদে তিনজন সাহাবির উল্লেখ রয়েছে: আসমা ﵂, তার মাতা উম্মু রূমান ﵂ ও পিতা আবু বাকর সিদ্দীক ﵁)। *[হাকীম তিরমিযি, নাওয়াদিরুল উসুল ২/১৭১]*

এই হাদীসের মূল অর্থ মুসলিম সংকলিত নিম্নের হাদীসে রয়েছে।

(٧٦١) عَنْ جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اُسْكُنُوْا فِي الصَّلَاةِ.

(৭৬১) জাবির ইবন সামুরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা সালাতের মধ্যে শান্ত থাকবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৪৩০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০০০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১৮৪]*

(১৭০) সালাতের মধ্যে মুখ ঢাকা

(٧٦٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ.

(৭৬২) ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, তিনি অপছন্দ করতেন যে, কোনো ব্যক্তি মুখ আবৃত করে সালাত আদায় করবে। (আব্দুর রাযযাক)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪০৬২]*

(٧٦٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُغَطِّيَ الرَّجُلُ فَاهُ فِي الصَّلَاةِ.

(৭৬৩) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন যে, কোনো ব্যক্তি সালাতের মধ্যে তার মুখ আবৃত করবে। (আবু দাউদ

[১৭৭]. গ্রন্থকার হাদীসটি উদ্ধৃত করে বলেন, 'ইমাম হাকিম হাদীসটি সংকলন করেছেন'। এবং তিনি টীকায় কানযুল উম্মাল গ্রন্থের হাওলা দিয়েছেন। কিন্তু আলী মুত্তাকি তার কানযুল উম্মাল গ্রন্থে হাকিমের পরিবর্তে হাকীম তিরমিযির তথ্যসূত্র উল্লেখ করেছেন। আল্লামা আইনি বলেন, হাদীসটি আবু বাকর ﵁ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। শাইখ আলবানি বলেন, হাদীসটি মাওযূ বা বানোয়াট, এর মূল সমস্যা রাবী হাকাম ইবন আব্দুল্লাহ। আবু হাতিম প্রমুখ মুহাদ্দিস বলেন, তিনি মিথ্যাবাদী; আহমাদ বলেন, তার বর্ণিত সকল হাদীস বানোয়াট। দেখুন: আবু নুআইম, হিলয়াতুল আওলিয়া ৯/৩০৪; ইবন আসাকির, তারীখ দিমাশ্ক ৫৯/২৯০; যাহাবি, মীযানুল ই'তিদাল ১/৫৭২; মুনাবি, ফাইযুল কাদীর ১/৪১৩; আলী মুত্তাকি, কানযুল উম্মাল ৭/৫২৮; আইনি, আল বিনায়াহ ২/৪৫১; আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ৬/২১৪-২১৫। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

হাসান সনদে)।[১৭৮] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৪৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৯৬৬]*

তাবারানি অনুরূপ হাদীস ইবন উমার ﵄-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হাসান সনদে সংকলন করেছেন।

(১৭১) সালাতের মধ্যে দাড়ি নাড়াচাড়া করা

(٧٦٤) عَن أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: رَأَى رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ.

(৭৬৪) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বর্ণিত, তিনি দেখেন যে, একব্যক্তি সালাতের মধ্যে নিজের দাড়ি নাড়াচাড়া করছে। তখন তিনি বলেন, এই ব্যক্তির অন্তর যদি ভীত-বিনম্র হত তাহলে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও ভীত-বিনম্র ও শান্ত হত। (হাদীসটি হাকীম তিরমিযি ও ইবন আবী শাইবা সংকলন করেছেন)।[১৭৯] *[হাকীম তিরমিযি, নাওয়াদিরুল উসূল ৩/২১০; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬৭৮৭]*

(٧٦٥) عَنِ الْحَسَنِ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ لِحْيَتَهُ فِي الصَّلَاةِ... غَيْرَ عَبَثٍ.

(৭৬৫) তাবিয়ি হাসান বসরি (মৃ. ১১০ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে তাঁর দাড়ি স্পর্শ করতেন। (হাদীসটি আবু ইয়া'লা সংকলন করেছেন। হাদীসটি শক্তিশালী মুরসাল। বাযযার দুর্বল সনদে অনুরূপ হাদীস ইবন উমার থেকে সংকলন করেছেন, যাতে বলা হয়েছে, 'তিনি সালাতের মধ্যে নিজ দাড়ি স্পর্শ করতেন, তবে অনর্থক নাড়াচাড়া করতেন না')। *[মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-২৭০৬; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৫৯২০]*

(১৭২) সালাতের মধ্যে পদযুগল সারিবদ্ধ করার বিধান ও পা

[১৭৮]. পূর্ববর্তী ৭৩৫ নং হাদীস দেখুন।

[১৭৯]. হাদীসটি মারফু হিসাবে সংকলন করেছেন হাকীম তিরমিযি এবং মাওকুফ হিসাবে সংকলন করেছেন ইবন আবী শাইবা ও ইবনুল মুবারক। গ্রন্থকার টীকায় বলেন, 'হাকীম তিরমিযির মারফূ বর্ণনার সনদ দুর্বল। আযীযি বলেছেন, ইবন আবী শাইবার সনদ হাসান লিগাইরিহি'। আলবানি বলেন, মারফূ হিসাবে হাদীসটি অত্যন্ত যয়ীফ অথবা মাওযূ। দেখুন: ইবনুল মুবারক, আয যুহদ ১/৪১৯; মুনাবি, ফাইযুল কাদীর ৫/৩১৯; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল ২/৯২-৯৩; মুহাম্মাদ আওয়ামা, তাহকীক মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা ৪/৪৮২। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বদল করে আরাম করা মুসতাহাব

(٧٦٦) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا (يُصَلِّيْ) صَافًّا أَوْ صَافِناً قَدَمَيْهِ فَقَالَ: أَخْطَأَ السُّنَّةَ... لَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ.

(৭৬৬) ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি একব্যক্তিকে দেখেন যে, সে তার পদযুগল সারিবদ্ধভাবে সোজা করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, লোকটি সুন্নাত ছেড়েছে (তার দাঁড়ানো সুন্নাতসম্মত হয় নি)। (হাদীসটি সায়ীদ ইবন মানসুর সংকলন করেছেন। অনুরূপ হাদীস আব্দুর রাযযাকও সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, যদি লোকটি দুই পায়ের অদল-বদল করত তাহলে তা আমি বেশি পছন্দ করতাম। তাহাবি হাদীসটি সংকলন করেছেন এবং একে দলীল হিসাবে পেশ করেছেন)।[১৮০] *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৩৩০৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৯৩; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭০৬২; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩৪৬; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩৫৭০]*

(১৭৩) কারো পিঠকে সামনে সুতরা হিসাবে রেখে সালাত আদায়

(٧٦٧) عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا لَمْ يَجِدْ سَبِيْلًا إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ قَالَ لِيْ: وَلِّنِيْ ظَهْرَكَ.

(৭৬৭) তাবিয়ি নাফি' বলেন, ইবন উমার ﷺ যখন সুতরা বা আড়াল হিসাবে ব্যবহারের জন্য মসজিদের কোনো খুঁটির কাছে যাওয়ার কোনো সুযোগ পেতেন না তখন আমাকে বলতেন। তুমি আমার দিকে তোমার পিঠ দাও। (ইবন আবী শাইবা শক্তিশালী সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৮৭৮]*

[১৮০]. মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেন, হাদীসটির সনদ হাসান বা গ্রহণযোগ্য। আলবানি বলেন, দুর্বল। তিনি বলেন, বাইহাকি হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, এটি মুরসাল, অর্থাৎ আবু উবাইদা ও তার পিতা ইবন মাসউদের মাঝে সনদ বিচ্ছিন্ন, কেননা আবু উবাইদা তার পিতা থেকে শ্রবণ করেননি। পক্ষান্তরে এর বিপরীতে রয়েছে ইবন যুবাইরের কর্ম ও বাণী। আবু দাউদ ও বাইহাকি কর্তৃক ইবন যুবাইরের বাণী বর্ণনার সনদ দুর্বল; তবে ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে তার কর্ম বর্ণনা করেছেন। এবং তিনি সহীহ সনদে ইবন উমার থেকে অনুরূপ কর্ম বর্ণনা করেছেন। দেখুন: সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৭৫৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, তাহকীক: ইসলাম মানসুর ২/১০৬-১০৭, ৫৮৫; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল ২/৭৩-৭৪; মুহাম্মাদ আওয়ামা, তাহকীক মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা ৫/৪৬-৪৯। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৭৪) তাসবীহ ব্যবহার ও মাটি, চাটাই ও চাদরের উপর সালাত আদায়

(٧٦٨) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: نِعْمَ الْمُذَكِّرُ السُّبْحَةُ وإِنَّ أَفْضَلَ مَا تَسْجُدُ عَلَيْهِ الْأَرْضُ وَمَا أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ.

(৭৬৮) আলী ﷺ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নামে বর্ণিত, 'তাসবীহ' উত্তম স্মারক। আর মাটি বা মাটি যা জন্ম দেয় তার উপরে সাজদা করাই সবচেয়ে উত্তম। (দাইলামি যয়ীফ[১৮১] সনদে)। *[দাইলামি, আল ফিরদাউস; হাদীস-৬৭৬৫]*

(٧٦٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: كَانَ لَا يُصَلِّيْ وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ.

(৭৬৯) ইবন মাসউদ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি কখনোই ভূপৃষ্ঠ ছাড়া অন্য কিছুর উপরে সালাত আদায় করতেন না এবং ভূপৃষ্ঠ ছাড়া অন্য কিছুর উপরে সাজদা করতেন না। (তিনি সালাতের জন্য বিছানা, চাদর, পাটি বা অন্য কিছু ব্যবহার করতেন না)। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯২৬৩; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৫৫৩; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৪০৫৯]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কাপড়ের টুকরা, চাটাই, বিছানা ইত্যাদির উপর সালাত আদায় করেছেন বলে প্রমাণিত। বুখারি ও মুসলিম সংকলিত হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে যে, তিনি কাপড়ের টুকরা ও চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করেছেন। বুখারি সংকলিত হাদীস থেকে জানা যায় যে, তিনি তাঁর স্ত্রীর বিছানায় সালাত আদায় করেছেন।

(১৭৫) সালাতের মধ্যে সাপ, বিচ্ছু ও উকুন মারা

(٧٧٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ.

(৭৭০) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের মধ্যে সাপ ও বিচ্ছু মারার নির্দেশ দিয়েছেন। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে

[১৮১]. শাইখ আলবানি বলেন, বর্ণনাটি মাওযূ বা বানোয়াট, এর সনদ তমসাচ্ছন্ন। দেখুন: আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ১/১৮৪। -সম্পাদক

সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৯০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২০২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২৪৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯২১]*

(٧٧١) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ أَخَذَ قُمَّلَةً فِيْ الصَّلَاةِ فَدَفَنَهَا.

(৭৭১) ইবন মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি সালাতের মধ্যে একটি উকুন ধরে তাকে মাটির মধ্যে পুতে রাখেন। (মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে হাসান সনদে)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৫৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৭৪৭]*

(٧٧٢) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْقُمَّلَةَ فِي الصَّلَاةِ حَتَّى يَظْهَرَ دَمُهَا عَلَى يَدِهِ.

(৭৭২) উমার ﵁ থেকে বর্ণিত, তিনি সালাতের মধ্যে উকুন মারতেন, এমনকি তার হাতে উকুনের রক্ত দেখা যেত। (ইবন আবী শাইবা)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৪৭৮]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মসজিদের বিধিবিধান বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(১৭৬) মসজিদ তৈরি করার ফযীলত

(٧٧٣) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ... بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(৭৭৩) উসমান ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ তৈরি করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ বাড়ি তৈরি করবেন। মুসলিমের এক বর্ণনায়: 'আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি তৈরি করবেন'। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৩৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩১৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৩৬]*

(১৭৭) মসজিদের ফযীলত

(٧٧٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا:أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا.

(৭৭৪) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহর নিকট সকল স্থানের মধ্যে মসজিদগুলো সবচেয়ে প্রিয় এবং আল্লাহর নিকট সকল স্থানের মধ্যে বাজারগুলো সবচেয়ে ঘৃণিত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৭১; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১২৯৩]*

(১৭৮) হৃদয়কে মসজিদের সাথে আটকে রাখার ফযীলত

(٧٧٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ...وَفِيْهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ.

(৭৭৫) আবু হুরাইরা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাত প্রকারের মানুষকে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় স্থান দান করবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না। তার মধ্যে রয়েছে ...'এবং ওই ব্যক্তি যার হৃদয় মসজিদসমূহের সাথে সম্পৃক্ত'। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৬০, ১৪২৩, ৬৮০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১০৩১]*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(১৭৯) আবাসিক এলাকায় মসজিদ তৈরি, পরিচ্ছন্ন রাখা এবং সুগন্ধময় রাখা

(٧٧٦) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِي الدُّورِ وَأَنْ تُنَظَّفَ وَتُطَيَّبَ.

(৭৭৬) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আবাসিক বাড়িঘরের মধ্যে (আবাসিক এলাকায়) মসজিদ তৈরি করতে, মসজিদগুলোকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে এবং সেগুলোতে সুগন্ধি ব্যবহার করে সুগন্ধময় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। (আবু দাউদ। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৫৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৯৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৫৮]*

(٧٧٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُوْرُ أُمَّتِيْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ.

(৭৭৭) আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার উম্মাতের নেককর্মসমূহ আমার নিকট পেশ করা হয়। এমনকি একজন মানুষ কর্তৃক মসজিদ থেকে ময়লা বের করে দেওয়াও আমার সামনে নেককর্ম হিসাবে পেশ করা হয়। (আবু দাউদ। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২৯১৬; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১২৯৭]*

(১৮০) মসজিদ নিয়ে গৌরব-অহংকার করা ও সেগুলোতে কারুকার্য করা

(٧٧٨) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ.

(৭৭৮) আনাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পরে গৌরব-অহংকার না করা পর্যন্ত কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না। (আহমাদ, নাসায়ি, আবু দাউদ। ইবন খুযাইমা হাদীসটিকে সহীহ বলে গণ্য করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৪৯; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৮৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৩৯; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৩২৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৩৭৯]*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٧٧٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: مَا أُمِرْتُ بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ.

(৭৭৯) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমাকে মসজিদগুলো কারুকার্যময় করতে নির্দেশ দেওয়া হয়নি। (আবু দাউদ। ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৪৮; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-১৬১৫]*

(٧٨٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِيْ قِصَّةِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ.

(৭৮০) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ মসজিদে নববির বিবরণে বলেন,... এরপর উসমান ﷺ মসজিদের পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেন। তিনি এর আয়তন অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি মসজিদের দেয়াল নকশাকরা পাথর ও চুন দিয়ে তৈরি করেন। তিনি মসজিদের স্তম্ভগুলো নকশাকরা পাথর দিয়ে তৈরি করেন। আর তিনি মূল্যবান ভারতীয় 'ওক' কাঠ দিয়ে মসজিদের ছাদ তৈরি করেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৪৬]*

(১৮১) মসজিদের মধ্যে শিশু ও পাগলদের প্রবেশ করানো, বিবাদ-বিসম্বাদ করা, উচ্চস্বরে কথা বলা এবং অপরাধীদের শরীআত নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা মাকরূহ। মসজিদগুলোতে ওযুখানা রাখা এবং আগর-সুগন্ধি জ্বালিয়ে সুগন্ধময় করা উচিত

(٧٨١) عَنْ مَكْحُوْلٍ رَفَعَهُ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: جَنِّبُوْا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَخُصُوْمَاتِكُمْ وَحُدُوْدَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَجَمِّرُوْهَا يَوْمَ جُمَعِكُمْ وَاجْعَلُوْا عَلَى أَبْوَابِهَا مَطَاهِرَكُمْ... وَمَجَانِينَكُمْ وَأَصْوَاتَكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ.

(৭৮১) তাবিয়ি মাকহুল (৫০-১১২ হি.) বলেন, মুআয ইবন জাবাল (মৃ. ১৮ হি.) ﷺ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে বিমুক্ত রাখবে তোমাদের শিশুদের থেকে,

তোমাদের ঝগড়া বিবাদ থেকে, শরীআত নির্ধারিত মৃত্যুদণ্ড ও অন্যান্য শাস্তি কার্যকর করা থেকে, তোমাদের ক্রয় ও বিক্রয় থেকে। তোমরা তোমাদের মসজিদগুলোকে শুক্রবারে আগর-সুগন্ধি জ্বালিয়ে সুগন্ধময় করবে। আর মসজিদের প্রবেশ পথের নিকট ওযুখানা তৈরি করবে।

হাদীসটি তাবারানি সংকলন করেছেন। হাদীসটি মুরসাল অর্থাৎ মুনকাতি'। কারণ তাবিয়ি মাকহুল সাহাবি মুআয ইবন জাবালের মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি মুআযের হাদীস অন্য কোনো এক বা একাধিক ব্যক্তির মাধ্যমে শুনেছেন যাদের নাম তিনি উল্লেখ করেননি। তবে মাকহুল পর্যন্ত হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।[১৮২] তাবারানি অনুরূপ অর্থে একটি হাদীস আবু দারদা, আবু উমামা ও ওয়াসিলা ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। এই হাদীসে অতিরিক্ত বলা হয়েছে, 'এবং তোমাদের পাগলদের থেকে, তোমাদের উচ্চস্বর থেকে এবং তোমাদের তরবারি উন্মুক্ত করা থেকে'। তাবারানির এই হাদীসটির সনদ যয়ীফ। ইবন মাজাহ যয়ীফ সনদে ওয়াসিলা ﷺ-এর সূত্রে হাদীসটি সংকলন করেছেন। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৭৬০১ ও ২০/১৭৩, হাদীস-৩৬৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৫০]*

(১৮২) মসজিদের মধ্যে ক্রয়বিক্রয়, হারানো বিজ্ঞপ্তি, কবিতা পাঠ ও জুমুআর দিনে সালাতের আগে বৃত্তাকারে বসা মাকরূহ

(٧٨٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيْهِ

[১৮২]. গ্রন্থকার টীকায় বলেছেন, "আল্লামা হাইসামি মাজমাউয যাওয়ায়িদে হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, 'এর সনদে মাকহুল রয়েছেন, তিনি মুআয থেকে শ্রবণ করেন নি'। এতে বোঝা যায়, সনদের অন্য রাবীগণ নির্ভরযোগ্য"। শুআইব আরনাউত বলেন, এর সনদে ইয়াহইয়া ইবন আলা' রয়েছেন, তিনি পরিত্যক্ত, মিথ্যায় অভিযুক্ত। তিনি ইবন মাজাহর সনদকে 'অত্যন্ত দুর্বল' বলেছেন। কেননা সনদের রাবী হারিস ইবন নাবহান পরিত্যক্ত, উতবাহ ইবন ইয়াকযান দুর্বল এবং আবু সায়ীদ শামি অজ্ঞাতপরিচয়। আর তাবারানি সংকলিত আবু দারদা, আবু উমামা ও ওয়াসিলার হাদীসে রয়েছেন আলা' ইবন কাসীর, তিনি পরিত্যক্ত; সুতরাং এ হাদীসের অনুবর্তনে তুষ্ট হবার কিছু নেই। দেখুন: বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা ১০/১৭৭; শুআইব আরনাউত, তাহকীক সুনান ইবন মাজাহ ১/৪৮২; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ ২/২৬; আসকালানি, আত তালখীসুল হাবীর ৪/৪৫৭; সাখাবি, আল মাকাসিদুল হাসানাহ, পৃ. ২৮৬; আলবানি, ইরওয়াউল গালীল ৭/৩৬২; আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর, খুতবাতুল ইসলাম, পৃ. ১৬২; জাকারিয়া হাসনাবাদী, প্রচলিত জাল হাদীস, পৃ. ১২৯। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

ضَالَّةً فَقُوْلُوْا: لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ.

(৭৮২) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা যদি দেখ যে, কেউ মসজিদের মধ্যে ক্রয় বা বিক্রয় করছে তাহলে তোমরা বলবে, 'আল্লাহ যেন তোমার ব্যবসায়ে লাভ না দেন'। আর যদি তোমরা দেখ যে, কেউ মসজিদের মধ্যে হারানো কিছু খোঁজ করছে তাহলে তোমরা বলবে, 'তোমার হারানো বস্তু যেন আল্লাহ তোমাকে ফেরত না দেন'। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৩২১; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-২৩৩৯]*

(٧٨٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

(৭৮৩) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমরা দেখ যে, কেউ মসজিদের মধ্যে হারানো বস্তু খোঁজ করছে তাহলে বলবে, 'আল্লাহ তোমার হারানো বস্তু ফিরিয়ে না দেন'; কারণ মসজিদগুলোকে এই সকল কাজের জন্য বানানো হয়নি। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৬৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৭৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৬৭]*

(٧٨٤) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الْأَشْعَارُ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ الضَّالَّةُ وَعَنِ الْحِلَقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

(৭৮৪) আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন, কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন, হারানো বস্তু খোঁজ করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি জুমুআর দিনে সালাতের আগে বৃত্তাকারে বসতে নিষেধ করেছেন। (জুমুআর দিনে সালাতের আগে ছোটছোট যিকির বা আলোচনার মজলিস তৈরি করতে নিষেধ করেছেন)। (আহমাদ। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৬৭৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩২২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৭৯]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, কবিতা পাঠের নিষেধাজ্ঞার ব্যাখ্যা হল, যদি কবিতা পাঠের মধ্যে কোনো ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা বা উপকার না থাকে তাহলে মসজিদের মধ্যে কবিতা পাঠ নিষিদ্ধ হবে। ধর্মীয় প্রয়োজনে কবিতা পাঠ করা যেতে পারে। নিচের হাদীস থেকে তা বোঝা যায়।

(٧٨٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرَّ بِحَسَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ فَلَحَظَ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أُنْشِدُ وَفِيْهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ.

(৭৮৫) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, হাসসান বিন সাবিত ﵁ মসজিদের মধ্যে কবিতা পাঠ করছিলেন। তখন উমার ﵁ সেই স্থান দিয়ে গমন করেন। তিনি হাসসান ﵁-এর দিকে ভ্রুকুটি করে তাকান। তখন হাসসান ﵁ বলেন, আমি এর আগে কবিতা পাঠ করতাম যে মজলিসে আপনার চেয়ে উত্তম ব্যক্তি (রাসূলুল্লাহ ৎ) থাকতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩২১২; সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৪৮৫; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫০১৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭১৬; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১৯৩৬]*

(১৮৩) রসুন বা অনুরূপ কিছু খেয়ে মসজিদে গমনের বিধান

(٧٨٦) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِي الثُّوْمَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا... مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ... حَتَّى يَذْهَبَ رِيْحُهَا... اَلْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ.

(৭৮৬) জাবির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি এই বৃক্ষের ফল, অর্থাৎ রসুন ভক্ষণ করবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকট আগমন না করে। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের বর্ণনায়: 'এই দুর্গন্ধময় বৃক্ষ থেকে যে ভক্ষণ করবে'...। মুসলিমের দ্বিতীয় বর্ণনায়: 'যতক্ষণ না তার গন্ধ দূর হয় ততক্ষণ সে মসজিদে আগমন করবে না'। বুখারি ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায়: 'যে ব্যক্তি রসুন বা পেয়াজ ভক্ষণ করবে...'। মুসলিমের এক বর্ণনায়: 'যে ব্যক্তি রসুন, পেয়াজ বা সাদা পেয়াজ জাতীয় তরকারি (leek) ভক্ষণ করবে...')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৮৫৪, ৮৫৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৬৩]*

(১৮৪) মসজিদের মধ্যে বা সালাতরত অবস্থায় থুথু ফেলা

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মাকরূহ

(٧٨٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

(৭৮৭) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা পাপ। এই পাপের কাফফারা হল তা পুতে ফেলা। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৫২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৭৫; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৭২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭২৩]*

(٧٨٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيْهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا.

(৭৮৮) আনাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন তার সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে (একান্ত আলাপে) রত থাকে। অথবা তিনি বলেন,[১৮৩] তখন তাঁর প্রভু তার ও তার কিবলার মাঝে থাকেন। কাজেই তোমাদের কেউ যেন তার কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে তার বামদিকে অথবা পায়ের নিচে থুথু ফেলবে। অতঃপর তিনি নিজ চাদরের একটি প্রান্ত হাতে নেন এবং তাতে থুথু ফেলেন। এরপর চাদরের একাংশের উপর আরেকাংশ রেখে মুছে ফেলেন। এরপর বলেন অথবা এরূপ করবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪০৫, ৪১৩, ৪১৭, ৫৩১, ৫৩২ ও ১২১৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৫১]*

(১৮৫) খালি পায়ে ও স্যান্ডেল-জুতা পায়ে সালাত আদায়

(٧٨٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا.

(৭৮৯) আমর ইবন শুআইব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে খালি পায়ে ও স্যান্ডেল-জুতা পায়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। (আবু দাউদ। সনদের বর্ণনাকারীগণ

[১৮৩]. মূল গ্রন্থে আছে 'এবং তার প্রভু'। সহীহ বুখারির প্রচলিত কপিগুলোতে 'অথবা তিনি বলেন...' রয়েছে। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

নির্ভরযোগ্য)।[১৮৪] *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৬৫৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৩৮]*

(১৮৬) মসজিদে উকুন ফেলা

(٧٩٠) عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ رَفَعَهُ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمُ الْقَمْلَةَ فِيْ ثَوْبِهِ فَلْيَصُرَّهَا وَلَا يُلْقِهَا فِي الْمَسْجِدِ.

(৭৯০) একজন আনসারি সাহাবি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তার কাপড়ে উকুন পায় তাহলে সে যেন উকুনটি চেপে মেরে ফেলে এবং তাকে মসজিদে ফেলে না দেয়। (আহমাদ। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৪৮৫; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৪৮৭; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩৬০৮]*

(১৮৭) ওযু-বিহীন ব্যক্তি, গোসল-বিহীন ব্যক্তি ও ঋতুবতী মহিলার মসজিদে প্রবেশ

(٧٩١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: وَجِّهُوْا هَذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَإِنِّيْ لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ.

(৭৯১) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা এ সকল বাড়িঘরের মুখগুলো মসজিদ থেকে ঘুরিয়ে নাও; কারণ আমি কোনো ঋতুবতী মহিলা বা গোসল আবশ্যক মানুষের জন্য মসজিদে প্রবেশ বৈধ করব না। (আবু দাউদ হাসান সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৩২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৩২৭]*

(٧٩٢) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاجْتَازَ فِيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

(৭৯২) আলী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন পেশাব করেন। এরপর তিনি ওযু করার পূর্বেই মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদ অতিক্রম করে চলে যান। (মাকদিসির সহীহ হাদীসের সংকলন 'আহাদীস

[১৮৪]. নাসায়ি আয়িশা ﷺ থেকে সহীহ সনদে এই অর্থে আরেকটি হাদীস সংকলন করেছেন। এই হাদীসে আয়িশা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দাঁড়িয়ে ও বসে পান করতে দেখেছি, খালি পায়ে ও স্যান্ডেল-জুতা পায়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং সালাত শেষে ডানে ও বামে ঘুরতে দেখেছি। [হাদীস নং-১৩৬১; আরো দেখুন: আবু দাউদ-৬৫২] (অনুবাদক)

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মুখতারাহ' গ্রন্থে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-১৫৪০; সুয়ুতি, জামিউল আহাদীস, হাদীস-৩২৫৩৭]*

(১৮৮) মসজিদ আল্লাহর যিকর, সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির জন্য; জাগতিক কথাবার্তা ও কাজকর্মের জন্য সেখানে বসা উচিত নয়

(٧٩٣) عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَعُسُّ فِيْ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجِدُ سَوَادًا إِلَّا أَخْرَجَهُ إِلَّا مُصَلِّيًا.

(৭৯৩) তাবিয়ি আবু আমর শাইবানি বলেন, ইবন মাসউদ ﵁ রাত্রে মসজিদে ঘোরাফেরা করতেন। মসজিদের মধ্যে কাউকে পেলে তাকে বের করে দিতেন। শুধুমাত্র যদি কেউ সালাতে রত থাকত তাকে বের করতেন না। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯২৬৬; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-১৬৫৪; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২০৩৮]*

(٧٩٤) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: يَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَتَحَلَّقُوْنَ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ وَلَيْسَ هِمَّتُهُمْ إِلَّا الدُّنْيَا لَيْسَ لِلهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ فَلَا تُجَالِسُوْهُمْ.

(৭৯৪) আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মানুষের মধ্যে এমন এক সময় আসবে, যখন তারা তাদের মসজিদগুলোতে বৃত্তাকারে বসবে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে দুনিয়া। এদের মধ্যে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। তোমরা এদের সাথে বসবে না। (হাকিম। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।[১৮৫] *[মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৭৯১৬]*

[১৮৫]. যাহাবিও হাকিমের সাথে একমত পোষণ করেছেন। কিন্তু আলবানি বলেন, 'হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল। কেননা এর সনদে আহমাদ ইবন বাকর বালিসি রয়েছেন, তিনি মিথ্যায় অভিযুক্ত; যাহাবি নিজেই তার অগ্রহণযোগ্যতার কথা উল্লেখ করেছেন'। এই হাদীসটি ইবন আবী শাইবা ও বাইহাকি হাসান বসরি থেকে মুরসালরূপে সংকলন করেছেন। ইবন হিব্বান সংকলিত ইবন মাসউদের (নিচের ৭৯৩ নং) হাদীসকে আলবানি হাসান বলেছেন। হাদীসটি তাবারানিও সংকলন করেছেন, যার সনদ বাযীগ আবুল খালীলের কারণে দুর্বল। দেখুন: মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৩৫৩১০; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-২৭০১; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১০৪৫২; আসকালানি, ইতহাফুল মাহারাহ ১০/২৫৩; আলবানি, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩/১৫১-১৫৩; সহীহুত তারগীব ১/৭২। -সম্পাদক

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٧٩٥) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: سَيَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَكُوْنُ حَدِيْثُهُمْ فِيْ مَسَاجِدِهِمْ لَيْسَ لِلهِ فِيْهِمْ حَاجَةٌ.

(৭৯৫) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, শেষ যামানায় কিছু মানুষ এরূপ হবে যে, তাদের কথাবার্তা তাদের মসজিদগুলোর মধ্যেই হবে। এদের মধ্যে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই। (ইবন হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে)।[১৮৬] *[সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-৬৭৬১]*

(٧٩٦) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا (فِيْ قِصَّةِ بَوْلِ الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ): إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَالصَّلَاةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ.

(৭৯৬) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, একবার এক বেদুঈন মসজিদের মধ্যে পেশাব করে। ...রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেন, এ সকল মসজিদ পেশাব বা এই ধরনের নোংরা কাজের জন্য নয়। এগুলো শুধুমাত্র মহিমাময় আল্লাহর যিকির, সালাত ও কুরআন তিলাওয়াতের জন্য। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৮৫; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৬৪২৬]*

গ্রন্থকার বলেন, দ্বীনি প্রয়োজন বা কল্যাণ না থাকলে সেক্ষেত্রে জাগতিক কর্ম ও কথাবার্তা মসজিদের মধ্যে বর্জনীয়। তবে যদি কোনো জাগতিক কর্মের মধ্যে দ্বীনি উদ্দেশ্য, প্রয়োজন বা কল্যাণ নিহিত থাকে তাহলে তা মসজিদের মধ্যে মুবাহ বা বৈধ। মসজিদের মধ্যে জাহিলি যুগের গল্প বলা, হাসা, মালসম্পদ বণ্টন করা, খেলাধুলা, তাঁবু খাটানো, স্বপ্নের আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ের বৈধতা নিম্নের হাদীসগুলো থেকে জানা যায়।

(٧٩٧) جَابِرِبْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقُوْمُ مِنْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ الصُّبْحَ أَوِ الْغَدَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ وَكَانُوْا يَتَحَدَّثُوْنَ فَيَأْخُذُوْنَ فِيْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ فَيَضْحَكُوْنَ وَيَتَبَسَّمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

[১৮৬]. হাদীসটির সনদে দুর্বলতার কথা মুহদ্দিসগণ উল্লেখ করেছেন। দেখুন: মাওয়ারিদুয যামআন ২/৮-৯। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৭৯৭) জাবির ইবন সামুরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায়ের পরে সূর্যোদয়ের আগে তাঁর সালাতের স্থান থেকে উঠতেন না। সূর্য উদিত হওয়ার পরে তিনি উঠে যেতেন। এ সময়ে তাঁর সাহাবিগণ কথাবার্তা বলতেন, জাহিলি যুগের বিষয়াদি নিয়ে আলাপ করতেন। এ সকল কথায় তারা হাসতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু মৃদু হাসতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৭০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২০৮৪৪]*

(٧٩٨) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوْهُ فِي الْمَسْجِدِ...

(৭৯৮) আনাস ইবন মালিক ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বাহরাইন থেকে সম্পদ পাঠানো হয়। তিনি বলেন, এগুলো মসজিদের মধ্যে ছিটিয়ে বণ্টন করে দাও...। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪২১]*

(٧٩٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ (بِحِرَابِهِمْ) فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ أَنْظُرُ إِلَى لَعِبِهِمْ.

(৭৯৯) আয়িশা ﵂ বলেন, আমি একদিন দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাবশিগণ তাদের লাঠি-বল্লম নিয়ে মসজিদের মধ্যে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করলেন। আমি তাদের খেলা দেখলাম। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৯২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৫৩৩৩]*

(٨٠٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: أُصِيْبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الْأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُوْدَهُ مِنْ قَرِيْبٍ.

(৮০০) আয়িশা ﵂ বলেন, সা'দ ইবন মুআয ﵁ খন্দকের যুদ্ধের সময়ে হাতের একটি শিরায় আঘাতপ্রাপ্ত হন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

মসজিদের মধ্যে তার জন্য একটি তাঁবু খাটান, যেন তিনি কাছে থেকে তার দেখাশুনা ও শুশ্রুষা করতে পারেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৭৬৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৩১০১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭১০]*

(٨٠١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ وَلِيْدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَأَعْتَقُوْهَا... فَجَاءَتْ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ حِفْشٌ.

(৮০১) আয়িশা ﵂ বলেন, এক আরব গোত্রের এক কাফ্রি ক্রীতদাসীকে তারা মুক্ত করে দিয়েছিল। মেয়েটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে ও ইসলাম গ্রহণ করে। মসজিদের মধ্যে তার একটি তাঁবু বা একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর ছিল। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৩৯]*

(٨٠٢) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمُ اللَّيْلَةَ رُؤْيَا؟

(৮০২) সামুরাহ ইবন জুনদাব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাত আদায়ের পরে সমবেত মানুষদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং বলতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি আজ রাতে কোনো স্বপ্ন দেখেছে? (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন) *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-২২৯৪]*

(১৮৯) তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না

(٨٠٣) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: اَلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُوْلِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى.

(৮০৩) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিনটি মসজিদ ছাড়া কোথাও সফর করা যাবে না: মসজিদে হারাম, মসজিদে নববি ও মসজিদে আকসা। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮২৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩২৬]*

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٨٠٤) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا يَنْبَغِيْ لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيْهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِيْ هَذَا.

(৮০৪) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো বাহনের জন্য উচিত নয় যে, কোনো মসজিদে গিয়ে সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে সফরের জন্য তাকে তৈরি করা হবে, তিনটি মসজিদ ছাড়া: মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ। (আহমাদ হাসান সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১১৬০৯]*

(٨٠٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

(৮০৫) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমার মসজিদে একটি সালাত মসজিদে হারাম ছাড়া অন্য যে কোনো মসজিদে এক হাজার সালাতের চেয়ে উত্তম। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৯৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩২৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-২৮৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৪০৪]*

(٨٠٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِيْ مَسْجِدِهِ وَلَا يَتَتَبَّعِ الْمَسَاجِدَ.

(৮০৬) ইবন উমার ﵄ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ মসজিদে সালাত আদায় করবে এবং মসজিদ বেছে বেড়াবে না বা বিশেষ কোনো মসজিদে সালাত আদায়ের জন্য চেষ্টা করবে না। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১৩৩৭৩; আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৫১৭৬; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২০৩৭]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এর অর্থ হল, উপরোক্ত তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদ বেছে বা খুঁজে সালাত আদায়ের চেষ্টা করবে না।

(১৯০) কা'বার মধ্যে সালাত

(٨٠٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيْهَا فَسَأَلْتُ بِلَالًا حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ جَعَلَ عَمُوْدًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُوْدًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى.

(৮০৭) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উসামা ইবন যাইদ, বিলাল ও উসমান ইবন তালহা হাজাবি ﷺ-কে সাথে নিয়ে কা'বা গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি কিছু সময় কাবা গৃহের মধ্যে অবস্থান করেন। বের হয়ে আসার পরে আমি বিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ কী করলেন? তিনি বলেন, তিনি একটি খুঁটি (স্তম্ভ) বামে রাখলেন, একটি খুঁটি ডানে রাখলেন এবং তিনটি খুঁটি পেছনে রাখলেন- সে সময়ে কা'বাগৃহ ছয়টি খুঁটি বা স্তম্ভের উপর ছিল- এরপর তিনি সালাত আদায় করলেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩২৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২০২৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৪৯]*

(٨٠٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَفِيْهَا سِتُّ سَوَارٍ فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةٍ فَدَعَا وَلَمْ يُصَلِّ.

(৮০৮) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা-গৃহের মধ্যে প্রবেশ করেন। সে সময়ে কা'বা-গৃহের মধ্যে ছয়টি খুঁটি ছিল। তিনি একটি খুঁটির নিকট দুআ করেন। তিনি সালাত আদায় করেননি। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-১৩৩১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১২৬]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, ইবন উমারের হাদীসে সালাত আদায়ের কথা একটি ঘটনার বিবরণ এবং ইবন আব্বাসের এই হাদীসটি অন্য একটি ঘটনার বিবরণ। কাজেই দুইটি হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। সুহাইলি একথা বলেছেন।

(১৯১) আযানের পরে মসজিদ থেকে বের হওয়া

(٨٠٩) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمَسْجِدِ يَمْشِيْ فَأَتْبَعَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... ثُمَّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُوْدِيَ بِالصَّلَاةِ فَلَا يَخْرُجْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ.

(৮০৯) তাবিয়ি আবু শা'সা বলেন, আমরা মসজিদের মধ্যে আবু হুরাইরা ﵁-এর সাথে বসে ছিলাম। এমতাবস্থায় মুআযযিন আযান দেন। তখন একব্যক্তি উঠে মসজিদ থেকে চলে গেলেন। যতক্ষণ লোকটি মসজিদ থেকে বের হয়ে গেল ততক্ষণ আবু হুরাইরা ﵁ তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এরপর তিনি বললেন, এই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অবাধ্যতা করল। (মুসলিম। আহমাদ অন্য একটি গ্রহণযোগ্য সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় শেষে আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যদি তোমরা মসজিদের মধ্যে থাক এবং সেই অবস্থায় আযান দেওয়া হয়, তাহলে তোমাদের কেউ যেন সালাত আদায় না করা পর্যন্ত বের না হয়')। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৫৫; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১০৯৩৩, ১০৯৩৪; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৩৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-২০৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৩৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬৮৩]*

(٨١٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مَرْفُوْعًا: لَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَحَدٌ بَعْدَ النِّدَاءِ إِلَّا مُنَافِقٌ إِلَّا أَحَدٌ أَخْرَجَتْهُ حَاجَةٌ وَهُوَ يُرِيْدُ الرُّجُوْعَ.

(৮১০) তাবিয়ি সায়ীদ ইবনুল মুসাইয়িব (মৃ. ৯৩ হি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আযানের পরে মসজিদ থেকে মুনাফিক ছাড়া কেউ বের হয় না। ব্যতিক্রম শুধু ওই ব্যক্তি যে ফিরে আসার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো প্রয়োজনে বের হয়েছে। (আবু দাউদ মারাসীল গ্রন্থে। হাদীসটি শক্তিশালী মুরসাল)। *[মারাসীল আবু দাউদ, হাদীস-২৫]*

(১৯২) মসজিদের প্রবেশের সময় ও মসজিদ থেকে বের হওয়া সময় পাঠের দুআ

(٨١١) عَنْ أَبِيْ حُمَيْدٍ وَأَبِيْ أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: إِذَا

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ: اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

(৮১১) আবু হুমাইদ ﵁ ও আবু উসাইদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে তখন বলবে, 'হে আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন'। আর যখন বের হবে তখন বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ-রিযিক প্রার্থনা করছি'। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭১৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৬৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭২৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৭২]*

যিয়া' মাকদিসি অনুরূপ হাদীস আলী ﵁ থেকে সংকলন করেছেন। যিয়া' ও আহমাদ অনুরূপ হাদীস সাইয়িদাতুনা ফাতিমা ﵂ থেকে সংকলন করেছেন। যিয়া'র বর্ণনায় প্রবেশ ও বের হওয়ার দুআয় অতিরিক্ত বলা হয়েছে: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ 'আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের উপর সালাম'। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬৪১৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৭৭১]*

(১৯৩) তাহিয়্যাতুল মসজিদ

(٨١٢) عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ... فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

(৮১২) আবু কাতাদা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন বসার আগে দুই রাকআত সালাত আদায় করে। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের অন্য বর্ণনায়: 'সে যেন দুই রাকআত সালাত আদায় করার আগে না বসে)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭১৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩১৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৭৩০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০১৩]*

বিত্‌র বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(১৯৪) বিতর আবশ্যকীয় দায়িত্ব

(٨١٣) عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْوِتْرُ حَقٌّ (وَاجِبٌ) (عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ) فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ.

(৮১৩) আবু আইউব আনসারি ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিতর হক (অর্থাৎ সত্য বা দায়িত্ব); অতএব যার ইচ্ছা হবে সে পাঁচ রাকআত দিয়ে বিতর আদায় করবে, যার ইচ্ছা হবে সে তিন রাকআত দিয়ে বিতর আদায় করবে এবং যার ইচ্ছা হবে সে এক রাকআত দিয়ে বিতর আদায় করবে। (নাসায়ি, তাহাবি, ইবন মাজাহ, বাইহাকি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৭১০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৯০; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৭৩৩; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪৭৭৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৩০]*

আবু দাউদ হাদীসটি সংকলন করেছেন। আবু দাউদের বর্ণনায় হাদীসটিতে বলা হয়েছে, 'বিতর হক (দায়িত্ব) প্রত্যেক মুসলিমের উপর...'। দারাকুতনি হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায়: 'বিতর হক ওয়াজিব (আবশ্যকীয় দায়িত্ব)'। দারাকুতনির বর্ণনার সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য। তায়ালিসি হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায়: 'বিতর হক অথবা ওয়াজিব: দায়িত্ব অথবা আবশ্যকীয়'। তাবারানি হাসান সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায়: 'বিতর প্রত্যেক মুসলিমের উপর ওয়াজিব বা আবশ্যকীয়'। এই শব্দে বাযযার হাদীসটি ইবন মাসউদ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন।

(٨١٤) عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا... ثَلَاثًا.

(৮১৪) বুরাইদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, বিতর হক বা দায়িত্ব; কাজেই যে বিতর পালন করবে না সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তিনি তিনবার এই কথাটি বলেন। (আবু দাউদ। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন হুমাম হাদীসটিকে হাসান বলে গণ্য করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪১৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৪৬; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬৮৬৩; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩০১৯; তাহাবি, শারহু মুশকিলিল আসার, হাদীস-১৩৪৩; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪৪৬৪]*

(٨١٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَصَلَاتِكُمُ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَكِنْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا.

(৮১৫) আলী ﷺ বলেন, বিতর তোমাদের ফরয সালাতের মতো আবশ্যকীয় নয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর আদায় করেছেন। এরপর তিনি বলেছেন, হে আহলে কুরআন, তোমরা বিতর আদায় করো। (হাকিম। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৫৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৬৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১১৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১২৬২; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১০৬৭]*

(٨١٦) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا.

(৮১৬) আবু সায়ীদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা প্রভাত হওয়ার আগে বিতর আদায় করবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৫৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৬৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৮৯]*

(٨١٧) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَهُ.

(৮১৭) আবু সায়ীদ ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি বিতর থেকে ঘুমিয়ে পড়বে অথবা বিতর আদায় করতে ভুলে যাবে সে যেন প্রভাত হওয়ার পরে অথবা যখন তার মনে পড়ে তখন বিতর আদায় করে। (দারাকুতনি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৬৩৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১২৭; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৩১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৮৮]*

(১৯৫) তিন রাকআত বিতর, তিন রাকআত শেষ করার আগে সালাম দিবে না

(٨١٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ... لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ هَذَا وِتْرُ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

(৮১৮) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন। (তাহাবি, দারাকুতনি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তার অন্য বর্ণনায়: '...তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন,

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তিনের শেষে ছাড়া সালাম ফেরাতেন না। আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাবের বিতর এইরূপ ছিল)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৬৯৫; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৬৭৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৪০]*

(٨١٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يُسَلِّمُ فِيْ رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ.

(৮১৯) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুল বিতরের দ্বিতীয় রাকআতে সালাম ফেরাতেন না। (নাসায়ি, বাইহাকি সহীহ সনদে। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬৯৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪৮১৪; মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদীস-২৬৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৩৯; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬৮৪২]*

(٨٢٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا (فِيْ صِفَةِ صَلَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ): يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا.

(৮২০) আয়িশা ﵂ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইলের বর্ণনায় বলেন, তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কোরো না। এরপর তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কোরো না। এরপর তিনি তিন রাকআত আদায় করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১৪৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৩৮]*

(٨٢١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ (فِيْ صِفَةِ قِيَامِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ): ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَ فِيْهِمَا الْقِيَامَ وَالرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ ثُمَّ انْصَرَفَ... فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ... ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ.

(৮২১) ইবন আব্বাস ﵄ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তাহাজ্জুদ বা রাতের সালাতের বিবরণে বলেন, তিনি দাঁড়িয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করলেন। সেগুলোর কিরাআত, রুকু ও সাজদা দীর্ঘ করলেন। ...এভাবে তিনি তিনবারে ছয় রাকআত সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি তিন

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাকআত দিয়ে বিতর আদায় করলেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৬৩]*

(٨٢٢) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَوْقُوْفًا: اَلْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَوِتْرِ النَّهَارِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

(৮২২) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, বিতর তিন রাকআত। ঠিক দিনের বিতর মাগরিবের সালাতের মতো। (তাহাবি, মুহাম্মাদ, তাবারানি। বাইহাকি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৭৪৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪৮১২; মুআত্তা মুহাম্মাদ, হাদীস-২৬২; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪৬৩৫; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৪২০]*

(٨٢٣) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: اَلْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ وَكَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ... وَفِيْ لَفْظٍ: لَمْ يُسَلِّمْ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ.

(৮২৩) আনাস ﷺ বলেন, বিতর তিন রাকআত। তিনি নিজে তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন। দ্বিতীয় বর্ণনায়: তিনি তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন। তিন রাকআত শেষে ছাড়া সালাম বলতেন না। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৭৪৬, ১৭৪৭]*

আরো অনেক সাহাবি ও তাবিয়ি তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আব্দুর রাহমান ইবন আবযার হাদীস সংকলন করেছেন নাসায়ি ও তাহাবি সহীহ সনদে। উবাই ইবন কা'বের হাদীস সংকলন করেছেন নাসায়ি সহীহ সনদে। উমার ﷺ-এর হাদীস সংকলন করেছেন তাহাবি সহীহ সনদে। তাহাবি সহীহ সনদে তাবিয়ি আবুল আলিয়াহ থেকে সংকলন করেছেন যে, সাহাবিগণ তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন। তাহাবি হাসান সনদে সংকলন করেছেন যে, মদীনার সাত তাবিয়ি ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে: أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ 'বিতর তিন রাকআত। তিন রাকআত শেষ করার আগে সালাম বলা যাবে না'। তাহাবি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন যে: بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ أَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْوِتْرَ آخِرِهِنَّ 'তাবিয়ি খলীফায়ে রাশিদ উমার ইবন আব্দুল আযীয মদীনার সাত

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তাবিয়ি ফকীহর মতানুসারে মদীনায় বিধিবদ্ধ করেন যে, সালাতুল বিতর তিন রাকআত। তিন রাকআতের শেষে ছাড়া সালাম বলবে না'। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস ১৬৯৯-১৭০১ ও ১৭৩২-১৭৩৬; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৭৪১-১৭৪৩, ১৭৫৭]*

(১৯৬) এক রাকআত বিতর

(٨٢٤) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ قَالَ: بَلَغَ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أن سَعْداً يُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ فَقَالَ: مَا أَجْزَأَتْ رَكْعَةٌ قَطُّ.

(৮২৪) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ জানতে পারেন যে সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ﵁ এক রাকআত বিতর আদায় করেন। তিনি বলেন, এক রাকআত কখনো যথেষ্ট হবে না (বিতর আদায় হবে না)। (তাবারানি)।

আরো অনেক সাহাবি ও তাবিয়ি তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। আব্দুর রাহমান ইবন আবযার হাদীস সংকলন করেছেন নাসায়ি ও তাহাবি সহীহ সনদে। উবাই ইবন কা'বের হাদীস সংকলন করেছেন নাসায়ি সহীহ সনদে। উমার ﵁-এর হাদীস সংকলন করেছেন তাহাবি সহীহ সনদে। তাহাবি সহীহ সনদে তাবিয়ি আবুল আলিয়াহ থেকে সংকলন করেছেন যে, সাহাবিগণ তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন। তাহাবি হাসান সনদে সংকলন করেছেন যে, মদীনার সাত তাবিয়ি ফকীহ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে: أَنَّ الْوِتْرَ ثَلَاثٌ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ 'বিতর তিন রাকআত। তিন রাকআত শেষ করার আগে সালাম বলা যাবে না'। তাহাবি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন যে: أَثْبَتَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْوِتْرَ بِالْمَدِيْنَةِ بِقَوْلِ الْفُقَهَاءِ ثَلَاثًا لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِيْ آخِرِهِنَّ 'তাবিয়ি খলীফায়ে রাশিদ উমার ইবন আব্দুল আযীয মদীনার সাত তাবিয়ি ফকীহর মতানুসারে মদীনায় বিধিবদ্ধ করেন যে, সালাতুল বিতর তিন রাকআত। তিন রাকআতের শেষে ছাড়া সালাম বলবে না'। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস ১৬৯৯-১৭০১ ও ১৭৩২-১৭৩৬; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৭৪১-১৭৪৩, ১৭৫৭]*

(٨٢٥) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْبُتَيْرَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَاحِدَةً يُوْتِرُ بِهَا.

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৮২৫) আবু সায়ীদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ অপূর্ণ খণ্ডিত সালাত আদায় করতে, অর্থাৎ এক রাকআত সালাত দ্বারা বিতর আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (হাদীসটি ইবন আব্দুল বার্‌র তামহীদ গ্রন্থে[১৮৭] এবং আব্দুল হক আহকাম গ্রন্থে সংকলন করেছেন)। *[ইবন আব্দুল বার্‌র, তামহীদ ১৩/২৫৪; যাইলায়ি, নাসবুর রায়াহ ২/১২০]*

আব্দুল হক হাদীসটিকে ধারণাপ্রসূত ভুল ও দুর্বল বলে উল্লেখ করেছেন। ইবনুল কাত্তান বলেন, 'শায' বা নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীদের বিপরীত হওয়ার কারণে হাদীসটি দুর্বল। এই হাদীসের অর্থে আরেকটি হাদীস তাবিয়ি মুহাম্মাদ ইবন কা'ব থেকে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুরসাল এবং এর সনদ দুর্বল।

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এক রাকআত বিতর, পাঁচ রাকআত বিতর বা এর বেশি রাকআত বিতর আদায়ের পক্ষে অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে উপরে যা উল্লেখ করা হল, অর্থাৎ তিন রাকআত বিতর আদায়ই উত্তম। আল্লাহই ভালো জানেন।

(১৯৭) তিন রাকআত বিতরের নিষেধাজ্ঞা ও তার ব্যাখ্যা

(٨٢٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تُوْتِرُوْا بِثَلَاثٍ أَوْتِرُوْا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ وَلَا تُشَبِّهُوْا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

(৮২৬) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা তিন রাকআত বিতর আদায় করবে না। তোমরা পাঁচ অথবা সাত রাকআত বিতর আদায় করবে। তোমরা সালাতুল বিতরকে সালাতুল মাগবিরের মতো করে আদায় করবে না। (দারাকুতনি। তিনি হাদীসটিকে শক্তিশালী বলে উল্লেখ করেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৬৫০; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৩৭]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এর অর্থ হল, শুধুমাত্র তিন রাকআত বিতর আদায় করবে না। তিন রাকআত বিতর এর আগে সর্বদা দুই-চার রাকআত

[১৮৭]. গ্রন্থকার টীকায় বলেন, হাদীসটির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

নফল সালাত আদায় করবে।[১৮৮] এতে সালাতুল মাগরিব ও সালাতুল বিতরের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হবে।

(٨٢٧) عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: عَلَّمَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْوِتْرَ مِثْلُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ غَيْرَ أَنَّا نَقْرَأُ فِي الثَّالِثَةِ فَهَذَا وِتْرُ اللَّيْلِ وَهَذَا وِتْرُ النَّهَارِ.

(৮২৭) তাবিয়ি আবুল আলিয়া বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ-এর সাহাবিগণ আমাদেরকে সালাতুল বিতর শিখিয়েছেন তিন রাকআত সালাতুল মাগরিবের মতোই, ব্যতিক্রম হল যে, আমরা বিতরের তৃতীয় রাকআতে কুরআন পাঠ করি। এ হল রাতের বিতর (বেজোড় সালাত) এবং মাগরিব হল দিনের বিতর (বেজোড় সালাত)। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৭৪৩]*

(১৯৮) বিতরের কুনুত,[১৮৯] সারা বছর চলবে, রুকুর পূর্বে, তাকবীর বলে এবং হাত তুলে

(٨٢٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقُنُوْتِ فِي الْوِتْرِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ.

(৮২৮) তাবিয়ি আব্দুর রাহমান ইবন আবু লাইলা (৮৩ হি.) কে সালাতুল বিতরের দুআ (কুনুত) সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, বারা' ইবন আযিব ﷺ আমাদেরকে বলেছেন, কুনুত স্থায়ী সুন্নাত। (হাদীসটি সাররাজ হাসান সনদে সংকলন করেছেন)।[১৯০] *[মুসনাদ সাররাজ, হাদীস-১৩৩৩]*

---

[১৮৮]. ৫ বা ৭ রাকআত বিতর বলতে বিতরের পূর্বের ২ বা ৪ রাকআত নফলসহ বিতর হতে পারে। হাদীসের ব্যবহারে সালাতুল বিতরের পূর্বে আদায়কৃত নফল সালাতও বিতরের মধ্যে বলে গণ্য হয়। আবু দাউদ সংকলিত একটি শক্তিশালী সনদের হাদীসে আয়িশা ﷺ বলেন: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْتِرُ بِأَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِأَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ) রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর পড়তেন ৪ ও ৩ রাকআত, ৬ ও ৩ রাকআত, ৮ ও ৩ রাকআত এবং ১০ ও ৩ রাকআত। তিনি কখনো ৭ রাকআতের কম বা ১৩ রাকআতের বেশি বিতর পড়তেন না। (অনুবাদক)

[১৮৯]. কুনুত শব্দের অর্থ দাঁড়ানো, বিনম্র দাঁড়ানো, দুআ করা ইত্যাদি। সাধারণত সালাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে যে দুআ করা হয় তাকে কুনুত বলা হয়। (অনুবাদক)

[১৯০]. ইবন খুযাইমা তার সহীহ গ্রন্থে (২/১৫৩) এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, তবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, এখানে 'সালাতুল বিতরের কুনুত' নয়, 'সালাতুল ফাজরের কুনুত' হবে। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٨٢٩) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ الْقُنُوْتَ فِي الْوِتْرِ وَاجِبٌ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْنُتَ فَكَبِّرْ وَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ فَكَبِّرْ.

(৮২৯) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি (৯৫ হি.) বলেন, সালাতুল বিতরে রুকুর পূর্বে কুনুত পাঠ রমাযান মাসে ও অন্য সকল সময়ে ওয়াজিব। তুমি যখন কুনুত পাঠের ইচ্ছা করবে তখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে। এবং যখন রুকু করার ইচ্ছা করবে তখন 'আল্লাহু আকবার' বলবে। (মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-২১২]*

(٨٣٠) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْقُنُوْتِ أَبَعْدَ الرُّكُوْعِ أَوْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ لَا بَلْ عِنْدَ فَرَاغٍ مِنَ الْقِرَاءَةِ.

(৮৩০) তাবিয়ি আব্দুল আযীয বলেন, একব্যক্তি আনাস ﵁-কে প্রশ্ন করে, কুনুত কি রুকুর পরে পাঠ করতে হবে, না কুরআন পাঠ শেষ করার পরে? তিনি বলেন, না, বরং কুরআন পাঠ শেষ করার পরে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪০৮৮]*

(٨٣١) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ... وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

(৮৩১) উবাই উবন কা'ব ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন... এবং তিনি রুকুর পূর্বে কুনুত পাঠ করতেন। (নাসায়ি ও ইবন মাজাহ সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬৯৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৭১]*

(٨٣٢) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوِتْرِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

(৮৩২) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, ইবন মাসউদ ﵁ সারাবছর সালাতুল বিতরে রুকুর পূর্বে কুনুত পাঠ করতেন। (মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে। হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন, কারণ ইবরাহীম অন্যের মাধ্যমে ইবন মাসউদের হাদীস শিক্ষা করেছেন, যার নাম তিনি বলেননি।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তবে হাদীসটির সনদ ইবরাহীম পর্যন্ত শক্তিশালী)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-২১১]*

(٨٣٣) عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِيْ أَخِرِ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ.

(৮৩৩) আসওয়াদ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ﷺ সালাতুল বিতরের শেষ রাকআতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) পাঠ করতেন। এরপর তিনি রুকুর আগে দুইহাত উঠাতেন এবং কুনুত পাঠ করতেন। (বুখারি তার রাফউল ইয়াদাইন বিষয়ক পুস্তিকায়। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[বুখারি, কুররাতুল আইনাইন, হাদীস-৯৬]*

(٨٣٤) عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كُنَّا نَجِيْءُ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَؤُمُّ النَّاسَ ثُمَّ يَقْنُتُ بِنَا عِنْدَ الرُّكُوْعِ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ كَفَّاهُ وَيُخْرِجَ ضَبْعَيْهِ.

(৮৩৪) তাবিয়ি আবু উসমান নাহদি বলেন, আমরা উমার ﷺ-এর নিকট আসতাম। তিনি মানুষদেরকে ইমামতি করতেন। অতঃপর তিনি রুকুর সময়[১৯১] আমাদেরকে নিয়ে কুনুত পাঠ করতেন এবং তার দুইহাত উঠাতেন এমনকি তার দুইতালু দেখা যেত এবং তার বাজু দুইটি বের করতেন। (বুখারি তার রাফউল ইয়াদাইন বিষয়ক পুস্তিকায়। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[বুখারি, কুররাতুল আইনাইন, হাদীস-৯৪]*

(১৯৯) কুনুতের দুআ

(٨٣٥) عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِيْ عِمْرَانَ قَالَ: بَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ جِبْرِيْلُ... وَفِيْهِ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوْتَ: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْنَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّيْ وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِيْنَ مُلْحِقٌ.

[১৯১]. গ্রন্থকার عِنْدَ الرُّكُوْعِ বা 'রুকুর সময়' শব্দে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বুখারির কুররাতুল আইনাইন গ্রন্থে রয়েছে بَعْدَ الرُّكُوْعِ বা 'রুকুর পরে'। হাদীসটি বাইহাকি ও যাহাবিও উদ্ধৃত করেছেন। তাদের বর্ণনায়ও রয়েছে بَعْدَ الرُّكُوْعِ বা 'রুকুর পরে'। দেখুন: বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩১৪৮; যাহাবি, তানকীহুত তাহকীক ১/২৪৩। -সম্পাদক

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৮৩৫) দ্বিতীয় হিজরি শতকের তাবিয়ি খালিদ ইবন আবী ইমরান (মৃ. ১২৯ হি.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মুদার গোত্রের জন্য বদ-দুআ করছিলেন। এমতাবস্থায় জিবরাঈল ﷺ তাঁর নিকট আগমন করেন... এরপর তিনি তাকে এই দুআ (কুনুত) শিক্ষা দেন, 'হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমরা আপনারই কাছে সাহায্য চাই, এবং আপনারই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, এবং আপনারই উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, এবং আপনার জন্য বিনীত-অবনত হই। আর আমরা দূর করে দিই এবং পরিত্যাগ করি তাদেরকে যারা আপনার অবাধ্য ও অন্যায়ে লিপ্ত। হে আল্লাহ, শুধু আপনারই আমরা ইবাদত করি, এবং আপনারই জন্য সালাত পালন করি, এবং শুধু আপনার জন্যই সাজদা করি। এবং আপনার দিকেই আমরা ছুটে চলি এবং আপনারই সেবা করি। আমরা আপনার করুণা আশা করি এবং আপনার শাস্তিকে ভয় পাই। নিশ্চয় আপনার শাস্তি কঠিন, নিশ্চয় আপনার শাস্তি অবিশ্বাসীগণের উপর নিপতিত হবে'।

সাহনূন 'আল মুদাওয়ানাতুল কুবরায়', আবু দাউদ মারাসীল গ্রন্থে। হাদীসটি মুরাসল। তাবিয়ি পর্যন্ত এর সনদ শক্তিশালী। হাযিমি একে শক্তিশালী মুরসাল বলেছেন। ইবন আবী শাইবা হাদীসটি উমার ইবনুল খাত্তাব থেকে তার নিজের কর্ম হিসাবে সংকলন করেছেন। এই হাদীসটিকে বাইহাকি সহীহ বলেছেন। উমারের কুনুতের মধ্যে 'জিদ্দ' অর্থাৎ কঠিন বা প্রকৃত এই শব্দটি নেই। এই কুনুতটি সাহনূন আলী ﷺ থেকে তার ব্যবহৃত দুআ হিসাবে সংকলন করেছেন। সুয়ুতি ইতকানে হাসান সনদে উল্লেখ করেছেন যে, এই দুআটি ইবন আব্বাসের লিখিত কুরআনের পাণ্ডুলিপির মধ্যে এবং উবাই ইবন কা'ব ﷺ ও আবু মুসা আশআরি ﷺ-এর কুরআনের কিরাআতের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।
[আল মুদাওয়ানাহ ১/১৯২-১৯৩; মারাসীল আবু দাউদ, হাদীস-৮৯; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-২৯৭১৪; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৩১৪৪; সুয়ুতি, আল ইতকান ১/২২৭]

(٨٣٦) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُوْلُهُنَّ فِي الْوِتْرِ (فِي الْقُنُوْتِ): اَللّٰهُمَّ اهْدِنِيْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِيْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِيْ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِيْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ... (وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ).

(৮৩৬) হাসান ইবন আলী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কুনুতের মধ্যে (নাসায়ির বর্ণনায়: বিতরের কুনুতের মধ্যে) বলার জন্য আমাকে কয়েকটি বাক্য শিখিয়েছেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়াত প্রদান করুন, যাদেরকে আপনি হেদায়াত করেছেন তাদের সাথে। আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ও সুস্থতা দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে। আমাকে ওলি হিসাবে গ্রহণ করুন (আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ করুন), যাদেরকে আপনি ওলি হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে। আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন। আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন। কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ করেন, আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না। আপনি যাকে ওলি হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না। মহামহিমাময় বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, এবং মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি'। নাসায়ির বর্ণনায় শেষে রয়েছে, 'সাল্লাল্লাহু আলান নাব্বিয়্যি মুহাম্মাদ: আল্লাহ নবী মুহাম্মাদের উপর সালাত প্রেরণ করুন'। (তিরমিযি ও নাসায়ি। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৬৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪২৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৭৮; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭১৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৭৪৫]*

(২০০) সালাতুল ফজরের কুনুত

(٨٣٧) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَنَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوْعِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَدْعُوْ عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ... ثُمَّ تَرَكَهُ.

(৮৩৭) আনাস ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একমাস যাবৎ সালাতুল ফজরে রুকুর পরে কুনুত পাঠ করেন। তিনি রি'ল ও যাকওয়ান গোত্রদের উপর বদদুআ করতেন। (বুখারি ও মুসলিম। মুসলিমের এক বর্ণনায়: 'অতঃপর তিনি তা পরিত্যাগ করেন')। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩১৭০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৭৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১০৭০]*

(٨٣٨) عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِيْ (طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ)

يَا أَبَةِ إِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُم هَاهُنَا بِالْكُوْفَةِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِ سِنِيْنَ أَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ؟ قَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ... فَكَانُوْا يَقْنُتُوْنَ فِي الْفَجْرِ فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ مُحْدَثٌ.

(৮৩৮) তাবিয়ি আবু মালিক আশজায়ি বলেন, আমি আমার পিতা তারিক বিন আশয়াম ﵁-কে বললাম, আব্বা, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছে, আবু বাকর ﵁-এর পিছে, উমার ﵁-এর পিছে, উসমান ﵁-এর পিছে এবং এই কুফায় প্রায় পাঁচবছর আলী ইবন আবু তালিব ﵁-এর পেছনে সালাত আদায় করেছেন, বলুন তো তাঁরা কি কুনুত পাঠ করতেন? উত্তরে আমার পিতা বলেন, বেটা, এই কাজটি নব-উদ্ভাবিত বিদআত (তাঁরা কেউ তা করেন নি)।

তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ হাসান সনদে হাদীসটি সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় আবু মালিক তার পিতাকে প্রশ্নের শেষে বলেন, বলুন তো তাঁরা কি ফজরের সালাতে কুনুত পাঠ করতেন? উত্তরে তিনি বলেন, বেটা, কাজটি নব-উদ্ভাবিত বিদআত। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪০২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২৪১]*

(٨٣٩) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَنَتَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ أَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنَّمَا اسْتَنْصَرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا.

(৮৩৯) তাবিয়ি শা'বি বলেন, যখন আলী ﵁ ফজরের সালাতে কুনুত পাঠ করলেন, তখন মানুষেরা আপত্তি করেন। তখন আলী ﵁ বলেন, আমরা শুধুমাত্র আমাদের শত্রুদের উপর সাহায্য প্রার্থনা করলাম।[১৯২] (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬৯৮২]*

(২০১) একাধিকবার বিতর আদায়

(٨٤٠) عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا وِتْرَانِ فِيْ لَيْلَةٍ.

(৮৪০) তাল্‌ক ইবন আলী ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

[১৯২]. মানুষদের আপত্তি থেকে জানা গেল যে, ফজরের কুনুত অপ্রচলিত ছিল এবং তা সর্বদা করণীয় কোনো বিষয় নয়। আলী ﵁-এর উত্তর থেকে জানা গেল যে, বিশেষ বিপদাপদে এই প্রকারের কুনুত পাঠ করা যেতে পারে। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এক রাতে দুই বিতর নেই। (তিরমিযি। তিনি হাদীটিকে হাসান বলেছেন। ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৩৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৭০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬৭৯; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২৪৪৯]*

(২০২) বিতরের পরের দুই রাকআত

(٨٤١) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذَا السَّهَرَ (السَّفَرَ) جَهْدٌ وَثِقَلٌ فَإِذَا أَوْتَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ وَإِلَّا كَانَتَا لَهُ.

(৮৪১) সাওবান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, এই (সফর জনিত) রাত্রি জাগরণ পরিশ্রম এবং কঠিন। কাজেই তোমাদের কেউ যখন বিতর আদায় করবে তখন যেন সে দুই রাকআত সালাত আদায় করে। যদি সে রাত্রে উঠে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করতে পারে তাহলে ভালো, নইলে এই দুই রাকআত তার জন্য থাকবে। (দারিমি। দারাকুতনি ও তাহাবি হাদীসটি সংকলন করেছেন। তাদের বর্ণনায়: 'এই সফর পরিশ্রম ও কঠিন'। নীমাবি হাদীসটিকে হাসান বলে উল্লেখ করেছেন। এর মূল অর্থ মুসলিম কর্তৃক সংকলিত হাদীসে রয়েছে)। *[সুনান দারিমি, হাদীস-১৬৩৫; সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৬৮১; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২০১১]*

(٨٤٢) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْهِمَا بَعْدَ الْوِتْرِ وَهُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيْهِمَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ.

(৮৪২) আবু উমামা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই দুই রাকআত সালাত বিতরের পরে আদায় করতেন বসা অবস্থায়। তিনি এই দুই রাকআতে সূরা যিলযাল ও সূরা কাফিরূন পাঠ করতেন। (তাহাবি ও আহমাদ হাসান সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২০১০; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২২২৪৬]*

সুন্নত ও নফল সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদ

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২০৩) পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমুআ সংশ্লিষ্ট নিয়মিত সুন্নাত সালাতসমূহ

(٨٤٣) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِيْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِيْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

(৮৪৩) ইবন উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দশ রাকআত সালাত মুখস্থ করে রেখেছি: যুহরের পূর্বে দুই রাকআত এবং যুহরের পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে তাঁর নিজ বাড়ির মধ্যে দুই রাকআত, ইশার পরে তাঁর নিজ বাড়ির মধ্যে দুই রাকআত এবং ফজরের পূর্বে দুই রাকআত। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১৮০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭২৯]*

(٨٤٤) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

(৮৪৪) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুহরের পূর্বের চার রাকআত এবং ফজরের পূর্বের দুই রাকআত পরিত্যাগ করতেন না। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১৮২; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৫৩; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৭৫৮]*

(٨٤٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ بَيْتِيْ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدْخُلُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّيْ بِالنَّاسِ الْعِشَاءَ وَيَدْخُلُ بَيْتِيْ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ... وَكَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(৮৪৫) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে যুহরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। এরপর মসজিদে গিয়ে জামাআতে সালাত আদায় করতেন। এরপর ঘরে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। তিনি জামাআতে মাগরিব আদায় করতেন। এরপর বাড়িতে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায়

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করতেন। তিনি জামাআতে ইশা আদায় করতেন। এরপর বাড়িতে প্রবেশ করে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন।... তিনি প্রভাত (ফজরের ওয়াক্ত) হওয়ার পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৩০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৫১]*

(٨٤٦) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ... أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا...

(৮৪৬) উম্মু হাবীবা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনরাতে ১২ রাকআত সালাত আদায় করবে, তার জন্য জান্নাতে বাড়ি তৈরি করা হবে। (মুসলিম। তিরমিযির বর্ণনায়: ...'যুহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত...'। তিরমিযি এই বর্ণনাকে সহীহ বলেছেন)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭২৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৮০২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪১৫]*

(٨٤٧) عَنْ أُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.

(৮৪৭) উম্মু হাবীবা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি যুহরের পূর্বে চার রাকআত ও যুহরের পরে চার রাকআত সালাত নিয়মিত সুসংরক্ষিতরূপে আদায় করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিবেন। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪২৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৮১৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৬০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৬৯]*

(٨٤٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَهُ.

(৮৪৮) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি যুহরের পূর্বে চার রাকআত আদায় করতে না পারতেন তাহলে যুহরের পরে তা আদায় করতেন। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪২৬; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৫৮]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٨٤٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

(৮৪৯) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহমত করুন, যে ব্যক্তি আসরের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করে। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। ইবন খুযাইমা ও ইবন হিব্বান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৭১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৩০; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২৪৫৩; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১১৯৩]*

(٨٥٠) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ سِتَّ رَكَعَاتٍ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيْمَا بَيْنَهُنَّ بِسُوْءٍ عُدِلْنَ لَهُ بِعِبَادَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً.

(৮৫০) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকআত সালাত আদায় করবে, যেগুলোর মাঝে সে কোনো খারাপ কথা বলবে না, তার জন্য এই ছয় রাকআত সালাত বারো বছরের ইবাদতের সমতুল্য হবে। (ইবন মাজাহ, ইবন খুযাইমা তার সহীহ গ্রন্থে এবং তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে 'গরীব' ও দুর্বল বলেছেন)।[১৯৩] *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৩৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৬৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১১৯৫]*

(٨٥١) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ قَطُّ فَدَخَلَ عَلَيَّ إِلَّا صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ سِتَّ رَكَعَاتٍ.

(৮৫১) আয়িশা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইশার সালাত আদায় করে যখনই আমার ঘরে প্রবেশ করতেন, তখনই তিনি চার বা ছয় রাকআত সালাত আদায় করতেন। (আবু দাউদ। সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩০৩; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪১৮৭]*

[১৯৩]. ইমাম তিরমিযি বলেন, হাদীসটি একমাত্র উমার ইবন আবু খাসআমই বর্ণনা করেছে। অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি বর্ণিত হয়নি। আমি ইমাম বুখারিকে এই ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বলেন, এই ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল এবং এর বর্ণিত হাদীস মুনকার বা আপত্তিকর এবং একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٨٥٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَرْفُوْعًا: رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

(৮৫২) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত সালাত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছু থেকে উত্তম। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)।[১৯৪] *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪১৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৭৫৯]*

(٨٥٣) عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمْعَةِ أَرْبَعاً وَبَعْدَهَا أَرْبَعاً.

(৮৫৩) তাবিয়ি আবু আব্দুর রাহমান সুলামি (৭০ হি.) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন যে, আমরা জুমুআর আগে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত আদায় করব। (আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫৫২৫]*

(٨٥٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

(৮৫৪) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুমুআর সালাত আদায় করবে, তখন যেন সে তার পরে চার রাকআত সালাত আদায় করে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮৮১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৪২৬]*

(٨٥٥) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: مَنْ كَانَ مُصَلِّياً بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ سِتًّا.

(৮৫৫) আলী ﵁ বলেন, যদি কেউ জুমুআর পরে সালাত আদায় করে, তবে সে যেন ছয় রাকআত সালাত আদায় করে। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৯৭৮]*

(٨٥٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَرَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ ثُمَّ بَعْدَ الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا.

[১৯৪]. হাদীসটি মুসলিমও সংকলন করেছেন। সহীহ মুসলিম ১/৫০১, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন, বাবু ইসতিহবাবি রাকআতাই সুন্নাতিল ফাজরি। [হাদীস নং-৭২৫] (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(৮৫৬) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি জুমুআর সালাতের পূর্বে চার রাকআত সালাত আদায় করতেন সেগুলোর মাঝে সালাম বলে ভাগ করতেন না। (একত্রে চার রাকআত আদায় করতেন, দুই রাকআত করে নয়)। এরপর তিনি জুমুআর সালাতের পরে দুই রাকআত এবং তারপর চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-১৯৬৫]*

(২০৪) সালাতের ইকামত হলে ফরয সালাত ছাড়া অন্য সালাত থাকবে না

(٨٥٧) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةُ.

(৮৫৭) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সালাতের ইকামত হলে ফরয সালাত ছাড়া অন্য সালাত থাকবে না। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭১০; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৬৬; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪২১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৬৫; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৫১]*

(২০৫) ফজরের সুন্নাত ফজরের ইকামতের সময় আদায়

(٨٥٨) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُقِيْمَتْ صَلَاةُ الصُّبْحِ فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فَجَذَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبِهِ فَقَالَ أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟

(৮৫৮) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, ফজরের ইকামত দেওয়ার পরে একব্যক্তি ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত আদায়ের জন্য দাঁড়ায়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার পোশাক ধরে টান দেন, অতঃপর বলেন, তুমি কি ফজরের সালাত চার রাকআত পড়বে? (আহমাদ উত্তম সনদে। বুখারি ও মুসলিম কর্তৃক মালিক ইবন বুহাইনা থেকে অনুরূপ হাদীস সংকলিত)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২১৩০; সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭১১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৮৬৭]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, ফজরের ইকামতের পরে সুন্নাত দুই রাকআত আদায়ের এই নিষেধাজ্ঞা মসজিদের মধ্যে সুন্নাত পড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যদি মুসল্লি জামাআত পাবেন বলে নিশ্চিত থাকেন তাহলে মসজিদের বাইরে, মসজিদের প্রান্তে, স্তম্ভের আড়ালে বা মসজিদের দরজার উপর সুন্নাত দুই রাকআত আদায় করে নেওয়া মাকরূহ হবে না। সাহাবিগণ ফজরের ইকামতের পরে এভাবে মসজিদের বাইরে বা প্রান্তে ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত আদায় করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। ইবন উমার ﷺ এরূপ করেছেন বলে তাহাবি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। ইবন আব্বাস ﷺ এরূপ করেছেন বলে তাহাবি সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। আবু দারদা ﷺ এরূপ করেছেন বলে তাহাবি হাসান সনদে সংকলন করেছেন। ইবন মাসউদ এরূপ করেছেন বলে ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে সংকলন করেছেন। তাবারানিও ইবন মাসউদ থেকে অনুরূপ হাদীস সংকলন করেছেন। তার সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২১৯৮-২২০৬; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৬৪১৫; তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৯৩৮৫]*

নিম্নের হাদীস থেকে ফজরের সুন্নাতের এই বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যায়।

(٨٥٩) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: لَا تَدَعُوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمُ الْخَيْلُ.

(৮৫৯) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত পরিত্যাগ করবে না, যদিও শত্রুদের অশ্বারোহী বাহিনী তোমাদের তাড়া করে। (হাদীসটি আবু দাউদ ও আহমাদ সহীহ সনদে সংকলন করেছেন)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৯২৫৩; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৫৮]*

(٨٦٠) عَنْ أَبِيْ مِجْلَزٍ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَالْإِمَامُ يُصَلِّيْ فَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَدَخَلَ فِي الصَّفِّ وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَعَدَ ابْنُ عُمَرَ مَكَانَهُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

(৮৬০) তাবিয়ি আবু মিজলায বলেন, আমি ফজরের সালাতের

সময় ইবন উমার ﷺ ও ইবন আব্বাস ﷺ-এর সাথে মসজিদে প্রবেশ করলাম। তখন ইমাম সালাতে রত ছিলেন। ইবন উমার ﷺ জামাআতের কাতারে প্রবেশ করে ইমামের সাথে সালাত শুরু করেন। অপর দিকে ইবন আব্বাস ﷺ দুই রাকআত সুন্নাত আদায় করেন এবং তারপর ইমামের সাথে জামাআতে শরীক হন। ইমাম সালাম ফেরানোর পরে ইবন উমার ﷺ সূর্যোদয় পর্যন্ত তার স্থানে বসে থাকেন। সূর্যোদয়ের পরে তিনি উঠে দুই রাকআত (ফজরের সুন্নাত) সালাত আদায় করেন। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২২০০]*

গ্রন্থকার বলেন, এই হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে, যদি কেউ ফজরের সুন্নাত আগে আদায় করতে না পারেন তাহলে তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বে আর তা আদায় করবেন না। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হাদীসে [হাদীস নং-৩৪০ ও ৩৪১] আমরা দেখেছি যে, ফজরের ফরয সালাতের পরে কোনো সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। এই নিষেধাজ্ঞার মধ্যে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতও পড়ে। এতে বোঝা যায় যে ফজরের সুন্নাতও ফজরের ফরয সালাতের পরে আদায় করা নিষিদ্ধ। এর বিপরীতে নিম্নের হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

(٨٦١) عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ لَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْآنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৮৬১) কাইস ইবন আমর ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একব্যক্তিকে দেখেন যে, সে ফজরের সালাতের পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, ফজরের সালাত দুই রাকআত। ওই ব্যক্তি বলে, আমি ফজরের পূর্বের দুই রাকআত আদায় করতে পারিনি, তাই এখন তা আদায় করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ চুপ করে গেলেন। (হাদীসটি আবু দাউদ এবং ইবন মাজাহ ও আহমাদ সংকলন করেছেন। তিরমিযি হাদীসটির দুর্বলতা উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৬৭; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪২২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১১৫৪;*

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৩৭৬০]

(٨٦٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.

(৮৬২) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত দুই রাকআত আদায় করেনি, সে যেন তা সূর্যোদয়ের পরে আদায় করে। (তিরমিযি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪২৩; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৫৩]*

(২০৬) সালাতুদ দুহা বা চাশতের সুন্নাত

(٨٦٣) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا كُتِبَ مِنَ الْعَابِدِيْنَ وَمَنْ صَلَّى سِتًّا كُفِيَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَمَنْ صَلَّى ثَمَانِيًا كَتَبَهُ اللهُ مِنَ الْقَانِتِيْنَ وَمَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ.

(৮৬৩) আবু দারদা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতুদ দুহা (চাশতের সালাত) দুই রাকআত আদায় করবে, সে ব্যক্তি অমনোযোগী বলে গণ্য (লিখিত) হবে না। আর যে ব্যক্তি তা চার রাকআত আদায় করবে, আবিদ বান্দাগণের মধ্যে তার নাম লিখিত হবে। আর যে ব্যক্তি ছয় রাকআত আদায় করবে তার ওই দিনের জন্য তা যথেষ্ট হবে। আর যে ব্যক্তি আট রাকআত আদায় করবে, নেককার একনিষ্ঠ অনুগত বান্দাগণের মধ্যে তার নাম লেখা হবে। আর যে ব্যক্তি বারো রাকআত আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি তৈরি করবেন। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-৩৪১৯]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, সালাতুদ দুহার মূল নির্দেশনা বুখারি ও মুসলিমের হাদীসে রয়েছে।

(٨٦٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قَالَ: أَوْصَانِيْ خَلِيْلِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ.

(৮৬৪) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, আমার বন্ধু (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আমাকে তিনটি বিষয়ের ওসীয়ত করেছেন, আমি মৃত্যু পর্যন্ত তা পরিত্যাগ করব না: প্রতি মাসে তিনদিন সিয়াম পালন, দুই রাকআত সালাতুদ দুহা আদায় এবং ঘুমানোর পূর্বে বিতর আদায়। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭২১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৩২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬৭৭]*

(٨٦٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيْدُ مَا شَاءَ.

(৮৬৫) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতুদ দুহা চার রাকআত আদায় করতেন। এবং তিনি এর উপর যত ইচ্ছা বাড়াতেন। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭১৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৮১]*

(২০৭) ওযুর সুন্নাত বা তাহিয়্যাতুল ওযু

(٨٦٦) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ.

(৮৬৬) উকবাহ ইবন আমির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে কোনো মুসলিম যদি ওযু করে এবং তা পূর্ণরূপে সম্পন্ন করে অতঃপর সে দাঁড়িয়ে তার মুখ ও মনের পরিপূর্ণ একাগ্রতা ও মনোযোগ দিয়ে দুই রাকআত সালাত আদায় করে, তাহলে তার জন্য জান্নাত নির্ধারিত করা হবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-২৩৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৯০৬; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৫১]*

(২০৮) সালাতুল হাজাত বা প্রয়োজনের সালাত

(٨٦٧) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِيْ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَلِكَ فَهُوَ أَفْضَلُ لِآخِرَتِكَ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ قَالَ: لَا بَلِ ادْعُ اللهَ لِيْ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَأَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْ يَدْعُوَ بِهَذَا الدُّعَاءِ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هَذِهِ فَتَقْضِيْ وَتُشَفِّعُنِيْ فِيْهِ وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ. فَفَعَلَ الرَّجُلُ فَبَرِئَ.

(৮৬৭) উসমান ইবন হুনাইফ ﷺ বলেন, এক অন্ধ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করে বলেন, আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন যেন তিনি আমাকে সুস্থ করে দেন। তিনি বলেন, তুমি যদি চাও তাহলে তা দেরি করব, সেটা তোমার আখিরাতের জন্য উত্তম। আর যদি চাও তাহলে তোমার জন্য দুআ করব। লোকটি বলেন, না, বরং আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকট দুআ করুন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নির্দেশ দেন যে, সে ওযু করবে, এরপর দুই রাকআত সালাত আদায় করবে এবং এই বলে দুআ করবে, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মুখ ফেরাচ্ছি (মনোনিবেশ করছি) আপনার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বারা। হে মুহাম্মাদ, আমি আমার এই প্রয়োজনে আমার প্রভুর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি আপনার দ্বারা, যেন আমার প্রয়োজনটি মেটানো হয়। হে আল্লাহ, আপনি তাঁর বিষয়ে আমার সুপারিশ কবুল করুন এবং আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন'। লোকটি নির্দেশানুসারে কর্ম করে এবং সুস্থতা লাভ করে।

আহমাদ, তিরমিযি, ইবন খুযাইমা, ইবন মাজাহ, হাকিম। তিরমিযি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তিরমিযির বর্ণনায় দুই রাকআত সালাত আদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-১৭২৪১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫৭৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৮৫; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১২১৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৮০]*

হাদীসটি নাসায়ি 'আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ' গ্রন্থে সংকলন করেছেন। তার বর্ণনায় দুই রাকআত সালাত ও দুআর কথা বলা হয়েছে। তার বর্ণনায় দুআর ভাষা নিম্নরূপ:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ أَنْ يَكْشِفَ لِيْ عَنْ بَصَرِيْ اَللّٰهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ وَشَفِّعْنِيْ فِيْ نَفْسِيْ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মুখ ফেরাচ্ছি আমার নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বারা।

হে মুহাম্মাদ, আমি আমার এই প্রয়োজনে আমার প্রভুর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি আপনার দ্বারা, যেন তিনি আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরিয়ে দেন, হে আল্লাহ, আমার বিষয়ে তাঁর সুপারিশ কবুল করুন এবং আমার বিষয়ে আমার নিজের সুপারিশও কবুল করুন'।

নাসায়ির হাদীসের শেষে রয়েছে, লোকটি যখন ফিরে আসল তখন তার দৃষ্টি ভালো হয়ে গিয়েছে। *[নাসায়ি, আমালুল ইয়াওমি ওয়াল লাইলাহ, হাদীস-৬৬০]*

তাবারানি হাদীসটি একটি বিস্তারিত ঘটনাসহ সংকলন করেছেন। তার বর্ণনার সার সংক্ষেপ হল, সাইয়িদুনা উসমান ﵁-এর খিলাফতের সময়ে এক ব্যক্তির একটি প্রয়োজন ছিল খলীফা উসমান ﵁-এর নিকট। এই হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবি উসমান ইবন হুনাইফ ﵁ ওই ব্যক্তিকে দুই রাকআত সালাত আদায় করে এই দুআর মাধ্যমে প্রার্থনা করতে শিক্ষা দান করেন। এই বর্ণনায় উসমান ইবন হুনাইফ বলেন, 'তুমি ওযু করে... দুই রাকআত সালাত আদায় করবে এবং তারপর বলবে:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فَتُقْضَى لِيْ حَاجَتِيْ.

'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি এবং আপনার দিকে মুখ ফেরাচ্ছি আমাদের নবী, রহমতের নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর দ্বারা। হে মুহাম্মাদ, আমি আমার এই প্রয়োজনে আমার প্রভুর দিকে মুখ ফেরাচ্ছি আপনার দ্বারা, যেন আমার প্রয়োজনটি মেটানো হয়'।

উসমান ইবন হুনাইফ ﵁ বলেন, তুমি এই দুআ করার পরে খলীফা উসমানের নিকট গমন করবে। লোকটি নির্দেশনা মোতাবেক দুআ করে খলীফা উসমান ﵁-এর নিকট গমন করে এবং তার প্রয়োজনটি মেটানো হয়। পরে লোকটি উসমান ইবন হুনাইফ ﵁-এর সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি উল্লেখ করলে তিনি তাকে অন্ধ ব্যক্তি বিষয়ক মূল হাদীসটি বলেন। তাবারানি হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৮৩১১; আল মু'জামুস সাগীর, হাদীস-৫০৮]*

(২০৯) সালাতুল ইসতিখারাহ বা সঠিক সিদ্ধান্ত ও কর্মের তাওফীক প্রার্থনার সালাত

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٨٦٨) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُوْرِ كُلِّهَا كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّوْرَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُوْلُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيْضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ أَوْ قَالَ فِيْ عَاجِلِ أَمْرِيْ وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

(৮৬৮) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সকল বিষয়ে 'ইস্তিখারাহ' করতে বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও কর্ম করার তাওফীক প্রার্থনা করতে শিক্ষা দিতেন, যেমন গুরুত্বের সাথে তিনি আমাদেরকে কুরআন কারীমের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের ব্যাপারে মনের মধ্যে চিন্তা করবে তখন (সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে) ফরয নয় এরূপ, অর্থাৎ নফল দুই রাকআত নামায আদায় করবে অতঃপর বলবে, 'হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, আপনি আপনার জ্ঞান থেকে আমার জন্য সঠিক বিষয় নির্বাচন করবেন, আমি আপনার নিকট ক্ষমতা চাই আপনার ক্ষমতা থেকে এবং আমি আপনার নিকট চাই আপনার মহান করুণা ও বরকত থেকে। কারণ আপনি ক্ষমতাবান আর আমি অক্ষম, আপনি জানেন আর আমি জানি না, আর আপনি সকল গাইবের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ, যদি আপনি জানেন যে, এই বিষয়টি কল্যাণকর ও মঙ্গলময় আমার জন্য, আমার ধর্ম, আমার পার্থিব জীবন এবং আমার পরিণতির জন্য, অথবা বলেন, আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী পরিণতির জন্য, তাহলে আপনি একে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন, সহজ করে দিন এবং আমার জন্য এতে বরকত প্রদান করুন। হে আল্লাহ, আর আপনি যদি জানেন যে, এই কর্মটি অমঙ্গলকর বা অকল্যাণকর- আমার জন্য, আমার ধর্ম, জাগতিক জীবন ও আমার ভবিষ্যৎ পরিণতির জন্য, অথবা তিনি বলেন, আমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী

AS-SUNNAH TRUST

পরিণতির জন্য, তাহলে একে আমার নিকট থেকে সরিয়ে নিন এবং আমাকে এর নিকট থেকে সরিয়ে নিন। আর যেখানেই কল্যাণ ও মঙ্গল থাকুক তাকে আমার জন্য নির্ধারণ করে দিন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দিন'। তিনি বলেন, তার প্রয়োজন নির্দিষ্টরূপে উল্লেখ করবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৩৮২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৮০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৩২৫৩]*

(٨٦٩) عَنْ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَمْرًا قَالَ: اَللَّهُمَّ خِرْلِيْ وَاخْتَرْلِيْ.

(৮৬৯) আবু বাকর সিদ্দীক ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো কাজের ইচ্ছা করলে বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ভালো কাজের তাওফীক প্রদান করুন এবং আমার জন্য কোন কাজটি উত্তম তা আপনি বেছে দিন। (হাদীসটি তিরমিযি সংকলন করেছেন এবং একে যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫১৬; মুসনাদ বাযযার, হাদীস-৫৯]*

(২১০) সালাতুত তাসবীহ

(٨٧٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ أَلَا أُعْطِيْكَ أَلَا أَمْنَحُكَ أَلَا أَحْبُوْكَ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ عَشْرَ خِصَالٍ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِيْ أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذَلِكَ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً.

(৮৭০) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব ﷺ-কে বলেন, হে আব্বাস, হে আমার চাচা, আমি কি আপনাকে দান করব না! আমি কি আপনাকে অনুদান দিব না! আমি কি আপনাকে প্রতিদান বিহীন হাদিয়া দিব না! আমি কি আপনার জন্য করব না দশটি বিষয়!!! যদি আপনি তা করতে পারেন তাহলে আল্লাহ আপনার গোনাহ ক্ষমা করবেন- প্রথম গোনাহ ও শেষ গোনাহ, পুরাতন গোনাহ ও নতুন গোনাহ, ভুলে করা গোনাহ ও ইচ্ছাকৃত গোনাহ, ছোট গোনাহ ও বড় গোনাহ এবং গোপন গোনাহ ও প্রকাশ্য গোনাহ। দশটি বিষয়- আপনি চার রাকআত সালাত আদায় করবেন। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবেন। যখন আপনি প্রথম রাকআতে কুরআন পাঠ শেষ করবেন তখন আপনি দাঁড়ানো অবস্থায় ১৫ বার বলবেন, 'সুবহানাল্লাহ, ওয়াল হামদু লিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবার (পবিত্রতা আল্লাহর, এবং প্রশংসা আল্লাহ জন্য, এবং আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ)। অতঃপর আপনি রুকু করবেন। তখন আপনি রুকুরত অবস্থায় এই বাক্যগুলো দশবার বলবেন। অতঃপর আপনি রুকু থেকে আপনার মাথা উঠাবেন। তখন আপনি এই বাক্যগুলো দশবার বলবেন। এরপর আপনি সাজদায় নেমে যাবেন। তখন আপনি সাজদারত অবস্থায় এই বাক্যগুলো দশবার বলবেন। এরপর আপনি সাজদা থেকে আপনার মাথা উঠাবেন। তখন আপনি এই বাক্যগুলো দশবার বলবেন। এরপর আপনি সাজদা করবেন। তখন আপনি বাক্যগুলো দশবার বলবেন। এরপর আপনি আপনার মাথা উঠাবেন। তখন আপনি (দ্বিতীয় সাজদার পরে দ্বিতীয় রাকআতে উঠার আগে বসা অবস্থায়) বাক্যগুলো দশবার বলবেন। এভাবে প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার। আপনি চার রাকআতে এইরূপ করবেন।

যদি আপনি সক্ষম হন তাহলে প্রতিদিন একবার এই সালাত আদায় করবেন। যদি আপনি তা না পারেন তাহলে প্রত্যেক জুমুআয় (প্রতি সপ্তাহে) একবার। যদি তা না পারেন তাহলে প্রত্যেক মাসে একবার। যদি তা না পারেন তাহলে প্রত্যেক বছরে একবার। যদি তা না পারেন তাহলে

আপনার জীবনে একবার।

আবু দাউদ, ইবন মাজাহ, ইবন খুযাইমা। ইবনুস সাকান ও হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২৯৭; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৮৭; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১২১৬; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৯২; মাকদিসি, আল আহাদীসুল মুখতারাহ, হাদীস-৩৩২]*

তিরমিযি সালাতুত তাসবীহের হাদীস আবু রাফি' ﵁ থেকে সংকলন করেছেন। তিরমিযির হাদীসটিতে রয়েছে:

(٨٧١) عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ... وَفِيْهِ: ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْرًا قَبْلَ أَنْ تَقُوْمَ فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ هِيَ ثَلَاثُ مِائَةٍ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ.

(৮৭১) আবু রাফি' ﵁ বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ﵁-কে বলেন...। (এই হাদীসে বলা হয়েছে) প্রথম রাকআতের দ্বিতীয় সাজদার পরে আপনি আপনার মাথা উঠাবেন। তখন আপনি দাঁড়ানোর আগে বাক্যগুলো দশবার বলবেন। এতে প্রত্যেক রাকআতে ৭৫ বার হবে। চার রাকআতে ৩০০ বার হবে। (তিরমিযি হাদীসটিকে গরীব বা দুর্বল বলেছেন)।[১৯৫] *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৮১, ৪৮২; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৮৬]*

এরপর তিরমিযি উল্লেখ করেছেন যে, প্রসিদ্ধ তাবি'-তাবিয়ি আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (মৃ. ১৮১ হি.) সালাতুত তাসবীহের তাসবীহগুলো পাঠের অন্য একটি পদ্ধতি বলেছেন। ইবনুল মুবারাকের পদ্ধতি উপরে উল্লিখিত ইবন আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত হাদীসের মতোই, পার্থক্য শুধুমাত্র এই যে, তিনি রাকআতের শুরুতে কুরআন পাঠের আগে ১৫ বার তাসবীহ পাঠ করতে বলেছেন এবং কুরআন পাঠ শেষে ১০ বার। আর তিনি দ্বিতীয় সাজদার পরে বসে তাসবীহ পাঠের কথা উল্লেখ করেননি। আল্লাহই ভালো

[১৯৫]. হাদীসটি আরো বর্ণনা করেছেন ইবন মাজাহ, তাবারানি ও বাইহাকি। তিরমিযি হাদীসটিকে গরীব বা দুর্বল বলেছেন। আলবানি সহীহ বলেছেন। শুআইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসটি হাসান, যদিও সনদ দুর্বল। কেননা রাবী মুসা ইবন উবাইদা দুর্বল এবং সায়ীদ ইবন আবু সায়ীদ অজ্ঞাতপরিচয়। ইবন হাজার বলেন, অধিকসংখ্যক সনদের কারণে হাদীসটি হাসান পর্যায়ে উন্নীত। দেখুন: আলবানি, সহীহুত তারগীব ১/১৬৫; সহীহুল জামি' ২/১৩১৭; শুআইব আরনাউত, তাহকীক সুনান ইবন মাজাহ ২/৩৯৬-৩৯৭। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

জানেন।

(২১১) রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ

(٨٧٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ.

(৮৭২) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রমাযান মাসের সিয়ামের পরে সর্বোত্তম সিয়াম আল্লাহর মাস মুহাররাম মাসের সিয়াম। আর ফরয সালাতের পরে সর্বোত্তম সালাত রাতের সালাত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-১১৬৩; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৪৩৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬১৩]*

(٨٧٣) عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ.

(৮৭৩) আবু উমামা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, রাতের কিয়াম (সালাত) পালন করা তোমাদের দায়িত্ব। কারণ তা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার মানুষদের স্থায়ী অভ্যাস। আর রাতের কিয়াম (তাহাজ্জুদ) আল্লাহর নৈকট্য প্রদান করে, পাপ থেকে বাঁধা দেয়, গোনাহের ক্ষমা ও ক্ষতিপূরণ করায় এবং দেহ থেকে রোগব্যাধি তাড়িয়ে দেয়। (তিরমিযি ও হাকিম। তিরমিযি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৫৪৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৫৬]*

(٨٧٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ.

(৮৭৪) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রকাশ্য (নফল) দানের চেয়ে গোপন দানের মর্যাদা ও ফযীলত যেমন, দিনের (নফল) সালাতের উপর রাতের সালাতের ফযীলত ও মর্যাদাও তদ্রূপ। (তাবারানি হাসান সনদে)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-১০৩৮২; বাইহাকি, শুআবুল ঈমান, হাদীস-২৮৩১]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٨٧٥) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: لَا تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَرِضَ أَوْكَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا.

(৮৭৫) আয়িশা ﵂ বলেন, কখনো রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ) ত্যাগ করবে না; কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো তা ত্যাগ করতেন না। যদি কখনো অসুস্থ থাকতেন অথবা ক্লান্তি বা অবসাদ অনুভব করতেন তাহলে তিনি বসে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। (আবু দাউদ ও হাকিম। যাহাবি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩০৭; মুসনাদ তায়ালিসি, হাদীস-১৬২২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬১১৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১১৩৭; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১১৫৮; বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪৭২২]*

(٨٧٦) عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَمَضَانَ؟ قَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا.

(৮৭৬) তাবিয়ি আবু সালামাহ ইবন আব্দুর রাহমান বলেন, তিনি আয়িশা ﵂-কে প্রশ্ন করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে রাতের সালাত কীভাবে আদায় করতেন? তিনি বলেন, তিনি রমাযানে ও অন্য সময়ে ১১ রাকআতের বেশি আদায় করতেন না। তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কোরো না। এরপর তিনি চার রাকআত সালাত আদায় করতেন। সেগুলোর সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন কোরো না। এরপর তিনি তিনি রাকআত আদায় করতেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২০১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৩৮]*

(٨٧٧) عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُوْلُ الْقُنُوْتِ.

(৮৭৭) জাবির ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সর্বোত্তম

AS-SUNNAH TRUST

সালাত হল দীর্ঘ সময় দাঁড়ানো। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৫৬]*

(٨٧٨) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَيَقْرَأُ وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِيْنَ أَوْ أَرْبَعِيْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ سَجَدَ يَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا قَضَى صَلَاتَهُ نَظَرَ فَإِنْ كُنْتُ يَقْظَى تَحَدَّثَ مَعِيْ (وَإِنْ كُنْتُ نَائِمَةً اضْطَجَعَ).

(৮৭৮) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করতেন বসে বসে। তিনি বসা অবস্থায় কুরআন পাঠ করতেন। যখন তার কুরআন পাঠের ৩০ বা ৪০ আয়াত মতো বাকি থাকত তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং দাঁড়িয়ে বাকি আয়াতগুলো পাঠ করতেন। এরপর তিনি রুকু করতেন। এরপর সাজদা করতেন। দ্বিতীয় রাকআতেরও অনুরূপ করতেন। যখন তাঁর সালাত শেষ হত তখন তিনি দেখতেন (আমি জেগে আছি কিনা)। যদি আমি জেগে থাকতাম তাহলে তিনি আমার সাথে কথা বলতেন। আর যদি আমি ঘুমিয়ে থাকতাম তাহলে তিনি শুয়ে পড়তেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৩১]*

(٨٧٩) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوْتِرَ أَيْقَظَنِيْ فَأَوْتَرْتُ.

(৮৭৯) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন রাতের সালাত আদায় করতেন তখন আমি তাঁর বিছানায় তাঁর সামনে আড়াআড়ি শুয়ে থাকতাম। যখন তিনি বিতর আদায়ের ইচ্ছা করতেন তখন আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলতেন, তখন আমি বিতর আদায় করতাম। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫১২, ৯৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫১২]*

(٨٨٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: اِجْعَلُوْا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

(৮৮০) ইবন উমার ﵄ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমরা

AS-SUNNAH TRUST

তোমাদের রাতের সালাতের সর্বশেষ বিতর (বেজোড়) করবে (বিতর সবশেষে আদায় করবে)। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৯৯৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৫১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪৩৮]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এর অর্থ হল রাতের অন্যান্য সকল সালাতের শেষে বিতর আদায় করতে হবে। এতে বিতরের পরের দুই রাকআত নফল সালাত আদায়ের আপত্তি বোঝা যায় না। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২১২) রমাযান মাসের রাতের সালাত বা তারাবীহ

(٨٨١) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

(৮৮১) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি দৃঢ় বিশ্বাস ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে রমাযান মাসে রাতের সালাত আদায় করবে, তার পূর্ববর্তী পাপরাশি ক্ষমা করা হবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৫৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩৭১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮০৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৬০২]*

(٨٨٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ فَكَثُرَ النَّاسُ ثُمَّ اجْتَمَعُوْا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ الَّذِيْ صَنَعْتُمْ وَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ وَذَلِكَ فِيْ رَمَضَانَ.

(৮৮২) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একরাতে[১৯৬] মসজিদের মধ্যে সালাত আদায় করেন। তখন কিছু মানুষ তাঁর সাথে সালাত আদায় করেন। এরপর পরবর্তী রাতে তিনি এভাবে সালাত আদায় করেন। তখন মানুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। তৃতীয় বা চতুর্থ রাতে মানুষেরা (তাঁর সাথে জামাআতে রাতের সালাত আদায়ের জন্য) সমবেত হন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের সাথে সালাত আদায়ের জন্য ঘর থেকে বের হলেন না। সকালে তিনি বললেন, তোমরা যা করেছ তা আমি দেখেছি। আমি

[১৯৬]. নাসায়ির বর্ণনায়: একরাতে মাঝ রাতে মসজিদে গিয়ে সালাত আদায় করেন...। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তোমাদের কাছে বেরিয়ে আসিনি, তার কারণ আমি ভয় পেলাম যে, তা তোমাদের উপর ফরয করা হবে। এই ঘটনা ছিল রমাযান মাসে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১২৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৬১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩৭৩]*

(٨٨٣) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِيْ قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ فِيْهِ بِعَزِيْمَةٍ... فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِيْ خِلَافَةِ أَبِيْ بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا.

(৮৮৩) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রমাযান মাসে রাতের সালাত আদায়ের জন্য উৎসাহ প্রদান করতেন, তবে তিনি এ বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ দিতেন না। এই অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন। এরপর আবু বাকর ﷺ-এর খিলাফতের সময়ে এবং উমার ﷺ-এর খিলাফতের প্রথম অংশেও বিষয়টি এই অবস্থাতেই থাকে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৭৫৯; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৩৭১; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৮০৮]*

(٨٨٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَيْلَةً فِيْ رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّيْ أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الْبِدْعَةُ هَذِهِ وَالَّتِيْ يَنَامُوْنَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِيْ يَقُوْمُوْنَ. يُرِيْدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ أَوَّلَهُ.

(৮৮৪) তাবিয়ি আব্দুর রাহমান ইবন আব্দুল কারি বলেন, আমি রমাযান মাসের এক রাত্রিতে উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ-এর সাথে মসজিদের দিকে বের হই। তখন আমরা দেখি যে, মানুষেরা বিভিন্ন ছোটছোট দলে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। কেউ একাকী সালাত আদায় করছে।

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কেউ বা নিজে সালাত আদায় করছে এবং তার পেছনে কয়েকজন সালাত আদায় করছে। উমার ﵁ বলেন, আমার মনে হয়, যদি এ সকল মানুষকে একজন কারির (হাফিয ইমামের) পেছনে একত্র করতাম তাহলে ভালো হত। এরপর তিনি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন তিনি তাদেরকে উবাই ইবন কা'ব ﵁-এর পেছনে একত্র করেন। এরপর অন্য একরাতে আমি উমার ﵁-এর সাথে বের হই। তখন মানুষেরা তাদের কারির (হাফিয ইমামের) পেছনে সালাত আদায় করছিল। উমার বলেন, 'এই কর্মটি (রমাযান মাসে রাতের সালাতের জন্য জামাআত প্রতিষ্ঠা করা) সুন্দর বিদআত (নতুন কর্ম)। তবে এরা যে সময়ে সালাত আদায় করছে তার চেয়ে যে সময় ঘুমিয়ে থাকে সেই সময় উত্তম'। তার উদ্দেশ্য হল, রাতের সালাত শেষ রাতে আদায় উত্তম, আর মানুষেরা রাতের প্রথমাংশেই রাতের সালাত আদায় করতেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-২০১০]*

(২১৩) বিশ রাকআত তারাবীহ

(٨٨٥) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ: كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُصَلِّيْ بِالنَّاسِ فِيْ رَمَضَانَ بِالْمَدِيْنَةِ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَيُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

(৮৮৫) তাবিয়ি আব্দুল আযীয ইবন রুফাই' (৪০-১৩০ হি.) বলেন, সাহাবি উবাই ইবন কা'ব ﵁ (মৃ. ৩০ হি.) মদীনায় মানুষদেরকে রমাযান মাসে ২০ রাকআত রাতের সালাত পড়াতেন এবং তিনি তিন রাকআত বিতর পড়তেন। (ইবন আবী শাইবা)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৬৮৪]*

হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন। তাবিয়ি আব্দুল আযীয সাহাবি উবাই ইবন কা'ব ﵁-এর মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি অন্য কারো মাধ্যমে হাদীসটি শুনেছেন যার নাম উল্লেখ করেননি। তবে আব্দুল আযীয পর্যন্ত হাদীসটির সনদ শক্তিশালী।

(٨٨٦) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ رَجُلًا يُصَلِّيْ بِهِمْ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৮৮৬) তাবিয়ি ইয়াহইয়া ইবন সায়ীদ আনসারি (মৃ. ১৪৪ হি.) বলেন, উমার ﵁ একব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, যিনি মানুষদের নিয়ে ২০

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

রাকআত রাতের সালাত আদায় করেন। (ইবন আবী শাইবা)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৬৮২]*

এই হাদীসটির সনদও পূর্ববর্তী হাদীসের মতো বিচ্ছিন্ন। ইয়াহইয়া উমার ﵁-এর ইন্তিকালের অনেক পরে জন্ম গ্রহণ করেছেন। তবে ইয়াহইয়া পর্যন্ত সনদ শক্তিশালী।

(٨٨٧) عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوْا يَقُوْمُوْنَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ شَهْرِرَمَضَانَ بِعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৮৮৭) সাহাবি সায়িব ইবন ইয়াযিদ ﵁ বলেন, মানুষেরা উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সময়ে রমাযান মাসে ২০ রাকআত রাতের সালাত আদায় করতেন। (বাইহাকি সহীহ সনদে)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪২৮৮; মুসনাদ ইবন জা'দ, হাদীস-২৮২৫]*

(٨٨٨) عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ثَلَاثًا وَعِشْرِيْنَ رَكْعَةً بِالْوِتْرِ.

(৮৮৮) তাবিয়ি আতা ইবন আবী রাবাহ (মৃ. ১১৪ হি.) বলেন, আমি মানুষদেরকে (সাহাবিগণকে) দেখেছি যে, তারা বিতরসহ মোট ২৩ রাকআত সালাতুল লাইল আদায় করতেন। (ইবন আবী শাইবা হাসান সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৬৮৮]*

(٨٨٩) عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِيْ مُلَيْكَةَ يُصَلِّيْ بِنَا فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

(৮৮৯) তাবি'-তাবিয়ি নাফি' ইবন উমার (মৃ. ১৬৯ হি.) বলেন, তাবিয়ি ইবন আবী মুলাইকা (মৃ. ১১৭ হি.) আমাদের নিয়ে রমাযান মাসে রাতের সালাত ২০ রাকআত আদায় করতেন। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৬৮৩]*

(٨٩٠) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُبَيْدٍ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبِيْعَةَ كَانَ يُصَلِّيْ بِهِمْ فِيْ رَمَضَانَ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ وَيُوْتِرُبِثَلَاثٍ.

(৮৯০) তাবি'-তাবিয়ি সায়ীদ ইবন উবাইদ বলেন, প্রথম হিজরি শতকের তাবিয়ি আলী ইবন রাবীআহ তাদের নিয়ে রমাযান মাসে ৫

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বিশ্রামে[১৯৭] রাতের সালাত আদায় করতেন এবং তিনি তিন রাকআত বিতর আদায় করতেন। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৭৬৯০]*

(২১৪) দুই ঈদের রাত ইবাদতে কাটানো

(٨٩١) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَلَيْلَةَ الْأَضْحَى لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوْتُ الْقُلُوْبُ.

(৮৯১) উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈদুল ফিতরের রাত এবং ঈদুল আযহার রাত ইবাদতে জাগ্রত থাকবে তার অন্তর মৃত্যুবরণ করবে না যেদিন সকল অন্তর মৃত্যুবরণ করবে। (তাবারানি হাসান সনদে। অনুরূপ হাদীস ইবন মাজাহ আবু উমামা ﷺ-এর সূত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা হিসাবে সংকলন করেছেন)।[১৯৮] *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-১৫৯; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৭৮২]*

(২১৫) নফল ইবাদতের মর্যাদা ও ফযীলত

(٨٩٢) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثٍ مَرْفُوْعٍ: وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِيْ لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِيْ لَأُعِيْذَنَّهُ.

(৮৯২) আবু হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন (ফরয কাজ পালন করাই আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য

[১৯৭]. চার রাকআত পরপর বিশ্রাম করা হয়। সুতরাং ৫ বিশ্রামে হয় ২০ রাকআত। -সম্পাদক

[১৯৮]. হাইসামি হাদীসটি উদ্ধৃত করে রাবী উমার ইবন হারুনের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করেছেন। আলবানি হাদীসটিকে মাওযূ' বা বানোয়াট বলেছেন। মুনাবি, ইরাকি, তাহির পাটনি, মুনযিরি, নববি ও শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস ইবন মাজাহ সংকলিত আবু উমামার হাদীসকে দুর্বল বলেছেন। আলবানি বলেছেন, অত্যন্ত দুর্বল অথবা বানোয়াট। দেখুন: মুনাবি, ফাইযুল কাদীর ৬/৩৯; ইরাকি, তাখরীজুল ইহইয়া ১/৪৩০; তাহির পাটনি, তাযকিরাতুল মাওযুআত, পৃ. ৪৬; মুনযিরি, আত তারগীব ২/৯৮; নববি, আল আযকার, পৃ. ১৭১; আলবানি, সিলসিলাহ যয়ীফাহ ২/১১; যয়ীফুত তারগীব ১/১৬৮ ও শুআইব আরনাউত, তাহকীক সুনান ইবন মাজাহ ২/৬৫৮-৬৫৯। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে প্রিয় কাজ। এরপর), বান্দা যখন সর্বদা নফল ইবাদত পালনের মাধ্যমে আমার বেলায়াতের পথে অগ্রসর হতে থাকে তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার শ্রবণযন্ত্রে পরিণত হই, যা দিয়ে সে শুনতে পায়, আমি তার দর্শনেন্দ্রিয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে ধরে বা আঘাত করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই, যদ্দ্বারা সে হাঁটে। সে যদি আমার কাছে কিছু প্রার্থনা করে তাহলে আমি অবশ্যই তাকে তা প্রদান করি। সে যদি আমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে আমি অবশ্যই তাকে আশ্রয় প্রদান করি। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৬৫০২]*

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

কাযা সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(২১৬) সালাত ভুলে গেলে কীভাবে আদায় করবে

(٨٩٣) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ (وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِيْ).

(৮৯৩) আনাস ইবন মালিক ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কেউ কোনো সালাত ভুলে যায় তাহলে যখন তা স্মরণ হবে তখন সে তা আদায় করবে। এজন্য এছাড়া আর কোনো কাফফারা নেই। (আল্লাহ বলেছেন) 'আমার স্মরণার্থে সালাত কায়িম করো'[১৯৯]। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৪৪২; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৭৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৬১৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-৬৯৬]*

(٨٩٤) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي الْعَصْرَ حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

(৮৯৪) জাবির ইবন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, খন্দকের যুদ্ধের সময় উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ সূর্যাস্তের পরে আসলেন। তিনি কুরাইশ কাফিরদের গালি দিতে লাগলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, সূর্য প্রায় ডোবার উপক্রম করেছিল তখনো আমি আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি। (আমি আসরের সালাত প্রায় সূর্যাস্তের সময় আদায় করেছি)। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর কসম, আমি তো আসর এখনো আদায় করিনি। তখন আমরা সমভূমিতে গমন করলাম। তিনি সালাতের জন্য ওযু করলেন এবং আমরাও সালাতের জন্য ওযু করলাম। এরপর তিনি সূর্যাস্তের পরে সালাতুল আসর আদায় করলেন। এরপর

[১৯৯]. সূরা: (২০) তাহা, আয়াত: ১৪।

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

তিনি মাগরিব আদায় করলেন। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৫৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৩১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৩৬৬]*

AS-SUNNAH TRUST

সাহ্উ (ভুলের) সাজদা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(২১৭) সন্দেহ হলে সালাত পুনরায় আদায় করা

(٨٩٥) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رِجْلٍ سَهَا فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى قَالَ: لِيُعِدْ صَلَاتَهُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَاعِدًا.

(৮৯৫) উবাদাহ ইবনুস সামিত ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়, যে সালাতের মধ্যে ভুলে গিয়েছে- কয় রাকআত পড়েছে তা বুঝতে পারছে না। তিনি বলেন, সে তার সালাত পুনরায় আদায় করবে এবং বসা অবস্থায় দুইটি সাজদা দিবে। (তাবারানি। হাদীসটির সনদ বিচ্ছিন্ন। সনদে একজন বর্ণনাকারীর নাম উহ্য রয়েছে। বাকি বর্ণনাকারীগণ গ্রহণযোগ্য। ইবন আবী শাইবা অনুরূপ হাদীস ইবন উমার থেকে সংকলন করেছেন)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৪৪২১; হাইসামি, মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-২৯২৩]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এর ব্যাখ্যা ইবরাহীম নাখয়ির নিম্নের কথায় পাওয়া যায়।

(٨٩٦) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: إِنْ كَانَ أَوَّلَ نِسْيَانِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ وَإِنْ كَانَ يَكْثُرُ النِّسْيَانُ يَتَحَرَّى الصَّوَابَ وسَجَدَ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ.

(৮৯৬) তাবিয়ি ইবরাহীম নাখয়ি বলেন, যদি তা তার প্রথম ভুল হয় তাহলে সে সালাত পুনরায় আদায় করবে। আর যদি ভুল অনেকবার হয় তাহলে সে সঠিক অবস্থা মনে করার চেষ্টা করবে এবং সাহ্উর জন্য দুইটি সাজদা করবে। (মুহাম্মাদ সহীহ সনদে)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার-১৭২]*

(২১৮) সালাতের পুনরাবৃত্তি

(٨٩٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نُعِيْدَ صَلَاةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

(৮৯৭) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে একই সালাত একদিনে দুইবার আদায় করতে নিষেধ করেছেন। (ইবন হিব্বান,

AS SUNNAH TRUST

ইবন খুযাইমা। হাদীসটির সনদ সহীহ। ইবন উমার থেকে অনুরূপ হাদীস আবু দাউদ, নাসায়ি ও তাহাবি সংকলন করেছেন। ইবন হাযাম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২৩৯৬; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১৬৪১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-৫৭৯]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, এর ব্যাখ্যা হল, যদি প্রথম বারে কোনো সালাত পূর্ণরূপে পালিত হয় তাহলে তা আর দ্বিতীয়বার আদায় করা যাবে না। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২১৯) সন্দেহ হলে নিশ্চিত বিষয়ের উপর নির্ভর করতে হবে

(٨٩٨) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.

(৮৯৮) আবু সায়ীদ খুদরি ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার সালাতের মধ্যে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত তা বুঝতে না পারে, তাহলে সে যেন সন্দেহ ফেলে দেয় এবং যে বিষয়ে সে নিশ্চিত তার উপর ভিত্তি করে।[২০০] এরপর সে সালামের পূর্বে সাহ্উ বা ভুলের জন্য দুইটি সাজদা করবে। যদি সে পাঁচ রাকআত পড়ে থাকে তাহলে সাহ্উর সাজদা দুইটি তার সালাতকে জোড়া বানিয়ে দেবে। আর যদি সে চার রাকআত পূর্ণ পড়ে থাকে তাহলে সাজদা দুইটি শয়তানকে অপমানিত করবে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭১; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২৩৮]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, যখন চিন্তা করে সঠিক সংখ্যা জানা সম্ভব হবে না তখন এরূপ করতে হবে। আর এখানে সালামের পূর্বে বলতে সালাত সমাপ্তির শেষ সালাম বোঝানো হয়েছে। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২২০) সন্দেহ হলে সঠিক অবস্থা বোঝার চেষ্টা করতে হবে

(٨٩٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ

[২০০]. তিন অথবা চারের মধ্যে সন্দেহ হলে তিন রাকআত পড়েছে বলে ধরবে। কারণ তিন পড়েছে তা নিশ্চিত, চার পড়েছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ। সন্দেহ ফেলে নিশ্চয়তার উপর ভিত্তি করবে। (অনুবাদক)

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.

(৮৯৯) ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ তার সালাতের মধ্যে সন্দিহান হয়ে পড়ে তাহলে সে সঠিক অবস্থা মনে করার জন্য চেষ্টা করবে এবং তার উপর ভিত্তি করবে। অতঃপর সে সালাম বলবে এবং তারপর দুইটি সাজদা করবে। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-৪০১; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০২০]*

(২২১) সাহ্উ বা ভুলের সাজদার পদ্ধতি

(٩٠٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَمْ يَدْرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَنْظُرْ أَحْرَى ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ فَلْيُتِمَّهُ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ لِيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ.

(৯০০) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ সালাতের মধ্যে বুঝতে না পারে যে সে তিন রাকআত পড়েছে না চার রাকআত, তাহলে সে সঠিক বিষয় কী তা মনে করার চেষ্টা করবে এবং সালাত পূর্ণ করবে। অতঃপর সে সালাম বলবে। এরপর সে সাহ্উ বা ভুলের জন্য দুইটি সাজদা করবে, তাশাহ্হুদ পাঠ করবে এবং সালাম বলবে। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৫১৮]*

(٩٠١) عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ.

(৯০১) সাওবান ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, প্রত্যেক ভুলের জন্য দুইটি সাজদা সালামের পরে। (আবু দাউদ শক্তিশালী সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৩৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১২১৯]*

এই অর্থে আবু হুরাইরা ﷺ ও ইমরান ইবন হুসাইন ﷺ থেকে বর্ণিত মারফূ' হাদীস সহীহ মুসলিমে সংকলিত। আব্দুল্লাহ ইবন জা'ফর ﷺ বর্ণিত মারফূ' হাদীস নাসায়ি সংকলন করেছেন এবং ইবন খুযাইমা সহীহ বলেছেন। এই অর্থে মুগীরাহ ইবন শু'বা ﷺ-এর কর্ম বা মাউকূফ হাদীস আবু দাউদ সংকলন করেছেন এবং তিরমিযি সহীহ বলেছেন। এই

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

অর্থে আনাস ﵁-এর কর্ম বা মাউকূফ হাদীস তাহাবি সহীহ সনদে এবং ইবন আব্বাস ﵄-এর কর্ম তিনি হাসান সনদে সংকলন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর ﵁-এর কর্ম বাইহাকি হাসান সনদে সংকলন করেছেন। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৩, ৫৭৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৩৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২৪৮-১২৫১; তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৫৬৬, ২৫৬৭, ২৫৭০-২৫৭২]*

(২২২) সাহ্উ বা ভুলের সাজদার পরে তাশাহহুদ পাঠ

(٩٠٢) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

(৯০২) ইমরান ইবন হুসাইন ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে সালাত আদায় করান এবং তাতে তিনি ভুল করেন। তখন তিনি দুইটি সাজদা করেন। অতঃপর তিনি তাশাহহুদ পাঠ করেন এবং এরপর সালাম ফেরান। (তিরমিযি। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাসউদ ﵁ অনুরূপভাবে ভুলের সাজদার পরে তাশাহহুদ পাঠ করতেন বলে সাহনূন 'আল মুদাওয়ানাতুল কুবরা'র মধ্যে হাসান সনদে সংকলন করেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১০৩৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩৬৫; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১২৩৬]*

(২২৩) বেশি বা কম করলে সাজদা করতে হবে

(٩٠٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.

(৯০৩) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি বেশি বা কম করে তাহলে সে যেন দুইটি সাজদা করে। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭২]*

(২২৪) ইমাম বা মুকতাদি ভুল করলে

(٩٠٤) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ فَإِنْ سَهَا الْإِمَامُ فَعَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ السَّهْوُ وَإِنْ سَهَا مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ وَالْإِمَامُ كَافِيْهِ.

AS-SUNNAH TRUST

(৯০৪) উমার ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ইমামের পেছনে সালাত আদায়কারীর জন্য কোনো সাহ্উ নেই। যদি ইমাম ভুল করেন তাহলে তার উপর ও তার পেছনে সালাত আদায়কারী মুকতাদিগণকে সাহ্উর সাজদা দিতে হবে। আর যদি মুকতাদি ভুল করে তাহলে তাকে কোনো সাজদাতুস সাহ্উ দিতে হবে না। ইমামই তার জন্য যথেষ্ট। (দারাকুতনি হাসান সনদে)। *[সুনান দারাকুতনি, হাদীস-১৪১৩]*

(২২৫) যদি কেউ না বসে উঠে দাঁড়ায়

(٩٠٥) عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الْجُلُوْسِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِماً فَلْيَجْلِسْ وَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَانِ فَإِنْ اسْتَوَى قَائِماً فَلْيُمْضِ فِيْ صَلَاتِهِ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

(৯০৫) মুগীরাহ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায়ের সময় না বসে উঠে পড়বে, তখন যদি সে পুরো দাঁড়িয়ে না পড়ে তাহলে সে যেন বসে পড়ে এবং তাকে ভুলের জন্য দুইটি সাজদা দিতে হবে না। আর যদি সে পুরোপুরি দাঁড়িয়ে পড়ে তাহলে সে যেন সালাতের মধ্যে সামনে এগিয়ে যায় এবং (সালাত শেষে) বসা অবস্থায় দুইটি সাজদা করে। (তাহাবি সহীহ সনদে। বাযযার অনুরূপ হাদীস আবু হুরাইরা ﵁ থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সংকলন করেছেন। বাযযারের সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২৫৬২]*

AS-SUNNAH TRUST

তিলাওয়াতের সাজদা বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(২২৬) পাঠক ও শ্রোতা উভয়েই সাজদার আয়াতের স্থানে সাজদা করবেন

(٩٠٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا: إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِيْ يَقُوْلُ يَا وَيْلِيْ أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُوْدِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُوْدِ فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ.

(৯০৬) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন আদম সন্তান সাজদার আয়াত পাঠ করে সাজদা দেয় তখন শয়তান

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

কাঁদতে কাঁদতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সে বলে, হায় আমার দুর্ভাগ্য! আদম সন্তানকে সাজদার নির্দেশ দেওয়া হল আর সে সাজদা করল, ফলে তার জন্য জান্নাত। আর আমাকে সাজদার নির্দেশ দেওয়া হল আর আমি অমান্য করলাম, ফলে আমার জন্য জাহান্নাম। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৮১; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৫২]*

(٩٠٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّوْرَةَ فِيْهَا السَّجْدَةُ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ.

(৯০৭) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সাজদা সম্বলিত সূরা পাঠ করে শুনাতেন। তখন তিনি সাজদা করতেন এবং আমরাও সাজদা করতাম। এমনকি আমাদের অনেকেই কপাল রাখার জায়গাটুকু পেত না। (বুখারি ও মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায়:

فَيَسْجُدُ بِنَا حَتَّى ازْدَحَمْنَا عِنْدَهُ حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُنَا مَكَانًا لِيَسْجُدَ فِيْهِ فِيْ غَيْرِ صَلَاةٍ

তিনি আমাদের নিয়ে সাজদা দিতেন। আমরা এমনভাবে ভিড় করতাম যে আমাদের অনেকেই সাজদা করার স্থান পেত না। এ ছিল সালাতের বাইরে। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৫]*

(২২৭) সাজদার জন্য পবিত্রতা ও তাকবীর

(٩٠٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.

(৯০৮) ইবন উমার ﷺ বলেন, কোনো মানুষ পবিত্র অবস্থায় ছাড়া সাজদা করবে না। (বাইহাকি সহীহ সনদে)। *[বাইহাকি, আস সুনানুল কুবরা, হাদীস-৪২৭]*

(٩٠٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ فَإِذَا مَرَّ بِالسَّجْدَةِ كَبَّرَ وَسَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ.

(৯০৯) ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাতেন। যখন তিনি সাজদার আয়াত পাঠ করতেন

তখন তিনি 'আল্লাহু আকবার' বলতেন এবং সাজদা করতেন এবং আমরা তাঁর সাথে সাজদা করতাম। (আবু দাউদ হাসান সনদে)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪১৩; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫৯১১; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৬৪৬১]*

(২২৮) সাজদার সূরা সমূহ

(٩١٠) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً لَيْسَ فِيْهَا مِنَ الْمُفَصَّلِ شَيْءٌ: اَلْأَعْرَافُ وَالرَّعْدُ وَالنَّحْلُ وَبَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمُ وَالْحَجُّ وَسَجْدَةُ الْفُرْقَانِ وَسُلَيْمَانُ سُوْرَةِ النَّمْلِ وَالسَّجْدَةُ وَفِيْ ص وَسَجْدَةُ الْحَوَامِيْمِ.

(৯১০) আবু দারাদা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে এগারোটি সাজদা করেছি, যেগুলোর মধ্যে মুফাসসাল সূরাগুলোর[২০১] একটিও নেই: আ'রাফ (৭), রা'দ (১৩), নাহ্‌ল (১৬), বনী ইসরাঈল (১৭), মারইয়াম (১৯), হাজ্জ (২২), ফুরকান (২৫), সূরা নামলে (২৭) সুলাইমানের সাজদা, সূরা সাজদা (৩২), সূরা সাদ (৩৮) এর মধ্যে এবং হামীম সূরাগুলোর সাজদা।[২০২] (হাদীসটি ইবন মাজাহ সংকলন করেছেন। আবু দাউদ হাদীসটিকে অত্যন্ত যয়ীফ বলে উল্লেখ করেছেন)। *[সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৫৬; সুনান আবু দাউদ ২/৫৮]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, সাজদার সূরাগুলোর নির্ধারণ অন্যান্য সূত্রে প্রমাণিত। আর মুফাসসাল সূরাগুলোর সাজদার বিষয়ে বিভিন্ন সহীহ হাদীস রয়েছে, যা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হবে।

(২২৯) সূরা হাজ্জ ও সূরা হামীমের সাজদা

(٩١١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فِيْ سُجُوْدِ الْحَجِّ: اَلْأَوَّلُ عَزِيْمَةٌ وَالْآخَرُ تَعْلِيْمٌ.

(৯১১) ইবন আব্বাস ﷺ সূরা হজ্জের সাজদার বিষয়ে বলেন, প্রথম সাজদাটি সুদৃঢ় নির্দেশ ও শেষ সাজদাটি শিক্ষাদান। (তাহাবি হাসান

[২০১]. ২৬ পারার সূরা হুজুরাত বা সূরা কাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে সাধারণভাবে মুফাসসাল সূরা বলা হয়। (অনুবাদক)

[২০২]. ২৪ ও ২৫ পারার ৬ টি সূরা (মুমিন, ফুসসিলাত, শূরা, যুখরুফ, দুখান, ও জাসিয়াহ) হা-মীম দ্বারা শুরু হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা ফুসসিলাতে সাজদা আছে। (অনুবাদক)

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২১৩৬]*

(٩١٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ السَّجْدَةِ الَّتِيْ فِيْ حم قَالَ: أُسْجُدْ بِآخِرِ الْآيَتَيْنِ.

(৯১২) ইবন আব্বাস ﷺ সূরা হামীমের সাজদার বিষয়ে বলেন, দুইটি আয়াতের শেষে সাজদা করবে। (তাহাবি সহীহ সনদে)। *[তাহাবি, শারহু মাআনিল আসার, হাদীস-২১২২]*

(২৩০) সূরা সাদ এর সাজদা

(٩١٣) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِيْ ص وَقَالَ: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً وَنَسْجُدُهَا شُكْرًا.

(৯১৩) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা সাদ-এর মধ্যে সাজদা করেন এবং বলেন, দাউদ তাওবা হিসাবে এই সাজদা করেন আর আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য এই সাজদা করছি। (নাসায়ি। ইবনুস সাকান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৫৭]*

সূরা সাদের সাজদার বিষয়ে হাদীস সহীহ বুখারিতে ইবন আব্বাস ﷺ-এর সূত্রে সংকলিত রয়েছে। সূরা সাদের সাজদা বিষয়ক আরেকটি হাদীস আবু সায়ীদ ﷺ-এর সূত্রে আহমাদ শক্তিশালী সনদে সংকলন করেছেন এবং আবু হুরাইরা ﷺ-এর সূত্রে দারাকুতনি সংকলন করেছেন। দারাকুতনির সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য।

(২৩১) মুফাসসাল সূরাগুলোর সাজদা: নাজম, ইনশাক্কাত ও ইকরা

(٩١٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَهُ الْمُسْلِمُوْنَ وَالْمُشْرِكُوْنَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ.

(৯১৪) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরা নাজমে সাজদা করেন এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণ, মুশরিকগণ, জিনগণ এবং মানুষগণ সাজদা করেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৭১]*

(٩١٥) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيْهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِيْنِيْ هَذَا فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا.

(৯১৫) ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় সূরা নাজম পাঠ করেন এবং তাতে সাজদা করেন। তাঁর সাথে যারা ছিলেন সবাই সাজদা করেন। শুধুমাত্র একজন বয়স্ক ব্যক্তি বাদে, যিনি সাজদা থেকে বিরত থাকেন। তিনি একমুষ্টি কাঁকর বা মাটি হাতে নিয়ে কপালে ঠেকান এবং বলেন, আমার জন্য এ-ই যথেষ্ট। আমি পরে দেখেছি যে, লোকটি কাফির অবস্থায় নিহত হয়েছে। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৬৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৬]*

(٩١٦) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُتِبَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوْرَةُ النَّجْمِ فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ وَسَجَدْنَا مَعَهُ وَسَجَدَتِ الدَّوَاةُ وَالْقَلَمُ.

(৯১৬) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সূরা নাজম লেখা হচ্ছিল। যখন তিনি সাজদার স্থানে পৌঁছে গেলেন তখন সাজদা করলেন। আমরাও তাঁর সাথে সাজদা করলাম। কালির দোয়াত এবং কলমও সাজদা করে। (বাযযার শক্তিশালী সনদে)। *[হাইসামি, কাশফুল আসতার, হাদীস-৭৫৩; মাজমাউয যাওয়ায়িদ, হাদীস-৩৬৯৭]*

(٩١٧) عَنْ أَبِيْ رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْعَتَمَةَ فَقَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَسَجَدَ فَقُلْتُ مَا هَذِهِ؟ قَالَ سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَزَالُ أَسْجُدُ فِيْهَا حَتَّى أَلْقَاهُ.

(৯১৭) তাবিয়ি আবু রাফি' বলেন, আমি আবু হুরাইরা ﵁-এর সাথে ইশার সালাত আদায় করি। তিনি সূরা ইনশিকাক (ইযাস সামাউন শাক্কাত) পাঠ করেন এবং সাজদা করেন। তখন আমি বললাম, এ কী? তিনি বললেন, আমি আবুল কাসিম (রাসূলুল্লাহ) ﷺ-এর পেছনে এই সূরা পাঠ করে সাজদা করছি। কাজেই আমি তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সূরায় সাজদা করেই যাব। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৭৮]*

AS-SUNNAHTRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

(٩١٨) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ.

(৯১৮) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সূরা ইনশিকাক (ইযাস সামাউন শাক্কাত) ও সূরা আলাক (ইকরা বিসমি রাব্বিকা) এর মধ্যে সাজদা করি। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৫৭৮; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১৪০৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-৯৬৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৫৮]*

(২৩২) রুকুর মাধ্যমে সাজদা আদায়

(٩١٩) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ أَخِرَ السُّوْرَةِ فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ أَوِ اسْجُدْ فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعَ الرَّكْعَةِ.

(৯১৯) আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁ বলেন, যদি সাজদা সূরার শেষে হয় তাহলে তুমি ইচ্ছা করলে রুকু করবে অথবা সাজদা করবে। কারণ সাজদা তো রুকুর সাথেই। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল কাবীর, হাদীস-৮৭১২; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৫৯১৮]*

(২৩৩) তিলাওয়াতের সাজদায় কী বলতে হবে

(٩٢٠) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِ الْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ: سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ... فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ... ثَلَاثاً.

(৯২০) আয়িশা ﵂ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ রাত্রে তিলাওয়াতের সাজদায় বলতেন, 'সাজদায় অবনত হয়েছে আমার মুখমণ্ডল, তাঁরই জন্য যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, তিনি নিজ শক্তিতে ও নিজ সাহায্যে তার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বিকশিত করেছেন। (তিরমিযি। ইবনুস সাকান হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। তার বর্ণনার শেষে রয়েছে, তিনি এই কথাগুলো তিনবার

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

বলতেন।[২০৩] হাকিমের বর্ণনায় বাক্যগুলোর শেষে রয়েছে, 'মহা-বরকতময় আল্লাহ, যিনি সর্বোত্তম স্রষ্টা')। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৮০; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১১২৯; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-৮০২; তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৩৪৭৬; আসকালানি, আত তালখীসুল হাবীর, হাদীস-৪৯২]*

(২৩৪) কৃতজ্ঞতার সাজদা

(٩٢١) عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُوْرٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلهِ.

(৯২১) আবু বাকরাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোনো আনন্দের সংবাদ আসলে বা কোনো আনন্দের বিষয়ে তাঁকে সুসংবাদ দেওয়া হলে তিনি আল্লাহর কৃতজ্ঞতায় সাজদায় পড়ে যেতেন। (আবু দাউদ। হাকিম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)। *[সুনান আবু দাউদ, হাদীস-২৭৭৪; সুনান তিরমিযি, হাদীস-১৫৭৮; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১৩৯৪; মুস্তাদরাক হাকিম, হাদীস-১০২৫]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এখানে 'সাজদায় পড়ে যেতেন' বা 'সাজদা করতেন' বলতে শুধু সাজদা করার অর্থ হতে পারে, আবার 'সালাত আদায় করার' অর্থও হতে পারে। হাদীস শরীফে বিভিন্ন স্থানে 'সাজদা' করা বলতে 'সালাত আদায় করা বোঝানো হয়েছে। যেমন মুসলিম সংকলিত এক হাদীসে [নং-৪৮৮] সাওবান ﷺ বলেন, একব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলে, আমাকে এমন একটি কর্ম শিখিয়ে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে... তিনি বলেন, عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ لِلهِ 'তুমি আল্লাহর জন্য বেশি বেশি সাজদা করবে'। অর্থাৎ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করবে। মুসলিম সংকলিত অন্য হাদীসে [নং-৪৮৯] রাবীআ ইবন কা'ব ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য কামনা করি। তিনি বলেন: أَعِنِّيْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ 'বেশি বেশি সাজদা করে তুমি আমাকে তোমার বিষয়ে সাহায্য করবে'। অর্থাৎ বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করে।

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, এই হাদীসের অর্থ হতে পারে

[২০৩]. হাদীসটি আবু দাউদ (১৪১৪), ইবন আবী শাইবা (৪৩৭৪), আহমাদ (২৫৮২১) ও বাইহাকিও (৩৭৭৪) সংকলন করেছেন। তাদের বর্ণনায় রয়েছে, নবীজি ﷺ দুআটি বারবার বলতেন। -সম্পাদক

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যে, তিনি কোনো সুসংবাদ পেলে কৃতজ্ঞতার জন্য দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন। আবার এর অর্থ হতে পারে যে, তিনি সুসংবাদ শোনা মাত্রই সরাসরি সাজদা করে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

মুসাফিরের সালাত বিষয়ক পরিচ্ছেদ

(২৩৫) কীভাবে কসর আদায় করতে হবে এবং কসরের আবশ্যকতা

(٩٢٢) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ: اَلصَّلَاةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ.

(৯২২) আয়িশা ﵂ বলেন, সালাত প্রথমে দুই রাকআত করেই ফরয হয়। সফরের সালাতকে পরে দুই রাকআতই রাখা হয়। আর স্বগৃহে উপস্থিতির সালাত পূর্ণ করা হয়। (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৫]*

(٩٢٣) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فُرِضَتْ ثَلَاثًا لِأَنَّهَا وِتْرٌ. قَالَتْ: وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُوْلَى إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ لِأَنَّهَا وَتْرٌ وَالصُّبْحَ لِأَنَّهُ يُطَوِّلُ فِيْهَا الْقِرَاءَةَ.

(৯২৩) আয়িশা ﵂ বলেন, সালাত প্রথমে দুই রাকআত দুই রাকআত করে ফরয করা হয়, শুধুমাত্র মাগরিব বাদে, কারণ তা বিতর বা বেজোড়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সফর করতেন তখন প্রথম নিয়মেই সালাত আদায় করতেন, শুধুমাত্র মাগরিব ছাড়া। আর যখন তিনি (মদীনায়) অবস্থান করতেন তখন প্রত্যেক দুই রাকআতের সাথে আরো দুই রাকআত যোগ করতেন। শুধুমাত্র মাগরিব বাদে, কারণ তা বিতর বা বেজোড়, এবং ফজর বাদে, কারণ তিনি ফজরের সালাতে কিরাআত দীর্ঘ করতেন। (আহমাদ শক্তিশালী সনদে)। *[মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৬২৮২]*

(٩٢٤) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ

قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৯২৪) উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, সফরের সালাত দুই রাকআত, ঈদুল আযহার সালাত দুই রাকআত, ঈদুল ফিতরের সালাত দুই রাকআত, জুমুআর সালাত দুই রাকআত। এই সালাতগুলো দুই রাকআতই পূর্ণ, কোনোরূপ সংক্ষিপ্তকরণ ছাড়া, মুহাম্মাদ ﷺ-এর যবানিতে। (আহমাদ, ইবন মাজাহ ও ইবন হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে সহীহ সনদে)। *[সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৪২০; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৬৪; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-২৫৭; সহীহ ইবন হিব্বান, হাদীস-২৭৮৩]*

(٩٢٥) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً.

(৯২৫) ইবন আব্বাস ﷺ বলেন, আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর যবানিতে সালাত ফরয করেছেন উপস্থিতিতে চার রাকআত, সফরে দুই রাকআত এবং ভয়ের সময় এক রাকআত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৭; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৫৩২]*

(٩٢٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يَزِيْدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

(৯২৬) ইবন উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহচর্যে থেকেছি, তিনি সফরে দুই রাকআতের বেশি পড়তেন না। আবু বাকর ﷺ, উমার ﷺ এবং উসমান ﷺও অনুরূপ। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১১০২; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৪৫৮]*

(٩٢٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مَرْفُوْعًا: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ مَنْ تَرَكَ السُّنَّةَ كَفَرَ.

(৯২৭) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সফরের সালাত দুই রাকআত, যে ব্যক্তি সুন্নাত ত্যাগ করল সে কুফুরি

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

করল। (ইবন হাযম সহীহ সনদে।[২০৪] তাবারানি অনুরূপ হাদীস ইবন উমারে বক্তব্য বা মাউকূফ হাদীস হিসাবে সংকলন করেছেন। তার বর্ণনার রাবীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুল আওসাত, হাদীস-৭৮৪৬]*

(٩٢٨) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ نَزَلَتَا مِنَ السَّمَاءِ فَإِنْ شِئْتُمْ فَرُدُّوْهَا.

(৯২৮) ইবন উমার ﷺ বলেন, সফরের সালাত দুই রাকআত। এভাবেই দুই রাকআতই আসমান থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। তোমরা যদি চাও তাহলে ফিরিয়ে দাও। (তাবারানি। সনদের বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য)। *[তাবারানি, আল মু'জামুস সাগীর, হাদীস-৯৯৭]*

(٩٢٩) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوْعًا فِيْ صَلَاةِ الْقَصْرِ: صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوْا صَدَقَتَهُ.

(৯২৯) উমার ইবনুল খাত্তাব ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে কসর বা সংক্ষিপ্ত সালাতের বিষয়ে বলেন, আল্লাহ তোমাদেরকে তা দান হিসাবে প্রদান করেছেন। কাজেই তোমরা তাঁর দানকে গ্রহণ করো।

---

[২০৪]. ইবন হাযমের মুহাল্লা গ্রন্থে হাদীসটি ইবন উমারের বক্তব্য বা মাউকূফ হাদীস হিসাবে সংকলিত রয়েছে, মারফূ হিসাবে নয়। (অনুবাদক)

[গ্রন্থকার উমদাতুল কারির বরাতে ইবন হাযমের মুহাল্লা থেকে বর্ণনাটি মারফূ' হিসাবে উদ্ধৃত করেছেন। অনুবাদক বলছেন, মুহাল্লা গ্রন্থে হাদীসটি মাউকূফ হাদীস হিসাবে সংকলিত রয়েছে। তবে বাস্তবতা হল, মুহাল্লা গ্রন্থে হাদীসটি মারফূ' ও মাওকুফ উভয়ভাবে সংকলিত। উমদাতুল কারিতে মুহাল্লা থেকে মারফূ' হিসাবে এবং আব্দুর রাযযাকের মুসান্নাফ থেকে মাওকুফ হিসাবে উদ্ধৃত হয়েছে। মারফূ' বর্ণনাটি দেখুন: মুহাল্লা ৩/১৮৬ ও উমদাতুল কারি ৭/১৩৩ এ। ইবন হাযম বলেন, আমাদেরকে হুমাম বলেছেন, আমাদেরকে আব্বাস ইবন আসবাগ বলেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল মালিক বলেছেন, আমাদেরকে আবু ইয়াহইয়া যাকারিয়া বলেছেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনুস সাব্বাহ বলেছেন, আমাদেরকে আব্দুল্লাহ ইবন রাজাহ বলেছেন, আমাদেরকে হিশাম বলেছেন আইয়ুব সিখতিয়ানি থেকে, নাফি' থেকে ইবন উমার থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন...। মাওকুফ বর্ণনাটি দেখুন: মুহাল্লা ৩/১৯১ ও উমদাতুল কারি ৭/১৩৫ এ। ইবন হাযম বলেন, আব্দুল ওয়ারিস থেকে, আমাদেরকে আবুত তাইয়াহ বলেছেন মুওয়াররাক ইজলি থেকে, সাফওয়ান ইবন মুহরিয থেকে, তিনি বলেন, আমি ইবন উমারকে বললাম... তখন তিনি বলেন...। এছাড়া অন্যান্য মুহাদ্দিস সনদ ও শব্দের ভিন্নতাসহ ইবন উমারের হাদীসটি সংকলন করেছেন। বাযযার, সাররাজ, তাহাবি, বাইহাকি প্রমুখ মুহাদ্দিস মাওকুফ হিসাবে সংকলন করেছেন। আব্দুল হক আহকাম গ্রন্থে মারফূ হিসাবে সংকলন করেছেন। ইবন তাইমিয়া মারফূ ও মাওকুফ উভয় বর্ণনার কথা উল্লেখ করেছেন। -সম্পাদক]

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৬; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১১৯৯; সুনান তিরমিযি, হাদীস-৩০৩৪; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৪৩৩; সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস-১০৬৫]*

(٩٣٠) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: صَلَّى بِنَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقِيْلَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ فَلَيْتَ حَظِّيْ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَانِ مُتَقَبَّلَتَانِ.

(৯৩০) তাবিয়ি আব্দুর রাহমান ইবন ইয়াযীদ বলেন, উসমান ﵁ আমাদেরকে নিয়ে মিনায় (হজ্জের সময়, যুহর, আসর ও ইশার সালাত) চার রাকআত আদায় করেন। তখন বিষয়টি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ ﵁-কে বলা হয়। তিনি বলেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন'। এরপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে মিনায় দুই রাকআত করে সালাত আদায় করেছি, আবু বাকর সিদ্দীক ﵁-এর সাথে মিনায় দুই রাকআত করে সালাত আদায় করেছি এবং উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁-এর সাথে মিনায় দুই রাকআত করে সালাত আদায় করেছি। আমার বড় আশা, যদি আমার ভাগ্যে চার রাকআতের মধ্যে কবুলকৃত দুই রাকআত জুটত! (বুখারি ও মুসলিম)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৯৫]*

(٩٣١) عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ مَا بَالُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

(৯৩১) তাবিয়ি মুহাম্মাদ ইবন শিহাব যুহরি (১২৪ হি.) বলেন, আমি (তাবিয়ি) উরওয়া ইবন যুবাইরকে (৯৩ হি.) জিজ্ঞাসা করলাম, আয়িশা ﵂ সফরে পুরো সালাত (চার রাকআত) আদায় করেন তার কারণ কী? তিনি উত্তরে বলেন, উসমান ﵁ যেমন ব্যাখ্যা করেছেন তিনিও তেমনি ব্যাখ্যা করেছেন। (বুখারি)। *[সহীহ বুখারি, হাদীস-১০৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৫]*

গ্রন্থকার ﵀ বলেন, তাদের উভয়ের ব্যাখ্যা করা থেকে বোঝা যায়

AS SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

যে, তারাও সফরে কসর করা বা দুই রাকআত আদায় করাকে জরুরি মনে করতেন। শুধুমাত্র ব্যাখ্যা সাপেক্ষ পূর্ণ সালাত আদায় করতেন। তাদের ব্যাখ্যার প্রকৃতি সম্ভবত এই ছিল যে, তারা কোনো স্থানে অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করাকেও স্থায়ী অবস্থানের মতো মনে করতেন; কারণ স্বল্পস্থায়ী অবস্থানেও চলমান সফরের কষ্ট কমে যায়। আহমাদ আব্বাদ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন যুবাইর থেকে হাসান সনদে এবং বাইহাকি উরওয়া ইবনুয যুবাইর সূত্রে আয়িশা ﵂ থেকে সহীহ সনদে যে হাদীস সংকলন করেছেন তা থেকে এই ব্যাখ্যার বিষয়টি বোঝা যায়। আল্লাহই ভালো জানেন।

(২৩৬) কসরের দূরত্ব

(٩٣٢) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ الْوَالِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى كَمْ تُقْصَرُ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: أَتَعْرِفُ السُّوَيْدَاءَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا وَلَكِنِّيْ سَمِعْتُ بِهَا. قَالَ: هِيَ ثَلَاثُ لَيَالٍ قَوَاصِدَ فَإِذَا خَرَجْنَا إِلَيْهَا قَصَرْنَا الصَّلَاةَ.

(৯৩২) তাবিয়ি আলী ইবন রাবীআহ ওয়ালিবি বলেন, আমি আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄-কে জিজ্ঞাসা করলাম, কতদূরে সালাত সংক্ষিপ্ত (কসর) করতে হয়? তিনি বলেন, তুমি কি 'সুওয়াইদা' নামক স্থান চেন? আমি বললাম, না, তবে আমি তার নাম শুনেছি। তিনি বলেন, স্থানটির দূরত্ব এখান থেকে তিন রাতের স্বাভাবিক চলার পথ। যদি আমরা সেই স্থানের উদ্দেশ্যে বের হই তাহলে সালাত সংক্ষেপ করি। (মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে সহীহ সনদে)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৯২]*

(٩٣٣) عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِيْ مَسِيْرَةِ ثَلَاثِ لَيَالٍ.

(৯৩৩) উমার ﵁ বলেন, তিন রাতের দূরত্বে সালাত সংক্ষিপ্ত করা হবে। (ইবন জারীর তাবারি। মুহাম্মাদ কিতাবুল হাজ্জ-এ সহীহ সনদে সুওয়াইদ ইবন গাফলাহ থেকে অনুরূপ মতামত সংকলন করেছেন)। *[তাবারি, তাহযীবুল আসার, হাদীস-১২৫৯; মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৮১৩০]*

(২৩৭) কখন কসর করতে হবে

(٩٣٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُلُّهُمْ صَلَّى مِنْ حِيْنِ يَخْرُجُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ فِيْ الْمَسِيْرِ وَالْمُقَامِ بِمَكَّةَ.

(৯৩৪) আবু হুরাইরা ﵁ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﵁ ও উমার ﵁-এর সাথে সফর করেছি। তাঁরা সকলেই মদীনা থেকে বের হওয়া থেকে শুরু করে মদীনায় ফিরে আসা পর্যন্ত দুই রাকআত সালাত আদায় করতেন, চলমান অবস্থায় এবং মক্কায় অবস্থানের সময়। (আবু ইয়া'লা শক্তিশালী সনদে)। *[মুসনাদ আবু ইয়া'লা, হাদীস-৫৮৬২]*

(٩٣٥) عَنْ أَبِيْ حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنَ الْبَصْرَةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا فَقَالَ: أَمَا إِنَّا إِذَا جَاوَزْنَا هَذَا الْخُصَّ صَلَّيْنَا رَكْعَتَيْنِ.

(৯৩৫) তাবিয়ি আবুল হারব ইবন আবুল আসওয়াদ বলেন, আলী ﵁ বসরা থেকে বের হন। তিনি সালাতুয যুহর চার রাকআত আদায় করেন। অতঃপর তিনি বলেন, শোনো! আমরা যদি এই কুঁড়েঘরটি পার হতাম তাহলে দুই রাকআত (কসর) করে সালাত আদায় করতাম। (ইবন আবী শাইবা সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৮১৬৯]*

(٩٣٦) عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَصَرَ وَهُوَ يَرَى الْبُيُوْتَ فَلَمَّا رَجَعَ قِيْلَ لَهُ هَذِهِ الْكُوْفَةُ قَالَ: لَا حَتَّى نَدْخُلَهَا.

(৯৩৬) আলী ইবন রাবীআহ বলেন, আলী ইবন আবু তালিব ﵁ একবার সফরে বের হয়ে কসর করা শুরু করেন, তখনও তিনি বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছিলেন। যখন তিনি ফিরে আসলেন, তখন তাকে বলা হল, এই তো কুফা। তিনি বললেন, না, কুফার মধ্যে প্রবেশ না করা পর্যন্ত (কসর চলবে)। (বুখারি তা'লীক হিসাবে। হাকিম সনদসহ সংকলন করেছেন)। *[সহীহ বুখারি ২/৪৩; মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪৩২১; আসকালানি, ফাতহুল বারি ২/৫৬৯]*

(٩٣٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ حِيْنَ يَخْرُجُ

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

مِنْ شِعَبِ الْمَدِيْنَةِ وَيَقْصُرُ إِذَا رَجَعَ حَتَى يَدْخُلَهَا.

(৯৩৭) ইবন উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি যখন মদীনার গিরিপথ অতিক্রম করতেন তখন কসর করতেন। যখন ফিরে আসতেন তখন মদীনায় প্রবেশ করা পর্যন্ত কসর করতেন। (আব্দুর রাযযাক। সনদ আপত্তিকর নয়)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪৩২৩]*

(২৩৮) মুসাফির কখন সালাত পূর্ণ করবে

(٩٣٨) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً أَتَمَّ الصَّلَاةَ.

(৯৩৮) তাবিয়ি মুজাহিদ বলেন, ইবন উমার ﷺ যখন ১৫ দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন তখন সালাত পূর্ণরূপে (চার রাকআত) আদায় করতেন। (ইবন আবী শাইবা ও মুহাম্মাদ কিতাবুল হাজ্জ-এ। তাদের উভয়ের সনদ সহীহ)। *[মুসান্নাফ ইবন আবী শাইবা, হাদীস-৮২১৭]*

(٩٣٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: إِذَا كُنْتَ مُسَافِراً فَوَطَّنْتَ نَفْسَكَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَتْمِمِ الصَّلَاةَ وَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِيْ فَاقْصُرْ.

(৯৩৯) ইবন উমার ﷺ বলেন, তুমি যদি মুসাফির হও এবং ১৫ দিন অবস্থানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর তাহলে সালাত পূর্ণ করবে। আর যদি তুমি না জান যে কতদিন থাকবে তাহলে সালাত সংক্ষেপ (কসর) করবে। (মুহাম্মাদ কিতাবুল আসারে হাসান সনদে। তাহাবি ইবন আব্বাস ও ইবন উমার থেকে অনুরূপ মত সংকলন করেছেন)। *[মুহাম্মাদ, কিতাবুল আসার, হাদীস-১৮৮]*

(٩٤٠) عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِبَعْضِ بِلَادِ فَارِسَ سَنَتَيْنِ. فَكَانَ لَا يَجْمَعُ وَلَا يَزِيْدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ.

(৯৪০) তাবিয়ি হাসান বসরি বলেন, আমরা আব্দুর রাহমান ইবন সামুরা ﷺ-এর সাথে পারস্যের এক এলাকায় দুইবছর ছিলাম। তিনি সালাত একত্র করতেন না এবং দুই রাকআতের বেশি পড়তেন না। (আব্দুর রাযযাক সহীহ সনদে)। *[মুসান্নাফ আব্দুর রাযযাক, হাদীস-৪৩৫২]*

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

(২৩৯) মুকীমের পেছনে মুসাফির এবং মুসাফিরের পেছনে মুকীম

(٩٤١) عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُصَلِّيْ وَرَاءَ الْإِمَامِ بِمِنًى أَرْبَعًا فَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

(৯৪১) তাবিয়ি নাফি' বলেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ মিনায় যখন (মুকীম) ইমামের পেছনে সালাত আদায় করতেন তখন চার রাকআত পড়তেন। আর যখন তিনি নিজে নিজে সালাত আদায় করতেন তখন দুই রাকআত পড়তেন। (মালিক সহীহ সনদে)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৫০৬]*

(٩٤٢) عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَيْفَ أُصَلِّيْ إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(৯৪২) তাবিয়ি মুসা ইবন সালামাহ হুযালি বলেন, আমি ইবন আব্বাস ﵄-কে প্রশ্ন করলাম, যদি (মুসাফির অবস্থায়) মক্কায় অবস্থানকালে ইমামের সাথে জামাআতে সালাত আদায় না করি তাহলে কয় রাকআত সালাত আদায় করব? তিনি জবাবে বলেন, দুই রাকআত (কসর) পড়বে, এটাই আবুল কাসিম (মহানবী মুহাম্মাদ) ﷺ-এর সুন্নাত। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৮; সুনান নাসায়ি, হাদীস-১৪৪৩]*

(২৪০) মুসাফির ইমাম মুকতাদিদেরকে জানাবেন যে, তিনি মুসাফির

(٩٤٣) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ أَتِمُّوْا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ.

(৯৪৩) আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﵄ বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ যখন মক্কায় আগমন করতেন তখন তাদেরকে নিয়ে দুই রাকআত (কসর) সালাত আদায় করতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, হে মক্কাবাসীগণ, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ করো; কারণ আমার মুসাফির সম্প্রদায়। (মালিক সহীহ সনদে। আবু দাউদ ইমরান ইবন হুসাইন থেকে সংকলন করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এইরূপ করতেন। তিনি বলতেন, হে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

এলাকাবাসী, তোমরা চার রাকআত পড়ো; কারণ আমার মুসাফির সম্প্রদায়। তিরমিযিও হাদীসটি কাছাকাছি অর্থে সংকলন করেছেন এবং সহীহ বলেছেন)। *[মুআত্তা মালিক, হাদীস-৫০৪; সুনান আবু দাউদ, হাদীস-১২২৯]*

(২৪১) সফরে সুন্নাত-নফল সালাত আদায় করা

(٩٤٤) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا.

(৯৪৪) ইবন উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবু বাকর ﷺ, উমার ﷺ এবং উসমান ﷺ-এর সাথে সফর করেছি। তাঁরা যুহর এবং আসর দুই রাকআত দুই রাকআত করে আদায় করতেন। তাঁরা তার আগে ও পরে কোনো (সুন্নাত-নফল) সালাত আদায় করতেন না। ইবন উমার ﷺ বলেন, আমি যদি আগে বা পরে সুন্নাতই পড়তাম তাহলে ফরয সালাত পুরো পড়তাম। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটি হাসান বলেছেন। মুসলিমও ইবন উমার থেকে এই অর্থে হাদীস সংকলন করেছেন। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৯]*

(٩٤٥) عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: مَرِضْتُ مَرَضًا فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَعُوْدُنِيْ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ السُّبْحَةِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ: صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ فَمَا رَأَيْتُهُ يُسَبِّحُ وَلَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ وَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

(৯৪৫) তাবিয়ি হাফস ইবন আসিম বলেন, আমি একবার অসুস্থ হলে আমার চাচা আব্দুল্লাহ ইবন উমার ﷺ আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাকে সফর অবস্থায় সুন্নাত নামায আদায় সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সফর করেছি। আমি তাঁকে কখনো সুন্নাত আদায় করতে দেখিনি। আমি যদি সুন্নাতই আদায় করব তাহলে তো ফরয নামাযই পুরো চার রাকআত আদায় করতাম। আর

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

আল্লাহ বলেছেন,[২০৫] 'নিশ্চয় তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে'। (মুসলিম)। *[সহীহ মুসলিম, হাদীস-৬৮৯]*

(٩٤٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

(৯৪৬) ইবন উমার ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে গৃহে অবস্থান এবং সফর উভয় অবস্থাতেই সালাত আদায় করেছি। আমি গৃহে অবস্থানের সময়ে তাঁর সাথে যুহর চার রাকআত এবং তার পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করেছি। আর আমি সফরে তাঁর সাথে যুহর দুই রাকআত এবং তার পরে দুই রাকআত সালাত আদায় করেছি। (তিরমিযি। তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন)। *[সুনান তিরমিযি, হাদীস-৫৫২; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস-৫৬৩৪; সহীহ ইবন খুযাইমা, হাদীস-১২৫৪; বাগাবি, শারহুস সুন্নাহ, হাদীস-১০৩৫]*

গ্রন্থকার ﷺ বলেন, এই হাদীস এবং উপরের হাদীসের সমন্বয় এভাবে হতে পারে যে, সফরের মধ্যে কোথাও অবস্থান গ্রহণ করলে সুন্নাত আদায় করতেন। আর যখন সফরে চলমান অবস্থায় থাকতেন তখন সুন্নাত আদায় করতেন না। এই সকল হাদীস ফরয সালাতের আগে ও পরের সুন্নাত-নফল সম্পর্কে। অন্যান্য সাধারণ নফল বা তাহাজ্জুদ সম্পর্কে বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে চলাকালীন সময়েও উটের পিঠের উপর রাতের সালাত বা তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। ইতিপূর্বে এ জাতীয় হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

(প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

[২০৫]. সূরা: (৩৩) আল-আহযাব, আয়াত: ২১।

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে

AS-SUNNAH TRUST

বইটি ক্রয় করতে ক্লিক করুন- এখানে

AS-SUNNAH TRUST

ওয়েবসাইট ভিজিট করতে ক্লিক করুন- এখানে